তাফসীর আস সা'দী

১০ম খণ্ড

সূরা আল মুজাদালাহ থেকে
সূরা আন নাস পর্যন্ত

আব্দুর রহমান নাসির আস-সা'দী

تفسير السعدي

তাফসীর আস-সা‘দী

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان

[তাইসীরুল কারীমির রহমান ফি তাফসীর কালামিল মান্নান]

المؤلف: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي (ت ١٣٧٦هـ)

আব্দুর রহমান নাসির আস সা‘দী (রহি)

১০ম খণ্ড

সূরা নং ৬৮-১১৪ পর্যন্ত

শেষ খণ্ড

প্রধান অফিস

কাটাখালী (দেওয়ানপাড়া মাদরাসা মোড়), রাজশাহী।

মোবাইল: ০১৯১২-০০৫১২১ (বিকাশ/নগদ-ব্যক্তিগত)

www.maktabatussunnah.org

email: maktabatussunnah19@gmail.com

শাখা অফিস

৩৪, নর্থ ব্রুক হল রোড (তৃতীয় তলা), বাংলা বাজার, ঢাকা ১১০০।

মোবাইল: ০১৭৬৭-৫৭০১৮৬ (বিকাশ/নগদ-ব্যক্তিগত)

প্রথম প্রকাশ: ডিসেম্বর ২০২৩ ঈসায়ী

নির্ধারিত মূল্য: ৫০০ (পাঁচশত) টাকা

تفسير السعدي

তাফসীর আস-সা'দী

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان

[তাইসীরুল কারীমির রহমান ফি তাফসীর কালামিল মান্নান]

المؤلف: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي (ت ١٣٧٦هـ)

আব্দুর রহমান নাসির আস সা'দী (রহি)

الترجمة: محمد طريق الإسلام

অনুবাদঃ মোঃ তরিকুল ইসলাম

সম্পাদনাঃ শাইখ মুহাম্মাদ ইবরাহীম বিন আব্দুল হালিম মাদানী

সিনিয়র মুহাদ্দিস, মাদ্রাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া, ঢাকা।

الناشر: مكتبة السنة

প্রকাশনায়ঃ মাকতাবাতুস সুন্নাহ

সূচিপত্র

বিষয়: পৃষ্ঠা

❖ আব্দুর রহমান নাসির আস সা'দী (রহি) এর জীবনী..... ১৩

❖ লেখকের ভূমিকা..... ১৬

সূরা নং	সূরার নাম	অবতীর্ণ স্থান	আয়াত সংখ্যা	পৃষ্ঠা
৫৮	সূরা আল-মুজাদালাহ سورة المجادلة	মাদানী مدنية	২২	১৯
৫৯	সূরা আল-হাশর سورة الحشر	মাদানী مدنية	২৪	৩৯
৬০	সূরা আল-মুমতাহিনা سورة الممتحنة	মাদানী مدنية	১৩	৬২
৬১	সূরা আস-সফ سورة الصف	মাদানী مدنية	১৪	৭৯
৬২	সূরা আল-জুমু'আ سورة الجمعة	মাদানী مدنية	১১	৯২
৬৩	সূরা আল-মুনাফিকূন سورة المنافقون	মাদানী مدنية	১১	১০০
৬৪	সূরা আত-তাগাবুন سورة التغابن	মাদানী مدنية	১৮	১০৮
৬৫	সূরা আত-তালাক سورة الطّلاق	মাদানী مدنية	১২	১২৩
৬৬	সূরা আত-তাহরীম	মাদানী	১২	১৩৬

	سورة التّحريم	مدنية		
৬৭	সূরা আল-মুলক سورة الملك	মাক্কী مكية	৩০	১৪৮
৬৮	সূরা আল-কালাম سورة القلم	মাক্কী مكية	৫২	১৬৫
৬৯	সূরা আল-হাক্কাহ سورة الحاقّة	মাক্কী مكية	৫২	১৮১
৭০	সূরা আল-মা'আরিজ سورة المعارج	মাক্কী مكية	৪৪	১৯৫
৭১	সূরা নূহ سورة نوح	মাক্কী مكية	২৮	২০৭
৭২	সূরা আল-জিন سورة الجنّ	মাক্কী مكية	২৮	২১৬
৭৩	সূরা আল-মুযযাম্মিল سورة المزّمّل	মাক্কী مكية	২০	২৩০
৭৪	সূরা আল-মুদ্দাসসির سورة المدثر	মাক্কী مكية	৫৬	২৪১
৭৫	সূরা আল- কিয়ামাহ سورة القيمة	মাক্কী مكية	৪০	২৫৫
৭৬	সূরা আল-ইনসান سورة الإنسان	মাক্কী مكية	৩১	২৬৫

৭৭	সূরা আল-মুরসালাত سورة المرسلات	মাক্কী مكية	৫০	২৭৮
৭৮	সূরা আন-নাবা سورة النّبأ	মাক্কী مكية	৪০	২৮৯
৭৯	সূরা আন-নাযিআত سورة النّازعات	মাক্কী مكية	৪৬	২৯৯
৮০	সূরা আবাসা سورة عبس	মাক্কী مكية	৪২	৩১০
৮১	সূরা আত-তাকবীর سورة التّكوير	মাক্কী مكية	২৯	৩১৭
৮২	সূরা আল-ইনফিতার سورة الانفطار	মাক্কী مكية	১৯	৩২৫
৮৩	সূরা আল-মুতাফফিফীন سورة المطفّفين	মাক্কী مكية	৩৬	৩২৯
৮৪	সূরা আল-ইনশিকাক سورة الانشقاق	মাক্কী مكية	২৫	৩৩৮
৮৫	সূরা আল-বুরূজ سورة البروج	মাক্কী مكية	২২	৩৪৩
৮৬	সূরা আত-তারিক سورة الطارق	মাক্কী مكية	১৭	৩৫০
৮৭	সূরা আল-আলা	মাক্কী	১৯	৩৫৪

	سورة الأعلى	مكية		
৮৮	সূরা আল-গশিয়াহ سورة الغاشية	মাক্কী مكية	২৬	৩৫৯
৮৯	সূরা আল-ফাজর سورة الفجر	মাক্কী مكية	৩০	৩৬৫
৯০	সূরা আল-বালাদ سورة البلد	মাক্কী مكية	২০	৩৭৩
৯১	সূরা আশ-শামস سورة الشمس	মাক্কী مكية	১৫	৩৭৭
৯২	সূরা আল-লাইল سورة الليل	মাক্কী مكية	২১	৩৮১
৯৩	সূরা আদ-দুহা سورة الضحى	মাক্কী مكية	১১	৩৮৬
৯৪	সূরা আল-ইনশিরাহ سورة الشرح	মাক্কী مكية	৮	৩৮৯
৯৫	সূরা আত-তীন سورة التين	মাক্কী مكية	৮	৩৯২
৯৬	সূরা আল-আলাক سورة العلق	মাক্কী مكية	১৯	৩৯৪
৯৭	সূরা আল-কাদর سورة القدر	মাক্কী مكية	৫	৩৯৮

৯৮	সূরা আল-বায়্যিনাহ سورة القدر	মাদানী مدنية	৮	৪০০
৯৯	সূরা আয-যিলযাল سورة الزّلزلة	মাদানী مدنية	৮	৪০৪
১০০	সূরা আল-আদিয়াত سورة العاديات	মাক্কী مكية	১১	৪০৬
১০১	সূরা আল-কারি'আ سورة القارعة	মাক্কী مكية	১১	৪০৮
১০২	সূরা আত-তাকাসুর سورة التّكاثر	মাক্কী مكية	৮	৪১১
১০৩	সূরা আল-আসর سورة العصر	মাক্কী مكية	৩	৪১৪
১০৪	সূরা আল-হুমাযাহ سورة الهمزة	মাক্কী مكية	৯	৪১৫
১০৫	সূরা আল-ফীল سورة الفيل	মাক্কী مكية	৫	৪১৭
১০৬	সূরা আল-কুরাইশ سورة قريش	মাক্কী مكية	৪	৪১৯
১০৭	সূরা আল-মাউন سورة الماعون	মাক্কী مكية	৭	৪২০
১০৮	সূরা আল-কাউসার	মাক্কী	৩	৪২২

	سورة الكوثر	مكية		
১০৯	সূরা আল-কাফিরূন سورة الكافرون	মাক্কী مكية	৬	৪২৪
১১০	সূরা আন-নাসর سورة النّصر	মাদানী مدنية	৩	৪২৫
১১১	সূরা আল-মাসাদ سورة المسد	মাক্কী مكية	৫	৪২৭
১১২	সূরা আল-ইখলাস سورة الإخلاص	মাক্কী مكية	৪	৪২৯
১১৩	সূরা আল-ফালাক سورة الفلق	মাক্কী مكية	৫	৪৩০
১১৪	সূরা আন-নাস سورة النّاس	মাক্কী مكية	৬	৪৩২

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ

বিষয় পৃষ্ঠা

৫৮. সূরা আল-মুজাদালাহ

১. স্ত্রীর সাথে যিহার করা ২০

২. যিহার করার কাফফারা..... ২১

৩. যিহার সম্পর্কে কয়েকটি মাসআলা..... ২৩

৪. মাজলিসের আদব..... ৩০

৫. মুমিনগণ আল্লাহ ও তার রসূলের বিরুদ্ধাচারণকারীদের ভালোবাসেন না..... ৩৭

৫৯. সূরা আল-হাশর

৬. ফায় এর বিধান..... ৪৬

৬০. সূরা আল-মুমতাহিনা

৫. মুমিন নারীগণ কাফিরদের জন্য বৈধ নয় এবং কাফিরগণ মুমিন নারীদের জন্য বৈধ নয় ৭৪

৬. মহিলাদের বায়আতের বিষয়বস্তু..... ৭৬

৬১. সূরা আস-সফ

৭. জিহাদ এমন ব্যবসা যাতে উভয় জগতের সফলতা রয়েছে..... ৮৭

৬২. সূরা আল জুমু'আ

৮. জুমুআর দিনের শিক্ষণীয় বিষয়..... ৯৯

৬৩. সূরা আল মুনাফিকূন

৬৪. সূরা আত তাগাবুন

৬৫. সূরা আত তালাক

৯. ইদ্দত ও তালাক..... ১২৩

৬৬. সূরা আত তাহরীম

৬৭. সূরা আল মুলক

৬৮. সূরা আল কালাম

৬৯. সূরা আল হাক্কাহ

৭০. সূরা আল মা'আরিজ

৭১. সূরা নূহ

৭২. সূরা আল জিন

১০. সূরা আল জিনের শিক্ষণীয় বিষয়..... ২২৯

৭৩. সূরা আল মুযযাম্মিল

১১. কিয়ামুল লাইল বা তাহাজ্জুদ সালাত..... ২৩২

৭৪. সূরা আল-মুদ্দাসসির

১২. প্রকাশ্যে দাওয়াত দেয়ার ও সতর্ক করার আদেশ ২৪১

৭৫. সূরা আল কিয়ামাহ

৭৬. সূরা আল ইনসান

৭৭. সূরা আল মুরসালাত

৭৮. সূরা আন নাবা

৭৯. সূরা আন নাযিআত

৮০. সূরা আবাসা

৮১. সূরা আত তাকবীর

৮২. সূরা আল ইনফিতার

৮৩. সূরা আল মুতাফফিফীন

৮৪. সূরা আল ইনশিকাক

৮৫. সূরা আল বুরূজ

৮৬. সূরা আত তারিক

৮৭. সূরা আল আলা

৮৮. সূরা আল গশিয়াহ

৮৯. সূরা আল ফাজর

৯০. সূরা আল বালাদ

৯১. সূরা আশ শামস

৯২. সূরা আল লাইল

৯৩. সূরা আদ দুহা

৯৪. সূরা আল ইনশিরাহ

৯৫. সূরা আত তীন

৯৬. সূরা আল আলাক

৯৭. সূরা আল-কাদর

৯৮. সূরা আল-বায়্যিনাহ

৯৯. সূরা আয-যিলযাল

১০০. সূরা আল-আদিয়াত

১০১. সূরা আল-কারি'আ

১০২. সূরা আত-তাকাসুর

১০৩. সূরা আল-আসর

১০৪. সূরা আল-হুমাযাহ

১০৫. সূরা আল-ফীল

১০৬. সূরা আল-কুরাইশ

১০৭. সূরা আল-মাউন

১০৮. সূরা আল-কাউসার

১০৯. সূরা আল-কাফিরূন

১১০. সূরা আন-নাসর

১১১. সূরা আল-মাসাদ

১১২. সূরা আল-ইখলাস

১১৩. সূরা আল-ফালাক

১১৪. সূরা আন-নাস

আব্দুর রহমান নাসির আস সা'দী (রহি)
এর জীবনী

তিনি হলেন তামীম গোত্রের শাইখ আবু আব্দিল্লাহ আব্দুর রহমান ইবনে নাসির ইবনে আব্দিল্লাহ ইবনে নাসির আলে সা'দী (রহি)। তিনি আল কাসীমের উনাইযাহ শহরে ১৩০৭ হিজরির ১২ মুহাররমে (৮ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দে) জন্মগ্রহণ করেন। তার বয়স যখন চার বছর তখন তার মা মারা যান আর যখন তার বয়স সাত বছর তখন তার বাবা মারা যান। ফলে তিনি ইয়াতিম হিসেবে লালিতপালিত হন। কিন্তু (ইয়াতীম হওয়া সত্ত্বেও) তিনি উত্তমভাবে বেড়ে ওঠেন।

তিনি তার মেধা বা প্রতিভা ও ইলমের প্রতি প্রচণ্ড আগ্রহের কারণে শৈশবেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তিনি তার বাবার মৃত্যুর পর কুরআন পড়েছিলেন এবং মাত্র এগারো বছর বয়সে পুরো কুরআন খুব ভালোভাবে মুখস্থ করেছিলেন। তারপর তিনি তার শহরের আলেম ও যেসব আলেম বাইরে থেকে সেই শহরে আসতেন তাদের থেকে ইলম অর্জনে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তিনি কঠোর পরিশ্রম করেন। যার ফলে জ্ঞানের প্রতিটি শাখা থেকে তিনি পর্যাপ্ত জ্ঞানার্জন করেন। যখন তার বয়স ২৩ বছর তখন তিনি শিক্ষাদান করা শুরু করলেন। তিনি নিজে পড়াশোনা করতেন এবং অন্যদেরকে শিক্ষা দিতেন। এমনকি পুরোটা সময় তিনি এর পেছনেই ব্যয় করতেন। ১৩৫০ হিজরিতে (যেন) তিনি একাই তার শহরে দারস দিতেন বা শিক্ষাদান করতেন। সকল শিক্ষার্থী একমাত্র তার কাছেই জ্ঞানার্জনের ইচ্ছে করতেন।

তার কিছু শিক্ষকের নাম:

(১) তিনি **শাইখ ইবরাহিম ইবনে হামদ ইবনে জাসির (রহি)** এর কাছে সর্বপ্রথম পড়াশোনা করেন। আস সাদী (রহি) তার এই শাইখের হাদীস হিফয বা মুখস্থের কথা বলতেন। এছাড়াও তিনি তার এই শাইখের পরহেযগারিতা, ফকির মিসকিনদের ভালোবাসার কথা আলোচনা করতেন। শীতের দিনে অনেক ফকির মিসকিন তার কাছে আসলে তিনি তার নিজের পোশাক খুলে সেই ফকির মিসকীনদেরকে পরিয়ে দিতেন। অথচ সেই পোশাক তার খুবই প্রয়োজন ছিল। তিনি খুব অল্পে তুষ্ট থাকতেন। আল্লাহ তা'আলা তার ওপর রহম করুন।

(২) এছাড়াও শাইখ সা'দী (রহি) এর শিক্ষকদের একজন হলেন **শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দির কারীম আশ শুবুল (রহি)**। তিনি তার কাছে ফিকহ ও আরবী ভাষাসহ অন্যান্য বিষয় পড়াশোনা করেন।

(৩) তার শিক্ষকদের মধ্যে আরো আছেন উনাইযাহ শহরের কাযী **শাইখ সালিহ ইবনে উসমান আল কাযী (রহি)**। তিনি তার কাছে তাওহীদ, তাফসীর, ফিকহ ও আরবী ভাষা পড়াশোনা করেন। সাদী (রহি) তার কাছেই সবচেয়ে বেশি পড়াশোনা করেন,

এমনকি সালিহ ইবনে উসমান (রহি) এর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি তার সান্নিধ্যেই থাকতেন। আল্লাহ তা'আলা তার ওপর রহম করুন।

(৪) আরো আছেন **শাইখ আব্দুল্লাহ ইবনে আয়ায (রহি),**

(৫) শাইখ ছ'ব ইবনে কুওয়াইজিরী (রহি),

(৬) শাইখ আলী আস সিন্নানী (রহি)।

(৭) আরো আছেন **শাইখ আলী আন নাসির আবু ওয়াদায়া (রহি)**। সাদী (রহি) তার কাছে কুতুবে সিত্তাসহ আরো অন্যান্য বিষয় পড়াশোনা করেন।

(৮) আরো আছেন **শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে শাইখ আব্দিল আযিয আল মুহাম্মাদ আল মানি'(রহি)**। সাদী (রহি) তার কাছে উনাইযাহতে পড়াশোনা করেন।

(৯) আরো আছেন, **শাইখ মুহাম্মাদ আশ শানকীতি (রহি)**। তিনি যখন উনাইযাহতে আসেন এবং দারস দেয়া শুরু করেন, তখন থেকেই সাদী (রহি) তার কাছে পড়াশোনা করেন এবং তার কাছে তাফসীর, হাদীস, মুসত্বলাহুল হাদীস, আরবী ভাষার জ্ঞান যেমন নাহু, সরফ ইত্যাদি বিষয় পড়াশোনা করেন।

সাদী (রহি) এর আখলাক বা চরিত্র সম্পর্কে কিছু বর্ণনাঃ

সাদী (রহি) উচ্চ আখলাক বা চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। ছোট-বড়, ধনী-গরিব সকলের প্রতি তিনি বিনয়ী ছিলেন। তার সাথে দেখা সাক্ষাত করতে যারা খুব আগ্রহী তাদের জন্য তিনি নির্দিষ্ট মাজলিসে কিছু সময় ব্যয় করতেন। ফলে সেটি একটি ইলমী মাজলিসে পরিণত হতো। তিনি এই মাজলিসে ইলমী আলোচনা করতে খুবই আগ্রহী ছিলেন। ফলে যারা এই মাজলিসে উপস্থিত হয়ে সময় ব্যয় করতেন তারা অনেক উপকৃত হতেন। সাধারণ মাজলিস ইলমী মাজলিসে পরিণত হতো। প্রত্যেকের সাথে যেমন উপযোগী তেমন তিনি কথা বলতেন। দুনিয়া ও আখিরাতের উপকারী বিষয়গুলো নিয়ে তিনি আলোচনা করতেন। অনেক সমস্যায় তিনি দুই পক্ষকেই সন্তুষ্ট করে ন্যায়সংগতভাবে সমাধান করে দিতেন। তিনি ফকির, মিসকীন ও আগন্তুকদের প্রতি খুবই দয়ালু ছিলেন। নিজের সামর্থ অনুযায়ী অন্যকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতেন। যারা কল্যাণকর কাজকে ভালোবাসে এমন সৎকর্মশীলদেরকেও বলতেন অন্যকে সহযোগিতা করতে। আদব বা শিষ্টাচারিতা, চারিত্রিক নিষ্কলুষতা ও পবিত্রতার একটি বড় অংশ তার মধ্যে ছিল। তিনি প্রতিটি কাজেই ছিলেন দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ। মানুষকে শিক্ষাদান ও বোঝানোর দিক দিয়ে তিনি সর্বোত্তম মানুষের একজন। শিক্ষাদানের সময় তিনি তার ছাত্রদের সাথে আলোচনাও করতেন। কোন ছাত্র কিছু মতন মুখস্থ কররে তিনি তাকে পুরস্কার দিতেন। যেই মুখস্থ করতো তাকেই তিনি পুরস্কার দিতেন কাউকেই তিন বাদ দিতেন না। দারসের জন্য কোন কিতাবটি সবচেয়ে উপকারী হতে পারে এই নিয়ে তিনি তার ছাত্রদের সাথে পরামর্শ করতেন। এতে অধিকাংশ ছাত্র যেটি পছন্দ করতেন সেটিকেই তিনি প্রাধান্য দিতেন।

দীর্ঘসময় ধরে তার দারসে থাকলেও কোন ছাত্র বিরক্ত হতো না। কারণ ছাত্ররা তার দারসে খুব আনন্দ পেত। একারণেই তার বহু ছাত্র ছিল।

ইলমের বা জ্ঞানের ক্ষেত্রে সাদী (রহি) এর অবস্থানঃ

উসূলে ফিকহ ও শাখাগত ফিকহসহ ফিকহ বিষয়ে তার পূর্ণ জ্ঞান ছিল। প্রথম জীবনে তিনি তার শিক্ষকদের অনুসরণে হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন এবং হাম্বলী মাযহাবের বেশ কয়েকটি মতন মুখস্থ করেন। তিনি শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ ও তার ছাত্র ইবনুল কায়্যিমের বইসমূহ সবচেয়ে বেশি পড়েছেন এবং সেগুলো থেকে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয়েছেন। এই দুই শায়খের কারণে তিনি উসূল, তাওহীদ, তাফসীর, ফিকহসহ অন্যান্য বিষয়ে আরো অনেক উপকারী জ্ঞানার্জন করেন। এই দুই শায়খের বইয়ের আলোতে আলোকিত হয়ে তিনি আর শুধু হাম্বলী মাযহাবের অনুসরণ করতেন না। বরং শারঈ দলীল অনুযায়ী যেটি তার কাছে প্রাধান্যযোগ্য মনে হতো সেটিকেই তিনি প্রাধান্য দিতেন। তিনি মাযহাবের কোন আলেমকে তিরস্কার করতেন না। তাফসীরে তার ব্যাপক অবদান আছে। যেহেতু তিনি অনেক তাফসীর পড়েছিলেন এবং সেই বিষয়ে দক্ষ ছিলেন। তিনি বেশ কয়েক খণ্ডে একটি গুরুত্বপূর্ণ তাফসীর রচনা করেন। তিনি চমৎকারভাবে তাফসীর রচনা করেছেন অথচ এই তাফসীর রচনার সময় তার কাছে তাফসীরের কিতাবসহ অন্য কোন কিতাব ছিল না। তিনি এবং তার ছাত্ররা সবসবময় কুরআন তিলাওয়াত করতেন আর তিনি কোন পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াই তাৎক্ষণিকভাবে তাফসীর করতেন। তিনি কুরআনের আয়াতের অর্থ স্পষ্টভাবে বলতের তারপর সেই আয়াত থেকে বিভিন্ন ফায়েদা ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ ইস্তিম্বাত করতেন বা বের করতেন। যে তার কাছে বসেছেন, পড়াশোনা করেছেন, তার সাথে আলোচনা করেছেন এবং যে তার বইপত্র পড়াশোনা করেছেন, সে ব্যক্তিই জ্ঞানের দিক দিয়ে সাদী (রহি) এর অবস্থান জানতে পেরেছেন।

তার রচিত কিতাবসমূহঃ

১. কুরআনের তাফসীর 'তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান'

২. তাইসীরুল লাতীফিল মান্নান ফী খুলাসাতি তাফসীরিল কুরআন

৩. আল কাওয়ায়িদুর হিসান লি তাফসীরিল কুরআন।

৪. আত তাওযীহ ওয়াল বায়ান লি শাজারাতিল ঈমান

৫. আল কওলুস সাদীদ ফী মাকাসিদিত তাওহীদ।

৬. আল কাওয়াইদ ওয়াল উসূলুল জামি'আহ

৭. মুখতাছার উসূলিল ফিকহ

৮. আল হাক্কুল ওয়াযিহুল মুবিন

এছাড়াও আরো বহু কিতাব তিনি রচনা করেছেন।

কিতাব রচনার ক্ষেত্রে তার উদ্দেশ্যঃ

কিতাব রচনার মাধ্যমে ইলম বা জ্ঞানকে ছড়িয়ে দেয়া এবং সত্যের দিকে মানুষকে দাওয়াত দেয়াই তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। এজন্য তিনি বই লিখে সেগুলো সামর্থ অনুযায়ী ছাপাতেন, কিন্তু এর বিনিময়ে দুনিয়াবী কোন সম্পদ তিনি গ্রহণ করতেন না। বরং তিনি বিনামূল্যে সেগুলো বিতরণ করতেন যাতে সকলেই তা দ্বারা উপকৃত হতে পারে। আল্লাহ তা'আলা ইসলাম ও মুসলিমদের পক্ষ থেকে তাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমিন।

মৃত্যুঃ

ইলমের খিদমত করা অবস্থায় ৬৯ বছর বয়সে ১৩৭৬ হিজরিতে উনাইযাহ শহরে তিনি তার রবের ডাকে সাড়া দেন। আল্লাহ তা'আলা তার ওপরে রহম করুন।

লেখকের ভূমিকা

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

সকল প্রসংশা সেই আল্লাহ তা'আলার জন্য যিনি তার বান্দার ওপরে ফুরকান (কুরআনের একটি নাম) নাযিল করেছেন যেটি হালাল ও হারাম, সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য, হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী। আর তার রহমতে তিনি আমভাবে সকল মানুষের জন্য, আর খাছভাবে শুধু মুত্তাকীদের জন্য এটিকে (এই কুরআনকে) হিদায়াতস্বরূপ বানিয়েছেন। এটি কুফরী, পাপাচার ও অজ্ঞতার ভ্রষ্টতা থেকে ঈমান, তাকওয়া ও ইলমের আলোর দিকে হিদায়াত করে। আর আল্লাহ তা'আলা সংশয় সন্দেহ ও কুপ্রবৃত্তির রোগ থেকে অন্তরকে আরোগ্য দানের জন্য এটিকে নাযিল করেছেন। এটি দিয়ে বড় বড় বিষয়ে সুদৃঢ় জ্ঞান অর্জিত হয় এবং শারীরিক রোগ, ব্যাধি, যন্ত্রণা ও অসুস্থতা থেকে আরোগ্য লাভ হয়।

আল্লাহ তা'আলা জানিয়েছেন যে, এই কুরআনে কোন দিক থেকেই কোন প্রকার সংশয় ও সন্দেহ নেই। কারণ এর দেয়া সংবাদ, আদেশ ও নিষেধসমূহে মহাসত্য বিদ্যমান আছে। আর আল্লাহ তা'আলা এটিকে বরকতময় হিসেবে নাযিল করেছেন। এতে রয়েছে অনেক কল্যাণ, প্রচুর জ্ঞান, বিস্ময়কর তাৎপর্য এবং বৃহৎ বিষয়সমূহ। দুনিয়া ও আখিরাতের সমস্ত বরকত, সৌভাগ্য ও সুখ একমাত্র এই কুরআনের দ্বারা অর্জিত হিদায়াত এবং তার অনুসরণের কারণেই। আল্লাহ তা'আলা আরো জানিয়েছেন যে, এটি পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যায়নকারী ও সেগুলোর সংরক্ষক। এটি (পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের) যা কিছুর সাক্ষী দেয় সেগুলো সত্য আর যা কিছু প্রত্যাখ্যান করে সেগুলো প্রত্যাখ্যাত। কারণ এটি সেগুলোকে ধারণ করে আছে এবং সেগুলো থেকে এটি আরো সমৃদ্ধ। আল্লাহ তা'আলা এই কুরআন সম্পর্কে বলেন,

﴿يَهۡدِي بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضۡوَٰنَهُۥ سُبُلَ ٱلسَّلَٰمِ﴾

'যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুসরণ করে তিনি তাদেরকে এর দ্বারা শান্তির পথে পরিচালিত করেন' (সূরা আল মায়িদা:১৬)।

এটি দারুস সালাম বা শান্তির ঘরের (জান্নাতের) দিকে হিদায়াত করে, সেই ঘরে পৌঁছানোর রাস্তাকে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে এবং সেই দিকে উৎসাহিত করে। সাথে সাথে দারুল আলাম বা যন্ত্রণার ঘরের (জাহান্নামের) দিকে পৌঁছানোর রাস্তাকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে এবং সেই পথ থেকে সতর্ক করে। আল্লাহ তা'আলা এই কিতাব সম্পর্কে বলেন,

﴿كِتَٰبٌ أُحۡكِمَتۡ ءَايَٰتُهُۥ ثُمَّ فُصِّلَتۡ مِن لَّدُنۡ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾

‘এটি এমন কিতাব, যার আয়াতসমূহ সুস্থিত (অকাট্য ও কোন নড়চড় নেই)। অতঃপর বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে প্রজ্ঞাময়, সবিশেষ অবহিত সত্তার পক্ষ থেকে’ (সূরা হুদ:১)।

তিনি এর আয়াতসমূহ সর্বোত্তমভাবে বর্ণনা ও সদৃঢ় করেছেন এবং হককে বাতিল থেকে, হিদায়াতকে গোমরাহী থেকে পার্থক্য করার মাধ্যমে অস্পষ্টতাকে বিস্তারিতভাবে স্পষ্ট করে বর্ণনা করেছেন। কারণ এটি প্রজ্ঞাময় ও সবিশেষ অবহিত আল্লাহ তা‘আলার নিকট থেকে আগত। তিনি শুধু সত্য, হক ও ইয়াকীন দিয়েই সংবাদ দেন আর শুধু ন্যায়, ইনসাফ ও সৎকাজেরই আদেশ দেন এবং যে বিষয়গুলো দুনিয়া ও আখিরাতে অকল্যাণকর শুধু সেই বিষয়েই নিষেধ করেন।

আল্লাহ তা‘আলা এই কুরআনের কসম করেছেন, আর এটিকে মাজীদ (مجيد) (সূরা ক্বফ:১) বলে উল্লেখ করেছেন। মাজদ হলো গুণ বা বৈশিষ্ট্যের ব্যাপকতা ও তার বড়ত্ব ও মহত্ব। কুরআনের অর্থের ব্যাপকতা এবং বড়ত্ব ও মহত্বের কারণে এক মাজীদ বলা হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা এই কুরআনকে ذو الذكر বা উপদেশপূর্ণ (সূরা ছ্বদ:১) বলেও উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ এই কুরআনের মাধ্যমে ইলাহী জ্ঞান (আল্লাহর নিকট থেকে আগত শরীআতের জ্ঞান), উত্তম চরিত্র ও সৎ আমল সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা যায় এবং যে ব্যক্তি ভয় করে সে এখান থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে পারে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿إِنَّآ أَنزَلۡنَٰهُ قُرۡءَٰنًا عَرَبِيّٗا لَّعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُونَ﴾

‘আমরা এটি নাযিল করেছি আরবী ভাষায় কুরআন রূপে, যাতে তোমরা বুঝতে পারো’ (সূরা ইউসুফ:২)।

আল্লাহ তা‘আলা কুরআনকে এই ভাষায় (আরবীতে) নাযিল করেছেন যাতে আমরা বুঝতে পারি ও উপলব্ধি করতে পারি। আর তিনি আমাদেরকে এটি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করা এবং এর জ্ঞানসমূহ উদঘাটন করার আদেশ দিয়েছেন। আর এটি এজন্যেই যে, গভীরভাবে চিন্তা ভাবনাই হলো সকল কল্যাণের চাবি এবং সকল জ্ঞান ও তাৎপর্য অর্জনকারী। সকল প্রশংসা, গুণগান এবং শুকরিয়া একমাত্র আল্লাহ তা‘আলার জন্যই, যিনি তার কিতাবকে বানিয়েছেন হিদায়াত, আরোগ্য, নুর বা আলো ও রহমতস্বরূপ এবং বিশেষভাবে মুসলিমদের জন্য উপদেশ, বরকত, হিদায়াত ও সুসংবাদস্বরূপ।

এই বিষয়গুলো জানলে, প্রত্যেক দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির এই কুরআনের অর্থ জানা ও এর পথ অনুসরণ করার মুখাপেক্ষিতাও জানা যাবে। আর বান্দার উচিত এই কুরআন শিক্ষা ও বুঝার জন্য তার সামর্থ্য অনুযায়ী প্রচেষ্টা চালানো। আর এতে এমন পথসমূহ অবলম্বন করা উচিত যেগুলো সেই লক্ষে পৌঁছাতে অধিক সম্ভবনাময়।

আল্লাহর কিতাবের তাফসীর হিসেবে ইমামদের বহু তাফসীর আছে। সেগুলোর মধ্যে কোনো কোনোটি অনেক বড়। সেখানে অনেক বেশি আলোচনার কারণে মূল উদ্দেশ্য থেকে দূরে সরে যায়। আবার কোনো কোনোটি একেবারেই সংক্ষিপ্ত। সেখানে মূল উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য না করে শুধু ভাষাগত শব্দের ব্যাখ্যা করেই সীমাবদ্ধ করা হয়। কিন্তু অর্থকেই মূল উদ্দেশ্য আর শব্দকে তার মাধ্যম বা উপায় বানানো উচিত। বক্তব্যের প্রসংঙ্গ এবং যে কারণে বলা হয়েছে সেটি দেখলে, এটির সাথে অন্য স্থানে বর্ণিত অনুরূপ বক্তব্যের সাথে তুলনা করলে, এটি জানা যায় যে, আলিম, জাহিল বা অজ্ঞ, শহরের ও গ্রামের মানুষসহ সকল সৃষ্টির হিদায়াতের জন্য এটি বলা হয়েছে। আয়াতের প্রসঙ্গ জানার সাথে সাথে এই আয়াত নাযিলের সময় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থা, তার সাহাবী ও শত্রুদের সাথে তার আচরণ জানা সেই আয়াত এবং তার উদ্দেশ্য জানা ও বুঝার সবচেয়ে বড় সহায়ক। বিশেষভাবে এর সাথে যদি আরবী ভাষার বিভিন্ন প্রকার ইলমসমূহ সম্পর্কে জানা থাকে (তাহলে আরো বেশি সহায়ক হবে)। যাকে এর তাওফীক দেয়া হয়েছে, তাকে এখন শুধু সেই আয়াতগুলোর শব্দ, অর্থ, সেগুলোর অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ, সেগুলোর শব্দ ও মাফহুম বা বোধগম্য বিষয় নিয়ে বেশি বেশি গভীর চিন্তা ভাবনা ও বোঝার চেষ্টা করতে হবে। যখন এটির জন্য সে চেষ্টা করবে, তখন আল্লাহ তা'আলা তার জন্য এমন জ্ঞানের দরজা খুলে দিবেন যেগুলো তার নিজের অর্জনের অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ আল্লাহ তা'আলা তার বান্দার থেকে অনেক বেশি দয়াশীল। যেহেতু সৃষ্টিকর্তা আমার ও আমার ভাইদের ওপর তার সম্মানিত কিতাব নিয়ে ব্যস্ত থাকার জন্য অনুগ্রহ করেছেন যেমনটি আমাদের জন্য মানায়, তাই আল্লাহ তা'আলা আমাদের ওপর যে অনুগ্রহ করেছেন সে অনুযায়ী এবং যতটা সম্ভব আল্লাহর কিতাবের তাফসীর বর্ণনা করতে ইচ্ছা করছি। যাতে করে এটি জ্ঞান অর্জনকারীদের জন্য উপদেশ, পর্যবেক্ষণকারীদের জন্য উপায়, আর এর পথ অনুসরণকারীদের জন্য সহায়ক হয়। হারিয়ে বা ভুলে যাওয়ার ভয়ে আমি এটিকে লিপিবদ্ধ করছি। আর এতে আমার লক্ষ্য হলো অর্থই মূল উদ্দেশ্য। আর আমি এতে শব্দ বিশ্লেষণে ব্যস্ত থাকিনি যার কারণ আমি উল্লেখ করেছি। কারণ এ বিষয়ে পরবর্তীদের থেকে মুফাসসিরগণই যথেষ্ট। আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদের পক্ষ থেকে তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দিন।

আমি একমাত্র আল্লাহর কাছেই চাই এবং একমাত্র তারই ওপর ভরসা করি যাতে আমি যেটি উদ্দেশ্য করেছি সেটি তিনি সহজ করে দেন এবং আমার অধীন করে দেন। কারণ তিনি সহজ না করলে সেটি অর্জনের কোন রাস্তা নেই। আর তিনি সাহায্য না করলে বান্দার কাঙ্খিত বিষয় অর্জনের কোন পথ নেই।

আর আমি তার কাছে প্রার্থনা করি যেন এটিকে তিনি একমাত্র তারই সন্তুষ্টির জন্য কবুল করেন এবং এটিকে বিরাট উপকারী বানান। নিশ্চয় তিনি দানশীল ও দয়ালু। হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর, তার পরিবার পরিজনের ও তার সাহাবীদের ওপর অসংখ্য সালাত ও সালাম নাযিল করুন। (আমিন)

٥٨. سورة المجادلة، وَهِيَ مَدَنِيَّةٌ.

৫৮. সূরা আল-মুজাদালাহ (মাদানী, আয়াত ২২)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুনাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

﴿قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِى تُجَٰدِلُكَ فِى زَوْجِهَا وَتَشْتَكِىٓ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَآ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌۢ بَصِيرٌ ۝١ ٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَآئِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَٰتِهِمْ ۖ إِنْ أُمَّهَٰتُهُمْ إِلَّا ٱلَّٰٓـِٔى وَلَدْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ۝٢ وَٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا۟ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا ۚ ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِۦ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝٣ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا ۖ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ۚ ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۗ وَلِلْكَٰفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝٤﴾

৫৮:১ আল্লাহ অবশ্যই সে নারীর কথা শুনেছেন, যে তার স্বামীর বিষয়ে আপনার সাথে বাদানুবাদ করছে এবং আল্লাহর কাছেও ফরিয়াদ করছে। আল্লাহ তোমাদের কথোপকথন শুনেন। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

৫৮:২ তোমাদের মধ্যে যারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে যিহার করে, তারা জেনে রাখুক যে, তাদের স্ত্রীরা তাদের মা নয়। যারা তাদেরকে জন্ম দান করে শুধু তারাই তাদের মা। তারা তো অসঙ্গত ও অসত্য কথাই বলে। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ অধিক পাপ মোচনকারী ও বড় ক্ষমাশীল।

৫৮:৩ আর যারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে যিহার করে এবং পরে তাদের কথা প্রত্যাহার করে, তবে একে অন্যকে স্পর্শ করার আগে একটি দাস মুক্ত করতে হবে, এ দিয়ে তোমাদেরকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে। আর তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত।

৫৮:৪ কিন্তু যার এ সামর্থ্য থাকবে না, (প্রায়শ্চিত্ত হলো) একে অন্যকে স্পর্শ করার আগে তাকে একাধারে দু'মাস সিয়াম পালন করতে হবে। যে তাতেও অসমর্থ, সে ষাটজন মিসকীনকে খাওয়াবে। এটা এ জন্যে যে, তোমরা যেন আল্লাহ ও তার রসূলের ওপর ঈমান আন। আর এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। আর কাফিরদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।



ব্যাখ্যা:

আনসারী এক সাহাবী সম্পর্কে এই আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে। অনেকদিন যাবৎ সংসার করে এবং সন্তান সন্ততি হওয়ার পর যখন তিনি তার স্ত্রীকে নিজের জন্য হারাম করেছিলেন, তখন তার স্ত্রী রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বাদানুবাদ করছিলেন এবং আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করছিলেন। এই ব্যক্তিটি খুবই বৃদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। তার স্ত্রী নিজের এবং সেই ব্যক্তির অবস্থা বর্ণনা করে আল্লাহর কাছে এবং আল্লাহর রসূলের কাছে আবেদন করলেন। এমনকি সেই মহিলা বারবার এটির পুনরাবৃত্তি করলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِى تُجَٰدِلُكَ فِى زَوْجِهَا وَتَشْتَكِىٓ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَآ﴾

আল্লাহ অবশ্যই শুনেছেন সে নারীর কথা, যে তার স্বামীর বিষয়ে আপনার সাথে বাদানুবাদ করছে এবং আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করছে। আল্লাহ শুনেন তোমাদের কথোপকথন অর্থাৎ তোমাদের পরস্পরের মধ্যে কথোপকথন।

﴿إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌۢ﴾ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সর্বশ্রোতা: সর্বদাই বিভিন্ন উদ্দেশ্যে আসা সকল আওয়াজই তিনি শুনেন।

﴿بَصِيرٌ﴾ সর্বদ্রষ্টা: তিনি ঘন অন্ধকার রাতে কালো পাথরের ওপর দিয়ে কালো পিপড়ার মন্থর গতিতে হেঁটে চলাও দেখেন। এটি হলো আল্লাহ তা'আলার পরিপূর্ণ দেখা ও শোনার বর্ণনা, যেটি ছোট ও বড় সকল বিষয়কেই পরিবেষ্টন করে আছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা সেই মহিলার কষ্ট দূর করবেন এবং তার বালা মুসীবতকে তুলে নিবেন। এজন্য আল্লাহ তা'আলা সেই মহিলাসহ অন্যান্যদের জন্য ব্যাপকভাবে বিধান বর্ণনা করছেন। তিনি বলেন,

﴿ٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَآئِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَٰتِهِمْ ۖ إِنْ أُمَّهَٰتُهُمْ إِلَّا ٱلَّٰٓـِٔى وَلَدْنَهُمْ ۚ﴾

তোমাদের মধ্যে যারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে যিহার করে, তারা জেনে রাখুক যে, তাদের স্ত্রীরা তাদের মা নয়। যারা তাদেরকে জন্ম দান করে শুধু তারাই তাদের মা।

স্ত্রীর সাথে যিহার হলো, কোন ব্যক্তির তার স্ত্রীকে বলা যে, তুমি আমার মায়ের পিঠের মতো অথবা অন্য কোন মাহরাম মহিলার (যে মহিলার সাথে বিবাহ হারাম) সাথে তুলনা করে এমনটি বলা অথবা বলা যে, তুমি আমার জন্য হারাম। সেই যুগে তাদের কাছে 'যহর বা পিঠ' এই শব্দ দিয়েই প্রচলিত ছিল। তাই আল্লাহ তা'আলা এর নাম দিয়েছেন 'যিহার'। তিনি বলেন,

﴿ٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَآئِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَٰتِهِمۡۖ﴾

তোমাদের মধ্যে যারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে যিহার করে, তারা জেনে রাখুক যে, তাদের স্ত্রীরা তাদের মা নয়। কীভাবে তারা এমন কথা বলে, অথচ তারা জানেই যে, এর কোন বাস্তবতা নেই। তাদের জন্মদানকারীণী মায়ের সাথে তারা তাদের স্ত্রীকে তুলনা করে। এজন্য আল্লাহ তা'আলা এই বিষয়টিকে বড় এবং কুৎসিত করে তুলে ধরেছেন।

তিনি বলেন, ﴿وَإِنَّهُمۡ لَيَقُولُونَ مُنكَرٗا مِّنَ ٱلۡقَوۡلِ﴾ তারা তো অসঙ্গত ও অসত্য কথাই বলে: অর্থাৎ খুবই নোংরা কথা বলে। ﴿وَزُورٗاۚ﴾ অসত্য কথা: মিথ্যা কথা।

﴿وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٞ﴾ আর নিশ্চয়ই আল্লাহ অধিক পাপ মোচনকারী ও বড় ক্ষমাশীল: ঐ ব্যক্তির জন্য, যার দ্বারা কিছু পাপ হওয়ার পরে সে বিশুদ্ধ চিত্তে তাওবা করে।

﴿وَٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ﴾ আর যারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে যিহার করে এবং পরে তাদের কথা প্রত্যাহার করে: আলেমগণ عود বা ফিরে আসার অর্থ নিয়ে মতভেদ করেছেন। বলা হয়ে থাকে, এর অর্থ হলো, যিহারকৃত স্ত্রীর সাথে সহবাস করার দৃঢ় সংকল্প করা। শুধু দৃঢ় সংকল্প করার দ্বারাই আয়াতে বর্ণিত এই কাফফারা দেয়া তার জন্য আবশ্যক হয়ে পড়বে। এর প্রমাণ হলো, আল্লাহ তা'আলা এই কাফফারার ক্ষেত্রে বলেছেন যে, সেটি হতে হবে স্ত্রীকে স্পর্শ করার আগে। আর এটি হয় দৃঢ় সংকল্প করার সাথেই। আবার বলা হয়ে থাকে যে, এর অর্থ হলো সহবাস করা। এর প্রমাণ হলো, ﴿ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ﴾ (যিহার করার) পরে তাদের উক্তি প্রত্যাহার করে: এখানে তারা যেটি বলে (তারপর সেই উক্ত প্রত্যাহার করে) সেটি হলো, সহবাস না করা।

যাহোক, দু'টি মত অনুযায়ীই, যখন তারা তাদের উক্তি প্রত্যাহার করবে, তখনই (স্ত্রীকে) হারাম করার এই কাফফারা দেয়া আবশ্যক হবে। সেটি হলো,

﴿فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ﴾ একটি দাস মুক্ত করতে হবে: সেই দাসটি অবশ্যই মুমিন হতে হবে যেমনটি অন্য আয়াতে শর্তযুক্ত করা হয়েছে (সূরা আন নিসা ৪:৯২)। সেই দাস পুরুষও

হতে পারে আবার মহিলাও হতে পারে। আরো শর্ত হলো কাজ কর্মে ক্ষতি করতে পারে এমন সকল ত্রুটি থেকে সেই দাসকে অবশ্যই মুক্ত হতে হবে।

﴿مِّن قَبۡلِ أَن يَتَمَآسَّاۚ﴾ একে অন্যকে স্পর্শ করার আগে: একটি দাস মুক্ত করা পর্যন্ত যিহারকৃত স্ত্রীর সাথে সহবাস করা থেকে দুরে থাকা স্বামীর জন্য আবশ্যক।

﴿ذَٰلِكُمۡ﴾ এ দিয়ে: আমরা তোমাদের জন্য যেই বিধানটি বর্ণনা করলাম তা দিয়ে ﴿تُوعَظُونَ بِهِۦۚ﴾ তোমাদেরকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে: তোমাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করে তিনি তোমাদেরকে সেই বিধান স্পষ্টভাবে বর্ণনা করছেন। আর ওয়াজ বা উপদেশ অর্থ হলো ভীতি প্রদর্শন ও আশা আকাঙ্খা জাগ্রত করার মাধ্যমে বিধান বর্ণনা করা। যে ব্যক্তি যিহার করার ইচ্ছা করে, যখন তার সামনে উল্লেখ করা হবে যে, (যিহার করার পরে তার সেই উক্তি ফিরিয়ে নিলে) একটি দাস মুক্ত করা তার জন্য আবশ্যক, তখন সে যিহার করা থেকে নিজেকে বিরত রাখবে।

﴿وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ﴾ আর তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত: সুতরাং তিনি প্রত্যেক আমলকারীকে তার আমল অনুযায়ী যথাযথ বদলা দিবেন।

﴿فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ﴾ কিন্তু যার এ সামর্থ্য থাকবে না: অর্থাৎ যে ব্যক্তি দাস মুক্ত করতে পারবে না, যেমন সে দাসই পাচ্ছে না অথবা পেলেও তার মূল্য তার কাছে নেই। তাহলে তার জন্য আবশ্যক হলো,

﴿فَصِيَامُ شَهۡرَيۡنِ مُتَتَابِعَيۡنِ مِن قَبۡلِ أَن يَتَمَآسَّاۖ فَمَن لَّمۡ يَسۡتَطِعۡ﴾

একে অন্যকে স্পর্শ করার আগে তাকে একাধারে দু'মাস সিয়াম পালন করতে হবে।

আর যে তাতেও অসমর্থ: অর্থাৎ সিয়াম পালন করতেও যে সক্ষম নয়,

﴿فَإِطۡعَامُ سِتِّينَ مِسۡكِينٗاۚ﴾

সে ষাটজন মিসকীনকে খাওয়াবে: হয় তাদেরকে সেই দেশের প্রধান খাবার পর্যাপ্ত পরিমাণে খাওয়াবে। আর এটিই হলো অনেক মুফাসসিরদের মত।

অথবা প্রত্যেক মিসকীনকে এক মুদ গম বা যাকাতুল ফিতরে যথেষ্ট হবে এমন খাবারের অর্ধ সা (দুই মুদ) পরিমাণ দিবে।[১] এটি আরেক দল মুফাসসিরদের মত। এই বিধানটি তোমাদের জন্য স্পষ্টভাবে বর্ণনা করছি,

﴿ لِتُؤۡمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ﴾

যাতে তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলের ওপর ঈমান আনো: এটি হবে এই বিধানসহ আরো অন্যান্য বিধান পালন ও আমল করার মাধ্যমে। কারণ আল্লাহর বিধানগুলো পালন ও আমল করা হলো ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। বরং এটিই হলো উদ্দেশ্য। আর এই বিধানগুলো আমল করার মাধ্যমেই ঈমান বৃদ্ধি পায় ও পরিপূর্ণ হয়।

﴿وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِۗ﴾ আর এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমা: যেগুলো লঙ্ঘন করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং আবশ্যক হলো, এগুলো সীমা অতিক্রম করা যাবে না আবার এগুলোর কমতিও করা যাবে না।

﴿وَلِلۡكَٰفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ আর কাফিরদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

এই আয়াতগুলোতে বেশ কয়েকটি বিধান রয়েছে।

১. শুধু স্ত্রীকে হারাম করার সাথেই যিহার খাস। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿مِّن نِّسَآئِهِم﴾ যদি স্ত্রীদের সাথে যিহার করে: সুতরাং যদি কেউ তার দাসীকে হারাম করে, তবে সেটি যিহার হবে না। বরং সেটি হবে (নিজ ইচ্ছাতে) কোন খাবার ও পানীয়কে হারাম করার মতো। (এরকম হারাম করার পরে ফিরে আসলে) তার ওপর শুধু কসমের কাফফারা আবশ্যক হবে।

২. কোন মহিলাকে বিবাহ করার আগে যেমন তাকে তালাক দেওয়া সহীহ নয়, ঠিক তেমনই তার সাথে যিহার করাও সহীহ নয়। কারণ তখন যিহার করার আগে সেই মহিলা তার স্ত্রীর অন্তর্ভুক্ত নয়।

৩. যিহার করা হারাম। কেননা আল্লাহ তা'আলা এটিকে অসঙ্গত ও অসত্য কথা বলে নামকরণ করেছেন।

৪. আল্লাহ তা'আলা যিহারের বিধান ও তার হিকমত উল্লেখ করছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿ مَّا هُنَّ أُمَّهَٰتِهِمۡۖ ﴾ তারা (তোমাদের স্ত্রীরা) তোমাদের মা নয়।

---

১ প্রত্যেক মিসকীনকে এক সা খাদ্য প্রদান করবে। দেখুন, হাসান: আবূ দাউদ হা/২২১৩, হাদীসে এক ওয়াসাক বা ৬০ সা খেজুর, ৬০ জন মিসকীনকে খাওয়াতে বলা হয়েছে, যা প্রমাণ করে একজন মিসকীনকে এক সা খাদ্য দিতে হবে।

৫. কোন ব্যক্তির তার স্ত্রীকে মাহরামের নাম দিয়ে নামকরণ করা ও ডাকা অপছন্দনীয়। যেমন এমনটি বলা যে, হে আমার মা!, হে আমার বোন! ইত্যাদি। কেননা এটি সেই মহিলাকে মাহরামের মতো করে।

৬. শুধু যিহার করার কারণে কাফফারা আবশ্যক হবে না। বরং পূর্বে বর্ণিত দু'টি মত অনুযায়ী যিহারের কথা থেকে প্রত্যাবর্তন করলেই কাফফারা আবশ্যক হবে।

৭. যদি দাস মুক্ত করে অথবা সিয়াম পালন করে কাফফারা আদায় করে, তাহলে অবশ্যই সেটি হতে হবে স্ত্রীকে স্পর্শ করার আগেই যেমনটি আল্লাহ তা'আলা শর্তারোপ করেছেন। পক্ষান্তরে মিসকিনদেরকে খাবার দিয়ে কাফফারা দেওয়া এর ভিন্ন। কেননা খাবার দেয়ার সময়ও স্ত্রীকে স্পর্শ করা ও তার সাথে সহবাস করা জায়েয।

৮. স্ত্রীকে স্পর্শ করার আগে কাফফারা দেওয়ার পিছনে সম্ভবত হিকমত হলো, এতে কাফফারা আদায়ে অধিক গুরুত্বারোপ করা। কেননা, যখন স্বামী তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে চাইবে, কিন্তু সে জানে যে, কাফফারা আদায় করার আগে সহবাস করা সম্ভব নয়, তখন সে অতি দ্রুত কাফফারা আদায় করবে।

৯. অবশ্যই ষাটজন মিসকীনকে খাবার খাওয়াতে হবে। যদি ষাটজন মিসকীনের খাবার একত্রিত করে একজন অথবা এর চেয়ে বেশি, কিন্তু ষাটজনের কম মিসকীনকে খাবার খাওয়ায়, তাহলে সেটি জায়েয হবে না। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿فَإِطۡعَامُ سِتِّينَ مِسۡكِينٗا﴾

ষাটজন মিসকীনকে খাওয়াবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,



﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَآدُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ كُبِتُواْ كَمَا كُبِتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡۚ وَقَدۡ أَنزَلۡنَآ ءَايَٰتِۭ بَيِّنَٰتٖۚ وَلِلۡكَٰفِرِينَ عَذَابٞ مُّهِينٞ ٥﴾

৫৮:৫- নিশ্চয় যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচারণ করে, তাদেরকে অপদস্থ করা হবে যেমন অপদস্থ করা হয়েছে তাদের পূর্ববর্তীদেরকে। আর অবশ্যই আমরা সুস্পষ্ট আয়াত নাযিল করেছি; আর কাফিরদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।



ব্যাখ্যা:

আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচারণ হলো, তাদের বিরোধিতা করা ও অবাধ্য হওয়া, বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে। যেমন, কুফরী করা, আল্লাহর বন্ধুদের সাথে শত্রুতা করার মাধ্যমে আল্লাহ ও তার রসূলের বিরুদ্ধাচারণ করা।

আল্লাহ তা'আলার বাণী, ﴿كُبِتُواْ كَمَا كُبِتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡۚ﴾ তাদেরকে অপদস্থ করা হবে যেমন অপদস্থ করা হয়েছে তাদের পূর্ববর্তীদেরকে: যথাযথ প্রতিদানস্বরূপ তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করা হবে যেমন করা হয়েছিল তাদের পূর্ববর্তীদেরকে। এতে আল্লাহ তা'আলার বিরুদ্ধে তাদের কোন প্রমাণ নেই। কারণ সৃষ্টির ওপর আল্লাহর প্রমাণ কায়েম হয়ে গেছে। আর তিনি অনেক সুস্পষ্ট আয়াত ও দলীল নাযিল করেছেন যেগুলো প্রকৃত অবস্থা ও উদ্দেশ্যকে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে। যে ব্যক্তি সেগুলোর অনুসরণ করবে এবং সেগুলো অনুযায়ী আমল করবে, সে হিদায়াতপ্রাপ্ত, সফল।

﴿وَلِلۡكَٰفِرِينَ﴾ আর কাফিরদের জন্য আছে: এগুলোর (নিদর্শনগুলোর) প্রতি যারা কুফরী করবে।

﴿عَذَابٞ مُّهِينٞ﴾ লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি: যা তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবে। যেহেতু তারা আল্লাহর আয়াতের সামনে অহংকার করেছিল, তাই আল্লাহ তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবেন।

তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَوۡمَ يَبۡعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعٗا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوٓاْۚ أَحۡصَىٰهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُۚ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ شَهِيدٌ ٦﴾

৫৮: ৬- যেদিন আল্লাহ্ তাদের সবাইকে পুনরুজ্জীবিত করবেন। অতঃপর তারা যা আমল করেছিল তিনি তাদেরকে জানিয়ে দেবেন। আল্লাহ্ তা হিসাব করে রেখেছেন যদিও তারা তা ভুলে গেছে। আর আল্লাহ্ সব কিছুর প্রত্যক্ষদর্শী।

ব্যাখ্যা:

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿يَوۡمَ يَبۡعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعٗا﴾ যেদিন আল্লাহ তাদের সবাইকে পুনরুজ্জীবিত করবেন: তারা দ্রুত গতিতে তাদের কবর থেকে বের হবে। তারপর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাদের আমল অনুযায়ী প্রতিদান দিবেন।

﴿فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوٓاْۚ﴾ অতঃপর তারা যা আমল করেছিল তিনি তাদেরকে জানিয়ে দেবেন: যা তারা ভালো ও মন্দ আমল করেছিল। কারণ তিনি এগুলো জানেন ও তা লাওহে মাহফুযে লিখে রেখেছেন এবং সংরক্ষণকারী সম্মানী ফেরেশতাগণকে তা লিখে রাখার আদেশ করেছেন। অথচ আমলকারী যা আমল করেছে তা ভুলে গেছে। কিন্তু আল্লাহ সেগুলোর হিসাব করে রেখেছেন।

﴿وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ شَهِيدٌ﴾ আর আল্লাহ্ সব কিছুর প্রত্যক্ষদর্শী: বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ, গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছুরই তিনি প্রত্যক্ষদর্শী। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَلَمۡ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِۖ مَا يَكُونُ مِن نَّجۡوَىٰ ثَلَٰثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمۡ وَلَا خَمۡسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمۡ وَلَآ أَدۡنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَآ أَكۡثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمۡ أَيۡنَ مَا كَانُواْۖ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُواْ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٌ ٧ ﴾

৫৮:৭- আপনি কি লক্ষ্য করেন না যে, আসমানসমূহ ও জমিনে যা কিছু আছে আল্লাহ তা জানেন? তিন ব্যক্তির মধ্যে এমন কোন গোপন পরামর্শ হয় না যাতে চতুর্থ জন হিসেবে তিনি থাকেন না এবং পাঁচ ব্যক্তির মধ্যে এমন কোন গোপন পরামর্শ হয় না যাতে ষষ্ট জন হিসেবে তিনি থাকেন না। তারা এর চেয়ে কম হোক বা বেশি হোক তিনি তো তাদের সঙ্গেই আছেন তারা যেখানেই থাকুক না কেন। তারপর তারা যা করে, তিনি তাদেরকে কিয়ামতের দিন তা জানিয়ে দেবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সব কিছু সম্পর্কে সম্যক অবগত।

ব্যাখ্যা:

আল্লাহ তা'আলা তার বিশাল জ্ঞান এবং ছোট বড়সহ আসমান ও জমিনের সকল কিছু পরিবেষ্টন করার বিষয়টি বর্ণনা করছেন। তিনি বলেন,

﴿ مَا يَكُونُ مِن نَّجۡوَىٰ ثَلَٰثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمۡ وَلَا خَمۡسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمۡ وَلَآ أَدۡنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَآ أَكۡثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمۡ أَيۡنَ مَا كَانُواْۖ ﴾

তিন ব্যক্তির মধ্যে এমন কোন গোপন পরামর্শ হয় না যাতে চতুর্থ জন হিসেবে তিনি থাকেন না এবং পাঁচ ব্যক্তির মধ্যে এমন কোন গোপন পরামর্শ হয় না যাতে ষষ্ট জন হিসেবে তিনি থাকেন না: এখানে সঙ্গে থাকা দিয়ে উদ্দেশ্য হলো জ্ঞান ও পরিবেষ্টনের দিক দিয়ে সঙ্গে থাকা। অর্থাৎ তারা গোপনে পরস্পরের মাঝে যে পরামর্শ ও আলোচনা করে তখনও আল্লাহ তা'আলা জ্ঞান ও পরিবেষ্টনের দিক দিয়ে তাদের সাথে থাকেন। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٌ ﴾ নিশ্চয় আল্লাহ সব কিছু সম্পর্কে সম্যক অবগত। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَلَمۡ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُواْ عَنِ ٱلنَّجۡوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُواْ عَنۡهُ وَيَتَنَٰجَوۡنَ بِٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِ وَمَعۡصِيَتِ ٱلرَّسُولِۖ وَإِذَا جَآءُوكَ حَيَّوۡكَ بِمَا لَمۡ يُحَيِّكَ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ لَوۡلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُۚ حَسۡبُهُمۡ جَهَنَّمُ يَصۡلَوۡنَهَاۖ فَبِئۡسَ ٱلۡمَصِيرُ ٨ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَنَٰجَيۡتُمۡ فَلَا تَتَنَٰجَوۡاْ بِٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِ وَمَعۡصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَٰجَوۡاْ بِٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيٓ إِلَيۡهِ تُحۡشَرُونَ ٩ ﴾

৫৮:৮- আপনি কি তাদেরকে লক্ষ্য করেন না, যাদেরকে গোপন পরামর্শ করতে নিষেধ করা হয়েছিল? তারপর তারা যা নিষিদ্ধ তারই পুনরাবৃত্তি করে এবং পাপাচার, সীমালঙ্ঘন ও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণের জন্য গোপন পরামর্শ করে। আর তারা যখন আপনার কাছে আসে তখন তারা আপনাকে এমন কথা দ্বারা অভিবাদন করে যা দ্বারা আল্লাহ আপনাকে অভিবাদন করেননি। আর তারা মনে মনে বলে, আমরা যা বলি তার জন্য আল্লাহ্ আমাদেরকে শাস্তি দেন না কেন? জাহান্নামই তাদের জন্য যথেষ্ট, যেখানে তারা দগ্ধ হবে, আর কত নিকৃষ্ট সে গন্তব্যস্থল!

৫৮:৯- হে মুমিনগণ! তোমরা যখন গোপন পরামর্শ করবে তখন সে গোপন পরামর্শ যেন পাপাচার, সীমালঙ্ঘন ও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ সম্পর্কে না হয়। আর তোমরা সৎকর্ম ও তাকওয়া অবলম্বনের পরামর্শ করো। আর আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো যার কাছে তোমাদেরকে সমবেত করা হবে।



ব্যাখ্যা:

নাজওয়াহ (نجوى) হলো দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে গোপনে আলোচনা করা। সেটি ভালো ক্ষেত্রেও হতে পারে, আবার সেটি মন্দ ক্ষেত্রেও হতে পারে। আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে বির (بر) বা সৎকাজে পরামর্শ করার আদেশ দিলেন। বির (بر) হলো একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। প্রত্যেক কল্যাণকর ও আনুগত্যমূলক কাজ এবং আল্লাহর হক ও বান্দার হক আদায় করার নামই হলো বির।

আর তাকওয়াও একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। এখানে তার অর্থ হলো, হারাম ও পাপকাজ পরিত্যাগ করা। (এটি একটি মূলনীতি। সেটি হলো বির ও তাকওয়া যখন একত্রে ব্যবহৃত হবে, তখন বির দ্বারা উদ্দেশ্য হবে আনুগত্যমূলক কাজ করা আর তাকওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য হবে হারামকে পরিত্যাগ করা)। মুমিন ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার এই আদেশ পালন করে। তুমি মুমিনদেরকে দেখতে পাবে যে, যেই কাজের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা যায় এবং তার অসন্তুষ্টি থেকে দুরে থাকা যায়, মুমিনগণ শুধু সেই কাজ নিয়েই গোপন পরামর্শ ও আলোচনা করে। পক্ষান্তরে পাপচারী ব্যক্তি আল্লাহর এই আদেশকে তুচ্ছজ্ঞান করে। সে পাপাচার, সীমালঙ্ঘন ও রসূলের অবাধ্যতা নিয়ে গোপনে পরামর্শ করে। যেমন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মুনাফিকদের স্বভাব ও আচরণ এমনটিই।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَإِذَا جَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ ٱللَّهُ﴾ আর তারা যখন আপনার কাছে আসে তখন তারা আপনাকে এমন কথা দ্বারা অভিবাদন করে যা দ্বারা আল্লাহ আপনাকে অভিবাদন করেননি: খারাপ আদবের সাথে তারা আপনাকে অভিবাদন করে।

﴿وَيَقُولُونَ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ﴾ আর তারা মনে মনে বলে: তারা নিজেরা মনে মনে বলে যেটি বর্ণনা করছেন সেই সত্তা যিনি তাদের গোপন ও প্রকাশ্য সম্পর্কে অবহিত (অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা)।

﴿لَوۡلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُۚ﴾ আমরা যা বলি তার জন্য আল্লাহ্ আমাদেরকে শাস্তি দেন না কেন: এর অর্থ হলো তারা বিষয়টিকে খুবই তুচ্ছ মনে করেছে। আর তাদের ওপর তাড়াতাড়ি শাস্তি না আসাকে তারা দলীল হিসেবে পেশ করছে যে, তারা যা বলছে তাতে কোন সমস্যা নেই। আল্লাহ তা'আলা কিছু সময় ছাড় দেন, কিন্তু একেবারেই ছেড়ে দেন না, এ সম্পর্কে তিনি বলেন, ﴿حَسۡبُهُمۡ جَهَنَّمُ يَصۡلَوۡنَهَاۖ فَبِئۡسَ ٱلۡمَصِيرُ﴾ জাহান্নামই তাদের জন্য যথেষ্ট, যেখানে তারা দগ্ধ হবে, আর কত নিকৃষ্ট সে গন্তব্যস্থল: জাহান্নামই

তাদের জন্য যথেষ্ট যাতে তাদের জন্য দুঃখ কষ্ট ও আযাব একত্রিত হবে, সেটি তাদেরকে পরিবেষ্টন করে ফেলবে এবং তা দিয়েই তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে।

﴿فَبِئۡسَ ٱلۡمَصِيرُ﴾ আর কত নিকৃষ্ট সে গন্তব্যস্থল: ওপরে বর্ণিত এই মানুষরা হয় মুনাফিক, যারা বাহ্যিকভাবে ঈমানকে প্রকাশ করে আর তারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এভাবে সম্বোধন করে বাহ্যিকভাবে বুঝাতে চায় যে, এর দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য ভালো, অথচ তারা এতে মিথ্যাবাদী। অথবা ওপরে বর্ণিত মানুষগুলো হলো আহলে কিতাব, যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম দেয়ার সময় বলে, السام عليك يا محمد অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ! আপনার ধ্বংস হোক। এটি দিয়ে তারা মৃত্যু উদ্দেশ্য করতো। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّمَا ٱلنَّجۡوَىٰ مِنَ ٱلشَّيۡطَٰنِ لِيَحۡزُنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيۡسَ بِضَآرِّهِمۡ شَيۡـٔٗا إِلَّا بِإِذۡنِ ٱللَّهِۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلۡيَتَوَكَّلِ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ١٠﴾

৫৮:১০- গোপন পরামর্শ তো কেবল শয়তানের প্ররোচনায় হয় মুমিনদেরকে দুঃখ দেয়ার জন্য। তবে আল্লাহর অনুমতি ছাড়া শয়তান তাদের সামান্যতম ক্ষতি সাধনেও সক্ষম নয়। অতএব আল্লাহর ওপরই মুমিনরা যেন নির্ভর করে।

ব্যাখ্যা:

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿إِنَّمَا ٱلنَّجۡوَىٰ﴾ গোপন পরামর্শ তো কেবল: ষড়যন্ত্র, প্রতারণা ও শয়তানের পক্ষ থেকে মুমিনদের ক্ষতি করার জন্য মুমিনদের শত্রুরা নিজেদের সাথে গোপন পরামর্শ করে। ﴿لِيَحۡزُنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ﴾ যাতে তারা মুমিনদেরকে দুঃখ দিতে পারে: এটিই হলো এই ষড়যন্ত্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

﴿وَلَيۡسَ بِضَآرِّهِمۡ شَيۡـٔٗا إِلَّا بِإِذۡنِ ٱللَّهِۚ﴾ তবে আল্লাহর অনুমতি ছাড়া শয়তান তাদের সামান্যতম ক্ষতি সাধনেও সক্ষম নয়: আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের জন্য (তিনি নিজেই) যথেষ্ট হওয়ার এবং শত্রুদের বিরুদ্ধে সাহায্য করার ওয়াদা দিয়েছেন। তিনি বলেন,

﴿وَلَا يَحِيقُ ٱلۡمَكۡرُ ٱلسَّيِّئُ إِلَّا بِأَهۡلِهِۦۚ﴾

আর কূট ষড়যন্ত্র ষড়যন্ত্রকারীদেরকেই পরিবেষ্টন করে (সূরা আল ফাতির: ৪৩)। আল্লাহ, তাঁর রসূল ও মুমিনদের শত্রুরা যতই গোপন পরামর্শ ও ষড়যন্ত্র করুক না কেন, এর অনিষ্টতা তাদের নিজেরদের ওপরই নেমে আসবে। আল্লাহ তা'আলা যতটুকু নির্ধারণ করে রেখেছেন ততটুকু ছাড়া মুমিনদের কোন ক্ষতি হবে না।

﴿وَعَلَى ٱللَّهِ فَلۡيَتَوَكَّلِ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ﴾ অতএব আল্লাহর ওপরই মুমিনরা যেন নির্ভর করে: অর্থাৎ তারা যেন একমাত্র আল্লাহর ওপরই নির্ভর করে এবং তার ওয়াদাতে আস্থাবান হয়। কারণ যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ভরসা করে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান এবং তার দীন ও দুনিয়ার সকল বিষয়ের দায়িত্ব নিয়ে নেন। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন,



﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَكُمۡ تَفَسَّحُواْ فِي ٱلۡمَجَٰلِسِ فَٱفۡسَحُواْ يَفۡسَحِ ٱللَّهُ لَكُمۡۖ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُزُواْ فَٱنشُزُواْ يَرۡفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَ دَرَجَٰتٖۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ ١١﴾



৫৮:১১- হে ঈমানদারগণ! যখন তোমাদেরকে বলা হয়, মাজলিসে স্থান প্রশস্ত করে দাও, তখন তোমরা স্থান প্রশস্ত করে দিও, আল্লাহ তোমাদের জন্য স্থান প্রশস্ত করে দেবেন। আর যখন বলা হয়, উঠো, তখন তোমরা উঠে যাবে। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ্ তাদেরকে মর্যাদায় উন্নীত করবেন; আর তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।



ব্যাখ্যা:

এটি হলো আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তার মুমিন বান্দাদেরকে আদব শিক্ষাদান। যখন তারা তাদের সামাজিক বৈঠকে একত্রিত হবে, আর যদি তাদের কিছু মানুষের অথবা তাদের কাছে আগন্তুক ব্যক্তিদের জন্য মাজলিসের স্থান প্রশস্ত করার প্রয়োজন হয়, তাহলে আদব হলো, এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য স্থান প্রশস্ত করে দেয়া। বসে থাকা ব্যক্তিদের এতে কোন ক্ষতি হবে না। এতে তার কোন ক্ষতি ছাড়াই তার ভাইয়ের উদ্দেশ্য পূরণ হবে। আর যেমন কর্ম তেমন ফল।

সুতরাং যে ব্যক্তি প্রশস্ত করবে, আল্লাহও তার জন্য প্রশস্ততা দান করবেন। যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের জন্য প্রশস্ত করে, আল্লাহও তার জন্য প্রশস্ততা দান করবেন। আর যখন বলা হয়, উঠো: কোন প্রয়োজনে যদি বলা হয় যে, উঠো এবং মাজলিস থেকে সরে দাঁড়াও। তখন তোমরা উঠে যাবে: এই কল্যাণের জন্য দ্রুত দাঁড়িয়ে যাও। এই বিষয়গুলো পালন করা ইলম ও ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা জ্ঞানী ও ঈমানদারদের সেই পরিমাণ মর্যাদার স্তর বাড়িয়ে দিবেন, যে পরিমাণ তিনি তাদেরকে ইলম ও ঈমান দান করেছেন। আর তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত: সুতরাং প্রত্যেক আমলকারীকে তার আমল অনুযায়ী যথাযথ প্রতিদান দিবেন। আমল যদি ভালো হয়, তাহলে ভালো প্রতিদান, আর যদি খারাপ হয়, তাহলে খারাপ প্রতিদান।

এই আয়াতে জ্ঞানের ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। আর ইলমের সৌন্দর্য ও উপকারীতা হলো তার আদব কায়দা মেনে চলা এবং তার দাবি অনুযায়ী আমল করা। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَٰجَيۡتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيۡنَ يَدَيۡ نَجۡوَىٰكُمۡ صَدَقَةٗۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ لَّكُمۡ وَأَطۡهَرُۚ فَإِن لَّمۡ تَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٌ ١٢ ءَأَشۡفَقۡتُمۡ أَن تُقَدِّمُواْ بَيۡنَ يَدَيۡ نَجۡوَىٰكُمۡ صَدَقَٰتٖۚ فَإِذۡ لَمۡ تَفۡعَلُواْ وَتَابَ ٱللَّهُ عَلَيۡكُمۡ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥۚ وَٱللَّهُ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ ١٣﴾

৫৮:১২- হে ঈমানদারগণ! তোমরা রসূলের সাথে চুপিচুপি কথা বলতে চাইলে তার পূর্বে কিছু সাদাকাহ প্রদান করো। এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয় ও পবিত্রতর। যদি তাতে অক্ষম হও, তাহলে নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৫৮:১৩- তোমরা কি চুপি চুপি কথা বলার আগে সাদাকাহ প্রদানে ভয় পেয়ে গেলে? যখন তোমরা তা করতে পারলে না, আর আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন, তখন তোমরা সালাত কায়েম করো, যাকাত প্রদান কররো এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করো। আর তোমরা যা আমল কর আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত।

ব্যাখ্যা:

আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে আদব শিক্ষা দেওয়ার জন্য রসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে চুপিচুপি কথা বলার আগে তাদেরকে সাদাকাহ দেওয়ার

আদেশ করছেন। এটিই হলো (রসূলকে) সম্মান করা। আর এটি মুমিনদের জন্য অধিক কল্যাণকর ও পবিত্রতর। অর্থাৎ এই সাদাকাহ করার দ্বারা তোমাদের অনেক কল্যাণ ও প্রতিদান অর্জিত হবে। এছাড়াও এর দ্বারা অপবিত্রতা থেকে তোমাদের পবিত্রতা অর্জিত হবে, সেই অপবিত্রতার অন্তর্ভুক্ত হলো, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্মান না করা এবং তার সাথে অর্থহীন বিষয়ে বেশি বেশি চুপিচুপি কথা বলার কারণে তার আদবের দিকে লক্ষ্য না রাখা। যখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে চুপিচুপি কথা বলার আগে সাদাকাহ করার আদেশ করা হলো, তখন এটি ঐসকল ব্যক্তিদের মাঝে একটি মানদন্ডে পরিণত হলো, যারা কল্যাণ ও ইলমের প্রতি খুবই আগ্রহী হওয়ার কারণে সাদাকাহ করতে কোন পরোয়া করবে না।

পক্ষান্তরে যাদের কল্যাণের প্রতি কোন ইচ্ছা ও আগ্রহ নেই, বরং তাদের উদ্দেশ্য হলো বেশি বেশি কথা বলা, তখন তারা (সাদাকাহ দেওয়ার ভয়ে) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য কষ্টদায়ক বিষয়গুলো থেকে বিরত থাকবে। এই বিধান হলো যে ব্যক্তি সাদাকাহ করতে সক্ষম তাদের জন্য।

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সাদাকাহ করতে সক্ষম নয়, তার জন্য আল্লাহ তা'আলা এই বিষয়টিকে সংকীর্ণ করেননি। বরং তাকে মাফ করেছেন ও অনুগ্রহ করেছেন। আর আল্লাহ তা'আলা এমন ব্যক্তির জন্য সাদাকাহ প্রদান করা ছাড়াই রসূলের সাথে চুপিচুপি কথা বলাকে বৈধ করেছেন, যেহেতু সে সাদাকাহ প্রদান করতে সক্ষম নয়।

যখন আল্লাহ তা'আলা দেখলেন যে, প্রতিবার (রসূলের সাথে) চুপিচুপি কথা বলার সময় সাদাকাহ করা মুমিনদের জন্য কষ্টদায়ক, তখন তিনি তাদের জন্য বিষয়টিকে সহজ করলেন। আর তিনি তাদেরকে চুপিচুপি কথা বলার আগে সাদাকাহ করার জন্য পাকড়াও করলেন না। তবে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্মান ও শ্রদ্ধার করার বিষয়টি অবশিষ্ট রাখলেন, এটিকে তিনি মানসূখ করলেন না। কেননা এখানে সাদাকাহ করার বিধানটি অন্য উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে শরীআতসম্মত করা হয়েছিল, এটিই মূল উদ্দেশ্য ছিল না। বরং মূল উদ্দেশ্য ছিল রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আদবের দিকটি খেয়াল রাখা এবং তাকে সম্মান করা। তারপর আল্লাহ তা'আলা বৃহৎ আদিষ্ট বিষয়গুলো পালন করার আদেশ দিলেন, (যেগুলো অন্য উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে শরীআতসম্মত করা হয়নি) বরং সেগুলোই উদ্দেশ্য।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿فَإِذۡ لَمۡ تَفۡعَلُواْ﴾ যখন তোমরা তা করতে পারলে না: অর্থাৎ যখন সাদাকাহ প্রদান করা তোমাদের জন্য সহজ হলো না। আর শুধু এটিই যথেষ্ট নয়। কেননা বান্দার জন্য সহজসাধ্য হওয়াই কোন বিষয়ের শর্ত নয়। এজন্য আল্লাহ তা'আলা এর সাথে শর্তারোপ করে বলেন, ﴿وَتَابَ ٱللَّهُ عَلَيۡكُمۡ﴾ আর আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন: অর্থাৎ তোমাদের থেকে এটি তিনি মাফ করে দিলেন।

﴿فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ﴾ তখন তোমরা সালাত কায়েম করো: অর্থাৎ সালাতের রুকন, শর্ত এবং সকল সীমা ও আবশ্যক বিষয়গুলো পালন করার মাধ্যমে সালাত কায়েম করো।

﴿وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ﴾ আর যাকাত প্রদান করো: অর্থাৎ হকদারদেরকে তোমাদের সম্পদের ফরয যাকাত দিয়ে দাও। এই দু'টি ইবাদত হলো সকল শারীরিক ও আর্থিক ইবাদতের মূল। যে ব্যক্তি শরীআতের পদ্ধতি অনুযায়ী এই দু'টি ইবাদত পালন করবে সে আল্লাহর হকও আদায় করলো এবং বান্দার হকও আদায় করলো। এজন্য আল্লাহ তা'আলা এরপরে বলেন, ﴿وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ﴾ আর আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করো: সকল আদেশগুলো এর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ ও তার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ পালন করা, তাদের নিষেধকৃত বিষয়গুলো থেকে দুরে থাকা, তারা যে সংবাদ দিয়েছেন সেগুলোকে সত্যায়ন করা, আল্লাহর সীমা অতিক্রম না করার মাধ্যমে আল্লাহর আনুগত্য করা এবং তার রসূলের আনুগত্য করা এর অন্তর্ভুক্ত। এগুলোর মূল বিষয় হলো ইখলাস ও ইহসান। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَٱللَّهُ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ﴾ আর তোমরা যা আমল কর আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত: সুতরাং তিনি তোমাদের আমলসমূহ সম্পর্কে জানেন, সেগুলো যে উদ্দেশ্যেই করা হোক না কেন। আর তাদের অন্তরে যেমনটি রয়েছে যেহেতু তিনি জানেন, তাই তিনি তাদের আমলের প্রতিদান দিবেন। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَلَمۡ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلَّوۡاْ قَوۡمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِم مَّا هُم مِّنكُمۡ وَلَا مِنۡهُمۡ وَيَحۡلِفُونَ عَلَى ٱلۡكَذِبِ وَهُمۡ يَعۡلَمُونَ ١٤ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمۡ عَذَابًا شَدِيدًاۖ إِنَّهُمۡ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ١٥ ٱتَّخَذُوٓاْ أَيۡمَٰنَهُمۡ جُنَّةٗ فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَهُمۡ عَذَابٞ مُّهِينٞ ١٦ لَّن تُغۡنِيَ عَنۡهُمۡ أَمۡوَٰلُهُمۡ وَلَآ أَوۡلَٰدُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيۡـٔٗاۚ أُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ١٧ يَوۡمَ يَبۡعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعٗا فَيَحۡلِفُونَ لَهُۥ كَمَا يَحۡلِفُونَ لَكُمۡ وَيَحۡسَبُونَ أَنَّهُمۡ عَلَىٰ شَيۡءٍۚ أَلَآ إِنَّهُمۡ هُمُ ٱلۡكَٰذِبُونَ ١٨ ٱسۡتَحۡوَذَ عَلَيۡهِمُ ٱلشَّيۡطَٰنُ فَأَنسَىٰهُمۡ ذِكۡرَ ٱللَّهِۚ أُوْلَٰٓئِكَ حِزۡبُ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ أَلَآ إِنَّ حِزۡبَ ٱلشَّيۡطَٰنِ هُمُ ٱلۡخَٰسِرُونَ ١٩﴾

৫৮:১৪- আপনি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করেননি যারা এমন এক সম্প্রদায়ের সাথে বন্ধুত্ব করে যাদের ওপর আল্লাহ রাগান্বিত হয়েছেন? তারা তোমাদের দলভুক্ত নয়। আর তোমরাও তাদের দলভুক্ত নও। আর তারা জেনে শুনে মিথ্যার ওপর শপথ করে।

৫৮:১৫- আল্লাহ তাদের জন্য কঠিন শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। নিশ্চয় তারা যা করতো তা কতই না মন্দ!

৫৮:১৬- তারা তাদের শপথগুলোকে ঢালস্বরূপ গ্রহণ করেছে, অতঃপর তারা আল্লাহর পথে বাধা প্রদান করেছে। সুতরাং তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।

৫৮:১৭- আল্লাহর শাস্তি মোকাবিলায় তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তাদের কোন কাজে আসবে না। তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।

৫৮:১৮- যে দিন আল্লাহ তাদের সবাইকে পুনরুত্থিত করবেন, তখন তারা আল্লাহর কাছে সেরূপ শপথ করবে যেরূপ শপথ তোমাদের কাছে করে এবং তারা মনে করে যে, এতে তারা ভালো কিছুর ওপর রয়েছে। সাবধান! তারাই তো প্রকৃত মিথ্যাবাদী।

৫৮:১৯- শয়তান তাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে। ফলে তাদেরকে ভুলিয়ে দিয়েছে আল্লাহর স্মরণ। তারাই শয়তানের দল। সাবধান! নিশ্চয় শয়তানের দলই হলো ক্ষতিগ্রস্ত।



ব্যাখ্যা:

ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানসহ অন্যান্য আরো যেসব কাফিরদের ওপর আল্লাহ তা'আলা রাগান্বিত হয়েছেন এবং যাদের ওপর তিনি বড় ধরনের লা'নত করেছেন, তাদেরকে যেসব মুনাফিকরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছে, আল্লাহ তাদের খারাপ অবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। আর তারা মুমিনদের দলেও না, আবার কাফিরদের দলেও না।

﴿مُّذَبۡذَبِينَ بَيۡنَ ذَٰلِكَ لَآ إِلَىٰ هَٰٓؤُلَآءِ وَلَآ إِلَىٰ هَٰٓؤُلَآءِۚ﴾

তারা দোটনায় দোদুল্যমান, না এদের দিকে, আর না ওদের দিকে (সূরা আন নিসা: ১৪৩)।

তারা বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণভাবে মুমিন নয়। কেননা তারা অভ্যন্তরীণভাবে কাফিরদের সাথে। আবার তারা বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণভাবে কাফিরও নয়। কেননা তারা বাহ্যিকভাবে মুমিনদের সাথে। এটিই হলো তাদের বৈশিষ্ট্য, আল্লাহ তা'আলা যাদের বর্ণনা দিচ্ছেন। তারা কসম করে বিপরীত তথা মিথ্যা বিষয়ের ওপর। তারা কসম করে যে, তারা মুমিন। অথচ তারা জানে যে, তারা মুমিন নয়। এই খিয়ানতকারী, পাপাচারী ও মিথ্যাবাদীদের প্রতিদান হলো, আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য কঠিন শাস্তি, যার ভয়াবহতা বর্ণনা করা

সম্ভব নয় এবং তার বর্ণনা জানাও সম্ভব নয় তা প্রস্তুত করে রেখেছেন। তারা যা করে তা কতই না মন্দ। কেননা তারা এমন আমল করে যা আল্লাহ তা'আলাকে রাগান্বিত করে এবং তাদের ওপর আযাব ও লা'নতকে আবশ্যক করে।

﴿ ٱتَّخَذُوٓاْ أَيۡمَٰنَهُمۡ جُنَّةٗ ﴾ তারা তাদের শপথগুলোকে ঢালস্বরূপ গ্রহণ করেছে: ঢাল ও প্রতিরক্ষাস্বরূপ যা দ্বারা তারা আল্লাহ, তার রসূল এবং মুমিনদের তিরস্কার থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারে। আর এর মাধ্যমেই তারা নিজেদেরকে এবং অন্যদেরকে আল্লাহর রাস্তা থেকে বাধা দেয়। আল্লাহর রাস্তা হলো এমন পথ, কোন ব্যক্তি তাতে চললে, সেটি তাকে নিয়ামতপূর্ণ জান্নাতে পৌঁছিয়ে দিবে। আর যে ব্যক্তি এই পথ থেকে বাধা দিবে, তার জন্য শুধু সেই পথই রয়েছে যেটি জাহান্নামে পৌঁছে দিবে।

﴿ فَلَهُمۡ عَذَابٞ مُّهِينٞ﴾ সুতরাং তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি: যেহেতু তারা আল্লাহর ওপর ঈমান আনা থেকে এবং তার আয়াতসমূহের সামনে অনুগত হওয়া থেকে অহংকার করেছে, তাই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে স্থায়ী আযাব দিয়ে লাঞ্ছিত করবেন, এক মুহূর্তের জন্য যেই আযাবকে তাদের থেকে হালকা করা হবে না এবং তাদেরকে অবকাশও দেওয়া হবে না।

﴿لَّن تُغۡنِيَ عَنۡهُمۡ أَمۡوَٰلُهُمۡ وَلَآ أَوۡلَٰدُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيۡـٔٗاۚ ﴾ আল্লাহর শাস্তি মোকাবিলায় তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তাদের কোন কাজে আসবে না: অর্থাৎ এগুলো তাদের থেকে আযাবের কিছু অংশও কমাতে পারবে না এবং তারা কোন প্রতিদানও পাবে না।

﴿أُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ﴾ তারাই জাহান্নামের অধিবাসী: আর তারা তা থেকে কখনোই বের হবে না।

বরং ﴿هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ﴾ সেখানে তারা স্থায়ী হবে: প্রতিটি মানুষ যে আদর্শের ওপর জীবন অতিবাহিত করবে, সে সেই আদর্শের ওপরই মারা যাবে। মুনাফিকরা যেহেতু দুনিয়াতে মুমিনদেরকে ধোকা দিতে চেয়েছে এবং তাদের কাছে কসম করে যে, তারা মুমিন, তাই যখন কিয়ামতের দিন আসবে এবং আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলকে আবার পুনরায় জীবিত করবেন, তখন তারা আল্লাহর কাছে সেরূপ কসম করবে যেরূপ মুমিনদের সাথে কসম করে। তারা তাদের কসম করাতে মনে করে যে, এতে তারা ভালো কিছুর ওপর রয়েছে। কেননা তাদের কুফরী, মুনাফিকী ও বাতিল আকীদা, তাদের মনে আস্তে আস্তে মজবুত হয়েছে, এমনকি সেটি তাদেরকে প্রতারিত করেছে আর তারা মনে করেছে যে, তারা ভালো কিছুর ওপরই আছে, যার ফলে তারা পুরস্কার পাবে। অথচ তারা এতে মিথ্যাবাদী। এটি সুবিদিত যে, গোপন ও প্রকাশ্য সম্পর্কে অবগত সেই সত্তাকে মিথ্যা দিয়ে ফাঁকি দেওয়া যাবে না।

শয়তান যাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে, সে তাদের আমলগুলোকে তাদের সামনে সুসজ্জিত করেছে এবং তাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে ভুলিয়ে রেখেছে, তাদের দ্বারাই এমনটি সংঘটিত হয়। অথচ শয়তান প্রকাশ্য শত্রু, যে তাদের শুধুই অকল্যাণ কামনা করে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿إِنَّمَا يَدۡعُواْ حِزۡبَهُۥ لِيَكُونُواْ مِنۡ أَصۡحَٰبِ ٱلسَّعِيرِ﴾ সে (শয়তান) তো তার দলবলকে ডাকে শুধু এজন্যে যে, তারা যেন জলন্ত আগুনের অধিবাসী হয় (সূরা ফাতির: ৬)।

﴿أُوْلَٰٓئِكَ حِزۡبُ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ أَلَآ إِنَّ حِزۡبَ ٱلشَّيۡطَٰنِ هُمُ ٱلۡخَٰسِرُونَ﴾ তারাই শয়তানের দল। সাবধান! নিশ্চয় শয়তানের দলই হলো ক্ষতিগ্রস্ত: যারা তাদের দীন, দুনিয়া, নিজেদেরকে এবং পরিবার পরিজনকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন,



﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَآدُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ أُوْلَٰٓئِكَ فِي ٱلۡأَذَلِّينَ ٢٠ كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغۡلِبَنَّ أَنَا۠ وَرُسُلِيٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٞ ٢١﴾



৫৮:২০- নিশ্চয় যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা হবে চরম লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভুক্ত।

৫৮:২১- আল্লাহ লিখে দিয়েছেন যে, 'আমি এবং আমার রসূলগণ অবশ্যই বিজয়ী হব'। নিশ্চয় আল্লাহ্ মহাশক্তিমান মহাপরাক্রমশালী।



ব্যাখ্যা:

এটি হলো ওয়াদা এবং হুমকি। যে ব্যক্তি কুফরী ও পাপাচারের মাধ্যমে আল্লাহ ও তার রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, এটি হলো তার জন্য হুমকি যে, সে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে, তার কোন উত্তম পরিণতি নেই এবং তার সাহায্য পাওয়ারও কোন আশা নেই।

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রসূলগণের ওপর ঈমান আনে এবং রসূলগণ যা নিয়ে এসেছেন তার অনুসরণ করে, তার জন্য এটি ওয়াদা যে, সে সফলতা লাভকারী আল্লাহর দলের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতে সাহায্য ও বিজয়। এই ওয়াদার কোন রদ বদল হবে না। কেননা এই ওয়াদা হলো সেই সত্তার পক্ষ থেকে,

যিনি সত্যবাদী, শক্তিশালী এবং সর্বজয়ী, কোন ইচ্ছা করলে যাকে কোন কিছুই অপারগ করতে পারে না। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لَّا تَجِدُ قَوۡمٗا يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ يُوَآدُّونَ مَنۡ حَآدَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَوۡ كَانُوٓاْ ءَابَآءَهُمۡ أَوۡ أَبۡنَآءَهُمۡ أَوۡ إِخۡوَٰنَهُمۡ أَوۡ عَشِيرَتَهُمۡۚ أُوْلَٰٓئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلۡإِيمَٰنَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٖ مِّنۡهُۖ وَيُدۡخِلُهُمۡ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَاۚ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنۡهُمۡ وَرَضُواْ عَنۡهُۚ أُوْلَٰٓئِكَ حِزۡبُ ٱللَّهِۚ أَلَآ إِنَّ حِزۡبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ٢٢﴾

৫৮:২২- আপনি পাবেন না আল্লাহ ও আখিরাতের ওপর ঈমানদার এমন কোন সম্প্রদায়, যারা ভালোবাসে তাদেরকে যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচারণ করে, হোক না এ বিরুদ্ধাচারীরা তাদের পিতা, পুত্র, ভাই অথবা এদের জ্ঞাতি-গোত্র। এদের অন্তরে আল্লাহ লিখে দিয়েছেন ঈমান এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর পক্ষ থেকে রূহ দ্বারা। আর তিনি তাদেরকে প্রবেশ করাবেন এমন জান্নাতে, যার নিচ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত। সেখানে তারা স্থায়ী হবে, আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। তারাই আল্লাহর দল। জেনে রেখো, নিশ্চয় আল্লাহর দলই সফলকাম।

ব্যাখ্যাঃ

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لَّا تَجِدُ قَوۡمٗا يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ يُوَآدُّونَ مَنۡ حَآدَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ﴾

আপনি পাবেন না আল্লাহ ও আখিরাতের ওপর ঈমানদার এমন কোন সম্প্রদায়, যারা ভালোবাসে তাদেরকে যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচারণ করে।

অর্থাৎ ঈমান এবং আল্লাহ ও তার রসূলের বিরুদ্ধাচারীর প্রতি ভালোবাসা একত্রিত হতে পারে না। বান্দা প্রকৃতঅর্থে আল্লাহ ও আখিরাতের ওপর ঈমানদার হতে পারবে না, যদি না সে ঈমানের দাবি অনুযায়ী আমল না করে এবং ঈমানের জন্য অপরিহার্য বিষয়গুলো পালন না করে। যেমন, ঈমানদারদেরকে ভালোবাসা ও তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখা এবং যারা ঈমানদার নয় তাদেরকে ঘৃণা করা ও তাদের সাথে শত্রুতা করা, যদিও তারা খুব নিকটের মানুষই হোক।

এটিই হলো প্রকৃত অর্থে ঈমান, যার উপকারিতা পাওয়া যায় এবং যার দ্বারা উদ্দেশ্য অর্জিত হয়। এই গুণের অধিকারীদের অন্তরে আল্লাহ তা'আলা ঈমান লিখে দিয়েছেন। অর্থাৎ তাদের অন্তরে ঈমানকে শক্তভাবে স্থাপন করেছেন, যা দোদুল্যমান নয় এবং তাতে সংশয় সন্দেহও কোন প্রভাব ফেলতে পারে না।

আর এরাই তারা, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা শক্তিশালী করেছেন তার পক্ষ থেকে রূহ দ্বারা। অর্থাৎ তাঁর পক্ষ থেকে ওহী, ঐশী সাহায্য সহায়তা এবং তার ইহসান দ্বারা। আর এরাই তারা, যাদের জন্য এই দুনিয়াতেও রয়েছে পবিত্র জীবন, আর আখিরাতের স্থায়ী জীবনে রয়েছে নিয়ামতপূর্ণ জান্নাত, যাতে রয়েছে মন যা চায় ও পছন্দ করে এবং যাতে চক্ষু শীতল হয়। আর তাদের জন্য রয়েছে সবচেয়ে বড় ও শ্রেষ্ঠ নিয়ামত। সেটি হলো, আল্লাহ তা'আলা তাদের ওপর সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন, তিনি আর কখনো তাদের ওপর অসন্তুষ্ট হবেন না। আর তারা তাদের রবের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ধরনের সম্মান, পরিপূর্ণ প্রতিদান, বিরাট উপহার এবং উচ্চ মর্যাদা পাওয়ার কারণে, তারাও তাদের রবের ওপর সন্তুষ্ট হয়ে যাবে। কেননা তাদের রব তাদেরকে যা দিয়েছেন তার চেয়ে অন্য কাউকে বেশি দিয়েছেন বলে তারা মনে করবে না।

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি দাবি করে যে, সে আল্লাহ ও পরকালের ওপর ঈমান রাখে অথচ সে আল্লাহ তা'আলার শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব রাখে, ঈমানকে যারা তাদের পশ্চাতে নিক্ষেপ করে তাদেরকে ভালোবাসে, এই ঈমান হলো শুধু দাবিমাত্র, যার কোন বাস্তবতা নেই। কেননা প্রতিটি বিষয়েরই অবশ্যই দলীল প্রমাণ লাগবে। শুধু দাবিতে কোন উপকার হয় না এবং সেই ব্যক্তিকে সত্যবাদীও বলা যায় না।

আল্লাহ তা'আলার সাহায্য ও সহযোগিতায় সূরা আল মুজাদালার তাফসীর শেষ হলো। সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য যিনি বিশ্বজাহানের রব। আর সালাত ও সালাম নাযিল হোক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর।

٥٩. سورة الحشر وَهِيَ مَدَنِيَّةٌ.

৫৯. সূরা আল-হাশর (মাদানী, আয়াত সংখ্যা ২৪)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুনাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

﴿سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِۖ وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ ١ هُوَ ٱلَّذِيٓ أَخۡرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنۡ أَهۡلِ ٱلۡكِتَٰبِ مِن دِيَٰرِهِمۡ لِأَوَّلِ ٱلۡحَشۡرِۚ مَا ظَنَنتُمۡ أَن يَخۡرُجُواْۖ وَظَنُّوٓاْ أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمۡ حُصُونُهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَأَتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِنۡ حَيۡثُ لَمۡ يَحۡتَسِبُواْۖ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعۡبَ يُخۡرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيۡدِيهِمۡ وَأَيۡدِي ٱلۡمُؤۡمِنِينَ فَٱعۡتَبِرُواْ يَٰٓأُوْلِي ٱلۡأَبۡصَٰرِ ٢ وَلَوۡلَآ أَن كَتَبَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِمُ ٱلۡجَلَآءَ لَعَذَّبَهُمۡ فِي ٱلدُّنۡيَاۖ وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابُ ٱلنَّارِ ٣ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ شَآقُّواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥۖ وَمَن يُشَآقِّ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٤ مَا قَطَعۡتُم مِّن لِّينَةٍ أَوۡ تَرَكۡتُمُوهَا قَآئِمَةً عَلَىٰٓ أُصُولِهَا فَبِإِذۡنِ ٱللَّهِ وَلِيُخۡزِيَ ٱلۡفَٰسِقِينَ ٥ وَمَآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنۡهُمۡ فَمَآ أَوۡجَفۡتُمۡ عَلَيۡهِ مِنۡ خَيۡلٖ وَلَا رِكَابٖ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُۥ عَلَىٰ مَن يَشَآءُۚ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ ٦ مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنۡ أَهۡلِ ٱلۡقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ كَيۡ لَا يَكُونَ دُولَةَۢ بَيۡنَ ٱلۡأَغۡنِيَآءِ مِنكُمۡۚ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٧﴾

৫৯:১- আসমানসমূহ ও জমিনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। আর তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

৫৯:২- আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা কুফরী করেছিল তিনিই তাদেরকে প্রথম সমাবেশের জন্য তাদের আবাসভূমি থেকে বিতাড়িত করেছিলেন। তোমরা কল্পনাও করনি যে, তারা বেরিয়ে যাবে। আর তারা মনে করেছিল যে, তাদের দূর্গগুলো তাদেরকে

রক্ষা করবে আল্লাহর পাকড়াও থেকে। কিন্তু আল্লাহর আযাব তাদের কাছে এমনভাবে আসলো যা তারা কল্পনাও করেনি। আর তিনি তাদের অন্তরে ত্রাসের সঞ্চার করলেন। ফলে তারা ধ্বংস করে ফেললো নিজেদের বাড়ি-ঘর নিজেদের হাতে এবং মুমিনদের হাতেও। অতএব হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণ তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো।

৫৯:৩- আল্লাহ তাদের নির্বাসনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করলে, অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে (অন্য) শাস্তি দিতেন। আর পরকালে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি।

৫৯:৪- এটা এ জন্যে যে, নিশ্চয় তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল। আর কেউ আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করলে আল্লাহ তো শাস্তি দানে কঠোর।

৫৯:৫- তোমরা যে খেজুর গাছগুলো কেটেছো এবং যেগুলোকে কাণ্ডের ওপর স্থির রেখে দিয়েছো, তা তো আল্লাহরই অনুমতিক্রমে এবং এ জন্যে যে, আল্লাহ পাপাচারীদেরকে লাঞ্ছিত করবেন।

৫৯:৬- আর আল্লাহ তাদের (ইয়াহুদীদের) কাছ থেকে তাঁর রসূলকে যে 'ফায়' দিয়েছেন, তার জন্য তোমরা ঘোড়ায় কিংবা উটে আরোহণ করে যুদ্ধ করনি। বরং আল্লাহ যার ওপর ইচ্ছা তাঁর রসূলগণকে কর্তৃত্ব দান করেন। আর আল্লাহ সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান।

৫৯:৭- আল্লাহ জনপদবাসীদের কাছ থেকে তাঁর রাসূলকে 'ফায়' হিসেবে যা কিছু দিয়েছেন তা আল্লাহর, রসূলের, রাসূলের আত্মীয় স্বজনদের, ইয়াতীমদের, মিসকীন ও পথচারীদের জন্য, যাতে তোমাদের মধ্যে যারা বিত্তবান শুধু তাদের মধ্যেই ধনসম্পদ আবর্তিত না হয়। আর রসূল তোমাদেরকে যা দেয় তা তোমরা গ্রহণ করো এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করে তা থেকে বিরত থাকো এবং তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো। নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর।



ব্যাখ্যা:

এই সূরাকে সূরা বানূ নাযীরও বলা হয়। বানূ নাযীর হলো ইয়াহূদীদের একটি বড় দল, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাসূল হিসেবে পাঠানোর সময় তারা মদীনার পাশে বসবাস করতো। যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাসূল হিসেবে পাঠানো হলো এবং তিনি মদীনাতে হিজরত করলেন, তখন ইয়াহূদীদের অনেকেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবিশ্বাস করলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনাতে হিজরত করার পরে, তিনি মদীনার আশেপাশের ইয়াহূদী গোত্রগুলোর সাথে সন্ধি করলেন। বদর যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার ছয় মাস বা তার কিছু পরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কাছে গেলেন এবং কিলাব গোত্রের লোকদের দিয়াত বা রক্তপণ বিষয়ে তাদের

সাথে কথা বললেন, যাদেরকে আমর ইবনু উমাইয়্যাহ আয যামরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হত্যা করেছিলেন। তখন ইয়াহূদীরা বললো, হে আবূল কাসেম! আমরা তা করবো। আপনি এখানে বসুন। আমরা আপনার প্রয়োজন পূরণ করে দিবো। তারপর তারা একে অপরের সাথে গোপনে কথা বলতে লাগলো এবং শয়তান তাদের সেই দুর্ভাগ্যকে সুন্দর করে তুলে ধরলো যেটি তাদের ভাগ্যে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। তারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যার জন্য পরস্পর পরামর্শ করতে লাগলো। তারা বললো, তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে ব্যক্তি এই জাতাকল নিয়ে ছাদে উঠে সেটি এই ব্যক্তির মাথার ওপর নিক্ষেপ করবে যাতে তার মাথা চুর্ণ বিচুর্ণ হয়ে যায়? তখন তাদের মধ্যে সবচেয়ে হতভাগ্য আমর ইবনে জুহাশ বললো, আমি। সালাম ইবনে মিশকাম তাদেরকে বললেন, তোমরা একাজ করো না। আল্লাহর কসম! তোমরা যা করার ইচ্ছা করছো, সেটি অবশ্যই তাকে জানিয়ে দেয়া হবে। আর আমাদের ও তাদের মাঝে যেই চুক্তি আছে, এটি তো সেই চুক্তির লঙ্ঘন। তারা যে কাজ করার ইচ্ছা করেছে সেই সম্পর্কে আল্লাহর পক্ষ থেকে তৎক্ষণাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ওহী আসলো। তিনি দ্রুত উঠে মদিনার দিকে রওয়ানা দিলেন। সাহাবীগণ তার সঙ্গে মিলিত হয়ে বললেন যে, আপনি উঠে গেছেন আর আমরা টেরই পায়নি। ইয়াহূদীরা যা করার ইচ্ছা করেছে সেটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীগণকে বললেন। তারপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বানূ নাযীরের ইয়াহূদীর কাছে লোক পাঠালেন যে, তোমরা মদীনা থেকে বের হয়ে যাও, তোমরা আর আমাদের সাথে বসবাস করতে পারবে না। তোমাদেরকে আমি দশ দিনের সময় দিচ্ছি। এই দশ দিন পরে যাকে পাবো, তারই গর্দান উড়িয়ে দিবো।

ইয়াহূদীরা কয়েকদিন ধরে প্রস্তুতি গ্রহণ করলো। কিন্তু আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূল তাদের কাছে খবর পাঠিয়ে বললো যে, তোমরা তোমাদের বাড়িঘর থেকে বের হয়ো না। আমার সাথে দুই হাজার মানুষ আছে, যারা তোমাদের সাথে তোমাদের দুর্গে প্রবেশ করবে আর তোমাদের সাথেই মারা যাবে। আর বানূ কুরায়যা এবং গাতফান গোত্রের মিত্ররাও তোমাদেরকে সাহায্য করবে।

ইয়াহূদীদের নেতা হয়াই ইবনে আখতাব এতে প্রতারিত হয়ে রলূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এ মর্মে খবর পাঠালো যে, আমরা আমাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে বের হবো না। আপনি যা ইচ্ছা করতে পারেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার সাহাবীগণ তাকবীর দিতে দিতে তাদের দিকে রওয়ানা হলেন তখন আলী ইবনু আবী ত্বলিব পতাকা বহন করছিলেন। তারা ইয়াহূদীদের দুর্গের পাশে অবস্থান করলেন এবং তাদের ওপর তীর ও পাথর নিক্ষেপ করলেন। এদিকে বানূ কুরায়যা তাদের থেকে সরে দাঁড়ালো। আর আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এবং গাত্বফান গোত্রের মিত্ররাও খিয়ানত করলো। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বানূ নাযীরের ইয়াহূদীদেরকে অবরোধ করলেন এবং তাদের খেজুর গাছগুলো কেটে ফেললেন ও পুড়িয়ে দিলেন। তখন তারা রসূলের কাছে লোক পাঠালো এ মর্মে যে, আমরা মদীনা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি। নবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের নিজেদেরকে এবং তাদের সন্তান সন্ততিদেরকে নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। আরো জানালেন যে, আর তাদের উট যা বহন করতে পারে এ পরিমাণ মালামাল তারা নিতে পারবে। তবে অস্ত্র নিতে পারবে না। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সম্পদ ও অস্ত্রগুলো গ্রহণ করলেন।

বানূ নাযীরের সম্পদগুলোর এক পঞ্চমাংশ নয়, বরং পুরো সম্পদই শুধুমাত্র রাসূলের জন্য, যা তিনি নিজের প্রয়োজনে এবং মুসলিমদের কল্যাণে ব্যয় করবেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাকে এগুলো ফায় হিসেবে দিয়েছেন। আর (এতে যুদ্ধের জন্য) মুসলিমগণ তাদের ঘোড়া এবং বাহনে চড়েওনি। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে খায়বারের দিকে বিতাড়িত করেন। তাদের সাথে ছিল তাদের নেতা হুয়াই ইবনে আখতাবও। আর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের ভূমি ও বাড়িঘরের কর্তৃত্ব লাভ করেন। তাদের থেকে পাওয়া অস্ত্রগুলো হলো, পঞ্চাশটি বর্ম, পঞ্চাশটি হেলমেট এবং তিনশ চল্লিশটি অস্ত্র। মোটামুটি এই হলো তাদের ঘটনা যেমনটি উল্লেখ করেছেন সীরাত বিষয়ে বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ।

আল্লাহ তা'আলা এই সূরার শুরুতেই বর্ণনা করছেন যে আসমানসমূহ ও জমিনের সকল কিছুই তার রবের প্রশংসার সাথে তাসবীহ পাঠ করে, আল্লাহর জন্য যেটি মানায় না সেগুলো থেকে তাকে পবিত্রতার ঘোষণা করে, একমাত্র তারই ইবাদত করে এবং তার মহত্বের সামনে নত হয়। কেননা তিনি হলেন আযীয বা সর্বজয়ী যিনি সবকিছুকে পরাভূত করেন, কোন কিছুই তাকে বাধা দিতে পারে না এবং কোন কঠিন জিনিসই তার জন্য কঠিন নয়। তিনি তার সৃষ্টি ও আদেশে হাকীম বা প্রজ্ঞাবান। তিনি কোন কিছুই বৃথা সৃষ্টি করেননি। যাতে কল্যাণ নেই এমন কোন কিছুকে তিনি বিধিবদ্ধ করেননি এবং তিনি এমন কোন কাজ করেন না যেটি তার হিকমাতের অন্তর্ভুক্ত নয়।

আর একারণেই, বানূ নাযীরের আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা কুফরী করেছিল তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ তার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাহায্য করেছেন, যখন তারা তার রসূলের সাথে প্রতারণা করেছিল। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাদের বাড়িঘর ও স্বদেশ থেকে বিতাড়িত করেছেন যেই বাড়িঘর ও স্বদেশকে তারা খুবই পছন্দ করতো ও ভালোবাসতো। সেখান থেকে তাদেরকে বের করা হলো প্রথম সমাবেশ ও বিতাড়ন যেটি আল্লাহ তা'আলা তার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে তাদের জন্য লিখে রেখেছেন। তাদেরকে খায়বারের দিকে বিতাড়িত করা হয়। এই সম্মানিত আয়াতটি প্রমাণ করে যে, এটি ছাড়াও তাদেরকে আরেকবার বিতাড়িত করা হয়েছে। এটি হয়েছিল যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে (তাদের অনেককে) খায়বার থেকে বিতাড়িত করেছিলেন। তারপর উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাদের অবশিষ্টদেরকে সেখান থেকে বিতাড়িত করেছেন।

﴿مَا ظَنَنتُمْ﴾ তোমরা কল্পনাও করনি: হে মুসলিমগণ! তোমরা কল্পনাও করনি যে,

﴿أَن يَخۡرُجُواْۖ﴾ তারা বেরিয়ে যাবে: অর্থাৎ তাদের ঘর বাড়ি, দুর্গসমূহ এবং সেখানে তাদের যে ক্ষমতা ও দাপট ছিল সেগুলো ছেড়ে তারা বেরিয়ে যাবে।

﴿وَظَنُّوٓاْ أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمۡ حُصُونُهُم مِّنَ ٱللَّهِ﴾ আর তারা মনে করেছিল যে, তাদের দূর্গগুলো তাদেরকে রক্ষা করবে আল্লাহর পাকড়াও থেকে: এই দুর্গগুলোতে তারা বিস্মিত হয়েছিল এবং তা তাদেরকে প্রতারিত করেছিল। আর তারা মনে করেছিল যে, তাদের কাছে কেউ পৌঁছাতে পারবে না এবং তাদের সাথে লড়াই করতেও কেউ সক্ষম হবে না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার নির্ধারণ এই সবগুলোর ওপরে ছিল। আল্লাহর নির্ধারণ থেকে তাদের এই দুর্গসমূহ কোনই উপকারে আসেনি এবং তাদের শক্তি ও প্রতিরক্ষাও তাদেরকে কোন সাহায্য করতে পারেনি।

এজন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿فَأَتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِنۡ حَيۡثُ لَمۡ يَحۡتَسِبُواْۖ﴾ কিন্তু আল্লাহর আযাব তাদের কাছে এমনভাবে আসলো যা তারা কল্পনাও করেনি: এমনভাবে তাদের কাছে আযাব এসেছে যে, তারা চিন্তাও করেনি যে, সেখান থেকে তা আসতে পারে। এর সাথে সাথে আল্লাহ ﴿وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعۡبَ﴾ তিনি তাদের অন্তরে ত্রাসের সঞ্চার করলেন: তা হলো ভীষণ ভয় যেটি হলো আল্লাহর সবচেয়ে বড় বাহিনী যার সাথে কোন বাহিনী, প্রস্তুতি, শক্তি কিছুই উপকারে আসে না। তারা যেটি ধারণা করেছিল তা হলো, যদি তাদের কোন দুর্বলতা আসে, তাহলে তারা সেই দুর্গগুলোতে থেকে নিজেদেরকে সুরক্ষিত রাখবে এবং এতেই তারা নিশ্চিন্ত ছিল। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ওপর আস্থাশীল হয়, সে হবে লাঞ্ছিত। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো দিকে ঝুঁকবে, তা তার জন্য আযাবস্বরূপ হবে। আসমানী আদেশ তাদের অন্তরে এসে পড়লো যেই অন্তর হলো অবিচলতা ও ধৈর্য অথবা দুর্বলতা ও অক্ষমতার স্থান। এর ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদের শক্তি ও দাপটকে দূর করে দিলেন এবং এর স্থানে দিলেন দুর্বলতা এবং ভীরুতা যাকে প্রতিহত করার তাদের কোন পথ ও শক্তি ছিল না। ফলে এটি তাদের বিরোধী শক্তিতে পরিণত হয়েছিল। এজন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يُخۡرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيۡدِيهِمۡ وَأَيۡدِي ٱلۡمُؤۡمِنِينَ﴾ ফলে তারা ধ্বংস করে ফেললো নিজেদের বাড়ি-ঘর নিজেদের হাতে এবং মুমিনদের হাতেও: এটি এজন্য যে, তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে চুক্তি করেছিল যে, উট যে পরিমাণ বহন করতে পারবে সে পরিমাণ সম্পদ তারা নিতে পারবে। সেজন্য তারা তাদের (ঘরের) অনেক ছাদ ভেঙ্গে ফেললো যেগুলো তারা খুবই পছন্দ করতো। আর তাদের সীমালঙ্ঘনের কারণেই তারা তাদের ঘর বাড়ি ও দুর্গগুলো ধ্বংস করার জন্য মুমিনদেরকে সুযোগ দেয়। তারাই নিজেদের ক্ষতি করেছে। আর এটি তাদের বিরোধী শক্তিতে পরিণত হয়েছিল। এজন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿فَٱعۡتَبِرُواْ يَٰٓأُوْلِي ٱلۡأَبۡصَٰرِ﴾ অতএব হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণ

তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো: চক্ষুষ্মান ও পূর্ণ বিবেকবানরা (উপদেশ গ্রহণ করো)। কেননা এতে রয়েছে উপদেশ, যারা হকের সামনে একগুয়েমী ও অবাধ্যতা করেছে এবং নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে, তাদের সাথে আল্লাহ কেমন আচরণ করেছেন এটির মাধ্যমে তা জানা যায়। যখন আল্লাহ তা'আলার আদেশ এসেছিল এবং তাদের পাপের কারণে শাস্তি তাদেরকে স্পর্শ করেছিল তখন তাদের ক্ষমতা তাদের কোন উপকার করতে পারেনি, তাদের শক্তি তাদেরকে রক্ষা করতে পারেনি এবং তাদের দুর্গগুলোও তাদেরকে সুরক্ষা দিতে পারেনি। এখানে নির্দিষ্ট কারণ বিবেচনার বিষয় নয়, বরং শব্দের ব্যাপক অর্থই বিবেচনার বিষয়। উপদেশ গ্রহণ করার বিষয়টি এই আয়াত প্রমাণ করে। সেটি হবে, একটি বিষয়কে তার অনুরূপ বা সদৃশ বিষয়ের সাথে তুলনা করে এবং তাতে যে তাৎপর্য ও বিধান রয়েছে সেগুলো নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করার মাধ্যমে উপদেশ গ্রহণ করা। এর মাধ্যমে বিবেক বৃদ্ধি পাবে, অন্তর্দৃষ্টি আরো আলোকিত হবে, ঈমান বৃদ্ধি পাবে এবং প্রকৃত বুঝ অর্জিত হবে।

তারপর আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, এই ইয়াহূদীরা যে পরিমাণ শাস্তির হকদার সেই পরিমাণ শাস্তি তাদের কাছে আসেনি, বরং আল্লাহ তা'আলা তাদের থেকে সেই শাস্তি হালকা করেছেন। যদি আল্লাহ তাদের নির্বাসনের সিদ্ধান্ত লিখে না রাখতেন এবং তাদের জন্য সেটির ফায়সালা এবং নির্ধারণ করে না রাখতেন তাহলে তাদের জন্য দুনিয়াতে অন্য আযাব বা শাস্তি আসতো। আর দুনিয়াবী কঠিন শাস্তি তাদের কাছে না আসলেও, আখিরাতে তাদের জন্য রয়েছে আগুনের শাস্তি, যার তীব্রতা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো পক্ষে জানা সম্ভব নয়। সুতরাং তারা যেন এটি না ভাবে যে, তাদের শাস্তি শেষ হয়ে গেছে, তাদের জন্য আর কোন শাস্তি বাকি নেই। কেননা আল্লাহ তাদের জন্য আখিরাতের যে আযাব প্রস্তুত করে রেখেছেন তা এর চেয়েও অনেক বেশি ও ভয়াবহ। এটি এজন্য যে, তারা ﴿شَآقُّواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥۖ﴾ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল: তারা আল্লাহ ও তার রসূলের বিরোধিতা করেছিল, তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিল এবং তাদের অবাধ্যতা করাতে প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। যারা আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করে, তাদের সাথে এটিই হলো তার রীতি ও অভ্যাস।

﴿وَمَن يُشَآقِّ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ﴾ আর কেউ আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করলে আল্লাহ তো শাস্তি দানে কঠোর:

খেজুর গাছ ও অন্যান্য গাছপালা কাটার বিষয়ে যখন বানু নাযীরের লোকজন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং মুসলিমদেরকে তিরস্কার করছিল আর তারা দাবি করছিল যে, এগুলো হলো ফাসাদ এবং এর মাধ্যমে তারা মুসলিমদের ওপর অপবাদ আরোপ করা চেষ্টা করছিল, তখন আল্লাহ তা'আলা জানালেন যে, খেজুর গাছ কাটার বিষয়টি, যদি মুসলিমরা সেগুলো কেটে ফেলে অথবা সেভাবেই রেখে দেয়, সেগুলো তো

আল্লাহরই অনুমতি ও আদেশক্রমে হয়েছে। এ জন্যে যে, ﴿وَلِيُخۡزِيَ ٱلۡفَٰسِقِينَ﴾ আল্লাহ পাপাচারীদেরকে লাঞ্ছিত করবেন: সেকারণে তিনি মুসলিমদেরকে খেজুর গাছগুলো কাটতে ও ধ্বংস করার ক্ষমতা প্রদান করেছেন। আর যাতে এটি সেই ইয়াহূদীদের জন্য শাস্তিস্বরূপ হয় ও তারা দুনিয়াতে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয় যার মাধ্যমে তাদের পূর্ণ অক্ষমতা সম্পর্কে জানা যাবে যেখানে তারা তাদের খেজুর গাছগুলোও রক্ষা করতে পারেনি যেগুলো ছিল তাদের শক্তির মূল। সম্ভাব্য মতগুলোর মধ্যে অধিক সহীহ মতে, اللينة সকল খেজুর গাছকেই অন্তর্ভুক্ত করে। এই হলো বানূ নাযীরের অবস্থা। কীভাবে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে দুনিয়াতে শাস্তি দিলেন!

তাদের সম্পদ যাদের কাছে যাবে এবার আল্লাহ তা'আলা তা বর্ণনা করছেন। তিনি বলেন, ﴿وَمَآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنۡهُمۡ﴾ আর আল্লাহ তাদের (ইয়াহুদীদের) কাছ থেকে তাঁর রসূলকে যে 'ফায়' দিয়েছেন: অর্থাৎ এই জনপদের অধিবাসীদের নিকট থেকে, তারা হলো বানূ নাযীর। তার জন্য নিশ্চয় হে মুসলিমগণ! ﴿فَمَآ أَوۡجَفۡتُمۡ﴾ যুদ্ধ করনি: তোমরা আনোনি, (সেই সম্পদ) আনার জন্য তোমরা ধাবিত হওনি এবং সেগুলো তোমরা জমাও করোনি।

﴿عَلَيۡهِ مِنۡ خَيۡلٖ وَلَا رِكَابٖ﴾ ঘোড়ায় কিংবা উটে আরোহণ করে: সেগুলো অর্জনে তোমরা নিজেরাও কষ্ট করোনি এবং তোমাদের পশু দিয়েও না। বরং আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরে ত্রাসের সঞ্চার করেছিলেন। ফলে সেই সম্পদ এমনি এমনিই তোমাদের কাছে এসেছে। এজন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُۥ عَلَىٰ مَن يَشَآءُۚ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ﴾

বরং আল্লাহ যার ওপর ইচ্ছা তাঁর রসূলগণকে কর্তৃত্ব দান করেন। আর আল্লাহ সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান: তার পরিপূর্ণ ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত হলো, কোন বাধাদানকারী তাকে বাধা দিতে পারে না এবং কোন শক্তিই তার ওপর বিজয়ী হতে পারে না।

ফকীহগণের পরিভাষাতে 'ফায়' এর সংজ্ঞা হলো, যুদ্ধ ছাড়াই যথাযথভাবে কাফিরদের থেকে প্রাপ্ত সম্পদকে ফায় বলে। যেমন তারা (বানূ নাযীরের ইয়াহুদীরা) মুসলিমদের ভয়ে পালিয়েছিল এবং সেগুলো ছেড়ে গিয়েছিল। এই সম্পদকে ফায় বলা হয়, কারণ এগুলো কাফিরদের, যারা এর হকদার নয়, তাদের থেকে মুসলিমের নিকট আসে যেই সম্পদে তাদের অধিক হক রয়েছে। এই ফায় এর হুকুম ব্যাপক। আল্লাহ তা'আলা ব্যাপকভাবে উল্লেখ করে বলেন,

﴿مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنۡ أَهۡلِ ٱلۡقُرَىٰ﴾

আল্লাহ জনপদবাসীদের কাছ থেকে তাঁর রাসূলকে 'ফায়' হিসেবে যা কিছু দিয়েছেন: হোক সেটি আল্লাহর রসূলের যুগে অথবা তার পরবর্তীতে তার উম্মতের মধ্যে যারা ক্ষমতাসীন হন তাদের যুগেই আল্লাহ ফায় হিসেবে দিক।

﴿فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ﴾ তা আল্লাহর, রসূলের, রাসূলের আত্মীয় স্বজনদের, ইয়াতীমদের, মিসকীন ও পথচারীদের জন্য: এই আয়াতটি সুরা আল আনফালের সেই আয়াতের মতোই যাতে বলা হয়েছে,

﴿وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ﴾

আর জেনে রেখো, যুদ্ধে যা তোমরা গণীমত হিসেবে লাভ করেছো, তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহর, রসূলের, রসূলের আত্মীয় স্বজনদের, ইয়াতীমদের, মিসকীনদের এবং মুসাফিরদের (সূরা আল আনফাল ৮:৪১)।

এই ফায় পাঁচভাগে ভাগ করতে হবে:

১. এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ ও তার রসূলের জন্য, যেগুলো সাধারণ মুসলিমদের কল্যাণে ব্যয় করা হবে,

২. এক-পঞ্চমাংশ রসূলের আত্মীয় স্বজনদের জন্য। তারা হলো বানু হাশেম, বানূ মুত্তালিব। তাদের পুরুষ ও নারী উভয়ের মাঝেই সমানভাবে দিতে হবে। বানূ হাশেমের সাথে শুধু বানূ মুত্তালিবই এই এক-পঞ্চমাংশ থেকে পাবে। আব্দে মানাফের অন্য সন্তানের বংশ এর অন্তর্ভুক্ত হবে না। কেনান বানূ মুত্তালিবরা বানূ হাশেমের সাথে শিআবে আবী তালিবে প্রবেশ করেছিল যখন কুরাইশরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পরিত্যাগ করা এবং তার সাথে শত্রুতা করার চুক্তি করেছিল। তখন বানূ আব্দুল মুত্তালিবরা (বানূ হাশেমের সাথে) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাহায্য করেছিল। কিন্তু অন্যান্যরা তা করেনি। এজন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বানূ আব্দুল মুত্তালিব সম্পর্কে বলেছেন, নিশ্চয় তারা জাহেলী যুগেও আমার থেকে পৃথক হয়নি এবং ইসলামের সময়ও নয়।

৩. আর এক-পঞ্চমাংশ হলো দরিদ্র ইয়াতীমদের জন্য। ইয়াতীম হলো যারা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আগেই তাদের পিতাকে হারিয়েছে।

৪. আর এক-পঞ্চমাংশ হলো মিসকীনদের জন্য।

৫. আর অন্য অংশ হলো মুসাফিরদের জন্য। তারা হলো যারা নিজেদের স্বদেশ ছেড়ে অন্য দেশে এসেছে।

আল্লাহ তা'আলা (ফায় এর) এই পরিমাণ নির্ধারণ করলেন এবং নির্দিষ্ট কয়েক শ্রেণির জন্য ফায়কে সীমাবদ্ধ করলেন যাতে

﴿لَا يَكُونَ دُولَةَۢ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْۚ﴾

তোমাদের মধ্যে যারা বিত্তবান শুধু তাদের মধ্যেই ধনসম্পদ আবর্তিত না হয়:

আল্লাহ তা'আলা যদি নির্ধারণ না করতেন তাহলে শুধু বিত্তবান ও শক্তিশালীদের মধ্যেই সম্পদ আবর্তিত হতো আর তারা ব্যতীত দুর্বলরা সেই সম্পদের কোন কিছুই অর্জন করতে পারতো না। আর এতে এমন ফাসাদ রয়েছে যেটি আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। অনুরূপভাবে আল্লাহর আদেশ ও বিধি বিধানের অনুসরণে এতো কল্যাণ রয়েছে যা কোন সীমায় সীমাবদ্ধ করা সম্ভব নয়। এজন্য আল্লাহ তা'আলা একটি পরিপূর্ণ কায়েদা ও আম মূলনীতির মাধ্যমে আদেশ করে বলেন,

﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُواْۚ﴾

আর রসূল তোমাদেরকে যা দেয় তা তোমরা গ্রহণ করো এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করে তা থেকে বিরত থাকো:

এতে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দীনের সকল শাখা ও মূল অন্তর্ভুক্ত। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন সেগুলো গ্রহণ করা এবং তার অনুসরণ করা বান্দার জন্য আবশ্যক। আর সেগুলোর বিরোধিতা করা বৈধ নয়। কোন বিষয়ের বিধানের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার বাণীর মতোই হলো রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী। রসূলের সেই বাণীকে পরিত্যাগ করাতে কারো কোন ওযর ও ছাড় নেই। আর রসূলের কথার ওপরে অন্য কারো কথাকে প্রাধান্য দেওয়া জায়েয নয়। তারপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর তাকওয়া অবলম্বন করার আদেশ করছেন, যেই তাকওয়ার মাধ্যমেই অন্তর, রূহ, দুনিয়া এবং আখিরাতের উন্নতি লাভ করা যায়। এছাড়াও তাকওয়ার দ্বারাই চিরস্থায়ী সুখ এবং বিরাট সফলতা অর্জিত হয়। আর তাকওয়া অর্জন না করলে থাকবে দুর্ভাগ্যতা এবং চিরস্থায়ী আযাব। তারপর তিনি বলেন, আর তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো। নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর: তাদের জন্য যারা তাকওয়াকে পরিত্যাগ করে এবং কু প্রবৃত্তির অনুসরণকে প্রাধান্য দেয়। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَٰجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَٰرِهِمْ وَأَمْوَٰلِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنًا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓۚ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّٰدِقُونَ ۝٨ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَٰنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِى صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ أُوتُواْ

وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِۦ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿٩﴾



৫৯:৮- এ সম্পদ নিঃস্ব মুহাজিরদের জন্য যারা নিজেদের বাড়িঘর ও সম্পত্তি হতে উৎখাত হয়েছে। তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টির অন্বেষণ করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাহায্য করে। এরাই তো সত্যবাদী।

৫৯:৯- আর তাদের জন্যও, মুহাজিরদের আগমনের আগে যারা এ নগরীতে (মদীনাতে) বসবাস করেছে ও ঈমান এনেছে, তারা তাদের কাছে যারা হিজরত করে এসেছে তাদেরকে ভালোবাসে এবং মুহাজিরদেরকে যা দেয়া হয়েছে তার জন্য তারা তাদের অন্তরে কোন (না পাওয়াজনিত) হিংসা অনুভব করে না, আর নিজেরা অভাবগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও তারা (আনসারগণ) তাদেরকে (মুহাজিরদেরকে) নিজেদের ওপর অগ্রাধিকার দেয়। বস্তুত যাদেরকে অন্তরের কার্পণ্য থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে, তারাই সফলকাম।



ব্যাখ্যা:

আল্লাহ তা'আলা যাদের জন্য এই ফায়য়ের সম্পদ নির্ধারণ করেছেন, এখন সেই নির্ধারণের পিছনে হিকমত ও কারণ বর্ণনা করছেন। আর এদেরকে সহযোগিতা করাই সমীচীন এবং তারাই এই সম্পদের হকদার। তারা হলো:

(১) মুহাজিরগণ, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়ার ইচ্ছায়, তার দীনকে সাহায্য করার জন্য এবং তার রসূলকে ভালোবেসে নিজেদের ঘর বাড়ি, স্বদেশ, প্রিয়জন এবং সম্পদসহ অতি পছন্দনীয় জিনিসগুলো পরিত্যাগ করেছে। তারাই হলো সত্যবাদী, যারা তাদের ঈমানের দাবি অনুযায়ী আমল করেছে এবং সৎ আমলসমূহ ও কষ্টকর ইবাদতগুলোর মাধ্যমে নিজেদের ঈমানের সত্যায়ন করেছে। পক্ষান্তরে যারা ঈমানের দাবি করে, কিন্তু জিহাদ ও হিজরতসহ অন্যান্য ইবাদত করার মাধ্যমে নিজেদের ঈমানের সত্যায়ন করে না, মুহাজিরগণ তাদের বিপরীত।

(২) আনসারগণ, তারা হলো আওস ও খাযরাজগণ, যারা সাদা কালোর ভেদাভেদ ভুলে স্বেচ্ছায় ও ভালোবেসে আল্লাহ ও তার রসূলের ওপর ঈমান এনেছে এবং আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আশ্রয় দিয়েছে। তারা মুহাজিরদের আগমনের আগে যারা হিজরতের নগরীতে (মদীনাতে) বসবাস করেছে ও ঈমান এনেছে, এমনকি এটি (মদীনা) প্রত্যাবর্তনস্থলে পরিণত হয়েছে, যাতে মুমিনগণ এই দিকে ফিরে আসে এবং মুহাজিরগণ এতে আশ্রয় নেয়। যখন প্রতিটি শহর যুদ্ধ, শিরক ও অনিষ্টে ভরপুর, তখন

মুসলিম মদীনার ছায়ায় বসবাস শুরু করে। সর্বদাই দীনের সাহায্যকারীরা আনসারদের কাছে আশ্রয় নিতে থাকে, শেষ পর্যন্ত ইসলাম ছড়িয়ে পড়ে, শক্তিশালী হয় এবং একটু একটু করে বাড়তে থাকে, এমনকি তারা ইলম, ঈমান ও কুরআনের মাধ্যমে অন্তরসমূহকে জয় করে এবং অস্ত্র ও বর্শার মাধ্যমে দেশসমূহকে জয় করে। তাদের সুন্দর বৈশিষ্ট্যগুলো হলো, ﴿يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ﴾ তারা তাদের কাছে যারা হিজরত করে এসেছে তাদেরকে ভালোবাসে: তারা যেহেতু আল্লাহ ও তার রসূলকে ভালোবাসে, তাই তারা আল্লাহর প্রিয়জনদেরকে এবং যারা আল্লাহর দীনকে সাহায্য করে তাদেরকেও ভালোবাসে।

﴿وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ أُوتُواْ﴾ আর মুহাজিরদেরকে যা দেয়া হয়েছে তার জন্য তারা তাদের অন্তরে কোন (না পাওয়াজনিত) হিংসা অনুভব করে না: আল্লাহ তা'আলা মুহাজিরদেরকে যে অনুগ্রহ দান করেছেন এবং তাদেরকে বিশেষভাবে যে ফযীলত ও কৃতিত্ব দান করেছেন যার তারা হকদার, এই কারণে আনসারগণ মুহাজিরদের প্রতি হিংসা পোষণ করে না। এটি তাদের সুস্থ ও বিশুদ্ধ অন্তরেরই প্রমাণ বহন করে। আরো প্রমাণ করে যে, তাদের অন্তরসমূহ হিংসা বিদ্বেষ ও শত্রুতা থেকে মুক্ত।

এই আয়াত প্রমাণ করে যে, মুহাজিরগণ আনসারগণের চেয়ে উত্তম। কারণ আল্লাহ তা'আলা তাদের কথা আগে বর্ণনা করেছেন। আর তিনি খবর দিচ্ছেন যে, মুহাজিরদেরকে যা দেয়া হয়েছে তার জন্য আনসারগণ তাদের অন্তরে কোন (না পাওয়াজনিত) হিংসা অনুভব করে না। এটি প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তা'আলা মুহাজিরদেরকে যা দিয়েছে তা আনসারসহ অন্যান্যদেরকে দেননি যেহেতু তারা (আল্লাহ ও তার রসূলকে) সাহায্যও করেছে এবং হিজরতও করেছে।

আল্লাহ তা'আলার বাণী, ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ আর নিজেরা অভাবগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও তারা (আনসারগণ) তাদেরকে (মুহাজিরদেরকে) নিজেদের ওপর অগ্রাধিকার দেয়: আনসারদের বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত হলো, যার দ্বারা তারা অন্যান্যদের থেকে পৃথক এবং শ্রেষ্ঠ তা হলো, নিজেদের ওপর অন্যদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া। আর এটি হলো সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ দান। সম্পদসহ অন্তরের পছন্দনীয় অন্যান্য জিনিসসমূহে অন্যকে অগ্রাধিকার দেয়া এবং সেটি প্রয়োজন থাকা সত্ত্বে, বরং তা জরুরী হওয়া সত্ত্বেও অন্যের জন্য ব্যয় করা উৎকৃষ্ট চরিত্র ছাড়া এবং অন্তরের কামনা বাসনা ও আনন্দের ওপরে আল্লাহর ভালোবাসা প্রাধান্য দেওয়া ছাড়া সম্ভব নয়। এক আনসারী সাহাবীর ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতটি নাযিল হয়েছে যখন সেই সাহাবী নিজের, পরিবার পরিজন ও সন্তানের খাবারের ওপরে তার মেহমানকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন এবং নিজেরা ক্ষুধার্ত থেকে রাত কাটিয়েছিলেন (সহীহ বুখারী, হা/ ৩৭৯৮, ৪৮৮৯, সহীহ মুসলিম, হা/২০৫৪)।

অন্যকে অগ্রাধিকার দেয়ার বিপরীত হলো স্বার্থপরতা। অন্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া প্রশংসনীয় আর স্বার্থপরতা হলো নিন্দনীয়। কেননা এটি কৃপণতা থেকে আসে। অন্যকে প্রাধান্য দেওয়ার মতো গুণ যাকে দান করা হবে, তাকেই অন্তরের কৃপণতা থেকে রক্ষা করা হবে।

﴿وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفۡسِهِۦ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ﴾ আর বস্তুত যাদেরকে অন্তরের কার্পণ্য থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে, তারাই সফলকাম: অন্তরের কার্পণ্য থেকে মুক্ত হওয়ার অন্তর্ভুক্ত হলো সকল আদিষ্ট বিষয়গুলোতে কার্পণ্য থেকে মুক্ত হওয়া। যখন বান্দা তার অন্তরের কার্পণ্য থেকে মুক্ত হবে, তখন আল্লাহ এবং তার রসূলের আদেশের ব্যাপারে তার অন্তর উদার হবে, সে স্বেচ্ছায় ও অনুগত হয়ে এবং অন্তরের প্রফুল্লতার সাথে সেগুলো পালন করবে। আর আল্লাহ তা'আলা যা নিষেধ করেছেন সেগুলো পরিত্যাগ করার ব্যাপারেও তার অন্তর উদার হবে, যদিও সেগুলো অন্তরের নিকটে খুবই পছন্দনীয় হয় এবং সেদিকে অন্তর আকৃষ্ট হয়। এছাড়াও আল্লাহর রাস্তায় এবং তার সন্তুষ্টি অর্জনে সম্পদ খরচ করার ব্যাপারেও তার অন্তর উদার হবে। আর এর মাধ্যমেই কল্যাণ ও সফলতা অর্জিত হবে। পক্ষান্তরে ঐ ব্যক্তির অবস্থা হলো এর সম্পূর্ণ বিপরীত যাকে তার অন্তরের কার্পণ্য থেকে রক্ষা করা হবে না, বরং সম্পদের প্রতি লোভের মাধ্যমে পরীক্ষায় ফেলা হবে যেটি হলো সকল অকল্যাণের মূল। সাহাবীগণ ও বিশিষ্ট ইমামগণই হলেন এই শ্রেষ্ঠ ও মহান দুই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত যারা এই ফযীলত, মর্যাদা ও কৃতিত্ব অর্জনের মাধ্যমে তাদের পরবর্তীদেরকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। আর এর মাধ্যমে তারা তাদের পূর্ববর্তীদের স্তরে উপনীত হয়েছেন। যার ফলে তারা মুমিনদের মধ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তিতে এবং মুসলিম ও মুত্তাকীদের নেতাতে পরিণত হয়েছে।

তাদের অনুসরণ করা এবং তাদের হিদায়াত অনুযায়ী চলাই তাদের পরবর্তীদের ফযীলতের জন্য যথেষ্ট। এজন্য এখানে আল্লাহ তা'আলা পরবর্তীদের কথা বর্ণনা করছেন যারা তাদের (পূর্ববর্তীদের) অনুসরণ করবে। তিনি বলেন,

﴿وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعۡدِهِمۡ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لَنَا وَلِإِخۡوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلۡإِيمَٰنِ وَلَا تَجۡعَلۡ فِي قُلُوبِنَا غِلّٗا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٞ رَّحِيمٌ ١٠﴾

৫৯:১০- আর যারা তাদের পরে এসেছে, তারা বলে, হে আমাদের রব! আমাদেরকে ও ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভাইদেরকে ক্ষমা করুন এবং যারা ঈমান এনেছিল তাদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের রব! নিশ্চয় আপনি দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু।



ব্যাখ্যা:

﴿وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعۡدِهِمۡ﴾ আর যারা তাদের পরে এসেছে: অর্থাৎ যারা মুহাজির ও আনসারদের পরে এসেছে।

﴿يَقُولُونَ﴾ তারা বলে: নিজেদেরকেসহ অন্য মুমিনদেরকে নসীহতের উদ্দেশ্যে বলে ﴿رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لَنَا وَلِإِخۡوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلۡإِيمَٰنِ﴾ আমাদেরকে ও ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভাইদেরকে ক্ষমা করুন: অগ্রগামী সাহাবীগণ এবং তাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তীসহ সকল মুমিনগণ এই দুআতে শামিল। এটিই হলো ঈমানের ফযীলত যে, মুমিনগণ একে অন্যের দ্বারা উপকৃত হবে এবং একে অন্যের জন্য দুআ করবে। যেহেতু তারা সকলেই ঈমানদার, যার দাবি হলো মুমিনদের পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন থাকা। আর এই ভ্রাতৃত্বেরই একটি দিক হলো, মুমিনগণ একে অন্যের জন্য দুআ করবে এবং তারা একে অন্যকে ভালোবাসবে। এজন্য আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করছেন যে, তারা তাদের অন্তরে বিদ্বেষ না রাখার জন্য দুআ করে যাতে কম ও বেশিসহ সব বিদ্বেষই শামিল। যদি এটি না থাকে তাহলে এর বিপরীত জিনিস থাকবে, আর সেটি হলো মুমিনদের পরস্পরের মাঝে ভালোবাসা, বন্ধুত্ব এবং নসীহতসহ আরো মুমিনদের হকের বিষয়সমূহ। সাহাবীদের পরবর্তীদের জন্য আল্লাহ তা'আলা ঈমানের কথা বর্ণনা করছেন। কেননা তাদের (পরবর্তীদের দুআতে) কথা হলো, যারা ঈমানে অগ্রগামী হয়েছে: এটি প্রমাণ করে যে, তারা ঈমানে শামিল। আর ঈমান ও তার উসূলগুলোতে তারা সাহাবীগণের অনুসারী। আর এরাই হলো আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত, যাদের ছাড়া অন্যদের জন্য এই গুণ পূর্ণভাবে সত্য হয় না। আল্লাহ তা'আলা তাদের (পরবর্তীদের) বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তারা তাদের পাপসমূহ স্বীকার করে, সেগুলো থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করে, একে অন্যের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং অন্তর থেকে তাদের মুমিন ভাইদের প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা দূর করার জন্য চেষ্টা চালায়। তাদের এই দুআ যেটিকে আবশ্যক করে তা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, এই দুআর অন্তর্ভুক্ত হলো, তারা একে অন্যকে ভালোবাসে, তারা নিজের জন্য যেটি পছন্দ করে, সেটিই তার মুসলিম ভাইয়ের জন্যও পছন্দ করে। আর তারা উপস্থিত, অনুপস্থিত, জীবিত ও মৃত সকলের জন্য কল্যাণ কামনা করে।

এই সম্মানিত আয়াতটি প্রমাণ করে যে, এগুলো মুমিনদের একে অন্যের ওপর হকের অন্তর্ভুক্ত। তারপর আল্লাহর দু'টি সম্মানিত নামের মাধ্যমে তারা (পরবর্তীরা) তাদের দুআ শেষ করে, যেটি তাদের ওপর আল্লাহ তা'আলার পরিপূর্ণ রহমত এবং তার অত্যাধিক সহানূভূতি ও ইহসানেরই প্রমাণ করে যার অন্তর্ভুক্ত হলো, বরং সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ হলো, তিনি তাদেরকে আল্লাহর হক এবং তার বান্দাদের হক আদায়ের তাওফীক দিয়েছেন।

এই তিন শ্রেণিই হলো এই উম্মতের অন্তর্ভুক্ত আর তারাই ফায়য়ের হকদার, যেই ফায়য়ের ব্যয়ের খাতসমূহ মুসলিমদের কল্যাণের ওপর নির্ভরশীল। আর এরাই হলো তার হকদার। আল্লাহ তা'আলা তার অনুগ্রহ ও দয়াতে আমাদেরকেও যেন তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন (আমিন)। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন,



﴿أَلَمۡ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخۡوَٰنِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنۡ أَهۡلِ ٱلۡكِتَٰبِ لَئِنۡ أُخۡرِجۡتُمۡ لَنَخۡرُجَنَّ مَعَكُمۡ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمۡ أَحَدًا أَبَدٗا وَإِن قُوتِلۡتُمۡ لَنَنصُرَنَّكُمۡ وَٱللَّهُ يَشۡهَدُ إِنَّهُمۡ لَكَٰذِبُونَ ١١ لَئِنۡ أُخۡرِجُواْ لَا يَخۡرُجُونَ مَعَهُمۡ وَلَئِن قُوتِلُواْ لَا يَنصُرُونَهُمۡ وَلَئِن نَّصَرُوهُمۡ لَيُوَلُّنَّ ٱلۡأَدۡبَٰرَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ١٢ لَأَنتُمۡ أَشَدُّ رَهۡبَةٗ فِي صُدُورِهِم مِّنَ ٱللَّهِۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَوۡمٞ لَّا يَفۡقَهُونَ ١٣﴾



৫৯:১১- আপনি কি মুনাফিকদেরকে দেখেননি? তারা কিতাবীদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে তাদের সেসব ভাইকে বলে, তোমরা যদি বহিষ্কৃত হও, আমরা অবশ্যই তোমাদের সাথে দেশত্যাগী হবো এবং আমরা তোমাদের ব্যাপারে কখনো কারো কথা মানবো না এবং যদি তোমরা আক্রান্ত হও আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে সাহায্য করবো। আর আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, নিশ্চয় তারা মিথ্যাবাদী।

৫৯:১২- বস্তুত তারা বহিষ্কৃত হলে মুনাফিকরা তাদের সাথে দেশত্যাগ করবে না এবং তারা আক্রান্ত হলে এরা তাদেরকে সাহায্য করবে না এবং এরা সাহায্য করতে আসলেও অবশ্যই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে। তারপর তারা কোন সাহায্যই পাবে না।

৫৯:১৩- প্রকৃতপক্ষে এদের অন্তরে আল্লাহর চেয়ে তোমাদের ভয়ই সবচেয়ে বেশি। এটা এজন্যে যে, এরা এক অবুঝ সম্প্রদায়।

ব্যাখ্যা:

আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের অবস্থা দেখে আশ্চর্য হওয়ার কথা বর্ণনা করছেন, যেসব মুনাফিকরা আহলে কিতাবের অন্তর্ভুক্ত তাদের ভাইদেরকে সাহায্য করার আশা করে এবং মুমিনদেরকে বাদ দিয়ে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে। আর তারা তাদেরকে (আহলে কিতাবের ইয়াহূদীদেরকে) বলে,

﴿لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا﴾

তোমরা যদি বহিষ্কৃত হও, আমরা অবশ্যই তোমাদের সাথে দেশত্যাগী হবো এবং আমরা তোমাদের ব্যাপারে কখনো কারো কথা মানব না: অর্থাৎ তোমাদেরকে সাহায্য করার বিষয়ে আমাদেরকে তিরস্কারমূলক অথবা ভীতিমূলক কারো কথা আমরা মানব না।

﴿وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَٰذِبُونَ﴾ আর যদি তোমরা আক্রান্ত হও আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে সাহায্য করবো। আর আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, নিশ্চয় তারা মিথ্যাবাদী: অর্থাৎ এই ওয়াদাতে তারা মিথ্যাবাদী, যেই ওয়াদার মাধ্যমে তারা তাদের ভাইদেরকে প্রতারিত করেছে। তাদের পক্ষ থেকে এটি আশ্চর্যকর নয়। কেননা মিথ্যা হলো তাদের বৈশিষ্ট্য, ধোকা ও প্রতারণা তাদের সঙ্গী এবং মুনাফিকী ও কাপুরুষতা হলো তাদের সহচর। এজন্য আল্লাহ তা'আলা তার বাণী দিয়ে তাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছেন। তিনি যেভাবে বলেছেন সেভাবেই তা ঘটেছে।

তিনি বলেন, ﴿لَئِنْ أُخْرِجُواْ﴾ বস্তুত তারা বহিষ্কৃত হলে: বিতাড়ন ও নির্বাসনের মাধ্যমে যদি তাদেরকে তাদের স্বদেশ থেকে বের করা হয়, ﴿لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ﴾ মুনাফিকরা তাদের সাথে দেশত্যাগ করবে না: স্বদেশের প্রতি খুব ভালোবাসা থাকার জন্য, লড়াই করতে ধৈর্য না থাকায় এবং তাদের ওয়াদা পূর্ণ না করায় (তারা দেশ ত্যাগ করবে না)।

﴿وَلَئِن قُوتِلُواْ لَا يَنصُرُونَهُمْ﴾ তারা আক্রান্ত হলে এরা তাদেরকে সাহায্য করবে না: কাপুরুষতা ও ভীরুতা তাদের ওপর চেপে বসবে, আর অত্যন্ত প্রয়োজনের সময় তারা তাদের ভাইদেরকে পরিত্যাগ করবে।

﴿وَلَئِن نَّصَرُوهُمْ﴾ আর যদি এরা সাহায্য করতেও আসে: অর্থাৎ (আল্লাহর) নির্ধারণ অনুযায়ী (যদি সাহায্য করতেও আসে)।

﴿لَيُوَلُّنَّ ٱلْأَدْبَرَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ﴾ তাহলে অবশ্যই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে। তারপর তারা কোন সাহায্য পাবে না: অর্থাৎ এরা লড়াই এবং সাহায্য করা থেকে পলায়ন করবে এবং তাদের ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন সাহায্যও আসবে না। যেকারণে তারা এমনটি করতে বাধ্য হয়, তাহলো হে মুমিনগণ! ﴿أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ ٱللَّهِ﴾ এদের অন্তরে আল্লাহর চেয়ে তোমাদের ভয়ই সবচেয়ে বেশি: তারা আল্লাহকে ভয় করার চেয়ে তোমাদেরকে বেশি ভয় করে। আর যার হাতেই সকল কল্যাণ, অকল্যাণ, দেওয়া ও বাধা দেওয়া এমন স্রষ্টার ভয়ের ওপরে তারা সৃষ্টির ভয়কে প্রাধান্য দেয়, যেই সৃষ্টি নিজের এবং অন্যের কোন উপকার ও অপকার করার মালিক নয়।

﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ﴾ এটা এজন্যে যে, এরা এক অবুঝ সম্প্রদায়: তারা বিষয়সমূহের বাস্তবতা সম্পর্কে জানে না, পরিণাম বা ফলাফলের দিকে চিন্তাও করে না। অথচ প্রকৃত বুঝ হলো, স্রষ্টার ভয়, তার প্রতি আশা আকাঙ্খা এবং ভালোবাসা অন্য সকল কিছুর ওপর প্রাধান্য পাবে। আর অন্য সকল কিছু এরই অনুগামী হবে। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لَا يُقَٰتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُّحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَآءِ جُدُرٍۚ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌۚ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ ١٤ كَمَثَلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٥ كَمَثَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَٰنِ ٱكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيٓءٌ مِّنكَ إِنِّيٓ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَٰلَمِينَ ١٦ فَكَانَ عَٰقِبَتَهُمَآ أَنَّهُمَا فِي ٱلنَّارِ خَٰلِدَيْنِ فِيهَاۚ وَذَٰلِكَ جَزَٰٓؤُاْ ٱلظَّٰلِمِينَ ١٧﴾

৫৯:১৪- কেবলমাত্র সুরক্ষিত জনপদের অভ্যন্তরে অথবা দুর্গ-প্রাচীরের আড়ালে থেকে ছাড়া তারা সবাই সমবেতভাবেও তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সমর্থ হবে না। পরস্পরের মধ্যে তাদের যুদ্ধ প্রচণ্ড। আপনি মনে করেন তারা ঐক্যবদ্ধ, কিন্তু তাদের অন্তরসমূহ বিচ্ছিন্ন। এটা এ জন্য যে, ওরা হলো নির্বোধ সম্প্রদায়।

৫৯:১৫- এরা সে লোকদের মত, যারা এদের পূর্বে নিকটবর্তী সময়েই নিজেদের কৃতকর্মের শাস্তি ভোগ করেছে। আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

৫৯:১৬- এরা শয়তানের মত, সে মানুষকে বলে, কুফরী করো; তারপর যখন সে কুফরী করে তখন সে বলে, তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই, নিশ্চয় আমি সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহকে ভয় করি।

৫৯:১৭- ফলে তাদের দু'জনের পরিণাম এই যে, তারা দু'জনই জাহান্নামী হবে। সেখানে তারা স্থায়ী হবে এবং এটাই জালিমদের প্রতিদান।



ব্যাখ্যা:

﴿لَا يُقَٰتِلُونَكُمْ جَمِيعًا﴾ তারা সবাই সমবেতভাবেও তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সমর্থ হবে না: অর্থাৎ সবাই একত্রিত হলেও।

﴿إِلَّا فِي قُرًى مُّحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَآءِ جُدُرٍ ۚ﴾ কেবলমাত্র সুরক্ষিত জনপদের অভ্যন্তরে অথবা দুর্গ-প্রাচীরের আড়ালে থেকে ছাড়া: কোন জনপদে সুরক্ষিত থেকে অথবা দুর্গ-প্রাচীরের আড়ালে থেকে ছাড়া তারা তোমাদের সাথে লড়াই এ অটল থাকতে পারবে না, এমনকি লড়াই করার মনস্থও করতে পারবে না। এক্ষেত্রে দুর্গ এবং প্রাচীরের ওপর নির্ভর করেই তারা নিজেদেরকে সুরক্ষা করবে, নিজেদের বীরত্ব দিয়ে নয়। এটি হলো সবচেয়ে বড় লাঞ্ছনা।

﴿بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ ۚ﴾ পরস্পরের মধ্যে তাদের যুদ্ধ প্রচণ্ড: তাদের নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ তুমুল। অথচ শারীরিকভাবেও তাদের কোন সমস্যা নেই এবং তাদের ক্ষমতা ও শক্তির ক্ষেত্রেও নয়। বরং ঈমান দুর্বল হওয়া এবং একতা না থাকাই তাদের মূল সমস্যা। এজন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا﴾ আপনি মনে করেন তারা ঐক্যবদ্ধ: যখন আপনি তাদেরকে একত্রিত ও একে অন্যকে সহযোগিতা করতে দেখেন, (তখন আপনি মনে করেন যে, তারা ঐক্যবদ্ধ)। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ﴿وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ۚ﴾ তাদের অন্তরসমূহ বিচ্ছিন্ন: (অন্তরসমূহ) পরস্পর শত্রুতায় ভরপুর এবং সেগুলো বিচ্ছিন্ন ও ছিন্ন ভিন্ন। ﴿ذَٰلِكَ﴾ এটা এ জন্য যে: পূর্বে উল্লিখিত গুণগুলো দ্বারা বিশেষিত হতে যেটি তাদেরকে বাধ্য করেছে তা হলো ﴿بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ﴾ ওরা হলো নির্বোধ সম্প্রদায়: তাদের কোন বিবেক বুদ্ধি নেই। কেননা যদি তাদের বিবেক থাকতো, তাহলে অনুত্তম জিনিসের ওপর উত্তম জিনিসকে অবশ্যই তারা প্রাধান্য দিতো আর তারা নিজেদের জন্য দুটোর মধ্যে অধিকতর খারাপ জিনিসে সন্তুষ্ট হতো না। আর তারা ঐক্যবদ্ধ হতো এবং তাদের অন্তরসমূহ একতাপূর্ণ হতো। এর ফলে তাদের দীন ও দুনিয়ার কল্যাণ ও উপকারে তারা একে অপরকে সাহায্য ও সহযোগিতা করতো।

এই সকল লাঞ্ছিত আহলে কিতাবের লোকজন, আল্লাহ তার রসূলের জন্য যাদের থেকে প্রতিশোধ নিলেন এবং দুনিয়ার এই পার্থিব জীবনেই তাদেরকে লাঞ্ছনার স্বাদ আস্বাদন করালেন, সাহায্যের ওয়াদা পেয়েও যারা সাহায্য পায়নি তাদের উদাহরণ হলো, ﴿كَمَثَلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ۖ﴾ এরা সে লোকদের মত, যারা এদের পূর্বে নিকটবর্তী সময়েই নিজেদের কৃতকর্মের শাস্তি ভোগ করেছে: (যারা নিকটবর্তীসময়ে শাস্তি ভোগ করেছে) তারা হলো কুরাইশদের কাফিররা, শয়তান তাদের জন্য তাদের কর্মসমূহকে সুসজ্জিত করে তুলে ধরেছিল আর সে বলেছিল,

﴿لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّى جَارٌ لَّكُمْ ۖ فَلَمَّا تَرَٰٓءَتِ ٱلْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّى بَرِىٓءٌ مِّنكُمْ إِنِّىٓ أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّىٓ أَخَافُ ٱللَّهَ ۚ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ﴾

আজ মানুষের মধ্যে কেউই তোমাদের ওপর বিজয়ী হতে পারবে না, আর নিশ্চয় আমি তোমাদের পাশে অবস্থানকারী (সহযোগী)। অতঃপর দু'দল যখন পরস্পর সম্মুখীন হলো তখন সে পিছনে সরে পড়লো এবং বললো, তোমাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। নিশ্চয় আমি এমন কিছু দেখছি যা তোমরা দেখতে পাও না। নিশ্চয় আমি আল্লাহকে ভয় করি, আর আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর (সূরা আল আনফাল: ৪৮)।

তারা নিজেদের দ্বারাও প্রতারিত হয়েছে এবং অন্যদের দ্বারাও যারা তাদের কোন উপকার করতে পারেনি এবং তাদের থেকে আযাবও দূর করতে পারেনি। এমনকি তারা অহংকার ও দাম্ভিকতার সাথে বদরে উপস্থিত হয়েছিল, আর তারা ধারণা করেছিল যে, তারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং মুমিনদের থেকে তাদের উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারবে। আল্লাহ তা'আলা তাদের বিরুদ্ধে তার রসূল এবং মুমিনদেরকে সাহায্য করলেন। ফলে মুসলিমগণ কাফিরদের প্রধানদেরকে হত্যা করলেন, তাদের অনেককে বন্দি করলেন এবং তাদের অনেকেই পালিয়ে গেল। আর তারা তো দুনিয়াতেই তাদের কৃতকর্মের শাস্তি এবং শিরক ও বাড়াবাড়ির পরিণাম ভোগ করেছে।

﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি: আখিরাতে রয়েছে জাহান্নামে আগুনের শাস্তি।

আর এই মুনাফিকরা যারা আহলে কিতাবের মধ্যে তাদের ভাইদেরকে প্রতারিত করেছিল, তাদের উদাহরণ হলো, ﴿كَمَثَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ إِذۡ قَالَ لِلۡإِنسَٰنِ ٱكۡفُرۡ﴾ এরা শয়তানের মত, সে মানুষকে বলে, কুফরী করো: অর্থাৎ সে মানুষের জন্য কুফরীকে সুন্দর ও সুসজ্জিত করে তুলে ধরে এবং সেদিকে আহ্বান করে। যখন মানুষ এর দ্বারা প্রতারিত হয়ে কুফরী করে এবং দুর্ভাগ্য তাকে পেয়ে বসে, তখন শয়তান তার কোন উপকার করতে পারে না, যে শয়তান তাকে সেদিকে পরিচালিত করেছে এবং যেদিকে আহ্বান করার তা করেছে। বরং এমন পরিস্থিতিতে শয়তান তার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে।

আর বলে, ﴿إِنِّي بَرِيٓءٞ مِّنكَ إِنِّيٓ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلۡعَٰلَمِينَ﴾ তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই, নিশ্চয় আমি সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহকে ভয় করি: অর্থাৎ তোমার থেকে আযাব দূর করার আমার কোন ক্ষমতা নেই আর আমি সরিষা পরিমাণও উপকার করতে সক্ষম নই।

﴿فَكَانَ عَٰقِبَتَهُمَآ﴾ ফলে তাদের দু'জনের পরিণাম এই যে: আহ্বানকারী হলো শয়তান আর শয়তানের আনুগত্য করে তার আহ্বানে সাড়াদানকারী হলো মানুষ, এরা উভয়েই ﴿أَنَّهُمَا فِي ٱلنَّارِ خَٰلِدَيۡنِ فِيهَاۚ﴾ তারা দু'জনই জাহান্নামী হবে। সেখানে তারা স্থায়ী হবে: আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿إِنَّمَا يَدۡعُواْ حِزۡبَهُۥ لِيَكُونُواْ مِنۡ أَصۡحَٰبِ ٱلسَّعِيرِ﴾ সে তো তার

দলবলকে ডাকে শুধু এজন্যে যে, তারা যেন প্রজ্জলিত আগুনের অধিবাসী হয় (সুরা ফাতির:৬)।

﴿وَذَٰلِكَ جَزَٰٓؤُاْ ٱلظَّٰلِمِينَ﴾ আর এটাই জালিমদের প্রতিদান: যারা জুলুম ও কুফরীতে যুক্ত হয়েছে। যদিও তারা আযাবের তীব্রতা ও প্রচণ্ডতায় বিভিন্ন স্তরের হবে। এটিই হলো শয়তানের প্রতিটি বন্ধুর সাথে তার স্বভাব। সে প্রতারণার মাধ্যমে মানুষের জন্য অনিষ্টকর বিষয়গুলোর দিকে তাদেরকে আহ্বান করে। যখন তারা সেই ফাঁদে আটকা পড়ে এবং ধ্বংসের কারণগুলো তাদেরকে ঘিরে ধরে, তখন সে তাদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং তাদেরকে পরিত্যাগ করে। তখন সকল ভর্ৎসনা এসে পড়ে যে তার আনুগত্য করেছে। আল্লাহ তা'আলা আগেই তার থেকে সতর্ক ও সাবধান করেছেন এবং তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যও জানিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং জানার পরেও যে ব্যক্তি শয়তানের আনুগত্য করাকে প্রাধান্য দিবে সে হবে পাপী, তার কোন ওযর নেই। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلۡتَنظُرۡ نَفۡسٞ مَّا قَدَّمَتۡ لِغَدٖۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ ١٨ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ نَسُواْ ٱللَّهَ فَأَنسَىٰهُمۡ أَنفُسَهُمۡۚ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ ١٩ لَا يَسۡتَوِيٓ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِ وَأَصۡحَٰبُ ٱلۡجَنَّةِۚ أَصۡحَٰبُ ٱلۡجَنَّةِ هُمُ ٱلۡفَآئِزُونَ ٢٠ لَوۡ أَنزَلۡنَا هَٰذَا ٱلۡقُرۡءَانَ عَلَىٰ جَبَلٖ لَّرَأَيۡتَهُۥ خَٰشِعٗا مُّتَصَدِّعٗا مِّنۡ خَشۡيَةِ ٱللَّهِۚ وَتِلۡكَ ٱلۡأَمۡثَٰلُ نَضۡرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَفَكَّرُونَ ٢١﴾

৫৯:১৮- হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো। আর প্রত্যেকেই ভেবে দেখুক যে, আগামীকালের জন্য সে কী অগ্রিম পাঠিয়েছে। আর তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো। তোমরা যা কর নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।

৫৯:১৯- আর তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা আল্লাহকে ভুলে গেছে, ফলে আল্লাহ তাদেরকে আত্মবিস্মৃত (আত্মভোলা) করেছেন। তারাই তো ফাসিক।

৫৯:২০- জাহান্নামের অধিবাসী এবং জান্নাতের অধিবাসী সমান নয়। জান্নাতবাসীরাই তো সফলকাম।

৫৯:২১ যদি আমরা এ কুরআন পর্বতের ওপর নাযিল করতাম তবে আপনি তাকে আল্লাহর ভয়ে বিনীত ও বিদীর্ণ দেখতেন। আর মানুষদের জন্য আমরা এসব দৃষ্টান্ত বর্ণনা করি, যাতে তারা চিন্তা ভাবনা করে।



ব্যাখ্যাঃ

আল্লাহ তা'আলা তার মুমিন বান্দাদেরকে আদেশ করছেন যে, তারা যেন গোপনে প্রকাশ্যে সর্বাবস্থায় তাকওয়া অর্জন করে, আল্লাহ তাদেরকে যে আদেশ, বিধি বিধান ও সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন সেগুলোর যাতে হিফাযত করে যেটি হলো ঈমানের দাবি আর ঈমান এগুলো পালন করাকে আবশ্যক করে। আর তারা যাতে চিন্তা করে যে, কোনটা তারা অর্জন করেছে আর কোনটা হারিয়েছে, আর কিয়ামতের দিন কোন আমল তাদের উপকারে আসবে আর কোনটা তাদের ক্ষতি করবে? যখন তারা আখিরাতকে প্রধান লক্ষ্য ও অন্তরের কিবলা বানাবে, সেদিকেই পূর্ণ মনযোগ দিবে, তাতে (জান্নাতে) পৌঁছানোর জন্য অনেক সৎ আমল করাতে মেহনত করবে এবং এই পথে চলাকে থামিয়ে দেয় অথবা বাধা দেয় এমন বাধা বিপত্তি থেকে নিজেকে পরিষ্কার করবে, সাথে সাথে যখন এটি জানবে যে, তারা যা করে আল্লাহ তা'আলা সেগুলো সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত, তাদের কোন আমলই আল্লাহর কাছে গোপন থাকে না, তার কাছে কোন আমল নষ্ট হবে না এবং তিনি সেগুলোকে উপেক্ষাও করবে না, তখন এটি তাদেরকে (সৎ আমল করায়) প্রয়াস ও প্রচেষ্টা করাকে আবশ্যক করবে। বান্দার নিজের আত্মসমালোচনা করার বিষয়ে এই সম্মানিত আয়াতটি হলো মূল আয়াত। আর বান্দার উচিত, নিজেই নিজের পর্যবেক্ষণ করা। যদি কোন পদস্খলন বা ত্রুটি দেখে, তাহলে সেটি ছেড়ে দেওয়া, বিশুদ্ধ তাওবা করা এবং সেই পদস্খলনে নিয়ে যায় এমন মাধ্যম থেকে বিমুখ হওয়ার মাধ্যমে তার প্রতিকার করবে। আর যদি সে আল্লাহর কোন আদেশে অবহেলাকারী হয়, তাহলে তার রবের কাছে সাহায্য চেয়ে সেটি পূর্ণ করাতে প্রচেষ্টা চালাবে। আর তার ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ ও ইহসানসমূহের সাথে তার নিজের অবহেলাকে তুলনা করবে। যার ফলে অবশ্যই সে নিজেই লজ্জিত হবে।

পক্ষান্তরে সেই ব্যক্তি সবচেয়ে বড় ক্ষতিগ্রস্ত, যে এই বিষয়টি থেকে গাফিল এবং ঐ লোকদের মতো হয় যারা আল্লাহকে ভুলে গেছে, তাকে স্মরণ করা এবং তার হক আদায় করা থেকে তারা গাফিল এবং যারা নিজেদের সুখ শান্তির ও প্রবৃত্তির চাহিদা মেটানোর দিকে শুধু মনযোগী। এর ফলে তারা সফলকামও হয় এবং কোন উপকারও লাভ করতে পারেনি। বরং আল্লাহ তা'আলা তাদের নিজেদের কল্যাণকে ভুলিয়ে দিয়েছেন এবং তাদের কল্যাণ ও উপকারিতা থেকে তাদেরকে গাফিল করেছেন। ফলে তাদের অন্তরসমূহ নষ্ট হয়ে গেছে। আর তারা দুই জগতেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং এমন প্রতারিত হয়েছে যার ক্ষতিপূরণ করা সম্ভব নয়। যেহেতু তারাই ফাসিক, যারা তাদের রবের আনুগত্য থেকে বেরিয়ে গেছে এবং তার অবাধ্যতাতে তারা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে। সুতরাং যে

ব্যক্তি আল্লাহর তাকওয়ার হেফাযত করে এবং আগামিকালের জন্য কী পাঠাচ্ছে তা নিয়ে চিন্তা করে, যার ফলে নবী, সিদ্দীক, শহীদ এবং সত্যবাদীসহ যাদের ওপর আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন তাদের সাথে সে নিয়ামতপূর্ণ জান্নাতের এবং নিরাপদ ও উত্তম জীবন যাপনের উপযুক্ত হয়, সেই ব্যক্তি কি তার সমান যে ব্যক্তি আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল এবং আল্লাহর হককে ভুলে গেছে, যার ফলে সে দুনিয়াতেও দুর্ভাগ্যবান এবং আখিরাতেও আযাবের হকদার। প্রথম দল হলো সফলকাম আর শেষের দল হলো ক্ষতিগ্রস্ত।

আল্লাহ তা'আলা তার বান্দার জন্য যা বর্ণনা করার তা তো করলেন এবং তার সম্মানিত কিতাবে তাদেরকে যা আদেশ ও নিষেধ করার তা করলেন। এটি আবশ্যক করে যে, আল্লাহ তা'আলা যেদিকে আহ্বান এবং উৎসাহিত করছেন বান্দা সেদিকে দ্রুত অগ্রসর হবে, যদিও তাদের অন্তরসমূহ সুদৃঢ় পাহাড়ের মতো শক্ত ও কঠিন হয়। কেননা যদি তিনি এ কুরআন পাহাড়ের ওপর নাযিল করতেন তবে আপনি তাকে আল্লাহর ভয়ে বিনীত ও বিদীর্ণ দেখতেন। অর্থাৎ অন্তরসমূহের ওপর এর ব্যাপক তাছীর বা প্রতিক্রিয়া রয়েছে। কেননা সাধারণভাবে কুরআনের উপদেশসমূহ হলো সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ উপদেশ। আর তার আদেশ ও নিষেধসমূহে রয়েছে বিভিন্ন হিকমত ও কল্যাণ। আর এটি অন্তরসমূহের জন্য খুবই সহজ এবং শরীরের জন্য খুবই হালকা। যাতে কোন কৃত্তিমতা, বৈপরিত্য ও ইখতিলাফ নেই। আর এতে কোন বিচ্যুতি ও কঠিনতাও নেই যেটি সকল যুগ ও স্থানের জন্য উপযোগী। সাথে সাথে এটি প্রত্যেকের জন্য উপযোগী।

তারপর আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করছেন যে, তিনি মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন এবং তার কিতাবে বান্দার জন্য হালাল ও হারামকে স্পষ্ট করেন যাতে করে তার আয়াত নিয়ে মানুষজন গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করে। কেননা আয়াতগুলো নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করাতে বান্দার জন্য জ্ঞানের ধনভান্ডারের দরজা খুলে যায়, তার কাছে কল্যাণ ও অকল্যাণের রাস্তাসমূহ স্পষ্ট হয়। আর এটি তাকে উত্তম চরিত্রের দিকে উৎসাহিত করে এবং মন্দ চরিত্র থেকে নিষেধ করে। কুরআন এবং তার অর্থ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করার চেয়ে বান্দার জন্য অন্য কিছু বেশি উপকারী নয়। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَۖ عَٰلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِۖ هُوَ ٱلرَّحْمَٰنُ ٱلرَّحِيمُ ﴿٢٢﴾ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَٰمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيْمِنُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكَبِّرُۚ سُبْحَٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٢٣﴾ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْخَٰلِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُۖ لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰۚ يُسَبِّحُ لَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِۖ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٢٤﴾﴾

৫৯:২২- তিনিই আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন সত্য ইলাহ নেই, তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্য বিষয়াদি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানী, তিনি দয়াময়, পরম দয়ালু।

৫৯:২৩- তিনিই আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন সত্য ইলাহ নেই। তিনিই অধিপতি, মহাপবিত্র, ত্রুটিমুক্ত, সত্যায়নকারী, রক্ষক, পরাক্রমশালী, প্রবল, অতীব মহিমান্বিত। তারা যা শরীক স্থির করে আল্লাহ তা হতে পবিত্র, মহান।

৫৯:২৪- তিনিই আল্লাহ স্রষ্টা, উদ্ভাবন কর্তা, আকৃতি দানকারী, সকল উত্তম নাম তাঁরই। আসমানসমূহ ও জমিনে যা কিছু আছে, সবকিছুই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।



ব্যাখ্যা:

এই আয়াতগুলোতে আল্লাহ তা'আলার অনেক সুন্দর সুন্দর নাম এবং গুণাবলি বর্ণিত হয়েছে, যাতে বিরাট তাৎপর্য ও (তাওহীদের) অসাধারণ দলীল রয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা জানাচ্ছেন যে, তিনিই একমাত্র ইলাহ বা মা'বূদ, তিনি ছাড়া সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই, যেহেতু একমাত্র তারই পূর্ণ মহত্ব, ইহসান এবং (বিশ্বজগতের) ব্যাপক পরিচালনা রয়েছে। তিনি ব্যতীত অন্য সকল ইলাহ হলো বাতিল, যারা এক অনু পরিমাণও ইবাদত পাওয়ার হকদার নয়। কারণ তারা ফকির বা মুখাপেক্ষী, অক্ষম এবং ত্রুটিপূর্ণ, যারা নিজেদের এবং অন্যের কোন উপকার করতে পারে না। তারপর তিনি তার বিশাল ইলমের বর্ণনা দিচ্ছেন যা সৃষ্টির গোপন ও প্রকাশ্যকে অন্তর্ভুক্ত করে আছে। আর তিনি তার বিরাট রহমতেরও বর্ণনা দিচ্ছেন যা সকল কিছুকে ঘিরে আছে এবং সকল জীবের নিকট পৌঁছে। তারপর তিনি তার প্রভুত্ব এবং তিনিই যে একমাত্র সত্যিকারের ইলাহ তা আবার পুনরায় বর্ণনা করছেন। আর তিনি সকল রাজত্বের মালিক। ওপরের এবং নিচের রাজত্ব এবং তার অধিবাসীসহ সকল কিছুই আল্লাহর রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত, তারা সকলেই আল্লাহর মুখাপেক্ষী এবং আল্লাহর আদেশে পরিচালিত।

﴿ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَمُ﴾ মহাপবিত্র, ত্রুটিমুক্ত: তিনি পবিত্র, আর সকল দোষ, ত্রুটি এবং কমতি থেকে মুক্ত, তিনি সম্মানিত ও মর্যাদাবান। কেননা কুদ্দুস বা মহাপবিত্র প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তা'আলা সকল ত্রুটি বা কমতি থেকে মুক্ত এবং তার গুণাবলি ও মর্যাদায় তিনি সম্মানিত ও মহান।

﴿ٱلْمُؤْمِنُ﴾ সত্যায়নকারী: অর্থাৎ তার রসূল ও নবীগণ যা নিয়ে এসেছেন সেজন্য স্পষ্ট আয়াত ও অকাট্য দলীল প্রমাণের মাধ্যমে তাদেরকে তিনি সত্যায়নকারী।

﴿ٱلۡعَزِيزُ﴾ মহাপরাক্রমশালী: যার ওপর কেউ বিজয়ী হতে পারে না এবং যাকে কেউ বাধাও দিতে পারে না। বরং তিনি সকল কিছুর ওপর বিজয়ী এবং সকল কিছুই তার কাছে নত।

﴿ٱلۡجَبَّارُ﴾ প্রবল: যিনি সকল বান্দাদেরকে পরাভূত করেছেন এবং সকল সৃষ্টি তার সামনে আত্মসমর্পন করেছে। (জাব্বারের আরেকটি অর্থ হলো) তিনি ভগ্ন হৃদয়ের মানুষকে সান্ত্বনা দেন এবং দরিদ্রদেরকে অভাবমুক্ত করেন।

﴿ٱلۡمُتَكَبِّرُۚ﴾ অতিব মহিমান্বিত: যার রয়েছে বড়ত্ব ও মহত্ব, যিনি সকল দোষ ত্রুটি এবং জুলুম ও অন্যায় থেকে পবিত্র।

﴿سُبۡحَٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشۡرِكُونَ﴾ তারা যা শরীক স্থির করে আল্লাহ তা হতে পবিত্র, মহান: যারা আল্লাহর সাথে শরীক করে ও অবাধ্য হয়, তারা আল্লাহর জন্য যে (মন্দ) গুণাবলি সাব্যস্ত করে এটি হলো তা থেকে আল্লাহ তা'আলাকে ব্যাপকভাবে পবিত্রকরণ।

﴿هُوَ ٱللَّهُ ٱلۡخَٰلِقُ﴾ তিনিই আল্লাহ স্রষ্টা: অর্থাৎ সকল সৃষ্টির স্রষ্টা।

﴿ٱلۡبَارِئُ﴾ উদ্ভাবন কর্তা: অর্থাৎ সকল উদ্ভাবনকৃত জিনিসের উদ্ভাবনকর্তা।

﴿ٱلۡمُصَوِّرُۖ﴾ আকৃতি দানকারী: অর্থাৎ আকৃতি দান করা হয়েছে এমন সকল কিছুর একমাত্র তিনিই আকৃতি দানকারী। এই নামগুলো সৃষ্টি করা, পরিচালনা করা এবং নির্ধারণ করার সাথে সম্পৃক্ত। আর এই সবগুলোতে আল্লাহ তা'আলা একক, এগুলোতে তার কোন শরীক নেই।

﴿لَهُ ٱلۡأَسۡمَآءُ ٱلۡحُسۡنَىٰۚ﴾ সকল উত্তম নাম তাঁরই: তাঁর বহু নাম রয়েছে যেগুলোর সংখ্যা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না। এর সাথে সাথে এই সবগুলো নাম হলো সুন্দর অর্থাৎ পরিপূর্ণ গুণাবলি সমৃদ্ধ। বরং এগুলো সবচেয়ে পরিপূর্ণ ও মহান গুণাবলিরই প্রমাণ করে যাতে কোন দিক দিয়েই কোন কমতি নেই। এই নামগুলোর সৌন্দর্যতার অন্তর্ভুক্ত হলো, আল্লাহ তা'আলা এগুলো ভালেবাসেন, যে ব্যক্তি এগুলোকে ভালোবাসে তাকেও তিনি ভালোবাসেন এবং এই নামগুলোর মাধ্যমে তার কাছে বান্দার দুআ করা এবং চাওয়াকেও তিনি ভালোবাসেন।

আল্লাহ তা'আলার পূর্ণতার অন্তর্ভুক্ত হলো, তারই সুন্দর সুন্দর বহু নাম এবং মহান গুণাবলি রয়েছে। আসমানসমূহ ও জমিনের সকল কিছুই সর্বদাই তার মুখাপেক্ষী, তারা তার প্রশংসার সাথে পবিত্রতা বর্ণনা করে এবং একমাত্র তারই কাছে তাদের প্রয়োজন পূরণের জন্য প্রার্থনা করে। ফলে তিনি তার দয়া ও অনুগ্রহে তার রহমত ও হিকমতের

দাবি অনুযায়ী তাদেরকে দান করেন। আর তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়: তিনি যেটি ইচ্ছা করেন সেটিই হয়। আর হিকমত ও কল্যাণ ছাড়া কোন কিছু হয় না।

٦٠. سورة الممتحنة وَهِيَ مَدَنِيَّةٌ.

৬০. সূরা আল-মুমতাহিনা (মাদানী, আয়াত ১৩)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুনাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُواْ بِمَا جَآءَكُم مِّنَ ٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَـٰدًا فِى سَبِيلِى وَٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِى ۚ تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَأَنَا۠ أَعْلَمُ بِمَآ أَخْفَيْتُمْ وَمَآ أَعْلَنتُمْ ۚ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ﴿١﴾ إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُواْ لَكُمْ أَعْدَآءً وَيَبْسُطُوٓاْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِٱلسُّوٓءِ وَوَدُّواْ لَوْ تَكْفُرُونَ ﴿٢﴾ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَآ أَوْلَـٰدُكُمْ ۚ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣﴾ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِىٓ إِبْرَٰهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ إِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَٰٓؤُاْ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةُ وَٱلْبَغْضَآءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحْدَهُۥٓ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَٰهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَىْءٍ ۖ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿٤﴾ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱغْفِرْ لَنَا رَبَّنَآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٥﴾﴾

৬০:১- হে ঈমানদারগণ! তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা তাদের কাছে বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও, অথচ তারা তোমাদের নিকট যে সত্য এসেছে, তা প্রত্যাখ্যান করেছে, রসূলকে এবং তোমাদেরকে বহিষ্কার করেছে এই কারণে যে, তোমরা তোমাদের রব আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছো। যদি তোমরা আমার সন্তুষ্টিলাভের জন্য আমার পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়ে থাকো (তাহলে তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না)। তোমরা গোপনে তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও, অথচ তোমরা যা গোপন কর এবং তোমরা যা প্রকাশ কর, তা আমি সম্যক অবগত। তোমাদের যে কেউ এটা করে, সে তো সরল পথ হতে বিচ্যুত হয়।

৬০:২- যদি তারা তোমাদেরকে কাবু করতে পারে, তাহলে তারা তোমাদের শত্রু হয়ে যাবে এবং হাত ও জিহ্বা দিয়ে তোমাদের অনিষ্ট সাধন করবে, আর তারা কামনা করে যদি তোমরা কুফরী করতে।

৬০:৩- তোমাদের আত্মীয়-স্বজন ও সন্তান-সন্ততি কিয়ামতের দিন কোন উপকার করতে পারবে না। আল্লাহ তোমাদের মধ্যে ফায়সালা করে দেবেন; আর তোমরা যা কর আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।

৬০:৪- অবশ্যই তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তার অনুসারীদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। যখন তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল, "তোমাদের সঙ্গে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদত কর তার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদেরকে অস্বীকার করি। তোমাদের ও আমাদের মধ্যে চিরকালের জন্য সৃষ্টি হলো শত্রুতা ও বিদ্বেষ, যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহতে ঈমান আনো। তবে ব্যতিক্রম তাঁর পিতার প্রতি ইবরাহীমের উক্তি, আমি অবশ্যই আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবো; আর আপনার ব্যাপারে আল্লাহর কাছে আমি কোন অধিকার রাখি না। (ইবরাহীম ও তার অনুসারীগণ বলেছিল), হে আমাদের রব! আমরা আপনারই ওপর নির্ভর করেছি, আপনারই অভিমুখী হয়েছি এবং প্রত্যাবর্তন তো আপনারই কাছে।

৬০:৫- হে আমাদের রব! আপনি আমাদেরকে কাফিরদের উৎপীড়নের লক্ষ্যবস্তু বানাবেন না। হে আমাদের রব! আপনি আমাদের ক্ষমা করে দিন। নিশ্চয় আপনি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।



ব্যাখ্যা:

অনেক মুফাসসির বর্ণনা করেছেন যে, হাতেব ইবনু বালতাহা (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই এই সম্মানিত আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে। যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের অভিযানে রওয়ানা দিলেন, তখন হাতেব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের কথা কুরাইশদের নিকট লিখে পাঠালেন যাতে তিনি কুরাইশদের নিকট থেকে সাহায্য লাভ করেন। তিনি কিন্তু সংশয় সন্দেহ অথবা মুনাফিকীর কারণে এমনটি করেননি। হাতেব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এক মহিলার মাধ্যমে সেটি পাঠালেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বিষয়টি সাহাবীগণের নিকটে বললেন। তারপর মহিলা তার গন্তব্যে পৌঁছার আগেই তিনি লোক পাঠালেন এবং তার নিকট থেকে সেই চিঠি ফিরিয়ে আনলেন। আর তিনি হাতেবকে তিরস্কার করলেন। তখন হাতেব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ওযর পেশ করলেন যেটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গ্রহণ করলেন।[২]

মুশরিকসহ অন্যান্য কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করা এবং তাদেরকে ভালোবাসার বিষয়ে এই আয়াতগুলোতে কঠোর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। আর এটি ঈমানের পরিপন্থী ও ইবরাহীম আলাইহিস সালামের মিল্লাতের বিরোধী এবং বিবেকের বিপরীত, যেই বিবেক শত্রু থেকে

---

২ 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ মারসাদ, যুবায়র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও আমাকে পাঠালেন এবং আমরা সকলেই ছিলাম অশ্বারোহী। তিনি আমাদেরকে বললেন, তোমরা যাও। পথিমধ্যে 'রাওযায়ে খাখ' নামক জায়গায় পৌঁছে তোমরা সেখানে একজন মহিলাকে দেখতে পাবে। তার কাছে মুশরিকদের প্রতি লিখিত হাতিব ইবনু আবূ বালতার একটি চিঠি আছে। (সেটা নিয়ে আসবে।) 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশিত জায়গায় গিয়ে তাকে ধরে ফেললাম। সে তখন তার একটি উটের ওপর চড়ে পথ অতিক্রম করছিলো। আমরা তাকে বললাম, পত্রখানা আমাদের নিকট দিয়ে দাও। সে বললো, আমার নিকট কোন পত্র নেই। আমরা তখন তার উটটিকে বসিয়ে তার তল্লাশী করলাম। কিন্তু পত্রখানা বের করতে পারলাম না। আমরা বললাম, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিথ্যা বলেননি। তোমাকে চিঠিটি বের করতেই হবে। নতুবা আমরা তোমাকে উলঙ্গ করে ছাড়বো। যখন আমাদের শক্ত মনোভাব বুঝতে পারলো তখন স্ত্রীলোকটি তার কোমরের পরিহিত বস্ত্রের গিঁটে কাপড়ের পুঁটুলির মধ্য থেকে চিঠিখানা বের করে দিলো। অন্য বর্ণনাতে আছে, সেই মহিলা চুলের খোপা থেকে চিঠিটি বের করে দিলো (সহীহ বুখারী, হা/৩০০৭)। আমরা তা নিয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হলাম। 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সে তো আল্লাহ ও তাঁর রসূল এবং মু'মিনদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আপনি আমাকে অনুমতি দিন, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দিই। তখন নবী [হাতিব ইবনু আবূ বালতা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে ডেকে] বললেন, তোমাকে এ কাজ করতে কিসে বাধ্য করলো? হাতিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, আল্লাহর কসম! আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি আমি অবিশ্বাসী নই। বরং আমার মূল উদ্দেশ্য হলো শত্রু দলের প্রতি কিছু অনুগ্রহ করা যাতে আল্লাহ এ উসিলায় আমার মাল এবং পরিবার পরিজনকে রক্ষা করেন। আর আপনার সাহাবীদের প্রত্যেকেরই কোন না কোন আত্মীয় সেখানে রয়েছে, যার দ্বারা আল্লাহ্ তার ধন-মাল ও পরিজনকে রক্ষা করছেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে ঠিক কথাই বলেছে। সুতরাং তোমরা তার সম্পর্কে ভালো ব্যতীত আর কিছু বলো না। তখন 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, সে তো আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও মু'মিনদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সুতরাং আপনি আমাকে ছেড়ে দিন, আমি তাঁর গর্দান উড়িয়ে দেই। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে কি বদরী সাহাবী নয়? অবশ্যই বদর যুদ্ধে যোগদানকারীদেরকে বুঝে শুনেই আল্লাহ বলেছেন, ''তোমাদের যা ইচ্ছে করো'' তোমাদের জন্য জান্নাত অবধারিত অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি। এতে 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর দু'নয়ন অশ্রু সিক্ত হয়ে উঠলো। তিনি বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রসূলই সবচেয়ে অধিক জ্ঞাত (সহীহ বুখারী, হা/৩৯৮৩)।

সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করাকে আবশ্যক করে, যেই শত্রু সর্বোচ্চ শত্রুতা করার পিছনে প্রচেষ্টার কোন অংশে কমতি করে না এবং অনিষ্ট সাধনে সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ﴾ হে ঈমানদারগণ: তোমরা ঈমানের দাবি অনুযায়ী আমল করো। তা হলো মুমিদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা এবং মুমিনদের সাথে যে শত্রুতা করে তার সাথে শত্রুতা পোষণ করা। কেননা সে আল্লাহর শত্রু এবং মুমিনদের শত্রু।

সুতরাং ﴿لَا تَتَّخِذُواْ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ﴾ তোমরা আল্লাহর শত্রুদেরকে এবং তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা তাদের কাছে বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও: অর্থাৎ তোমরা তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করাতে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছো এবং এর কারণগুলো (যেই কারণ দিয়ে পরস্পরের ভালোবাসা হয়) দিয়ে প্রচেষ্টা চালাচ্ছো। যখন অন্তরে ভালোবাসা চলে আসবে তখন এর সাথে সাথে তাদেরকে সাহায্য করা এবং তাদের সাথে বন্ধুত্বও এমনিই চলে আসবে। আর এর ফলে সেই বান্দা ঈমানের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে যাবে, সে তখন কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে এবং মুমিনদের থেকে পৃথক হয়ে যাবে।

কাফিরকে বন্ধুরূপে গ্রহণকারী ব্যক্তির মধ্যে মানবতাও নেই। কীভাবে সে তার সবচেয়ে বড় শত্রুর সাথে বন্ধুত্ব করতে পারে, যে তার অকল্যাণ ছাড়া কখনো কল্যাণ কামনা করে না আর যে শত্রু তার রবের এবং তার বন্ধুদের বিরোধিতা করে অথচ তার রব ও তার বন্ধুরাই তার কল্যাণ কামনা করে, কল্যাণেরই আদেশ দেয় এবং সেদিকেই উৎসাহিত করে। কাফিরদের সাথে শত্রুতা করাতে একজন মুমিনকে আরো যেই বিষয়টি উৎসাহিত করে তা হলো, মুমিনদের কাছে যেই হক এসেছে তারা সেই হকের সাথে কুফরী করে। এই বিরোধিতা ও বৈপরিত্যের চেয়ে আর বড় কোন বিরোধিতা ও বৈপরিত্য হতে পারে না। তারা তোমাদের এই মূল দীনের সাথেই কুফরী করেছে আর তারা মনে করে যে, তোমরা হিদায়াতের ওপর নও, বরং গোমরাহীর ওপর আছো। বাস্তবিক পক্ষে তারা এমন সত্যের সাথে কুফরী করেছে যাতে কোন সংশয় সন্দেহ নেই। আর যে ব্যক্তি হককে প্রত্যাখ্যান করে, তার এই কথার সত্যতা প্রমাণে দলীল প্রমাণ পাওয়া অসম্ভব। বরং শুধু হক সম্পর্কে জানাটাই যে ব্যক্তি হককে প্রত্যাখ্যান করে তার এই কথাকে বাতিল প্রমাণ করে।

তাদের চূড়ান্ত শত্রুতার অন্তর্ভুক্ত হলো, তারা ﴿يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ﴾ রসূলকে এবং তোমাদেরকে বহিষ্কার করেছে: হে মুমিনগণ! তারা তোমাদেরকে তোমাদের ঘর বাড়ি থেকে বের করেছে এবং তোমাদের স্বদেশ থেকে বিতাড়িত করেছে অথচ এতে তোমাদের কোন অপরাধ ছিলো না। বরং শুধু এটিই অপরাধ যে, তোমরা তোমাদের রব আল্লাহর ওপরে ঈমান এনেছো, যেই রবের দাসত্ব করা প্রত্যেক সৃষ্টির জন্য আবশ্যক। কারণ

একমাত্র তিনিই তাদেরকে লালিত পালিত করেন এবং তাদের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অনেক নিয়ামত দান করেছেন। আর তিনিই হলেন আল্লাহ তা'আলা। যখন তারা এই বিষয়টি থেকে বিমুখ হয়েছে যেটি হলো সবচেয়ে বড় ফরয, আর তোমরা তা পালন করলে, তখন এই কারণে তোমাদের শত্রুরা তোমাদেরকে ঘর বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে। প্রত্যেক যুগে ও স্থানে যাদের বৈশিষ্ট্য হলো কুফরী করা, এমন কাফিরদের সাথে যে বান্দা বন্ধুত্ব করে তার সাথে আর কোন দীন বা কোন বিবেক ও মানবতার অবশিষ্ট থাকে? শুধু ভয় অথবা কোন শক্তিশালী প্রতিবন্ধকতার কারণে তারা এটি থেকে (কাফিরদের সাথে শত্রুতা করা থেকে) বিরত থেকেছে।

﴿إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَٰدًا فِى سَبِيلِى وَٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِى﴾ যদি তোমরা আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য আমার পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়ে থাকো: অর্থাৎ তোমাদের বের হওয়া এবং তোমাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য যদি হয় আল্লাহর কালেমাকে উঁচু করার জন্য এবং তার সন্তুষ্টি লাভের জন্য তার রাস্তায় জিহাদ করা, তাহলে এর দাবি অনুযায়ী তোমরা আমল করো। আর তা হলো, আল্লাহর বন্ধুদের সাথে বন্ধুত্ব করা আর তার শত্রুদের সাথে শত্রুতা করা। এটিই হলো তার রাস্তায় জিহাদ। আর এটির দ্বারাই বান্দা আল্লাহর সবচেয়ে বেশি নৈকট্য ও সন্তুষ্ট অর্জন করতে পারে।

﴿تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَأَنَا۠ أَعْلَمُ بِمَآ أَخْفَيْتُمْ وَمَآ أَعْلَنتُمْ﴾ তোমরা গোপনে তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও, অথচ তোমরা যা গোপন কর এবং তোমরা যা প্রকাশ কর, তা আমি সম্যক অবগত: কীভাবে তোমরা কাফিরদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা পাঠিয়ে তা গোপন করছো অথচ তোমরা জানোই যে, তোমরা যা গোপন কর এবং যা প্রকাশ কর সবই আল্লাহ তা'আলা জানেন? মুমিনদের কাছে গোপন থাকলেও আল্লাহ তা'আলার কাছে গোপন থাকে না। আর তার জ্ঞান অনুযায়ী তিনি বান্দার ভালো ও মন্দের প্রতিদান দিবেন।

﴿وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ﴾ তোমাদের যে কেউ এটা করে: আল্লাহ তা'আলার সতর্ক করার পরেও যারা কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে, ﴿فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ﴾ সে তো সরল পথ হতে বিচ্যুত হয়: কেননা এতে সে এমন পথে চলে যেটি শরীআত, বিবেক এবং মানুষের মানবতার বিরোধী।

কাফিরদের সাথে শত্রুতা করার অনুপ্রেরণা দেওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা এখানে কাফিরদের চূড়ান্ত শত্রুতার কথা বর্ণনা করছেন। তিনি বলেন, ﴿إِن يَثْقَفُوكُمْ﴾ যদি তারা তোমাদেরকে কাবু করতে পারে: তোমাদেরকে কব্জাতে পায় এবং তোমাদের অনিষ্ট করার সুযোগ মিলে ﴿يَكُونُوا۟ لَكُمْ أَعْدَآءً﴾ তাহলে তারা তোমাদের শত্রু হয়ে যাবে: অর্থাৎ প্রকাশ্য শত্রু হয়ে যাবে।

﴿وَيَبۡسُطُوٓاْ إِلَيۡكُمۡ أَيۡدِيَهُمۡ﴾ আর হাত দিয়ে তোমাদের অনিষ্ট সাধন করবে: অর্থাৎ হত্যা, প্রহার ইত্যাদির মাধ্যমে অনিষ্ট করবে।

﴿وَأَلۡسِنَتَهُم بِٱلسُّوٓءِ﴾ আর জিহ্বা দিয়ে: গালি গালাজসহ মন্দ কথার মাধ্যমে অনিষ্ট করবে।

﴿وَوَدُّواْ لَوۡ تَكۡفُرُونَ﴾ আর তারা কামনা করে যদি তোমরা কুফরী করতে: তোমাদের থেকে চাওয়া এটিই তাদের লক্ষ্য। যদি তোমরা দলীল পেশ করে বলো যে, আত্মীয়তা ও সম্পদের কারণে আমরা কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করি। তাহলে শুনো, তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তান সন্ততি আল্লাহ সামনে তোমাদের কোন উপকারে আসবে না।

﴿وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ﴾ আর তোমরা যা কর আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা: এজন্য তিনি তোমাদেরকে কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করা থেকে সতর্ক করছেন। কেননা সেই বন্ধুত্ব তোমাদের ক্ষতি করবে।

হে মুমিন সম্প্রদায়! তোমাদের জন্য রয়েছে ﴿أُسۡوَةٌ حَسَنَةٞ﴾ উত্তম আদর্শ: অর্থাৎ উত্তম আদর্শ ও দৃষ্টান্ত যা তোমাদের উপকারে আসবে।

﴿فِيٓ إِبۡرَٰهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ﴾ ইবরাহীম ও তার অনুসারীদের মধ্যে: অর্থাৎ তার সাথী মুমিনদের মধ্যে। কেননা তোমাদেরকে একনিষ্ঠভাবে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের মিল্লাতের অনুসরণ করার আদেশ করা হয়েছে।

﴿إِذۡ قَالُواْ لِقَوۡمِهِمۡ إِنَّا بُرَءَٰٓؤُاْ مِنكُمۡ وَمِمَّا تَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ﴾ যখন তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল, "তোমাদের সঙ্গে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদত কর তার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই: অর্থাৎ যখন ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এবং তার মুমিন সাথীগণ তাদের মুশরিক সম্প্রদায় এবং তারা আল্লাহ ছাড়া যাদের ইবাদত করতো সেগুলো থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন।

তারপর একেবারে সুস্পষ্টভাবে তাদের সাথে শত্রুতার কথা ঘোষণা করে বললেন, ﴿كَفَرۡنَا بِكُمۡ وَبَدَا﴾ আমরা তোমাদেরকে অস্বীকার করি। আর শুরু হলো: স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হলো।

﴿وَبَدَا بَيۡنَنَا وَبَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدَٰوَةُ وَٱلۡبَغۡضَآءُ﴾ তোমাদের ও আমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ: অর্থাৎ অন্তর থেকে ভালোবাসা দূর হয়ে সেখানে ঘৃণা ও বিদ্বেষ এবং শারীরিকভাবে শত্রুতার সৃষ্টি হলো। এই শত্রুতা ও বিদ্বেষের কোন সময়সীমা নেই। বরং

এটি হলো ﴿أَبَدًا﴾ চিরকালের জন্য: যতক্ষণ তোমরা তোমাদের কুফরীর ওপর বহার থাকবে।

﴿حَتَّىٰ تُؤۡمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحۡدَهُۥٓ﴾ যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনো: যখন তোমরা এক আল্লাহর ওপর ঈমান আনবে, তখন শত্রুতা ও বিদ্বেষ দূর হয়ে যাবে এবং এই শত্রুতা ও বিদ্বেষই ভালোবাসা ও বন্ধুত্বে পরিণত হবে। হে মুমিনগণ! ঈমান, তাওহীদ, তার দাবি ও তার আবশ্যক বিষয়গুলো পালনে আর প্রত্যেক যার মাধ্যমে তোমরা এক আল্লাহর ইবাদত করো তাতে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও তার সাথীদের মধ্যে উত্তম আদর্শ নিহিত আছে, তবে ইবরাহীমের একটি বৈশিষ্ট্য বাদে। আর সেটি হলো, ﴿قَوۡلَ إِبۡرَٰهِيمَ لِأَبِيهِ﴾ তাঁর পিতার প্রতি ইবরাহীমের উক্তি: তার পিতা মুশরিক, কাফির ও অবাধ্য আযরের প্রতি, যখন ইবারহীম আলাইহিস সালাম তাকে ঈমান ও তাওহীদের দিকে আহ্বান করলেন, তখন সে তা গ্রহণ করা থেকে বিরত ছিল। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম বলেছিলেন, ﴿لَأَسۡتَغۡفِرَنَّ لَكَ﴾ আমি অবশ্যই আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবো: যদিও প্রকৃত ব্যাপার হলো, ﴿وَمَآ أَمۡلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيۡءٖۖ﴾ আর আপনার ব্যাপারে আল্লাহর কাছে আমি কোন অধিকার রাখি না: কিন্তু আমি আমার রবের কাছে দুআ করবো, সম্ভবত আমি আমার রবের কাছে এই দুআতে হতভাগা হবো না। এই ক্ষেত্রে তোমরা ইবরাহমি আলাইহিস সলামের অনুসরণ করতে পারবে না, যেখানে তিনি মুশরিকের জন্য দুআ করেছেন। তোমরা মুশরিকের জন্য দুআ করবে আর বলবে, এতে আমরা ইবরাহীমের মিল্লাতের অনুসরণ করছি তা হবে না। এই দুআতে ইবারহীমের ওযরের কথা আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করে বলেন,

﴿وَمَا كَانَ ٱسۡتِغۡفَارُ إِبۡرَٰهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوۡعِدَةٖ وَعَدَهَآ إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُۥٓ أَنَّهُۥ عَدُوّٞ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنۡهُۚ إِنَّ إِبۡرَٰهِيمَ لَأَوَّٰهٌ حَلِيمٞ﴾

আর ইবরাহীমের নিজ পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা তো কেবল সেই প্রতিশ্রুতির কারণে ছিলো, যা সে তার পিতার সাথে করেছিল। অতঃপর যখন তার নিকট এ সুস্পষ্ট হলো যে, সে (পিতা) আল্লাহর দুশমন, তখন সে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে নিলো। নিশ্চয় ইবরাহীম ছিলো অতিশয় কোমল হৃদয়, সহনশীল (সূরা আত তাওবা ৯:১১৪)।

তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তার সাথীদের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে, যখন তারা আল্লাহর কাছে দুআ করলো, তার ওপর ভরসা করলো, তারই অভিমুখী হলো এবং নিজেদের অক্ষমতা ও কমতির কথা স্বীকার করলো। তারা বলেছিলো, ﴿رَّبَّنَا عَلَيۡكَ تَوَكَّلۡنَا﴾ হে আমাদের রব! আমরা আপনারই ওপর নির্ভর করেছি: কল্যাণ আনয়নে এবং ক্ষতি

দূরীকরণে আমরা আপনার ওপরই ভরসা করেছি, আর হে রব! এগুলো একমাত্র আপনার ওপরই আস্থাবান হয়েছি।

﴿وَإِلَيۡكَ أَنَبۡنَا﴾ আপনারই অভিমুখী হয়েছি: আপনার আনুগত্য, সন্তুষ্টি এবং আপনার নিকটবর্তী করে এমন সকল বিষয়ের দিকে আমরা ফিরে এসেছি। কল্যাণকর কাজের মাধ্যমে আমরা এগুলোতে প্রচেষ্টা করছি। আর আমরা জানি যে, আমরা আপনার কাছেই প্রত্যাবর্তন করবো। তাই আপনার কাছে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছি এবং আপনার নিকটবর্তী করে দেয় এমন আমল করছি।

﴿رَبَّنَا لَا تَجۡعَلۡنَا فِتۡنَةٗ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ﴾ হে আমাদের রব! আপনি আমাদেরকে কাফিরদের উৎপীড়নের লক্ষ্য বস্তু বানাবেন না: অর্থাৎ আামদের পাপের কারণে কাফিরদেরকে আমাদের ওপর চাপিয়ে দিয়েন না, যাতে তারা আমাদের ওপর নির্যাতন করবে ও যথাসম্ভব ঈমানের বিষয়গুলো থেকে তারা আমদেরকে বাধা দিবে এবং নিজেদের দ্বারাও তারা আমাদেরকে ফিতনায় ফেলবে। কেননা যখন তারা নিজেদেরকে বিজয়ীরূপে দেখবে, তখন তারা মনে করবে যে, তারাই সত্যের ওপর আর আমরা মিথ্যর ওপর প্রতিষ্ঠিত। যার ফলে তাদের কুফরী ও সীমালঙ্ঘণ আরো বেড়ে যাবে।

﴿وَٱغۡفِرۡ لَنَا﴾ আর আপনি আমাদের ক্ষমা করে দিন: আমরা যে মন্দ ও পাপ কাজ করেছি এবং আদিষ্ট বিষয়গুলো যে অবহেলা করেছি তার জন্য আমাদের ক্ষমা করুন।

﴿رَبَّنَآۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلۡعَزِيزُ﴾ হে আমাদের রব! নিশ্চয় আপনি মহাপরাক্রমশালী: সকল কিছুর ওপর বিজয়ী।

﴿ٱلۡحَكِيمُ﴾ প্রজ্ঞাময়: যিনি প্রতিটি জিনিসকে তার যথাস্থানে রাখেন। আপনার শক্তি ও হিকমার দ্বারা আপনি আমাদের শত্রুদের ওপর আমাদেরকে সাহায্য করুন। আমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করুন এবং আমাদের দোষ ত্রুটি সংশোধন করুন। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لَقَدۡ كَانَ لَكُمۡ فِيهِمۡ أُسۡوَةٌ حَسَنَةٞ لِّمَن كَانَ يَرۡجُواْ ٱللَّهَ وَٱلۡيَوۡمَ ٱلۡأٓخِرَۚ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلۡغَنِيُّ ٱلۡحَمِيدُ ٦ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجۡعَلَ بَيۡنَكُمۡ وَبَيۡنَ ٱلَّذِينَ عَادَيۡتُم مِّنۡهُم مَّوَدَّةٗۚ وَٱللَّهُ قَدِيرٞۚ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٧ لَّا يَنۡهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمۡ يُقَٰتِلُوكُمۡ فِي ٱلدِّينِ وَلَمۡ يُخۡرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمۡ أَن تَبَرُّوهُمۡ وَتُقۡسِطُوٓاْ إِلَيۡهِمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ

﴿ ٨ إِنَّمَا يَنۡهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَٰتَلُوكُمۡ فِي ٱلدِّينِ وَأَخۡرَجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمۡ وَظَٰهَرُواْ عَلَىٰٓ إِخۡرَاجِكُمۡ أَن تَوَلَّوۡهُمۡۚ وَمَن يَتَوَلَّهُمۡ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٩ ﴾



৬০:৬- নিশ্চয় তোমাদের জন্য তাদের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে, যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রত্যাশা করে। আর যে মুখ ফিরিয়ে নেয়, (সে জেনে রাখুক) নিশ্চয় আল্লাহ তো অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।

৬০:৭- যাদের সাথে তোমাদের শত্রুতা রয়েছে, সম্ভবত আল্লাহ তাদের ও তোমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দেবেন। আর আল্লাহ সর্বশক্তিমান এবং আল্লাহ মহাক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৬০:৮- দীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে স্বদেশ থেকে বহিস্কার করেনি তাদের প্রতি মহানুভবতা দেখাতে ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালোবাসেন।

৬০:৯- আল্লাহ শুধু তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন, যারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে স্বদেশ থেকে বহিষ্কার করেছে এবং তোমাদের বহিষ্করণে সহযোগিতা করেছে। তাদের সাথে যারা বন্ধুত্ব করে, তারাই তো জালিম।



ব্যাখ্যা:

আল্লাহ তা'আলা তাদের অনুসরণ করার জন্য পুনরায় আবার উৎসাহিত করে বলেন, ﴿لَقَدۡ كَانَ لَكُمۡ فِيهِمۡ أُسۡوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ নিশ্চয় তোমাদের জন্য তাদের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে: কিন্তু এই আদর্শ গ্রহণ করা প্রত্যেকের জন্যই সহজ ব্যাপার নয়। বরং এটি সহজ শুধু ঐসব মানুষদের জন্য ﴿لِّمَن كَانَ يَرۡجُواْ ٱللَّهَ وَٱلۡيَوۡمَ ٱلۡأٓخِرَۚ﴾ যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রত্যাশা করে: ঈমান এবং সওয়াব ও প্রতিদানের আশা রাখা বান্দার জন্য সকল কঠিনকে সহজ করে দেয় এবং অনেক বোঝাকে হালকা করে দেয়। সাথে সাথে এটি নবী রসূল এবং আল্লাহর সৎ বান্দাদের অনুসরণ করাকে আবশ্যক করে। তখন সে নিজেকে সেই দিকে খুবই মুখাপেক্ষী ও প্রয়োজন অনুভব করে।

﴿وَمَن يَتَوَلَّ﴾ আর যে মুখ ফিরিয়ে নেয়: আল্লাহর আনুগত্য এবং রসূলগণের অনুসরণ থেকে যে ব্যক্তি মুখ ফিরিয়ে নেয়, সে আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না, বরং শুধুই নিজের ক্ষতি করবে।

﴿فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ﴾ (সে জেনে রাখুক) নিশ্চয় আল্লাহ তো অভাবমুক্ত: অর্থাৎ সকল দিক দিয়ে যার পূর্ণ অমুখাপেক্ষীতা রয়েছে। কোন দিক দিয়েই তিনি সৃষ্টির মুখাপেক্ষী নন।

﴿ٱلْحَمِيدُ﴾ প্রশংসিত: তার সত্তাগত, নাম, গুণাবলি এবং কাজকর্ম এগুলোর সবকিছুতেই তিনি প্রশংসিত।

তারপর আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের সাথে মুমিনদেরকে শত্রুতা করার যে আদেশ করেছেন তার বর্ণনা করছেন আর তিনি বলছেন যে, তারা যতক্ষণ শিরক ও কুফরীর ওপর থাকবে ততক্ষণ তাদের সাথে শত্রুতা করতে হবে। যদি তারা শিরক ও কুফরী ছেড়ে ঈমানের দিকে ফিরে আসে তাহলে তাদের সাথে ঈমানী ভ্রাতৃত্ব আবার ফিরে আসবে। কেননা (কোন কিছুর) কারণের উপস্থিতি বা অনুপস্থির সাথেই তার হুকুম বা বিধান আবর্তিত হয়। আর হে মুমিনগণ! ঈমানের দিকে তাদের ফিরে আসা থেকে তোমরা নিরাশ হয়ো না। কেননা ﴿عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً﴾ যাদের সাথে তোমাদের শত্রুতা রয়েছে, সম্ভবত আল্লাহ তাদের ও তোমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দেবেন: ঈমানের দিকে তাদের ফিরে আসার কারণে।

﴿وَٱللَّهُ قَدِيرٌ﴾ আর আল্লাহ সর্বশক্তিমান: সবকিছুর ওপর যিনি ক্ষমতাবান। এর অন্তর্ভুক্ত হলো, অন্তরসমূহকে হিদায়াত দেওয়া এবং এক অবস্থা থেকে আরেক অবস্থাতে পরিবর্তন করা।

﴿وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ আর আল্লাহ মহাক্ষমাশীল, পরম দয়ালু: কোন পাপ ক্ষমা করতে তার কাছে বড় মনে হয় না এবং কোন দোষ ত্রুটি ঢেকে রাখতেও তার কাছে কঠিন হয় না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ يَٰعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ﴾

বলুন, হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছো; আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ থেকে হতাশ হয়ো না, নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (সূরা আয যুমার: ৫৩)।

এই আয়াতে কিছু মুশরিকদের ইসলাম গ্রহণের ইঙ্গিত ও সুসংবাদ রয়েছে, যারা তখনও মুসলিমদের শত্রু ছিলো। আল্লাহ যেমনটি বলেছিলেন তেমনই হয়েছিলো। আর সকল প্রশংসা ও অনুগ্রহ একমাত্র আল্লাহরই।

যখন এই সম্মানিত আয়াতগুলো নাযিল হলো যেগুলো কাফিরদের সাথে শত্রুতা করাতে অনুপ্রাণিত করে, মুমিনগণ তখন শক্ত অবস্থান নিলেন এবং এগুলো পরিপূর্ণভাবে পালন করতে লাগলেন। এতে তাদের কিছু মুশরিক আত্মীয় স্বজনদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হলো। আর সাহাবীগণ মনে করবেন যে, এটিও (মুশরিক আত্মীয়দের সাথে শত্রুতা করাও) সেই আয়াতগুলোর অন্তর্ভুক্ত। তখন আল্লাহ ত'আলা তাদেরকে জানিয়ে দিলেন যে, এটি (মুশরিক আত্মীয় স্বজনদের সাথে সম্পর্ক বাজায় রাখা) হারাম হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لَّا يَنۡهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمۡ يُقَٰتِلُوكُمۡ فِي ٱلدِّينِ وَلَمۡ يُخۡرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمۡ أَن تَبَرُّوهُمۡ وَتُقۡسِطُوٓاْ إِلَيۡهِمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ﴾

দীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে স্বদেশ থেকে বহিস্কার করেনি তাদের প্রতি মহানুভবতা দেখাতে ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালোবাসেন: আত্মীয় স্বজনসহ আরো অন্যান্য মুশরিকদের সাথে স্বদাচারণ, সম্পর্ক রক্ষা করা, ভালো প্রতিদান দেয়া এবং তাদের সাথে ইনসাফ করাকে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে নিষেধ করেন না, যদি তারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে লড়াই করতে এবং তোমাদেরকে স্বদেশ থেকে বের করতে নিয়োজিত না হয়। এমন ক্ষেত্রে তাদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখাতে কোন সমস্যা নেই। কেননা এমন অবস্থাতে তাদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখাতে কোন ভয়ও নেই এবং এতে কোন ফাসাদও হবে না। আল্লহ তা'আলা মুশরিক পিতা মাতা সম্পর্কে বলেন যদি তাদের সন্তান মুসলমান হয়,

﴿وَإِن جَٰهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشۡرِكَ بِي مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٞ فَلَا تُطِعۡهُمَاۖ وَصَاحِبۡهُمَا فِي ٱلدُّنۡيَا مَعۡرُوفٗاۖ وَٱتَّبِعۡ سَبِيلَ مَنۡ أَنَابَ إِلَيَّۚ﴾

আর তোমার পিতা-মাতা যদি তোমাকে আমার সাথে শির্ক করার জন্য পীড়াপড়ি করে, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তাহলে তুমি তাদের কথা মেনো না এবং দুনিয়াতে তাদের সাথে সদ্ভাবে বসবাস করবে। আর যে আমার অভিমুখী হয়েছে তার পথ অনুসরণ করো (সূরা লুকমান: ১৫)।

আল্লাহ ত'আলার বাণী, ﴿إِنَّمَا يَنۡهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَٰتَلُوكُمۡ فِي ٱلدِّينِ﴾ আল্লাহ শুধু তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন, যারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ

করেছে: তোমাদের দীনের কারণে শত্রুতা করে। আল্লাহর দীনের জন্য এবং যারা আল্লাহর দীন পালন করে তাদের সাথে শত্রুতা করে।

﴿وَأَخۡرَجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمۡ وَظَٰهَرُواْ﴾ তোমাদেরকে স্বদেশ থেকে বহিষ্কার করেছে এবং সহযোগিতা করেছে: অর্থাৎ অন্যদেরকে এতে সাহায্য করেছে।

﴿عَلَىٰٓ إِخۡرَاجِكُمۡ﴾ তোমাদের বহিষ্করণে।

অথচ আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করেছেন ﴿أَن تَوَلَّوۡهُمۚ﴾ তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে: ভালোবাসা, সাহায্য করা এবং কথা ও কাজের মাধ্যমে তাদের বন্ধুত্ব করতে। পক্ষান্তরে তাদের সাথে সদাচরণ ও ইহসান করা যেগুলো তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করার অন্তর্ভুক্ত নয়, এগুলোতে আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করেননি। বরং এগুলো আত্মীয় স্বজনসহ অন্যান্য আদম সন্তান এবং অন্য জীবের প্রতি ইহসানের যে ব্যাপক আদেশ রয়েছে তার অন্তর্ভুক্ত।

﴿وَمَن يَتَوَلَّهُمۡ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ﴾ তাদের সাথে যারা বন্ধুত্ব করে, তারাই তো জালিম: এই জুলুম হবে তাদের সাথে বন্ধুত্ব অনুসারে। যদি বন্ধুত্ব পরিপূর্ণ হয়, তাহলে সেটি ইসলামের গণ্ডি থেকে বের করে দেয় এমন কুফরীতে পরিণত হবে। এর নিচেও অনেক স্তর আছে যেগুলো ভয়ঙ্কর (অর্থাৎ বন্ধুত্ব যত বেশি হবে পাপ তেমনই ভয়াবহ হবে)। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ مُهَٰجِرَٰتٖ فَٱمۡتَحِنُوهُنَّۖ ٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِإِيمَٰنِهِنَّۖ فَإِنۡ عَلِمۡتُمُوهُنَّ مُؤۡمِنَٰتٖ فَلَا تَرۡجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلۡكُفَّارِۖ لَا هُنَّ حِلّٞ لَّهُمۡ وَلَا هُمۡ يَحِلُّونَ لَهُنَّۖ وَءَاتُوهُم مَّآ أَنفَقُواْۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّۚ وَلَا تُمۡسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلۡكَوَافِرِ وَسۡـَٔلُواْ مَآ أَنفَقۡتُمۡ وَلۡيَسۡـَٔلُواْ مَآ أَنفَقُواْۚ ذَٰلِكُمۡ حُكۡمُ ٱللَّهِ يَحۡكُمُ بَيۡنَكُمۡۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ١٠ وَإِن فَاتَكُمۡ شَيۡءٞ مِّنۡ أَزۡوَٰجِكُمۡ إِلَى ٱلۡكُفَّارِ فَعَاقَبۡتُمۡ فَـَٔاتُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتۡ أَزۡوَٰجُهُم مِّثۡلَ مَآ أَنفَقُواْۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيٓ أَنتُم بِهِۦ مُؤۡمِنُونَ ١١﴾

৬০:১০- হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কাছে মুমিন নারীরা হিজরত করে আসলে তোমরা তাদেরকে পরীক্ষা করো আল্লাহ তাদের ঈমান সম্বন্ধে সম্যক অবগত। অতঃপর যদি তোমরা জানতে পার যে, তারা মুমিন নারী, তবে তাদেরকে কাফিরদের কাছে ফেরত পাঠিয়ে দিয়ে না। মুমিন নারীগণ কাফিরদের জন্য বৈধ নয় এবং কাফিরগণ মুমিন নারীদের জন্য বৈধ নয়। কাফিররা যা ব্যয় করেছে তা তাদেরকে ফিরিয়ে দিও। তারপর তোমরা তাদেরকে বিয়ে করলে তোমাদের কোন অপরাধ হবে না যদি তোমরা তাদেরকে তাদের মোহর দাও। আর তোমরা কাফির নারীদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রেখো না। তোমরা যা ব্যয় করেছো তা ফেরত চাইবে এবং কাফিররা যা ব্যয় করেছে তা যেন তারা চেয়ে নেয়। এটাই আল্লাহর বিধান, তিনি তোমাদের মধ্যে ফায়সালা করে থাকেন। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়।

৬০:১১- আর তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যদি কেউ হাতছাড়া হয়ে কাফিরদের মধ্যে রয়ে যায় অতঃপর তোমরা যুদ্ধজয়ী হয়ে গণীমত লাভ কর, তাহলে যাদের স্ত্রীরা হাতছাড়া হয়ে গেছে তাদেরকে, তারা যা ব্যয় করেছে তার সমপরিমাণ প্রদান করো, আর আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো, যার ওপর তোমরা ঈমান এনেছো।



ব্যাখ্যা:

হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্ধি করলেন যে, তাদের মধ্য থেকে কেউ মুসলিম হয়ে মুসলমানদের কাছে আসলে তাকে আবার মুশরিকদের নিকটেই ফিরিযে দেয়া হবে। এটি একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ যাতে নারী ও পুরুষ সকলেই শামিল। এই শর্ত পূরণ করা এবং চুক্তি বহাল রাখার জন্য যাতে রয়েছে অধিক বড় কল্যাণ, পুরুষদেরকে মুশরিকদের নিকটে ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা তার রসূলকে নিষেধ করেননি। কিন্তু নারীদেরকে ফিরিয়ে দিলে যেহেতু তাতে বড় ধরনের ফাসাদের সৃষ্টি হবে, তাই আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে আদেশ দিলেন যে, তাদের কাছে যখন মুমিন নারীরা হিজরত করে আসবে, আর তারা যদি সেই নারীদের ঈমানের সত্যতার ব্যাপারে সন্দিহান হয়, তাহলে দৃঢ় শপথসহ আরো অন্যান্য পদ্ধতিতে তাদেরকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে নেবে যাতে তাদের সত্যতা প্রকাশ পায়। কেননা হতে পারে যে, তাদের ঈমান সত্যিকারের অর্থে ঈমান নয়, বরং তারা হয়তো স্বামী অথবা দেশ অথবা অন্যান্য কোন দুনিয়াবী স্বার্থে হিজরত করে এসেছে। যদি তারা এরকম হয় তাহলে শর্ত পূরণের জন্য অবশ্যই তাদেরকে ফিরিয়ে দিতে হবে। আর যদি তাদেরকে পরীক্ষা করে, তারা তাদের ঈমানের দাবিতে সত্যবাদী হয় অথবা কোন ধরনের পরীক্ষা ছাড়াই যদি তাদের সত্যতা বুঝা যায়, তাহলে তাদেরকে কাফিরদের নিকটে ফিরিয়ে দেয়া যাবে না।

﴿لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ মুমিন নারীগণ কাফিরদের জন্য বৈধ নয় এবং কাফিরগণ মুমিন নারীদের জন্য বৈধ নয়: কেননা তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়াতে বড় ধরনের ফাসাদের সৃষ্টি হবে যাতে শরীআত খেয়াল রেখেছে। সাথে সাথে শর্ত পূরণের দিকেও শরীআত খেয়াল রেখেছে। সেটি হলো, কাফিররা তাদের স্ত্রীদেরকে যে মোহর ও অন্যান্য খরচ করেছে সেগুলো তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া। আর তখন সেই মহিলাদেরকে মুসলিমদের বিবাহ করাতে কোন সমস্যা নেই, যদিও কাফির দেশে তাদের স্বামী থাকে। কিন্তু শর্ত হলো সেই মহিলাদেরকে মোহর ও খরচ দিতে হবে। মুসলিম নারী যেমন কাফির পুরুষের জন্য হালাল নয়, ঠিক অনুরূপ কাফির নারীও মুসলিম পুরুষের জন্য হালাল নয়। তাই কাফির মহিলাকে স্ত্রী হিসেবে রাখা কোন মুসলিমের জন্য হালাল নয়, যতক্ষণ তারা কুফরীর ওপরে বহাল থাকবে। তবে আহলে কিতাবের মহিলাদের বিষয়টি এর ভিন্ন। (অর্থাৎ তারা আহলে কিতাব থাকলেও তাদের সতী সাধ্বী নারীদেরকে বিবাহ করা যাবে)।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَلَا تُمۡسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلۡكَوَافِرِ﴾ আর তোমরা কাফির নারীদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রেখো না: যদি তাদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক রাখাই নিষেধ হয়, তাহলে তাদেরকে বিবাহ করা হারাম হওয়া আরো বেশি যুক্তিযুক্ত।

﴿وَسۡـَٔلُواْ مَآ أَنفَقۡتُمۡ﴾ তোমরা যা ব্যয় করেছো তা ফেরত চাইবে: হে মুমিনগণ! কাফিরদের স্ত্রীরা মুসলিম হয়ে আসলে, তারা যা ব্যয় করেছে সেগুলো যদি মুসলিমদের নিকট থেকে পায়, তাহলে তোমাদের স্ত্রীরাও যদি মুরতাদ হয়ে কাফিরদের নিকটে চলে যায়, তাহলে তোমরাও তোমাদের স্ত্রীদের ওপর যা খরচ করেছো সেগুলো কাফিরদের নিকট থেকে পাওয়ার হকদার। এটি প্রমাণ করে যে, কেউ কারো স্ত্রীকে জোরপূর্বক নিয়ে গেলে আগের স্বামীকে মোহর ফিরিয়ে দেওয়া তার ওপরই আবশ্যক। সুতরাং কেউ যদি দুগ্ধপান অথবা অন্যান্য মাধ্যমে কোন ব্যক্তির স্ত্রীর বিবাহকে নষ্ট করে, তাহলে সেই মোহরের জামানত তার ওপরই বর্তাবে।

আল্লাহ তা'আলার বাণী, ﴿ذَٰلِكُمۡ حُكۡمُ ٱللَّهِ﴾ এটাই আল্লাহর বিধান: যেই বিধানটি আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য স্পষ্টভাবে বর্ণনা করলেন তা দিয়েই তিনি তোমাদের মাঝে ফায়সালা করে থাকেন।

﴿وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ﴾ আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়: তোমরাদের জন্য কোন বিধানগুলো উপযোগী তা তিনি ভালোভাবেই জানেন এবং তিনি তার হিকমত অনুযায়ী তোমাদের জন্য সেই বিধানগুলো বিধিবদ্ধ করেন।

﴿وَإِن فَاتَكُمۡ شَيۡءٞ مِّنۡ أَزۡوَٰجِكُمۡ إِلَى ٱلۡكُفَّارِ﴾ আর তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যদি কেউ হাতছাড়া হয়ে কাফিরদের মধ্যে রয়ে যায়: অর্থাৎ তারা যদি মুর্তাদ হয়ে কাফিরদের কাছে চলে যায়, অতঃপর তোমরা যুদ্ধজয়ী হয়ে গণীমত লাভ করো,

﴿فَعَاقَبۡتُمۡ فَـَٔاتُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتۡ أَزۡوَٰجُهُم مِّثۡلَ مَآ أَنفَقُواْۚ﴾

তাহলে যাদের স্ত্রীরা হাতছাড়া হয়ে গেছে তাদেরকে, তারা যা ব্যয় করেছে তার সমপরিমাণ প্রদান করো: যেমনটি পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, কাফিরদের স্ত্রীরা মুসলিম হয়ে মুসলিমদের নিকটে চলে আসলে, তাদেরকে হারানোর কারণে তাদের স্বামীরা বদলা নেয়, ঠিক অনুরূপ মুসলিমদের স্ত্রীদের কেউ কাফিরদের নিকটে চলে গেলে মুসলিমদের জন্য আবশ্যক যে, তারা গণীমত থেকে সেই মহিলার ওপর যা খরচ হয়েছে তা সেই ব্যক্তিকে দিবে।

﴿وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيٓ أَنتُم بِهِۦ مُؤۡمِنُونَ﴾ আর আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো, যার ওপর তোমরা ঈমান এনেছো: অর্থাৎ আল্লাহর ওপর তোমাদের ঈমান আনার দাবি হলো তোমরা সর্বদাই তাকওয়া অবলম্বন করবে। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ يُبَايِعۡنَكَ عَلَىٰٓ أَن لَّا يُشۡرِكۡنَ بِٱللَّهِ شَيۡـٔٗا وَلَا يَسۡرِقۡنَ وَلَا يَزۡنِينَ وَلَا يَقۡتُلۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ وَلَا يَأۡتِينَ بِبُهۡتَٰنٖ يَفۡتَرِينَهُۥ بَيۡنَ أَيۡدِيهِنَّ وَأَرۡجُلِهِنَّ وَلَا يَعۡصِينَكَ فِي مَعۡرُوفٖ فَبَايِعۡهُنَّ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لَهُنَّ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ١٢﴾

৬০:১২- হে নবী! মুমিন নারীগণ যখন আপনার কাছে এসে বায়আত করে এ মর্মে যে, তারা আল্লাহর সাথে কোন শরীক স্থির করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, তারা সজ্ঞানে কোন অপবাদ রচনা করে রটাবে না এবং সৎকাজে আপনাকে অমান্য করবে না, তখন আপনি তাদের বায়আত গ্রহণ করুন এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

ব্যাখ্যা:

এই আয়াতে বর্ণিত শর্তগুলোকে বলা হলো মহিলাদের বায়আত। নারী ও পুরুষ সকলের জন্য সর্বাবস্থায় যেই আবশ্যক বিষয়গুলো রয়েছে সেগুলো পালন করার ওপর সেই মহিলাগণ বায়আত করেছিলেন। পুরুষদের ক্ষেত্রে অবস্থা ও স্তরভেদে তাদের জন্য আবশ্যক বিষয়গুলোর পার্থক্য রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যা আদেশ করতেন তাই তিনি পালন করতেন। তার কাছে যখন মহিলারা বায়আত নিতে আসতো এবং এই শর্তগুলো করতো, তখন তিনি তাদের থেকে বায়আত নিতেন, তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতেন, তাদের অবহেলা ও ত্রুটি রয়েছে সেজন্য আল্লাহর কাছে দুআ করতেন এবং তাদেরকে মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত করতেন। সেই শর্তগুলো হলো, ﴿لَّا يُشۡرِكۡنَ بِٱللَّهِ شَيۡـٔٗا﴾ তারা আল্লাহর সাথে কোন শরীক স্থির করবে না: ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্ব বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে তারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না।

﴿وَلَا يَزۡنِينَ﴾ ব্যভিচার করবে না: যেমনটি অনেক ব্যভিচারিণী ও উপপতি গ্রহণকারিণী মহিলার ক্ষেত্রে এই বিষয়টি বহু দেখা যায়।

﴿وَلَا يَقۡتُلۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ﴾ নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না: জাহিলী অজ্ঞ মহিলাদের মধ্যে যেমনটি প্রচলিত ছিল।

﴿وَلَا يَأۡتِينَ بِبُهۡتَٰنٖ يَفۡتَرِينَهُۥ بَيۡنَ أَيۡدِيهِنَّ وَأَرۡجُلِهِنَّ﴾ আর তারা সজ্ঞানে কোন অপবাদ রচনা করে রটাবে না: অপবাদ হলো অন্যায়ভাবে মিথ্যারোপ করা। অর্থাৎ কোন অবস্থাতেই তারা অপবাদ আরোপ করবে না, যদি বিষয়টি তাদের এবং তাদের স্বামীদের মধ্যে হোক অথবা অন্যদের মধ্যে হোক না কেন।

﴿وَلَا يَعۡصِينَكَ فِي مَعۡرُوفٖ﴾ আর সৎকাজে আপনাকে অমান্য করবে না: অর্থাৎ আপনি তাদেরকে যে আদেশ করবেন সেগুলোর কোনটাই তারা অমান্য করবে না। কেননা সৎকাজে ছাড়া অসৎ কাজের আপনার আদেশ হয় না। এর অন্তর্ভুক্ত হলো, বিলাপ করা, কাপড় ছেঁড়া, মুখমণ্ডল চাপড়ানো এবং জাহিলিয়্যাতের আহ্বান করা (সহীহ বুখারী, হা/৪৮৯২, সহীহ মুসলিম, হা/৯৩৭) সম্পর্কে তার যে নিষেধ রয়েছে সেটির আনুগত্য করা।

﴿فَبَايِعۡهُنَّ﴾ তখন আপনি তাদের বায়আত গ্রহণ করুন: যখন তারা পূর্বে উল্লিখিত সকল বিষয়কে মেনে চলবে।

﴿وَٱسۡتَغۡفِرۡ لَهُنَّ ٱللَّهَۚ﴾ আর তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন: তাদের অবহেলা ও ত্রুটির কারণে এবং তাদের অন্তরগুলো পবিত্র করণে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।

﴿إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ﴾ নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল: অর্থাৎ তিনি পাপীদেরকে প্রচুর পরিমাণে ক্ষমাকারী, আর পাপ করার পরে তাওবাকারীদের প্রতি অনুগ্রহকারী।

﴿رَّحِيمٞ﴾ পরম দয়ালু: তার রহমত সকল কিছুকে বেষ্টন করে আছে। আর তার অনুগ্রহ সকর সৃষ্টিকে ঘিরে আছে। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَوَلَّوۡاْ قَوۡمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِمۡ قَدۡ يَئِسُواْ مِنَ ٱلۡأٓخِرَةِ كَمَا يَئِسَ ٱلۡكُفَّارُ مِنۡ أَصۡحَٰبِ ٱلۡقُبُورِ ١٣﴾

৬০:১৩- হে ঈমানদারগণ, তোমরা সেই সম্প্রদায়ের সাথে বন্ধুত্ব করো না, যাদের প্রতি আল্লাহ রাগান্বিত হয়েছেন। তারা তো আখিরাত সম্পর্কে নিরাশ হয়ে পড়েছে, যেমনিভাবে কাফিররা কবরবাসীদের সম্পর্কে নিরাশ হয়েছে।

ব্যাখ্যা:

হে মুমিনগণ! যদি তোমরা তোমাদের রবের ওপর ঈমানদার হয়ে থাকো, তার সন্তুষ্টির অনুসরণ কর এবং তার অসন্তুষ্ট থেকে বেঁচে থাকো তাহলে ﴿لَا تَتَوَلَّوۡاْ قَوۡمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِمۡ﴾ তোমরা সেই সম্প্রদায়ের সাথে বন্ধুত্ব করো না, যাদের প্রতি আল্লাহ রাগান্বিত হয়েছেন: তাদের কুফরীর কারণেই আল্লাহ তা'আলা তাদের ওপর রাগান্বিত। এতে সকল প্রকার কুফরীই অন্তর্ভুক্ত।

﴿قَدۡ يَئِسُواْ مِنَ ٱلۡأٓخِرَةِ﴾ তারা তো আখিরাত সম্পর্কে নিরাশ হয়ে পড়েছে: অর্থাৎ তারা আখিরাতের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়ে গেছে। সেখানে তাদের কোন অংশ নেই। সুতরাং তাদের সাথে বন্ধুত্ব করা থেকে সতর্ক থেকো যাতে তোমরাও কুফরী ও পাপাচারে তাদের মতো না হও। যার ফলে তারা যেমন আখিরাতের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়েছে তোমরা তেমনই বঞ্চিত হবে।

আল্লাহ তা'আলার বাণী, ﴿كَمَا يَئِسَ ٱلۡكُفَّارُ مِنۡ أَصۡحَٰبِ ٱلۡقُبُورِ﴾ যেমনিভাবে কাফিররা কবরবাসীদের সম্পর্কে নিরাশ হয়েছে: যখন তারা আখিরাতের জীবনে পৌঁছেছে, প্রকৃত বিষয়টি প্রত্যক্ষ করেছে এবং দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে জানতে পেরেছে যে, সেখানে তাদের কোন অংশ নেই। এর আরেক অর্থ হতে পারে। সেটি হলো, তারা আখিরাত থেকে নিরাশ হয়ে গেছে অর্থাৎ তারা আখিরাতকে অস্বীকার করেছে। সুতরাং আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও আখিরাতের আযাবকে আবশ্যক করে এমন বিষয়গুলোর দিকে ধাবিত হওয়া এবং আখিরাত থেকে তাদের নিরাশ হওয়াতে আশ্চর্যের কিছুই নেই, যেমনভাবে পুনরায় জীবিত হওয়াকে অস্বীকারকারী কাফিররা দুনিয়াতে কবরবাসীদের আল্লাহর কাছে ফিরে আসা থেকে নিরাশ হয়ে গেছে।

٦١. سورة الصّفّ وَهِيَ مَدَنِيَّةٌ.

৬১. সূরা আস-সফ (মাদানী, আয়াত ১৪)

بِسۡمِ اللَّهِ الرَّحۡمَٰنِ الرَّحِيمِ

পরম করুনাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)



﴿سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِۖ وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ ١ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفۡعَلُونَ ٢ كَبُرَ مَقۡتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفۡعَلُونَ ٣﴾



৬১:১- আসমানসমূহে যা কিছু আছে ও জমিনে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করে। আর তিনি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

৬১:২- হে ঈমানদারগণ, তোমরা তা কেন বল, যা তোমরা কর না?

৬১:৩- তোমরা যা কর না তোমাদের তা বলা আল্লাহর দৃষ্টিতে খুবই অসন্তোষজনক।



ব্যাখ্যা:

এটি হলো আল্লাহ তা'আলার মহত্ব ও পরাক্রমশীলতা এবং সকল সৃষ্টির তার সামনে নত হওয়ার বর্ণনা। সেটি হলো, আসমানসমূহ ও জমিনের যা কিছুই আছে সকল কিছুই তার প্রসংশার সাথে পবিত্রতা বর্ণনা করে, তারই ইবাদত করে এবং তাদের প্রয়োজনসমূহ একমাত্র তারই কাছে প্রর্থনা করে।

﴿وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ﴾ আর তিনি মহাপরাক্রমশালী: যিনি তার ক্ষমতা ও শক্তির বলে সকল কিছুর ওপর বিজয়ী।

﴿ٱلۡحَكِيمُ﴾ প্রজ্ঞাময়: অর্থাৎ তিনি তার সৃষ্টি ও আদেশে প্রজ্ঞাময়।

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفۡعَلُونَ﴾ হে ঈমানদারগণ, তোমরা তা কেন বল, যা তোমরা কর না: কেন তোমরা কল্যাণের আদেশ করছো এবং তাতে উৎসাহিত করছো, সাথে সাথে কখনো তোমরা নিজেরাই নিজেদের প্রশংসা করছো অথচ তোমরা সেই কাজ করো না। আবার তোমরা খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করছো এবং কখনো তোমাদের তা থেকে নিজেদের মুক্ত ঘোষণা করছো অথচ তোমরা সেগুলোতেই কলঙ্কিত হয়ে আছো এবং সেগুলোই তোমাদের বৈশিষ্ট্য হয়ে আছে।

এই নিকৃষ্ট অবস্থা কি মুমিনদের সাথে মানানসই হয়? বান্দা যা করে না তাই যদি বলে তাহলে এর চেয়ে আল্লাহর নিকট অন্যকিছু কি বেশি অসন্তোষকজনক হতে পারে? এজন্য অন্য মানুষের মধ্যে সর্বপ্রথম কল্যাণের আদেশদাতাকেই সেই কল্যাণকর কাজে বেশি অগ্রগামী হতে হবে আর অকল্যাণ থেকে নিষেধকারীকে সেই কাজ থেকে অন্য মানুষদের চেয়ে সবচেয়ে দূরে থাকতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَتَأۡمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلۡبِرِّ وَتَنسَوۡنَ أَنفُسَكُمۡ وَأَنتُمۡ تَتۡلُونَ ٱلۡكِتَٰبَۚ أَفَلَا تَعۡقِلُونَ﴾

তোমরা কি মানুষকে সৎকাজের নির্দেশ দাও, আর নিজেদের কথা ভুলে যাও! অথচ তোমরা কিতাব অধ্যয়ন কর। তবে কি তোমরা বুঝ না (সূরা আল বাকারাহ: ৪৪)।

শুয়াইব আলাইহিস সালাম তার জাতিকে বলেছিলেন,

﴿وَمَآ أُرِيدُ أَنۡ أُخَالِفَكُمۡ إِلَىٰ مَآ أَنۡهَىٰكُمۡ عَنۡهُۚ إِنۡ أُرِيدُ إِلَّا ٱلۡإِصۡلَٰحَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُۚ وَمَا تَوۡفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِۚ عَلَيۡهِ تَوَكَّلۡتُ وَإِلَيۡهِ أُنِيبُ﴾

যে কাজ থেকে আমি তোমাদেরকে নিষেধ করছি, তোমাদের বিরোধিতা করে সে কাজটিই আমি করতে চাই না। আমি আমার সাধ্যমত সংশোধন চাই। আল্লাহর সহায়তা ছাড়া আমার কোন তাওফীক নেই। আমি তাঁরই ওপর ভরসা করছি এবং তাঁরই কাছে ফিরে যাই (সূরা হূদ: ৮৮)। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِهِۦ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَٰنٌ مَّرْصُوصٌ ۝٤﴾



৬১:৪- নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন, যারা তাঁর পথে সারিবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করে যেন তারা সীসাঢালা প্রাচীর।



ব্যাখ্যা:

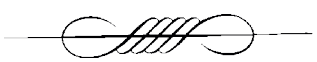
এটি হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে তার বান্দাদেরকে তার পথে জিহাদের প্রতি উৎসাহ প্রদান এবং কেমনভাবে জিহাদ করবে তার শিক্ষাদান। বান্দার উচিত জিহাদে তারা সীসাঢালা প্রাচীরের মতো একেবারে সোজা হয়ে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে, যেখানে সারির মধ্যে কোন ফাঁক থাকবে না, তাদের সারি হবে সুশৃঙ্খল ও সুবিন্যস্ত। এর দ্বারা মুজাহিদগণ পরস্পরকে সাহায্য সহযোগিতা করবে ও একে অন্যকে উৎসাহিত করবে এবং শত্রুদেরকে ভীতি প্রদর্শন করবে। এজন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন যুদ্ধের ময়দানে আসতেন, তখন তিনি তার সাহাবীগণকে সারিবদ্ধ করতেন এবং তাদেরকে যথাস্থানে সুবিন্যাস্ত করতেন। যার ফলে তারা একে অন্যের ওপর নির্ভর করে বসে থাকে না। বরং প্রত্যেক দলই তাদের নিজেদের স্থানে মনযোগী এবং প্রত্যেকেই নিজেদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে। এই পদ্ধতিতেই সকল কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন হয় এবং পরিপূর্ণতা পায়। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন,



﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِۦ يَٰقَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَد تَّعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ ۖ فَلَمَّا زَاغُوٓا۟ أَزَاغَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ ۚ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَٰسِقِينَ ۝٥﴾



৬১:৫- আর স্মরণ করুন, যখন মূসা তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমাকে কেন কষ্ট দিচ্ছ অথচ তোমরা জান যে, আমি তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র রসূল। অতঃপর তারা যখন বাঁকা পথ অবলম্বন করলো তখন আল্লাহ তাদের হৃদয়কে বাঁকা করে দিলেন। আর আল্লাহ ফাসিক সম্প্রদায়কে হেদায়াত করেন না।



ব্যাখ্যা:

﴿وَإِذۡ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوۡمِهِۦ﴾ আর স্মরণ করুন, যখন মূসা তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিলেন: তাদের কর্মের তিরস্কারস্বরূপ এবং তাকে কষ্ট দেওয়া থেকে তাদেরকে বিরত রাখার জন্য অথচ তারা জানেই যে, মূসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর রসূল।

﴿لِمَ تُؤۡذُونَنِي﴾ তোমরা আমাকে কেন কষ্ট দিচ্ছো: অর্থাৎ কথা এবং কাজের মাধ্যমে

﴿وَقَد تَّعۡلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيۡكُمۡۖ﴾ অথচ তোমরা জানো যে, আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর রসূল: রসূলের হক হলো, তাকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করা, তার আদেশসমুহের সামনে নত হওয়া এবং তার হুকুম দ্রুত পালন করা। পক্ষান্তরে সৃষ্টির প্রতি আল্লাহর ইহসানের পরে রসূলের ইহসান অন্য সকলের চেয়ে বেশি, সেই রসূলকে কষ্ট দেওয়া হলো সবচেয়ে বড় নির্লজ্জতা, বাহাদুরি এবং সিরাতে মুস্তাকীম থেকে বক্রতা, যেই সিরাতে মুস্তাকীমকে তারা জানার পরে তা পরিত্যাগ করেছে। এজন্য তিনি বলেন, ﴿فَلَمَّا زَاغُوٓاْ﴾ যখন তারা বাঁকা পথ অবলম্বন করলো: অর্থাৎ যখন তারা ইচ্ছাকৃতভাবে হক থেকে সরে গেলো, ﴿أَزَاغَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمۡۚ﴾ তখন আল্লাহ তাদের হৃদয়কে বাঁকা করে দিলেন: তাদের বক্রতা অবলম্বনের শাস্তিস্বরূপ, যেই বক্রতা তারা নিজেরাই নিজেদের জন্য পছন্দ করেছে এবং তাতেই তারা সন্তুষ্ট রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে হিদায়াত লাভের তাওফীক দেননি। কেননা কল্যাণ তাদের সাথে মানায় না। তাদের জন্য শুধু অকল্যাণই উপযুক্ত।

﴿وَٱللَّهُ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡفَٰسِقِينَ﴾ আর আল্লাহ ফাসিক সম্প্রদায়কে হেদায়াত করেন না: ফাসিক তারাই, যাদের হিদায়াত লাভের কোন উদ্দেশ্য নেই, বরং ফাসেকী বা পাপাচারই যাদের বৈশিষ্ট্য।

এই সম্মানিত আয়াতটি প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদেরকে পথভ্রষ্ট করেন, কিন্তু এটি তার পক্ষ থেকে জুলুম নয় এবং তার বিরুদ্ধে এটি বান্দার দলীল-প্রমাণ নয়। বরং তিনি বান্দাদেরকে তাদের কারণেই পথভ্রষ্ট করেন। তারা যখন হিদায়াতকে জানার পরেও নিজেদের জন্য হিদায়াতের দরজাকে বন্ধ করে দেয়, তখন আল্লাহ তা'আলা শাস্তিস্বরূপ এবং তাদের প্রতি ইনসাফস্বরূপ তাদেরকে পথভ্রষ্ট ও বাঁকা করা এবং অন্তরকে পরিবর্তন করার মাধ্যমে তাদেরকে এর প্রতিদান দেন, যেটি প্রতিরোধ করার তাদের কোন ক্ষমতা নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَنُقَلِّبُ أَفۡـِٔدَتَهُمۡ وَأَبۡصَٰرَهُمۡ كَمَا لَمۡ يُؤۡمِنُواْ بِهِۦٓ أَوَّلَ مَرَّةٖ وَنَذَرُهُمۡ فِي طُغۡيَٰنِهِمۡ يَعۡمَهُونَ﴾

আর তারা যেমন প্রথমবারে তাতে ঈমান আনেনি, তেমনি আমরাও তাদের অন্তরসমূহ ও দৃষ্টিসমূহ পাল্টে দেবো এবং আমরা তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় উদভ্রান্তের মত ঘুরপাক

খাওয়া অবস্থায় ছেড়ে দেবো (সূরা আল আন'আম: ১১০)। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন,



﴿وَإِذۡ قَالَ عِيسَى ٱبۡنُ مَرۡيَمَ يَٰبَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيۡكُم مُّصَدِّقٗا لِّمَا بَيۡنَ يَدَيَّ مِنَ ٱلتَّوۡرَىٰةِ وَمُبَشِّرَۢا بِرَسُولٖ يَأۡتِي مِنۢ بَعۡدِي ٱسۡمُهُۥٓ أَحۡمَدُۖ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلۡبَيِّنَٰتِ قَالُواْ هَٰذَا سِحۡرٞ مُّبِينٞ ٦ وَمَنۡ أَظۡلَمُ مِمَّنِ ٱفۡتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَ وَهُوَ يُدۡعَىٰٓ إِلَى ٱلۡإِسۡلَٰمِۚ وَٱللَّهُ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ٧ يُرِيدُونَ لِيُطۡفِـُٔواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفۡوَٰهِهِمۡ وَٱللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِۦ وَلَوۡ كَرِهَ ٱلۡكَٰفِرُونَ ٨ هُوَ ٱلَّذِيٓ أَرۡسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلۡهُدَىٰ وَدِينِ ٱلۡحَقِّ لِيُظۡهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ وَلَوۡ كَرِهَ ٱلۡمُشۡرِكُونَ ٩﴾



৬১:৬- আর স্মরণ করুন, যখন মারইয়াম-পুত্র ঈসা বলেছিলেন, হে বনী ইসরাঈল! নিশ্চয় আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর রসূল এবং আমার পূর্ব থেকে তোমাদের কাছে যে তাওরাত রয়েছে আমি তার সত্যায়নকারী এবং আমার পরে আহমাদ নামে যে রসূল আসবেন আমি তার সুসংবাদদাতা। পরে তিনি যখন সুস্পষ্ট প্রমাণাদিসহ তাদের কাছে আসলেন তখন তারা বলতে লাগলো, এটা তো স্পষ্ট জাদু।

৬১:৭- আর সে ব্যক্তির চেয়ে বড় জালিম আর কে, যে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে? অথচ তাকে ইসলামের দিকে আহ্বান করা হয়। আর আল্লাহ জালিম সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।

৬১:৮- তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়, কিন্তু আল্লাহ তাঁর নূরকে পূর্ণতাদানকারী। যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে।

৬১:৯- তিনিই তাঁর রাসূলকে প্রেরণ করেছেন হেদায়াত ও সত্য দীনসহ সকল দীনের ওপর তাকে বিজয়ী করার জন্য, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।



ব্যাখ্যা:

ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিমাস সালাম যাদেরকে দাওয়াত দিয়েছিলেন, সেই পূর্ববর্তী বানী ইসরাঈলদের কথা বর্ণনা করছেন। ঈসা আলাইহিস সালাম তাদেরকে বলেছিলেন, ﴿يَٰبَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيۡكُم﴾ হে বনী ইসরাঈল! নিশ্চয় আমি তোমাদের কাছে

আল্লাহর রসূল: তোমাদেরকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করা এবং অকল্যাণ থেকে নিষেধ করার জন্য আল্লাহ তা'আলা আমাকে পাঠিয়েছেন, আর আমার সত্যতা প্রমাণ করে এমন অনেক বাহ্যিক প্রমাণাদি দ্বারা আমাকে সহযোগিতা করেছেন।

﴿ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ ٱلتَّوْرَىٰةِ ﴾ আর আমার পূর্ব থেকে তোমাদের কাছে যে তাওরাত রয়েছে আমি তার সত্যায়নকারী: অর্থাৎ মূসা আলাইহিস সালাম তাওরাতে যেসকল আসমানী বিধি বিধান নিয়ে এসেছিলেন আমিও সেগুলোই নিয়ে এসেছি। আমি যদি নবী হওয়ার মিথ্যা দাবিদার হতাম, তাহলে রসূল যা নিয়ে এসেছিলেন সেগুলো ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে আসতাম। আর আমার পূর্ব থেকে তোমাদের কাছে যে তাওরাত রয়েছে আমি তার সত্যায়নকারী এভাবে যে, তাওরাত আমার কথা বলেছে এবং আমার সুসংবাদ দিয়েছে। পরে আমি তা সত্যায়নস্বরূপ প্রেরিত হয়েছি।

﴿وَمُبَشِّرًۢا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنۢ بَعْدِى ٱسْمُهُۥٓ أَحْمَدُ ﴾ আর আমার পরে আহমাদ নামে যে রসূল আসবেন আমি তার সুসংবাদদাতা: তিনি হলেন মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনে আব্দিল মুত্তালিব আন নবী আল হাশেমী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

অন্যান্য নবীর মতো ঈসা আলাইহিস সালাম পূর্বের নবীকে সত্যায়ন করেছেন এবং পরের নবীর সুসংবাদ দিয়েছেন। মিথ্যা নবীরা এর বিপরীত। তারা নবীগণের সবচেয়ে বেশি বিরোধিতা করে, আর তারা আখলাক-চরিত্রে ও আদেশ নিষেধে তাদের থেকে ভিন্ন হয়।

﴿فَلَمَّا جَآءَهُم﴾ অতঃপর যখন তিনি আসলেন: মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকে ঈসা আলাইহিস সালাম সুসংবাদ দিয়েছেন।

﴿بِٱلْبَيِّنَٰتِ﴾ স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ: সুস্পষ্ট দলীল নিয়ে, যেটি প্রমাণ করে তিনিই সেই ব্যক্তি আর তিনি সত্যই আল্লাহর রসূল।

﴿قَالُوا۟﴾ তখন তারা বলতে লাগলো: হককে মিথ্যারোপ করে এবং একগুয়ে অবাধ্য হয়ে তারা বলতে লাগলো ﴿هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ﴾ এটা তো স্পষ্ট জাদু: এটি সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়। যেই রসূলের রিসালাত স্পষ্ট এমনকি তা দিনের সূর্যের চেয়ে সুস্পষ্ট, সেই রসূলকে স্পষ্ট জাদুকর বানিয়েছে। এর চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য আর কী হতে পারে? এর চেয়ে বড় মিথ্যা রচনা আর হতে পারে কি? যেখানে যার রিসালাত একেবারে সুস্পষ্ট তা অস্বীকার করা হয় এবং যে মানুষ রিসালাত থেকে বহু দূরে তার জন্য সেটি সাব্যস্ত করা হয়।

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ﴾ আর সে ব্যক্তির চেয়ে বড় জালিম আর কে, যে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে: অথচ তার কোন ওযর নেই এবং তার প্রমাণ শেষ

হয়ে গেছে। কারণ ﴿يُدۡعَىٰٓ إِلَى ٱلۡإِسۡلَٰمِۚ﴾ তাকে ইসলামের দিকে আহ্বান করা হয়: দলীল প্রমাণ দ্বারা ইসলামকে তার সামনে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়।

﴿وَٱللَّهُ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّٰلِمِينَ﴾ আর আল্লাহ জালিম সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না: যেই জালিমরা সর্বদাই জুলুমের ওপর অবিচল, কোন উপদেশ তাদেকে জুলুম থেকে বিরত রাখতে পারে না এবং কোন কথা ও দলীলও তাদেরকে তা থেকে দূরে রাখতে পারে না, বিশেষ করে এই জালিমরা, যারা হককে প্রত্যাখ্যান করা এবং বাতিলকে সহযোগিতা করাতে নিয়োজিত। এজন্য আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে বলেন,

﴿يُرِيدُونَ لِيُطۡفِـُٔواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفۡوَٰهِهِمۡ﴾ তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়: অর্থাৎ তাদের থেকে যে বাতিল কথাবার্তা বের হয়, যার দ্বারা তারা হককে প্রত্যাখ্যান করে অথচ তার কোন বাস্তবতা নেই। বরং তারা যে বাতিলের ওপর আছে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিরা এর মাধ্যমে আরো ভালোভাবে তা জানতে পারে।

﴿وَٱللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِۦ وَلَوۡ كَرِهَ ٱلۡكَٰفِرُونَ﴾ কিন্তু আল্লাহ তাঁর নূরকে পূর্ণতাদানকারী, যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে: আল্লাহ তা'আলা তার দীনের সাহায্য করা, হককে পূর্ণ করার যেই হক দিয়ে তিনি তার রসূলগণকে পাঠিয়েছেন এবং পৃথিবীর সকল প্রান্তে তার নূরকে ছড়িয়ে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছেন, যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করুক এবং এই অপছন্দের কারণে আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দেওয়ার জন্য সকল ধরনের মাধ্যম গ্রহণ করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাক না তারা পরাজিত হবেই। আর তারা ঐ ব্যক্তির মতো যে সূর্যের আলোকে নিভিয়ে দেওয়ার জন্য তার মুখ দিয়ে ফুঁ দেয়। এর ফলে তাদের উদ্দেশ্য কখনোই পূরণ হবে না এবং তাদের বিবেকও ত্রুটি ও নিন্দা থেকে মুক্ত হবে না।

তারপর আল্লাহ তা'আলা তার দীন ইসলামকে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণভাবে বিজয়ী ও তাকে সাহায্য করার কারণ বর্ণনা করছেন। তিনি বলেন,

﴿هُوَ ٱلَّذِيٓ أَرۡسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلۡهُدَىٰ وَدِينِ ٱلۡحَقِّ﴾ তিনিই তাঁর রাসূলকে প্রেরণ করেছেন হিদায়াত ও সত্য দীনসহ: অর্থাৎ উপকারী জ্ঞান ও সৎ আমল দিয়ে প্রেরণ করেছেন (অর্থাৎ এখানে হিদায়াত দিয়ে উপকারী জ্ঞান, আর সত্য দীন দিয়ে সৎ আমল উদ্দেশ্য)। ইলম আল্লাহ ও তার সম্মানিত ঘর জান্নাতের দিকে হিদায়াত করে, সাথে সাথে এটি সর্বোত্তম আমল ও আখলাকসহ দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের দিকে হিদায়াত করে।

﴿وَدِينِ ٱلۡحَقِّ﴾ সত্য দীনসহ: এমন দীন যার মাধ্যমে বিশ্ব জাহানের রব আল্লাহর সামনে নত হওয়া যায় এবং তার ইবাদত করা যায়, যিনি হলেন হক ও সত্য, যার কোন কমতি ও ত্রুটি নেই। বরং তার আদেশসমূহ হলো অন্তর ও রূহের আহার এবং শরীরের জন্য আরাম আয়েশ। আর তার নিষেধকৃত বিষয়গুলোকে পরিত্যাগ করাতেই রয়েছে অকল্যাণ ও

ফাসাদ থেকে মুক্তি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে হিদায়াত ও সত্য দীনসহ পাঠানো হয়েছে সেটি তার সত্যতার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। সেটিই হলো স্থায়ী দলীল যা যুগ যুগ ধরে থেকে যাবে। একজন বিবেকবান ব্যক্তি যতই গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করবে, ততই তার আনন্দ ও দূরদৃষ্টি বৃদ্ধি পাবে।

﴿لِيُظۡهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ﴾ সকল দীনের ওপর তাকে বিজয়ী করার জন্য: দলীল ও প্রমাণ দ্বারা অন্য সকল দীন থেকে একে ওপরে রাখার জন্য এবং অস্ত্র ও বর্শা নিয়ে এই দীন পালনে সচেষ্ট ব্যক্তিদের বিজয়ী করার জন্য। এই দীনের বৈশিষ্ট্য হলো, এটি সর্বদাই বিজয়ী। কারো পক্ষে এই দীনের ওপর বিজয়ী হওয়া সম্ভব নয়। যে ব্যক্তিই এই দীনের বিরূদ্ধে বিতর্ক করতে আসবে, সেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় এবং হতবাক হয়ে যাবে এবং শেষে এই দীনেরই বিজয় হবে। পক্ষান্তরে এই দীনের দিকে সম্পৃক্তকারীরা, যখন তারা দীন পালন করবে, এর আলোতে আলোকিত হবে এবং দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের হিদায়াত অনুযায়ী চলবে, তাদের সামনেও কেউ দাঁড়াতে পারবে না এবং অন্য সকল দীনের ওপর অবশ্যই তারাই বিজয়ী হবে। আর যদি তারা দীনকে নষ্ট করে এবং শুধু দীনের দিকে সম্পৃক্ত করাতেই সীমাবদ্ধ থাকে, তাহলে এটি তাদের কোন উপকারে আসবে না এবং তাদের এই অবহেলাই তাদের ওপর শত্রুদেরকে চাপিয়ে দেওয়ার কারণ হবে। যে ব্যক্তি পূর্বের ও পরের মুসলিমদের অবস্থাগুলো ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করবে, সেই ব্যক্তিই এটি জানতে পারবে। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلۡ أَدُلُّكُمۡ عَلَىٰ تِجَٰرَةٖ تُنجِيكُم مِّنۡ عَذَابٍ أَلِيمٖ ١٠ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُجَٰهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمۡوَٰلِكُمۡ وَأَنفُسِكُمۡۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ١١ يَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡ وَيُدۡخِلۡكُمۡ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ وَمَسَٰكِنَ طَيِّبَةٗ فِي جَنَّٰتِ عَدۡنٖۚ ذَٰلِكَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ ١٢ وَأُخۡرَىٰ تُحِبُّونَهَاۖ نَصۡرٞ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَتۡحٞ قَرِيبٞۗ وَبَشِّرِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ١٣ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُوٓاْ أَنصَارَ ٱللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ٱبۡنُ مَرۡيَمَ لِلۡحَوَارِيِّـۧنَ مَنۡ أَنصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِۖ قَالَ ٱلۡحَوَارِيُّونَ نَحۡنُ أَنصَارُ ٱللَّهِۖ فَـَٔامَنَت طَّآئِفَةٞ مِّنۢ بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ وَكَفَرَت طَّآئِفَةٞۖ فَأَيَّدۡنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَىٰ عَدُوِّهِمۡ فَأَصۡبَحُواْ ظَٰهِرِينَ ١٤﴾

৬১:১০- হে ঈমানদারগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যবসার সন্ধান দেব, যা তোমাদেরকে রক্ষা করবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে?

৬১:১১- তা এই যে, তোমরা আল্লাহ ও তার রসূলের ওপর ঈমান আনবে এবং তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা জানতে!

৬১:১২- আল্লাহ তোমাদের পাপরাশিকে ক্ষমা করে দেবেন এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যার নিম্নদেশে নদীমালা প্রবাহিত এবং (প্রবেশ করাবেন) স্থায়ী জান্নাতের উত্তম বাসগৃহে। এটাই মহা সাফল্য।

৬১:১৩- এবং (তিনি দান করবেন) আরও একটি অনুগ্রহ, যা তোমরা পছন্দ কর। আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য ও আসন্ন বিজয়; আর আপনি মুমিনদেরকে সুসংবাদ দিন।

৬১:১৪- হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর সাহায্যকারী হও, যেমন মার্‌ইয়াম-পুত্র ঈসা হাওয়ারীগণকে বলেছিলেন, আল্লাহর পথে কারা আমার সাহায্যকারী হবে? হাওয়ারীগণ বলেছিলেন, আমরাই আল্লাহর পথে সাহায্যকারী। তারপর বনী ইসরাঈলের একদল ঈমান আনলো এবং একদল কুফরী করলো। তখন যারা ঈমান এনেছিলো, তাদের শত্রুদের মুকাবিলায় তাদেরকে আমরা শক্তিশালী করলাম, ফলে তারা বিজয়ী হলো।



ব্যাখ্যা:

এটি হলো সবচেয়ে বড় দয়ালু আল্লাহর পক্ষ থেকে তার বান্দাদের জন্য সবচেয়ে বড় ব্যবসা, শ্রেষ্ঠ কাম্য ও আকাঙ্খিত বিষয় সম্পর্কে অসিয়ত এবং দিক নির্দেশনা, যার দ্বারা যন্ত্রণাদায়ক আযাব থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে এবং স্থায়ী নিয়ামত পেয়ে সফলতা লাভ করা যাবে। এখানে ব্যবসার সামগ্রী দিয়ে বর্ণনা করাটি প্রমাণ করে, এটি এমন একটি বিষয় যাতে প্রত্যেক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিই এতে আগ্রহ হবে এবং প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তিই এর দিকে ধাবিত হবে। এখানে যেন বলা হচ্ছে যে, এটি (আযাব থেকে মুক্তি দান ও জান্নাত লাভ) যার মূল্য সেই ব্যবসাটা কী?

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ﴾ তোমরা আল্লাহ ও তার রসূলের ওপর ঈমান আনবে: এটি সুবিদিত যে, পরিপূর্ণ ঈমান হলো, আল্লাহ তা'আলা যাতে বিশ্বাস করতে বলেছেন তাতে সুদৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা এবং এর সাথে আবশ্যক হলো, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে আমল করা। আর অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আমলসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলো, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। এজন্য তিনি বলেন, ﴿وَتُجَٰهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمۡوَٰلِكُمۡ

﴿وَأَنفُسِكُمۡۚ﴾ আর তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে: অর্থাৎ ইসলামের শত্রুদের মোকাবেলাতে এবং আল্লাহর দীনকে সাহায্য করা ও তার কালিমাকে উঁচু করার উদ্দেশ্যে তোমরা তোমাদের জান প্রাণ ব্যয় করবে, সাথে সাথে এই উদ্দেশ্যে যতটুকু সম্ভব তোমরা তোমাদের সম্পদ খরচ করবে। যদিও এই কাজটা অন্তরের নিকটে অপছন্দনীয় এবং কঠিন, তবুও এটাই ﴿خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ﴾ তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা জানতে: কেননা এতে শত্রুদের ওপরে সাহায্য লাভ করা, লাঞ্ছনার বিপরীতে সম্মান পাওয়া, প্রশস্ত রিযিক লাভ করা এবং বক্ষ প্রশস্ত ও আনন্দিত হওয়াসহ আরো দুনিয়াবী কল্যাণ রয়েছে। এছাড়াও আল্লাহর প্রতিদান পাওয়া এবং তার আযাব থেকে মুক্তি লাভ করার মাধ্যমে আখিরাতেও সফলতা রয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿يَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡ﴾ তিনি তোমাদের পাপরাশিকে ক্ষমা করে দেবেন: সগীরা ও কবীরা উভয় প্রকার গুনাহই এর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহর ওপর ঈমান আনা এবং তার রাস্তাতে জিহাদ করা পাপসমূহকে মোচনকারী, যদিও তা কবীরা গুনাহ হয়।

﴿وَيُدۡخِلۡكُمۡ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ﴾ আর তোমাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যার নিম্নদেশে নদীমালা প্রবাহিত: অর্থাৎ সেই জান্নাতের বাসস্থান, প্রাসাদ, অট্টালিকা এবং গাছপালার নিচ দিয়ে নহরসমুহ প্রবাহিত।

﴿فِيهَآ أَنۡهَٰرٞ مِّن مَّآءٍ غَيۡرِ ءَاسِنٖ وَأَنۡهَٰرٞ مِّن لَّبَنٖ لَّمۡ يَتَغَيَّرۡ طَعۡمُهُۥ وَأَنۡهَٰرٞ مِّنۡ خَمۡرٖ لَّذَّةٖ لِّلشَّٰرِبِينَ وَأَنۡهَٰرٞ مِّنۡ عَسَلٖ مُّصَفّٗىۖ وَلَهُمۡ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ وَمَغۡفِرَةٞ مِّن رَّبِّهِمۡۖ﴾

তাতে আছে নির্মল পানির নহরসমূহ, আছে দুধের নহরসমূহ যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, আছে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু শরাব বা মদের নহরসমূহ, আছে পরিশোধিত মধুর নহরসমূহ এবং সেখানে তাদের জন্য থাকবে প্রত্যেক প্রকারের ফলমূল, আর থাকবে তাদের রবের পক্ষ থেকে ক্ষমা (সূরা মুহাম্মাদ: ১৫)।

﴿وَمَسَٰكِنَ طَيِّبَةٗ فِي جَنَّٰتِ عَدۡنٖۚ﴾ আর তাদেরকে (প্রবেশ করাবেন) স্থায়ী জান্নাতের উত্তম বাসগৃহে: যেখানে উঁচু ও উন্নত হওয়া, সুন্দর নির্মাণ ও তা সজ্জিত হওয়াসহ সর্ব ধরনের উৎকৃষ্ট জিনিস একত্রিত হয়েছে। এমনকি অবশ্যই জান্নাতবাসীরা তাদের ওপরের বালাখানার বাসিন্দাদের এমনভাবে দেখতে পাবে, যেমন তারা আকাশের পূর্ব অথবা পশ্চিম দিকে উজ্জ্বল দীপ্তিমান নক্ষত্র দেখতে পায় (সহীহ বুখারী, হা/৩২৫৬, সহীহ মুসলিম, হা/২৮৩১)।

এমনকি জান্নাতের প্রাসাদগুলোর কিছু অংশ স্বর্ণে আর কিছু অংশ রৌপ্যের তৈরি এবং তার তাবুগুলো মণিমুক্তা দিয়ে তৈরি। আর কিছু গৃহ সর্বোত্তম রঙের মনি মুক্তা দিয়ে তৈরি। সেগুলো এতোই স্বচ্ছ যে, তার ভিতর থেকে বাহির দেখা যায় এবং বাহির থেকে ভিতর দেখা যায় (মুসনাদে আহমাদ, হা/৬৬১৫)।

তাতে এতো উৎকৃষ্ট ও উত্তম জিনিস আছে, কোন ব্যক্তি যার বর্ণনা দিতে সক্ষম নয় এবং বিশ্বজগতের কোন ব্যক্তির অন্তর তার কল্পনাও করতে পারে না। সেগুলো না দেখা পর্যন্ত উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। জান্নাতীরা সেগুলোর সৌন্দর্যতা উপভোগ করবে এবং এর দ্বার তাদের চক্ষু শীতল হবে। যদি আল্লাহ তা'আলা জান্নাতীদেরকে এমন পরিপূর্ণভাবে সৃষ্টি না করতেন যে, তারা আর কখনো মারা যাবে না, তাহলে এমন পরিস্থিতিতে, তারা আনন্দে মারা যেতো। মহাপবিত্র সেই সত্তা, সৃষ্টির কেউ যার যথাযথ প্রশংসা করতে সক্ষম নয়। বরং তিনি নিজেই যেমন প্রশংসা করেছেন তেমনই আর তার বান্দাগণ যে প্রশংসা করে তার চেয়ে তিনি উর্ধ্বে। বরকতময়, সম্মানিত ও সবচেয়ে সুন্দর সেই সত্তা, যিনি নিয়ামতপূর্ণ গৃহ (জান্নাত) তৈরি করেছেন এবং তাতে এমন সুন্দর ও মর্যাদাবান জিনিস তৈরি করেছেন যাতে সৃষ্টির বিবেক হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে এবং তাদের অন্তরসমূহকে আকৃষ্ট করে ফেলে।

তিনি মহান, যার রয়েছে পরিপূর্ণ হিকমত, যার অন্তর্ভুক্ত হলো, আল্লাহ তা'আলা যদি তার বান্দাদেরকে জান্নাত দেখাতেন এবং তারা যদি এর নিয়ামতসমূহ দেখতো, তাহলে কেউই পিছনে পড়ে থাকতো না এবং কষ্টের সাথে নিয়ামত ও দুঃখের সাথে আনন্দ জড়িত এই দুঃখ কষ্টের জগতে (দুনিয়াতে) তাদের জীবন সুখের ও স্বচ্ছন্দের হতো না।

জান্নাতকে জান্নাতে আদন বা স্থায়ী জান্নাত বলা হয়। কারণ জান্নাতের অধিবাসীরা সেখানে স্থায়ী, তারা কখনোই সেখান থেকে বের হবে না এবং সেখান থেকে অন্য কোথাও পরিবর্তন করা হবে না। এই বিপুল সওয়াব, উত্তম প্রতিদান এবং বিরাট সফলতা, যার চেয়ে বড় সফলতা আর নেই, এগুলো হলো আখিরাতের প্রতিদান।

আর এই ব্যবসার দুনিয়াতে প্রতিদান উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَأُخۡرَىٰ تُحِبُّونَهَاۖ﴾ আর (তিনি দান করবেন) আরও একটি অনুগ্রহ: অর্থাৎ আরো একটি জিনিস তোমরা পাবে যেটি তোমরা পছন্দ কর, ﴿نَصۡرٞ مِّنَ ٱللَّهِ﴾ আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য: শত্রুদের বিরুদ্ধে আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য সাহায্য, যার ফলে তোমরা সম্মানিত ও আনন্দিত হবে।

﴿وَفَتۡحٞ قَرِيبٞۗ﴾ ও আসন্ন বিজয়: যার ফলে ইসলামের পরিধি বিস্তৃত হবে এবং রিযিকও প্রশস্ত হবে। এটি হলো মুজাহিদ মুমিনদের প্রতিদান। কিন্তু মুজাহিদ ছাড়াও অন্যান্য

মুমিনগণ, যদি অন্যরা জিহাদের দায়িত্ব পালন করে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তার দয়া ও অনুগ্রহ থেকে তাদেরকেও নিরাশ করবেন না।

বরং তিনি বলেন, ﴿وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ আর আপনি মুমিনদেরকে সুসংবাদ দিন: শীঘ্র ও বিলম্বে প্রতিদানের সুসংবাদ দিন। প্রত্যেকেই তার ঈমান অনুযায়ী প্রতিদান পাবে, যদিও আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী মুজাহিদদের পর্যায়ে নাও পৌঁছে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের জন্য আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে একশ'টি মর্যাদার স্তর প্রস্তুত রেখেছেন। দু'টি স্তরের ব্যবধান আসমান ও জমিনের দূরত্বের মতো (সহীহ বুখারী, হা/২৭৯০, মুসনাদে আহমাদ, হা/৮৪১৯)।

আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আবূ সাঈদ! যে ব্যক্তি আল্লাহকে রব হিসেবে, ইসলামকে দীন হিসেবে এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী হিসেবে গ্রহণ করে সন্তুষ্ট, তার জন্যে জান্নাত অবধারিত হয়ে গেলো। আবূ সাঈদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাতে অবাক হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমার জন্য কথাটি আবার বলুন। তিনি তাই করলেন। তারপর তিনি বললেন, আর একটি আমল এমন রয়েছে, যার দ্বারা বান্দা জান্নাতে এমন একশটি মর্যাদার স্তর লাভ করবে যার দুটো স্তরের মধ্যে ব্যবধান হবে আসমান ও জমিনের ব্যবধান তুল্য। তখন তিনি বললেন, ঐ আমলটি কী, হে আল্লাহর রসূল? তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদ, আল্লাহর পথে জিহাদ (সহীহ মুসলিম, হা/১৮৮৪, নাসাঈ, হা/৩১৩১)।

তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُوٓاْ أَنصَارَ ٱللَّهِ﴾ হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর সাহায্যকারী হও: অর্থাৎ কথা ও কাজের মাধ্যমে সাহায্যকারী হও। আর সেটি হবে আল্লাহর দীন পালন করা, অন্যের ওপর তা প্রতিষ্ঠা করার আকাঙ্খা রাখা, যারা এর অবাধ্য ও বিরোধিতা করে তাদের সাথে জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করা, জ্ঞান থাকার দাবি করে যে ব্যক্তি হককে প্রত্যাখ্যান করে এবং বাতিলকে সাহায্য করে তার দলীলগুলোকে খণ্ডন করা, তার বিপক্ষে দলীল-প্রমাণ কায়েম করা এবং তার থেকে মানুষকে সতর্ক করার মাধ্যমে।

আল্লাহর দীনকে সাহায্য করার অন্তর্ভুক্ত হলো: আল্লাহর কিতাব ও তার রসূলের সুন্নাত শিক্ষা করা, তার প্রতি মানুষকে উৎসাহিত করা, সৎ কাজের আদেশ দেয়া এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা।

তারপর পূর্ববর্তী সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের অনুসরণ করার প্রতি আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে উৎসাহিত করে বলেন, ﴿كَمَا قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّـۧنَ مَنْ أَنصَارِىٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ﴾ যেমন মার্ইয়াম-পুত্র ঈসা হাওয়ারীগণকে বলেছিলেন, আল্লাহর পথে কারা আমার

সাহায্যকারী হবে: অর্থাৎ তাদেরকে সতর্ক করে বলেছিলেন যে, কে আমাকে সাহায্য করবে? আর আল্লাহর দীনের জন্য আমার সহযোগিতায় কে আমার পাশে দাঁড়াবে এবং আমি যে পথ অবলম্বন করি সেও সেই পথই অবলম্বন করবে? তখন হাওয়ারীগণ ছুটে আসলেন এবং বললেন, ﴿نَحۡنُ أَنصَارُ ٱللَّهِۖ﴾ আমরাই আল্লাহর পথে সাহায্যকারী: তখন ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর আদেশের ওপরই অটল থাকলেন এবং তিনি এবং তার সাথী হাওয়ারীগণ আল্লাহর দীনের সাহায্য করলেন।

﴿فَـَٔامَنَت طَّآئِفَةٞ مِّنۢ بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ﴾ তারপর বনী ইসরাঈলের একদল ঈমান আনলো: অর্থাৎ ঈসা আলাইহিস সালাম ও হাওয়ারীগণের দাওয়াতের কারণে।

﴿وَكَفَرَت طَّآئِفَةٞۖ﴾ আর একদল কুফরী করলো: অর্থাৎ তাদেরই একদল কুফরী করলো। তারা ঈসা ও হাওয়ারীগণের দাওয়াতের সামনে আত্মসমর্পণ করেনি। তাই মুমিনগণ কাফিরদের সাথে লড়াই করলো।

﴿فَأَيَّدۡنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَىٰ عَدُوِّهِمۡ﴾ তখন যারা ঈমান এনেছিলো, তাদের শত্রুদের মুকাবিলায় তাদেরকে আমরা শক্তিশালী করলাম: তাদেরকে শক্তিশালী করলাম এবং তাদেরকে শত্রুদের বিরুদ্ধে সাহায্য করলাম।

﴿فَأَصۡبَحُواْ ظَٰهِرِينَ﴾ ফলে তারা বিজয়ী হলো: অর্থাৎ শত্রুদের ওপর বিজয়ী হলো। হে উম্মাতে মুহাম্মাদ! তোমরাও আল্লাহর সাহায্যকারী এবং তার দীনের দিকে আহ্বানকারী হও, তাহলে আল্লাহ তা'আলা যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সাহায্য করেছেন সেভাবে তোমাদেরকেও সাহায্য করবেন এবং তোমাদের শত্রুদের ওপর তোমাদেরকে বিজয়ী করবেন।

٦٢. سورة الجمعة وَهِيَ مَدَنِيَّةٌ.

৬২. সূরা আল জুমু'আ (মাদানী, আয়াত ১১)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

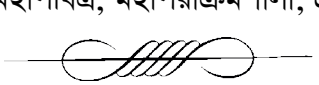
পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।



﴿يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِ ٱلۡمَلِكِ ٱلۡقُدُّوسِ ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡحَكِيمِ ١﴾



৬২:১- আসমানসমূহে এবং জমিনে যা আছে সবই আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, যিনি অধিপতি, মহাপবিত্র, মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।



ব্যাখ্যা:

আসমানসমূহ ও জমিনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ তা'আলার পবিত্র ঘোষণা করে, তার আদেশের সামনে নত হয় এবং তারই ইবাদত করে। কেননা তিনিই হলেন শ্রেষ্ঠ মালিক যার রয়েছে উর্ধজগত ও নিম্নজগতের রাজত্ব। সকল কিছু তারই রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত এবং তারই পরিচালনার অধীন।

﴿ٱلۡقُدُّوسِ﴾ মহাপবিত্র: সম্মানিত, সকল দোষত্রুটি থেকে পবিত্র।

﴿ٱلۡعَزِيزِ﴾ মহাপরাক্রমশালী: সকল কিছুর ওপর বিজয়ী।

﴿ٱلۡحَكِيمِ﴾ প্রজ্ঞাময়: অর্থাৎ তিনি তার আদেশ ও সৃষ্টিতে প্রজ্ঞাময়।

এই মহান গুণাবলিগুলো একমাত্র আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের দিকেই আহ্বান করে, যিনি একক ও যার কোন শরীক নেই। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন,



﴿هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلۡأُمِّيِّـۧنَ رَسُولٗا مِّنۡهُمۡ يَتۡلُواْ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمۡ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبۡلُ لَفِي ضَلَٰلٖ مُّبِينٖ ٢ وَءَاخَرِينَ مِنۡهُمۡ لَمَّا يَلۡحَقُواْ

بِهِمۡۚ وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ ۝٣ ذَٰلِكَ فَضۡلُ ٱللَّهِ يُؤۡتِيهِ مَن يَشَآءُۚ وَٱللَّهُ ذُو ٱلۡفَضۡلِ ٱلۡعَظِيمِ ۝٤

৬২:২- তিনিই নিরক্ষরদের মাঝে তাদেরই মধ্য থেকে একজন রসূল পাঠিয়েছেন, যিনি তাদের কাছে তার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করেন, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন, যদিও ইতোপূর্বে তারা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে ছিলো।

৬২:৩- আর তাদের মধ্য হতে অন্যান্যদের জন্যও (রসূলকে পাঠানো হয়েছে), যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হয়নি। আর আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

৬২:৪- এটা আল্লাহরই অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছে তিনি এটা দান করেন। আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহের অধিকারী।

ব্যাখ্যা:

উম্মী বা নিরক্ষর দিয়ে উদ্দেশ্য হলো, আরবরাসহ অন্য যারা আহলে কিতাবদের অন্তর্ভুক্ত নয়, যাদের কাছে কোন কিতাব নেই এবং কোন রিসালাতও আসেনি। আল্লাহ তা'আলা তাদের ওপরে বিরাট অনুগ্রহ করলেন, যা অন্যদের ওপর তার অনুগ্রহের চেয়ে অনেক বিরাট। কেননা তারা জ্ঞান ও কল্যাণ থেকে বঞ্চিত ছিলো। আর তারা সুস্পষ্ট গোমরাহীতে ছিলো, গাছ পালা, প্রতিমা ও পাথরের ইবাদত করতো, ক্ষতিকর হিংস্র প্রাণীর চরিত্র গ্রহণ করেছিলো, তাদের শক্তিশালীরা দুর্বলদেরকে ভক্ষণ করতো, নবীগণের জ্ঞান থেকে তারা একেবারেই মুর্খ ছিলো। আল্লাহ তা'আলা তাদের মাঝে তাদেরই মধ্য থেকে একজন রসূল প্রেরণ করলেন। তারা তার বংশ পরিচয়, সুন্দর গুণাবলি এবং সততা সম্পর্কে ভালোভাবেই জানতো। আর আল্লাহ তা'আলা সেই রসূলের ওপর কিতাব নাযিল করলেন, ﴿يَتۡلُواْ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتِهِۦ﴾ যিনি তাদের কাছে তিলাওয়াত করেন তার আয়াতসমূহ: অকাট্য আয়াতসমূহ যা ঈমান ও দৃঢ় বিশ্বাস করাকে আবশ্যক করে।

﴿وَيُزَكِّيهِمۡ﴾ তাদেরকে পবিত্র করেন: তাদেরকে উত্তম চরিত্রের দিকে উৎসাহিত করে, তা তাদের সামনে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে এবং মন্দ চরিত্র থেকে সতর্ক করার মাধ্যমে তাদেরকে পবিত্র করেন।

﴿وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ﴾ আর তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন: অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহর ইলম শিক্ষা দেন, যাতে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী জ্ঞানসমূহ অন্তর্ভুক্ত

হয়েছে। এই রসূলের শিক্ষাদান ও পবিত্রকরণের পরে তারা হলেন সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী মানুষ। বরং তারা আলেমগণের ইমামে পরিণত হলেন, শ্রেষ্ঠ চরিত্রের অধিকারী হলেন এবং সর্বোত্তম হিদায়াতপ্রাপ্ত হলেন। নিজেরাও হিদায়াতের পথে পরিচালিত হয়েছেন এবং অন্যদেরকেও তারা সেই পথে পরিচালিত করেছেন। ফলে তারা হিদায়াতপ্রাপ্তদের ইমাম এবং মুমিনদের হিদায়াতকারীতে পরিণত হলেন। এই রসূলকে তাদের কাছে পাঠানো হলো যা তাদের ওপর আল্লাহ তা'আলা শ্রেষ্ঠ নিয়ামত এবং সবচেয়ে বড় অনুগ্রহ।

আল্লাহ তা'আলার বাণী, ﴿وَءَاخَرِينَ مِنۡهُمۡ لَمَّا يَلۡحَقُواْ بِهِمۡۚ﴾ আর তাদের মধ্য হতে অন্যান্যদের জন্যও (রসূলকে পাঠানো হয়েছে), যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হয়নি: তাদের মধ্য হতে অন্যদের ওপরও আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন। অর্থাৎ নিরক্ষররা ছাড়া তাদের পরবর্তীদের ওপরও এবং আহলে কিতাবের মধ্যে থেকেও, যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হয়নি অর্থাৎ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সরাসরি দওয়াত পায়নি। মিলিত হওয়ার একটি অর্থ হতে পারে যে, মর্যাদার দিক দিয়ে যারা তাদের (সাহাবীগণের) সাথে মিলিত হয়নি। আবার এর আরেকটি অর্থ হতে পারে যে, সময়ের দিক দিয়ে যারা তাদের সাথে মিলিত হয়নি। যাহোক, এই দু'টি অর্থই সহীহ। আল্লাহ তা'আলা যাদের মধ্যে তার রসূলকে পাঠিয়েছেন, তারা তাকে দেখেছে এবং সরাসরি তার দাওয়াত পেয়েছে। ফলে তাদের এমন বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা অর্জিত হয়েছে যেখানে অন্য কারো পক্ষে তাদের সাথে মিলিত হওয়া সম্ভব নয়। এটি আল্লাহ তা'আলার ক্ষমতা ও হিকমতের অন্তর্ভুক্ত, যেখানে এমনি এমনি ছেড়ে দেননি। বরং তাদের কাছে রসূল প্রেরণ করেছেন, তাদের আদেশ ও নিষেধ করেছেন। আর এটি আল্লাহর বিরাট অনুগ্রহের অন্তর্ভুক্ত, যা তিনি তার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তা দান করেন। আর এটি শরীর সুস্থ প্রশস্ত রিযিক থাকাসহ দুনিয়ার আরো অন্যান্য নিয়ামতের চেয়ে উত্তম। দীনের নিয়ামতের চেয়ে বড় কোন নিয়ামত নেই, যেটি হলো সৌভাগ্য ও স্থায়ী সফলতার মূল। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِّلُواْ ٱلتَّوۡرَىٰةَ ثُمَّ لَمۡ يَحۡمِلُوهَا كَمَثَلِ ٱلۡحِمَارِ يَحۡمِلُ أَسۡفَارَۢاۚ بِئۡسَ مَثَلُ ٱلۡقَوۡمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِۚ وَٱللَّهُ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ٥ قُلۡ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ هَادُوٓاْ إِن زَعَمۡتُمۡ أَنَّكُمۡ أَوۡلِيَآءُ لِلَّهِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُاْ ٱلۡمَوۡتَ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ ٦ وَلَا يَتَمَنَّوۡنَهُۥٓ أَبَدَۢا بِمَا قَدَّمَتۡ أَيۡدِيهِمۡۗ وَٱللَّهُ عَلِيمُۢ بِٱلظَّٰلِمِينَ ٧ قُلۡ إِنَّ ٱلۡمَوۡتَ

ٱلَّذِى تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُۥ مُلَٰقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَٰلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾



৬২:৫- যাদেরকে তাওরাতের দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়েছিলো, কিন্তু তারা তা বহন করেনি, তাদের দৃষ্টান্ত হলো গাধার মত! যে কিতাবের বোঝা বহন করে। কত নিকৃষ্ট সে সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত যারা আল্লাহর আয়াতসমূহে মিথ্যারোপ করে! আর আল্লাহ জালিম সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।

৬২:৬- বলুন, হে ইয়াহুদীরা! যদি তোমরা মনে কর যে, অন্য লোকেরা নয়, বরং কেবল তোমরাই আল্লাহর বন্ধু, তবে তোমরা মৃত্যু কামনা করো যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

৬২:৭- কিন্তু তারা তাদের হাত যা আগে পাঠিয়েছে তার কারণে কখনো মৃত্যু কামনা করবে না। আর আল্লাহ জালিমদের সম্পর্কে সম্যক অবগত।

৬২:৮- বলুন, তোমরা যে মৃত্যু হতে পলায়ন কর সে মৃত্যু তোমাদের সাথে অবশ্যই সাক্ষাত করবে। তারপর অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা আল্লাহর কাছেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে। অতঃপর তোমরা যা আমল করতে সে সম্পর্কে তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন।



ব্যাখ্যা:

আল্লাহ তা'আলা এই উম্মতের ওপর তার অনুগ্রহের কথা বর্ণনা করলেন যাদের কাছে তিনি নিরক্ষর নবীকে পাঠিয়েছেন এবং বিশেষভাবে শুধু তাদেরকেই অনেক ফযীলত ও বৈশিষ্ট্য দান করেছেন যাতে তাদের কাছে কেউ পৌঁছতে পারবে না অথচ তারা নিরক্ষর জাতি যারা পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদেরকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। এমনকি আহলে কিতাবদেরকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে, যারা দাবি করতো যে, তারাই আল্লাহওয়ালা আলেম ও অগ্রগামী জ্ঞানী মানুষজন। এজন্য আল্লাহ তা'আলা এখানে বর্ণনা করছেন যে, ইয়াহূদীদের মধ্যে যাদেরকে তিনি তাওরাতের দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন, অনুরূপভাবে খ্রিষ্টানদেরকেও, আর সেই কিতাব শিক্ষা করতে এবং তাতে যা আছে তা অন্যদেরকে শিক্ষা দিতে তাদেরকে আদেশ করেছিলেন, কিন্তু তারা তা বহন করেনি এবং সেই দায়িত্বও পালন করেনি। সেই সকল মানুষদের কোন ফযীলত নেই। আর তাদের দৃষ্টান্ত হলো গাধার মতো, যে তার পিঠের ওপর জ্ঞানগর্ভ অনেক কিতাবের বোঝা বহন করে। পিঠের ওপরে এই কিতাবগুলো কি সেই গাধার কোন উপকারে আসে এবং এই কারণে তার কি কোন ফযীলত অর্জিত হয়? নাকি তার ভাগ্যে শুধু বহন করাই জুটে? এটি হলো ইয়াহূদী আলেমদের দৃষ্টান্ত, যারা

তাওরাতে যা আছে সেই অনুযায়ী আমল করে না, যার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ও মহান বিষয় হলো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করা, তার সুসংবাদ দেওয়া এবং তিনি কুরআনসহ যা নিয়ে এসেছেন তার ওপর ঈমান আনা। যে ব্যক্তির এমন বৈশিষ্ট্য, তাওরাতের জ্ঞান কি ব্যর্থতা, ক্ষতি এবং তার বিরুদ্ধে দলীল কায়েম ছাড়া তার কোন উপকারে আসে? এই দৃষ্টান্ত তাদের অবস্থার সাথে একেবারে সঙ্গতিপূর্ণ।

কত নিকৃষ্ট সে সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত যারা আল্লাহর আয়াতসমূহে মিথ্যারোপ করে, যেই আয়াতসমূহ তার রসূলের সত্যতা এবং তিনি যা নিয়ে এসেছেন তার সত্যতা প্রমাণ করে।

﴿وَٱللَّهُ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّٰلِمِينَ﴾ আর আল্লাহ জালিম সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না: অর্থাৎ তাদের কল্যাণের দিকে পথ প্রদর্শন করে না, যতক্ষণ জুলুম ও অবাধ্যতা তাদের বৈশিষ্ট্য থাকে। ইয়াহূদীদের জুলুম ও অবাধ্যতার অন্তর্ভুক্ত হলো, তারা বাতিলের ওপর আছে এটি জেনেও তারা দাবি করে যে, তারাই হকের ওপরে আছে এবং তারাই আল্লাহ তা'আলার বন্ধু, অন্য মানুষজন নয়। এজন্য আল্লাহ তা'আলা তার রসূলকে আদেশ করছে যে, তিনি যেন তাদেরকে বলেন, যদি তোমরা তোমাদের দাবি সত্যবাদী হও যে, তোমরাই হকের ওপরে আছো, তাহলে ﴿فَتَمَنَّوُاْ ٱلۡمَوۡتَ﴾ তোমরা মৃত্যু কামনা করো: আর এটি খুবই হালকা ব্যাপার। যদি তারা জানতো যে, তারাই হকের ওপরে আছে, তারা কখনোই এই চ্যালেঞ্জ থেকে পিছপা হতো না, যেখানে আল্লাহ তা'আলা তাদের মৃত্যু কামনা করাই তাদের সত্যতার দলীল এবং মৃত্যু কামনা না করাই তাদের মিথ্যাবাদীতার দলীল বানিয়েছেন। তাদের কাছে এটি ঘোষণা করার পরেও যখন তারা মৃত্যু কামনা করেনি, সুতরাং এটি জানা যায় যে, তারা যেই আদর্শের ওপর আছে সেটি বাতিল হওয়াতে তারা নিজেরাই অবগত।

এজন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَلَا يَتَمَنَّوۡنَهُۥٓ أَبَدَۢا بِمَا قَدَّمَتۡ أَيۡدِيهِمۡۚ﴾ কিন্তু তারা তাদের হাত যা আগে পাঠিয়েছে তার কারণে কখনো মৃত্যু কামনা করবে না: অর্থাৎ যে পাপাচার ও অবাধ্যতা আগে পাঠিয়েছে, সেই কারণে তারা মৃত্যুকে অপছন্দ করে।

﴿وَٱللَّهُ عَلِيمُۢ بِٱلظَّٰلِمِينَ﴾ আর আল্লাহ জালিমদের সম্পর্কে সম্যক অবগত: তাদের জুলুমের কোন কিছুই আল্লাহ কাছে গোপন রাখা সম্ভব নয়। তাদের হাত যা আগে পাঠিয়েছে সে কারণে তারা যদি মৃত্যু কামনা নাও করে এবং মৃত্যু থেকে পলায়ন করে, তবু এটি তাদেরকে মৃত্যু থেকে মুক্তি দিতে পারবে না। বরং মৃত্যুর সাথে অবশ্যই তাদের সাক্ষাত হবে, আল্লাহ তা'আলা যেই মৃত্যু তার বান্দাদের জন্য বাধ্যতামূলক করেছেন এবং তাদের জন্য তা লিখে রেখেছেন।

তারপর মৃত্যু ও নির্ধারিত এই সময় পূর্ণ হওয়ার পরে সকল সৃষ্টিকে কিয়ামতের দিন অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা আল্লাহর কাছেই ফিরিয়ে নেয়া হবে। অতঃপর তারা ভালো খারাপ,

কম বেশি যা আমল করতো সে সম্পর্কে তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন,



﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٩ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَٱبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرٗا لَّعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٠ وَإِذَا رَأَوۡاْ تِجَٰرَةً أَوۡ لَهۡوًا ٱنفَضُّوٓاْ إِلَيۡهَا وَتَرَكُوكَ قَآئِمٗاۚ قُلۡ مَا عِندَ ٱللَّهِ خَيۡرٞ مِّنَ ٱللَّهۡوِ وَمِنَ ٱلتِّجَٰرَةِۚ وَٱللَّهُ خَيۡرُ ٱلرَّٰزِقِينَ ١١﴾



৬২:৯- হে ঈমানদারগণ! জুমুআর দিনে যখন সালাতের জন্য আহ্বান করা হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণের দিকে ধাবিত হও এবং কেনা-বেচা ত্যাগ করো। এটাই তোমাদের জন্য সর্বোত্তম, যদি তোমরা জানতে।

৬২:১০- অতঃপর সালাত শেষ হলে তোমরা জমিনে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করো ও আল্লাহকে খুব বেশি স্মরণ করো, যাতে তোমরা সফলকাম হও।

৬২:১১- আর যখন তারা ব্যবসা অথবা ক্রীড়া-কৌতুক দেখে, তখন তারা আপনাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে সেদিকে ছুটে যায়। বলুন, আল্লাহর কাছে যা আছে তা খেল-তামাশা ও ব্যবসার চেয়ে উৎকৃষ্ট। আর আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ রিযিকদাতা।



ব্যাখ্যা:

যখন জুমআর সালাতের জন্য আহ্বান করা হয়, তখন সেই সালাতে হাযির হওয়াতে দ্রুত বা তাৎক্ষণিক ধাবিত হওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা তার মুমিন বান্দাদেরকে আদেশ করেছেন। এখানে سعى বা ধাবিত হওয়া দিয়ে উদ্দেশ্য হলো, দ্রুত বা তাৎক্ষণিক যাওয়া, সেই সালাতের গুরুত্ব দেওয়া এবং সেটিকে সবচেয়ে গুরুত্ব কাজ বানানো, এর অর্থ দৌঁড়ানো নয়, কেননা সালাতে আসার সময় দৌঁড়ে আসা থেকে নিষেধ করা হয়েছে (সহীহ মুসলিম, হা/৬০২, আবূ দাউদ, হা/৫৭২, ইবনু মাজাহ, হা/৭৭৫, নাসাঈ, হা/৮৬১)।

আল্লাহ তা'আলার বাণী, ﴿وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ﴾ আর কেনা বেচা ত্যাগ করো: সালাতের জন্য আহ্বান করা হলে বেচা কেনা পরিহার করো এবং সালাতের দিকে যাও।

﴿ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ﴾ এটাই তোমাদের জন্য সর্বোত্তম: অর্থাৎ কেনাবেচা নিয়ে ব্যস্ত থেকে ফরয সালাত ছুটে যাওয়ার চাইতে, যে সালাত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও তাগীদপ্রাপ্ত ফরয।

﴿إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ﴾ যদি তোমরা জানতে: যে আল্লাহর কাছে যা রয়েছে সেটি অনেক উত্তম ও স্থায়ী। আর যে ব্যক্তি দীনের ওপরে দুনিয়াকে প্রাধান্য দিবে, সে ব্যক্তি প্রকৃত অর্থে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, যদিও সে লাভবান হওয়ার ধারণা করুক। কেনা বেচা পরিত্যাগের আদেশটি শুধু সালাতের সময়ের সাথে নির্দিষ্ট।

﴿فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ﴾ অতঃপর সালাত শেষ হলে তোমরা জমিনে ছড়িয়ে পড়ো: ব্যবসা ও উপার্জনের জন্য। যেহেতু ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ে ব্যস্ত থাকাতে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল থাকার সম্ভাবনা রয়েছে, তাই আল্লাহ তা'আলা খুব বেশি তাকে স্মরণ করার আদেশ করছেন। তিনি বলেন, ﴿وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرٗا﴾ আর আল্লাহকে খুব বেশি স্মরণ করো: অর্থাৎ দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করো।

﴿لَّعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ﴾ যাতে তোমরা সফলকাম হও: কেননা আল্লাহকে খুব বেশি পরিমাণে স্মরণ করা হলো সফলতার সবচেয়ে বড় মাধ্যম।

﴿وَإِذَا رَأَوۡاْ تِجَٰرَةً أَوۡ لَهۡوًا ٱنفَضُّوٓاْ إِلَيۡهَا﴾ আর যখন তারা ব্যবসা অথবা ক্রীড়া-কৌতুক দেখে, তখন তারা সেদিকে ছুটে যায়: অর্থাৎ তারা সেই ক্রীড়া কৌতুক ও ব্যবসার আকাঙ্খায় মাসজিদ থেকে বেরিয়ে যায় এবং উৎকৃষ্ট জিনিসকে পরিত্যাগ করে।

﴿وَتَرَكُوكَ قَآئِمٗاۚ﴾ দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে তারা আপনাকে পরিত্যাগ করে: যখন আপনি দাঁড়িয়ে মানুষদের খুতবা দিচ্ছিলেন। সেটি হলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমুআর দিনে লোকদেরকে সামনে খুতবাহ দিচ্ছিলেন। এমন সময় পণ্য সামগ্রী নিয়ে এক কাফেলা মদীনাতে আগমন করে। মাসজিদে থাকাবস্থায় লোকজন যখন এটি শুনলো, তখন তাড়াহুড়া করে তারা মাসজিদ থেকে বেরিয়ে পড়লো এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খুতবা প্রদান অবস্থায় পরিত্যাগ করলো, অথচ তাড়াহুড়া করা তাদের উচিত ছিলো না।

﴿قُلۡ مَا عِندَ ٱللَّهِ﴾ বলুন, আল্লাহর কাছে যা আছে: যে ব্যক্তি উৎকৃষ্ট জিনিসের সঙ্গে থাকে এবং আল্লাহর ইবাদতে ধৈর্যধারন করে, তার জন্য আল্লাহর কাছে যে সওয়াব ও

প্রতিদান রয়েছে, ﴿ خَيۡرٞ مِّنَ ٱللَّهۡوِ وَمِنَ ٱلتِّجَٰرَةِۚ ﴾ তা খেল-তামাশা ও ব্যবসার চেয়ে উৎকৃষ্ট: সেই খেল তামাশা ও ব্যবসা কোন উদ্দেশ্য হাছিল হলেও, তা একেবারেই নগণ্য এবং তা আখিরাতের কল্যাণকে হাতছাড়া করে দেয়। পক্ষান্তরে আল্লাহর আনুগত্যে ধৈর্যধারণ করলে রিযিক হাতচাড়া হয় না। কেননা আল্লাহ তা'আলা শ্রেষ্ঠ রিযিকদাতা। যে ব্যক্তি আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করে, তাকে আল্লাহ তা'আলা এমন উৎস থেকে রিযিক দান করেন, যা সে ধারণাই করতে পারে না।

এই আয়াতগুলোতে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। সেগুলো হলো,

১. সকল মুমিনের ওপর জুমুআ ফরয। তাদের জন্য (সালাতের জন্য আহ্বান করা হলে) দ্রুত বা তাৎক্ষণিক ধাবিত হওয়া এবং সেই সালাতকে গুরুত্ব দেওয়া আবশ্যক।

২. জুমআর দিনে দু'টি খুতবাহ দেয়া ফরয, তাতে হাযির হওয়াও ফরয। কেননা আয়াতে বর্ণিত 'যিকির দিয়ে দুই খুতবা উদ্দেশ্য' এটিও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা সেদিকে দ্রুত যাওয়ার জন্য আদেশ করছেন।

৩. জুমআর দিনে আযান দেয়া শরীআতসম্মত। আর এতে আদেশ করা হয়েছে।

৪. জুমআর আযানের পরে কেনা বেচা করা নিষিদ্ধ ও হারাম। এটি এজন্যই যে, এই সময়ে বেচা কেনার ফলে ফরয কাজ হাতছাড়া হয় এবং এই বেচা কেনা ফরয কাজ থেকে বিরত রাখে। এটি প্রমাণ করে যে, প্রত্যেক যেই বিষয় মূলে মুবাহ বা বৈধ, কিন্তু সেটির ফলে ফরয কাজ হাতছাড়া হয়, তাহলে সেই অবস্থাতে সেই বৈধ কাজ জায়েয নয়।

৫. জুমআর দিনের দুই খুতবাহতেই উপস্থিত হওয়ার আদেশ করা হয়েছে এবং যারা উপস্থিত হয় না তাদের নিন্দা করা হয়েছে। এর অন্তর্ভুক্ত জরুরী একটি বিষয় হলো, এই দু'টি খুতবাই মনোযোগ সহকারে শুনতে হবে।

৬. খেল তামাশা, ব্যবসা বাণিজ্যের উপস্থিতিতে যখন সেদিকে অন্তরের ঝোক সৃষ্টি হয়, তখন বান্দার উচিত আল্লাহর ইবাদতের দিকে মনোযোগী হওয়া। আর আল্লাহর কাছে যে উৎকৃষ্ট জিনিস আছে এবং প্রবৃত্তির ওপর আল্লাহর সন্তুষ্টকে প্রাধান্যদানকারীর জন্য যে প্রতিদান আছে সেগুলো অন্তরকে স্মরণ করানো উচিত।

٦٣. سورة المنافقون وَهِيَ مَدَنِيَّةٌ.

৬৩. সূরা আল মুনাফিকূন (মাদানী, আয়াত ১১)।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।



﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَٰفِقُونَ قَالُوا۟ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ ۘ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُۥ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ لَكَٰذِبُونَ ﴿١﴾ ٱتَّخَذُوٓا۟ أَيْمَٰنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا۟ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٢﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا۟ ثُمَّ كَفَرُوا۟ فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٣﴾ * وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ۖ وَإِن يَقُولُوا۟ تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ۖ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ ۖ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ۚ هُمُ ٱلْعَدُوُّ فَٱحْذَرْهُمْ ۚ قَٰتَلَهُمُ ٱللَّهُ ۖ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ﴿٤﴾﴾

৬৩:১- যখন মুনাফিকরা আপনার কাছে আসে তখন তারা বলে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয় আপনি আল্লাহর রসূল। আর আল্লাহ জানেন যে, নিশ্চয় আপনি তাঁর রসূল এবং আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, অবশ্যই মুনাফিকরা মিথ্যাবাদী।

৬৩:২- তারা তাদের শপথগুলোকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে। অতঃপর তারা আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে বিরত রাখে। তারা যা করে, নিশ্চয় তা কতই না মন্দ!

৬৩:৩- এটা এজন্য যে, তারা ঈমান আনার পর কুফরী করেছে। ফলে তাদের হৃদয়ে মোহর করে দেয়া হয়েছে। তাই তারা বুঝতে পারছে না।

৬৩:৪- আর আপনি যখন তাদের দিকে তাকান তাদের দেহের আকৃতি আপনাকে মুগ্ধ করে এবং তারা যখন কথা বলে, আপনি আগ্রহের সাথে তাদের কথা শুনে থাকেন। তারা দেয়ালে ঠেকানো কাঠের খুঁটির মতই, তারা যে কোন আওয়াজকেই তাদের বিরুদ্ধে মনে করে। তারাই শত্রু, অতএব তাদের সম্পর্কে সতর্ক থাকুন। আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুন! তাদেরকে কোথায় ফিরানো হচ্ছে!



ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মদীনাতে আসার পরে যখন সেখানে মুসলিমদের সংখ্যা বাড়তে লাগলো এবং ইসলাম শক্তিশালী হতে লাগলো, তখন সেখানকার আওস ও খাযরাজ গোত্রের বেশ কিছু মানুষ বাইরে বাইরে ঈমান প্রকাশ করলো এবং ভেতরে কুফরী গোপন রাখলো, যাতে করে তাদের সম্মান অটুট থাকে এবং নিজেদের জান মাল নিরাপদ হয়। আল্লাহ তা'আলা তাদের বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করছেন যা দিয়ে তাদেরকে চেনা যাবে, যাতে করে আল্লাহর বান্দাগণ তাদের থেকে সতর্ক থাকতে পারে এবং তাদের সম্পর্কে দূরদৃষ্টি সম্পন্ন হতে পারে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَٰفِقُونَ قَالُوا۟﴾ যখন মুনাফিকরা আপনার কাছে আসে তখন তারা বলে: মিথ্যা বলে, ﴿نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ ۘ﴾ আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয় আপনি আল্লাহর রসূল: মুনাফিকদের এই সাক্ষ্যটি হলো মিথ্যা ও মুনাফিকীর সাক্ষ্য, অথচ রসূলের সহযোগিতায় তাদের এই সাক্ষ্যের কোন প্রয়োজন নেই।

﴿وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُۥ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ لَكَٰذِبُونَ﴾ আর নিশ্চয় আল্লাহ জানেন যে, নিশ্চয় আপনি তাঁর রসূল এবং আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, অবশ্যই মুনাফিকরা মিথ্যাবাদী: তাদের কথা ও দাবিতে তারা মিথ্যাবাদী। আর তাদের এই দাবির কোন বাস্তবতা নেই।

﴿ٱتَّخَذُوٓا۟ أَيْمَٰنَهُمْ جُنَّةً﴾ তারা তাদের শপথগুলোকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে: এমন ঢাল যা দিয়ে নিজেদেরকে নিফাকীর দিকে সম্পৃক্ত হওয়া থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করে। এর ফলে তারা নিজেদেরকে আল্লাহর পথ থেকে বাধা দেয় এবং তাদেরকেও যাদের কাছে এদের প্রকৃত অবস্থা স্পষ্ট হয়নি।

﴿إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ﴾ তারা যা করে, নিশ্চয় তা কতই না মন্দ: যেখানে তারা বাইরে বাইরে ঈমান প্রকাশ করে, কুফরী গোপন রাখে, এর ওপরে কসম করে এবং এতে তাদের সত্যতা বুঝানোর চেষ্টা করে।

﴿ذَٰلِكَ﴾ এটা এজন্য যে: যেটি তাদের সামনে নিফাককে সুসজ্জিত করেছে, এর কারণ হলো তারা ঈমানের ওপর দৃঢ় নয়।

বরং, ﴿بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا۟ ثُمَّ كَفَرُوا۟ فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ﴾ তারা ঈমান আনার পর কুফরী করেছে। ফলে তাদের হৃদয়ে মোহর করে দেয়া হয়েছে: ফলে তাদের অন্তরে কখনো কল্যাণ প্রবেশ করবে না।

﴿فَهُمۡ لَا يَفۡقَهُونَ﴾ তাই তারা বুঝতে পারছে না: অর্থাৎ যেগুলো তাদের জন্য উপকারী সেগুলো তারা বুঝতে পারছে না। আর যাতে তাদের অনেক কল্যাণ রয়েছে সেদিকে তারা মনযোগ দিচ্ছে না।

﴿وَإِذَا رَأَيۡتَهُمۡ تُعۡجِبُكَ أَجۡسَامُهُمۡۖ﴾ আর আপনি যখন তাদের দিকে তাকান তাদের দেহের আকৃতি আপনাকে মুগ্ধ করে: অর্থাৎ তাদের সজীবতা ও ঔজ্জ্বল্যতা আপনাকে মুগ্ধ করে।

﴿وَإِن يَقُولُواْ تَسۡمَعۡ لِقَوۡلِهِمۡۖ﴾ আর তারা যখন কথা বলে, আপনি আগ্রহের সাথে তাদের কথা শুনে থাকেন: তাদের সুন্দর কথা বার্তা শুনে আপনি আনন্দিত হন। তাদের দেহের আকৃতি ও কথা বার্তা মুগ্ধকর। কিন্তু তাদের ভিতরে উত্তম চরিত্র ও হিদায়াত বলতে কিছুই নেই। এজন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿كَأَنَّهُمۡ خُشُبٞ مُّسَنَّدَةٞۖ﴾ তারা দেয়ালে ঠেকানো কাঠের খুঁটির মতই: যাতে কোন উপকার নেই, বরং তাতে শুধুই ক্ষতি হবে।

﴿يَحۡسَبُونَ كُلَّ صَيۡحَةٍ عَلَيۡهِمۡۚ﴾ তারা যে কোন আওয়াজকেই তাদের বিরুদ্ধে মনে করে: এটি হয় তাদের কাপুরুষতা, ভয় ভীতি, দুর্বল ঈমান এবং তাদের অন্তরে থাকা সন্দেহের জন্য। এগুলো প্রকাশ হওয়াকে তারা খুবই ভয় পায়।

﴿هُمُ ٱلۡعَدُوُّ﴾ তারাই শত্রু: অর্থাৎ প্রকৃত অর্থে শত্রু। কেননা প্রকাশ্য শত্রু অনেক কম ক্ষতিকর সেই শত্রুর চেয়ে, যাকে চেনা যায় না, অথচ সে প্রতারণা ও ষড়যন্ত্র করে। সে বন্ধু হওয়ার দাবি করে, অথচ সে স্পষ্ট শত্রু। অতএব তাদের সম্পর্কে সতর্ক থাকুন।

﴿فَٱحۡذَرۡهُمۡۚ قَٰتَلَهُمُ ٱللَّهُۖ أَنَّىٰ يُؤۡفَكُونَ﴾ আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুন! তাদেরকে কোথায় ফিরানো হচ্ছে: দলীল প্রমাণ ও নিদর্শনসমূহ সুস্পষ্ট হওয়ার পরে কীভাবে তাদেরকে দীন ইসলাম থেকে কুফরীর দিকে ফিরানো হচ্ছে, যেই কুফরী তাকে এনে দিবে শুধুই ক্ষতি এবং দুঃখ কষ্ট। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمۡ تَعَالَوۡاْ يَسۡتَغۡفِرۡ لَكُمۡ رَسُولُ ٱللَّهِ لَوَّوۡاْ رُءُوسَهُمۡ وَرَأَيۡتَهُمۡ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسۡتَكۡبِرُونَ ٥ سَوَآءٌ عَلَيۡهِمۡ أَسۡتَغۡفَرۡتَ لَهُمۡ أَمۡ لَمۡ تَسۡتَغۡفِرۡ لَهُمۡ لَن يَغۡفِرَ ٱللَّهُ لَهُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡفَٰسِقِينَ ٦﴾

৬৩:৫- আর যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা এসো, আল্লাহর রসূল তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন, তখন তারা মাথা নেড়ে অস্বীকৃতি জানায়, আর আপনি তাদেরকে অহংকারবশত ফিরে যেতে দেখতে পাবেন।

৬৩:৬- আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন বা না করুন, উভয়ই তাদের জন্য সমান। আল্লাহ তাদেরকে কখনো ক্ষমা করবেন না। নিশ্চয় আল্লাহ ফাসিক সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।



ব্যাখ্যা:

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ﴾ আর যখন তাদেরকে বলা হয়: অর্থাৎ যখন এই মুনাফিকদেরকে বলা হয়, ﴿تَعَالَوْاْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ﴾ তোমরা এসো, আল্লাহর রসূল তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন: তোমাদের যে ভুল ভ্রান্তি হয়েছে সেজন্য রসূল ক্ষমা চাইবেন, যাতে তোমাদের অবস্থা সুন্দর হয় এবং তোমাদের আমলসমূহ কবুল হয়, তখন তারা এতে প্রচণ্ডভাবে অসম্মত হয়।

﴿لَوَّوْاْ رُءُوسَهُمْ﴾ তখন তারা মাথা নেড়ে অস্বীকৃতি জানায়: অর্থাৎ রসূলের নিকট থেকে দুআ চাওয়াতে তারা অসম্মত হয়ে মাথা নেড়ে অস্বীকৃতি জানায়।

﴿وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ﴾ আর আপনি তাদেরকে ফিরে যেতে দেখতে পাবেন: হককে ঘৃণা করে তারা হক থেকে ফিরে যায়।

﴿وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ﴾ অহংকারবশত: বাড়াবাড়ি ও অবাধ্যতাবশত তারা রসূলকে অনুসরণ থেকে অহংকার করে। যখনই রসূলের নিকট থেকে দুআ চাওয়ার জন্য তাদেরকে আহ্বান করা হয়, তখনই এটি হলো তাদের অবস্থা। এটি হলো রসূলের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও সম্মান, যেখানে সেই মুনাফিকরা রসূলের কাছে আসেনি, (যদি আসতো তাহলে) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জন্য ক্ষমা চাইতেন। কেননা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন আর নাই করেন দু'টিই সমান, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন না। এটি এজন্য যে, তারা ফাসিক সম্প্রদায়, যারা আল্লাহর আনুগত্য থেকে বেরিয়ে গেছে এবং ঈমানের ওপরে কুফরীকে প্রাধান্য দিয়েছে। একারণে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জন্য ক্ষমা চাইলে সেটিও তাদের কোন উপকারে আসবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ﴾

আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন অথবা না করুন (উভয়ই সমান)। আপনি সত্তর বার তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেও আল্লাহ তাদেরকে কখনই ক্ষমা করবেন না (সূরা আত তাওবা: ৮০)। নিশ্চয় আল্লাহ ফাসিক সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না: তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন,



﴿ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُواْ عَلَىٰ مَنۡ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّىٰ يَنفَضُّواْۗ وَلِلَّهِ خَزَآئِنُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَلَٰكِنَّ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ لَا يَفۡقَهُونَ ٧ يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعۡنَآ إِلَى ٱلۡمَدِينَةِ لَيُخۡرِجَنَّ ٱلۡأَعَزُّ مِنۡهَا ٱلۡأَذَلَّۚ وَلِلَّهِ ٱلۡعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِۦ وَلِلۡمُؤۡمِنِينَ وَلَٰكِنَّ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ لَا يَعۡلَمُونَ ٨﴾



৬৩:৭- তারাই বলে, তোমরা আল্লাহর রসূলের কাছে যারা আছে তাদের জন্য খরচ করো না যতক্ষণ না তারা সরে পড়ে। অথচ আসমানসমূহ ও জমিনের ধন-ভাণ্ডার তো আল্লাহরই, কিন্তু মুনাফিকরা তা বুঝে না।

৬৩:৮- তারা বলে, আমরা মদীনায় ফিরে আসলে সেখান থেকে শক্তিশালীরা অবশ্যই দুর্বলদেরকে বের করে দেবে। অথচ শক্তি-সম্মান তো আল্লাহর, আর তাঁর রসূল ও মুমিনদের। কিন্তু মুনাফিকরা এটা জানে না।

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলিমদের প্রতি চরম শত্রুতার জন্য তারা এমনটি বলেছিল। যখন তারা সাহাবীগণের ঐক্যতা এবং রসূলের সন্তুষ্টিতে দ্রুত ধাবিত হওয়া দেখেছিল, তখন তারা তাদের বাতিল দাবি অনুযায়ী বলেছিল,

﴿لَا تُنفِقُواْ عَلَىٰ مَنۡ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّىٰ يَنفَضُّواْۗ﴾

তোমরা আল্লাহর রসূলের কাছে যারা আছে তাদের জন্য খরচ করো না যতক্ষণ না তারা সরে পড়ে: তাদের বাতিল ধারণা মতে, যদি এই মুনাফিকদের সম্পদ ও সাহাবীগণের ওপর তাদের দান না থাকতো তাহলে সাহাবীগণ আল্লাহ তা'আলার দীনের সাহায্যে একত্রিত হতো না। এটি সবচেয়ে আশ্চর্যকর বিষয় যে, মানুষের মধ্যে এই দীনকে ক্ষতিগ্রস্ত করা এবং মুসলিমদেরকে কষ্ট দেওয়াতে সবচেয়ে বেশি আকাঙ্খিত এই মুনাফিকরা এই ধরনের দাবি করছে, যেটি তার কাছেই শুধু অস্পষ্ট থাকে, যার প্রকৃত

ব্যাপার সম্পর্কে জ্ঞান নেই। এজন্য আল্লাহ তা'আলা তাদের এই কথাকে প্রত্যাখ্যান করে বলেন, ﴿وَلِلَّهِ خَزَآئِنُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ﴾ আসমানসমূহ ও জমিনের ধন-ভাণ্ডার তো আল্লাহরই: একমাত্র তিনিই যাকে ইচ্ছা রিযিক দেন আর যাকে ইচ্ছা দেন না। যার জন্য ইচ্ছা তিনি রিযিকের মাধ্যমকে সহজ করেন আর যার জন্য ইচ্ছা তা কঠিন করেন।

﴿وَلَٰكِنَّ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ لَا يَفۡقَهُونَ﴾ কিন্তু মুনাফিকরা তা বুঝে না: যার কারণে তারা এমন ধরনের কথা বলে, যাতে বুঝা যায় যে, রিযিকের ধনভান্ডার তাদেরই হাতে এবং তাদেরই ইচ্ছার অধীনে।

তারা বলে, ﴿يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعۡنَآ إِلَى ٱلۡمَدِينَةِ لَيُخۡرِجَنَّ ٱلۡأَعَزُّ مِنۡهَا ٱلۡأَذَلَّۚ﴾ আমরা মদীনায় ফিরে আসলে সেখান থেকে শক্তিশালীরা অবশ্যই দুর্বলদেরকে বের করে দেবে: এই ঘটনাটি হলো বানূ মুস্তালিক যুদ্ধের, যখন মুহাজির ও আনসারগণের মধ্যে মনোমালিন্যকর কিছু কথাবার্তা হচ্ছিল, তখন এই মুনাফিকদের নিফাকী প্রকাশ পেলো। তারা তাদের অন্তরে যা আছে তা প্রকাশ করে দিলো। মুনাফিকদের নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল বললো, আমাদের আর এই মুহাজিরদের উদাহরণ হলো, যেমন বলা হয়ে থাকে, তোমার খাবার খেয়ে মোটাতাজা হয়ে শেষে তোমারই ঘাড় মটকাবে।

আর সে বললো, যদি আমরা মদীনাতে ফিরে যাই তাহলে, ﴿لَيُخۡرِجَنَّ ٱلۡأَعَزُّ مِنۡهَا ٱلۡأَذَلَّۚ﴾ সেখান থেকে শক্তিশালীরা অবশ্যই দুর্বলদেরকে বের করে দেবে: তার ধারণা অনুযায়ী সে ও তার মুনাফিক ভাইয়েরাই হলো শক্তিশালী আর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার সাথীগণ হলেন দুর্বল। অথচ সেই মুনাফিকরা যা বলেছে প্রকৃত ব্যাপার তো সম্পূর্ণ এর বিপরীত। এজন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَلِلَّهِ ٱلۡعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِۦ وَلِلۡمُؤۡمِنِينَ﴾ শক্তি-সম্মান তো আল্লাহর, আর তাঁর রসূল ও মুমিনদের: তারাই শক্তিশালী আর মুনাফিকরা এবং তাদের কাফির ভাইয়েরা হলো দুর্বল।

﴿وَلَٰكِنَّ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ لَا يَعۡلَمُونَ﴾ কিন্তু মুনাফিকরা এটা জানে না: এজন্য তারা যে বাতিলের ওপর আছে তাতে প্রতারিত হয়ে ধারণা করে যে, তারাই শক্তিশালী।

তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُلۡهِكُمۡ أَمۡوَٰلُكُمۡ وَلَآ أَوۡلَٰدُكُمۡ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِۚ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡخَٰسِرُونَ ٩ وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقۡنَٰكُم مِّن قَبۡلِ أَن يَأۡتِيَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ

فَيَقُولَ رَبِّ لَوۡلَآ أَخَّرۡتَنِيٓ إِلَىٰٓ أَجَلٖ قَرِيبٖ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ١٠ وَلَن يُؤَخِّرَ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَاۚ وَٱللَّهُ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ ١١ ﴾

৬৩:৯- হে মুমিনগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণে উদাসীন না করে। আর যারা এরূপ উদাসীন হবে তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।

৬৩:১০- আর আমরা তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তোমরা তা থেকে ব্যয় করবে তোমাদের কারও মৃত্যু আসার আগে। (অন্যথায় মৃত্যু আসলে) সে বলবে, হে আমার রব! আমাকে আরো কিছু কালের জন্য অবকাশ দিলে আমি সাদাকাহ দিতাম ও সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত হতাম!

৬৩:১১- আর যখন কারো নির্ধারিত কাল উপস্থিত হবে, তখন আল্লাহ তাকে কিছুতেই অবকাশ দেবেন না। তোমরা যা আমল কর আল্লাহ সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।

ব্যাখ্যা:

আল্লাহ তা'আলা তার মুমিন বান্দাদেরকে প্রচুর পরিমাণে তাকে স্মরণ করার আদেশ করছেন। কারণ এতেই রয়েছে লাভ ও সফলতা এবং বহু কল্যাণ। আর তিনি তাদরকে নিষেধ করছেন যাতে, তাদের সম্পদ ও সন্তান সন্ততি তাদেরকে তার স্মরণ থেকে গাফিল না রাখে। কেননা সম্পদ ও সন্তান সন্ততির প্রতি ভালোবাসা দিয়ে অধিকাংশ আত্মা সৃষ্টি। ফলে তারা এগুলোকে আল্লাহর ভালোবাসার ওপরে প্রাধান্য দিবে, যাতে রয়েছে বিরাট ক্ষতিগ্রস্ততা। এজন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ﴾ যারাই এরূপ করবে: অর্থাৎ যাদেরকেই তাদের সম্পদ ও সন্তান সন্ততি আল্লাহর স্মরণ থেকে ভুলিয়ে রাখবে, ﴿فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡخَٰسِرُونَ﴾ তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত: অর্থাৎ চিরস্থায়ী নিয়ামত এবং সফলতাতে তারাই ক্ষতিগ্রস্থ। কেননা তারা স্থায়ী জিনিসের ওপরে অস্থায়ী জিনিসকে প্রাধান্য দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّمَآ أَمۡوَٰلُكُمۡ وَأَوۡلَٰدُكُمۡ فِتۡنَةٞۚ وَٱللَّهُ عِندَهُۥٓ أَجۡرٌ عَظِيمٞ ﴾

তোমাদের সম্পদ ও সন্তান সন্ততি তো পরীক্ষা বিশেষ। আর আল্লাহর নিকটেই রয়েছে মহাপুরস্কার (সূরা আত তাগাবুন: ১৫)।

আল্লাহ তা'আলার বাণী, ﴿وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقۡنَٰكُم ﴾ আর আমরা তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তোমরা তা থেকে ব্যয় করো: যাকাত, কাফফারা, স্ত্রী ও দাসীদের ওপরে

খরচ করাসহ এরকম ফরয দানগুলো এর অন্তর্ভুক্ত। এর সাথে সাথে প্রত্যেক কল্যাণকর জায়গায় দান করার মতো মুস্তাহাব দানগুলোও এর অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿مِن مَّا رَزَقۡنَٰكُم﴾ আমরা তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি: এটি প্রমাণ করে যে, বান্দার জন্য যেই দান কঠিন ও কষ্টকর হবে এমন দান করাকে আল্লাহ তাদের ওপর চাপিয়ে দেননি। বরং তাদেরকে তিনি যে রিযিক দিয়েছেন সেই রিযিকের একটি অংশ দান করার জন্য তাদেরকে আদেশ করেছেন। আল্লাহই তাদের জন্য সেই রিযিককে সহজ করেছেন এবং তার মাধ্যমকে তাদের জন্য সহজ করেছেন।

তাই আল্লাহ তাদেরকে যা দিয়েছেন সেগুলো যেন তারা তাদের দরিদ্র ভাইদেরকে দেওয়ার মাধ্যমে সেগুলোর শুকরিয়া আদায় করে, আর এই কাজটি যাতে তারা দ্রুতই করে। কেননা যখন মৃত্যু এসে পড়বে, তখন বান্দা এক অনু পরিমাণও সৎ কাজ করতে পারবে না। এজন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿مِّن قَبۡلِ أَن يَأۡتِيَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ ﴾ তোমাদের কারও মৃত্যু আসার আগে। (অন্যথায় মৃত্যু আসলে) সে বলবে: সক্ষমতার সময়ে যে অবহেলা করেছে তার জন্য আক্ষেপ করে আর আবার প্রত্যাবর্তনের আবেদন করে বলবে যেটি আসলে অসম্ভব, ﴿رَبِّ لَوۡلَآ أَخَّرۡتَنِيٓ إِلَىٰٓ أَجَلٖ قَرِيبٖ﴾ হে আমার রব! আমাকে আরো কিছু কালের জন্য অবকাশ দিলে: যে অবহেলা করেছি তা সংশোধন করবো, ﴿فَأَصَّدَّقَ﴾ আমি সাদাকাহ দিতাম: অর্থাৎ আমার সম্পদ থেকে সাদাকাহ করতাম, যার দ্বারা আমি আযাব থেকে মুক্তি পেতাম এবং অনেক প্রতিদান পাওয়ার উপযুক্ত হতাম।

﴿وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّٰلِحِينَ﴾ আর আমি সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত হতাম: অর্থাৎ সকল আদিষ্ট বিষয়গুলো পালন করে এবং সকল নিষেধকৃত বিষয়গুলো থেকে দূরে থাকার মাধমে আমি সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। হাজ্জসহ অন্যান্য ইবাদত এর অন্তর্ভুক্ত। এই আবেদন ও আকাঙ্খার সময় তো শেষ, যার ক্ষতিপূরণ করা সম্ভব নয়। এজন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَلَن يُؤَخِّرَ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَاۚ﴾ আর যখন কারো নির্ধারিত কাল উপস্থিত হবে, তখন আল্লাহ তাকে কিছুতেই অবকাশ দেবেন না: যেই সময়টি অবধারিত ও নিশ্চিত।

﴿وَٱللَّهُ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ﴾ তোমরা যা আমল কর আল্লাহ সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত: অর্থাৎ ভালো মন্দ তোমরা যাই করো না কেন আল্লাহ সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত। তোমাদের নিয়্যাত ও আমল সম্পর্কে তার জানা অনুযায়ী তিনি তোমাদেরকে প্রতিদান দিবেন।

٦٤. سورة التغابن وَهِيَ مَدَنِيَّةٌ

৬৪. সূরা আত তাগাবুন (মাদানী, আয়াত ১৮)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।



﴿يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۖ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُّؤْمِنٌ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢﴾ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ۖ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿٣﴾ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿٤﴾﴾



৬৪:১- আসমানসমূহে এবং জমিনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে, সকল রাজত্ব একমাত্র তারই এবং তারই জন্য সকল প্রশংসা, আর তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান।

৬৪:২- তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউ হয় কাফির এবং তোমাদের মধ্যে কেউ হয় মুমিন। আর তোমরা যে আমল কর আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।

৬৪:৩- তিনি আসমানসমূহ ও জমিন যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর সুন্দরতম করেছেন তোমাদের আকৃতিসমূহকে। আর তারই দিকে সবকিছুর প্রত্যাবর্তন।

৬৪:৪- আসমানসমূহ ও জমিনে যা কিছু আছে সবই তিনি জানেন এবং তিনি জানেন তোমরা যা গোপন কর এবং যা প্রকাশ কর। আর আল্লাহ অন্তরসমূহে যা কিছু আছে সে সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানী।



ব্যাখ্যা:

এই আয়াতগুলোতে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলার মহান গুণাবলি বিষয়ক অনেক বাক্য একত্রিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার পরিপূর্ণ প্রভুত্ব, বিশাল প্রাচুর্য, সকল সৃষ্টি তারই মুখাপেক্ষী হওয়া, আসমানসমূহ ও জমিনের যে কেউই আছে সকলেই তার প্রশংসার সাথে পবিত্রতা বর্ণনা করে এই বিষয়গুলো আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করছেন। আর সকল রাজত্ব একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই। কোন সৃষ্টিই তার রাজত্বের বাইরে নয়। আর তারই জন্য সকল প্রশংসা। তার যে পরিপূর্ণ গুণাবলি রয়েছে, তিনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, যে বিধানগুলো বিধিবদ্ধ করেছেন এবং যে নিয়ামতগুলো প্রদান করেছেন এই সকল কিছুর জন্য প্রশংসা একমাত্র তারই জন্য।

তার কুদরত বা ক্ষমতা সকল কিছুকে ঘিরে আছে। কোন সৃষ্টিই তার ক্ষমতার বাহিরে নয়। তিনি যা ইচ্ছা করেন, তাতে কোন কিছুই বাধা দিতে পারে না।

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন যে, তিনি বান্দাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের মধ্যে মুমিন ও কাফির বানিয়েছেন। বান্দাদের ঈমান আনা ও কুফরী করা আল্লাহ তা'আলার ফায়সালা ও নির্ধারণেই হয়। আর আল্লাহই তাদের থেকে এমনটি চেয়েছেন। তিনি তাদেরকে ক্ষমতা ও ইচ্ছাশক্তি দিয়েছেন, যার দ্বারা তারা তাদের ইচ্ছানুযায়ী আদেশ নিষেধ পালন করতে সক্ষম।

﴿وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ﴾ আর তোমরা যে আমল কর আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।

আদেশ ও নিষেধ পালনে দায়িত্বপ্রাপ্ত মানুষ সৃষ্টি করার কথা বর্ণনা করে, আল্লাহ তা'আলা অন্যান্য মাখলুক সৃষ্টির কথা বর্ণনা করছেন। তিনি বলেন, ﴿خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ﴾ তিনি আসমানসমূহ ও জমিন সৃষ্টি করেছেন: সেগুলোর আকার এবং সেগুলোতে যা কিছু আছে সেগুলোকে সৃষ্টি করেছেন। সেগুলোকে তিনি সর্বোত্তমভাবে সৃষ্টি করেছেন। ﴿بِٱلۡحَقِّ﴾ যথাযথভাবে: অর্থাৎ হিকমত এবং লক্ষ্য উদ্দেশ্য নিয়ে।

﴿وَصَوَّرَكُمۡ فَأَحۡسَنَ صُوَرَكُمۡۖ﴾ আর তিনি তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর সুন্দরতম করেছেন তোমাদের আকৃতিসমূহকে: যেমনটি আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿لَقَدۡ خَلَقۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ فِيٓ أَحۡسَنِ تَقۡوِيمٖ﴾

অবশ্যই আমরা মানুষকে সৃষ্টি করেছি সর্বোত্তম গঠনে (সূরা আত তীন: ৪)। মানুষ হলো আকৃতিতে সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর।

﴿وَإِلَيۡهِ ٱلۡمَصِيرُ﴾ আর তারই দিকে সবকিছুর প্রত্যাবর্তন: কিয়ামতের দিন তারই দিকে প্রত্যাবর্তনস্থল। তারপর সেখানে তিনি তোমাদের ঈমান ও কুফরীর প্রতিদান দিবেন আর

তিনি তোমাদেরকে যেই নিয়ামতসমূহ ও অনুগ্রহ দান করেছেন সেগুলো সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন যে, সেগুলোর শুকরিয়া আদায় করেছো নাকি করোনি।

তারপর আল্লাহ তা'আলা তার বিশাল জ্ঞানের বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনি বলেন, ﴿يَعۡلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ﴾ আসমানসমূহ ও জমিনে যা কিছু আছে সবই তিনি জানেন: অর্থাৎ গোপন প্রকাশ্য, দৃশ্য অদৃশ্য সকল কিছুই তিনি জানেন।

﴿وَيَعۡلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعۡلِنُونَۚ وَٱللَّهُ عَلِيمُۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ﴾ তিনি জানেন তোমরা যা গোপন কর এবং যা প্রকাশ কর। আর আল্লাহ অন্তরসমূহে যা কিছু আছে সে সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানী: অর্থাৎ অন্তরসমূহে যেসব উত্তম তাৎপর্য, খারাপ বিষয়সমূহ, সৎ নিয়্যাত এবং খারাপ উদ্দেশ্যসমূহ রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে তিনি সম্যক অবগত।

যেহেতু তিনি অন্তরসমূহে যা কিছু আছে সেগুলো সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানী, তাই এটি একজন বিবেকবান ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিকে মন্দ চরিত্র থেকে তার ভিতরটা হেফাযত করতে এবং উত্তম চরিত্রে চরিত্রবান হতে আগ্রহী হওয়াতে ও এতে প্রচেষ্টা চালানোতে সাহায্য করে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿أَلَمۡ يَأۡتِكُمۡ نَبَؤُاْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبۡلُ فَذَاقُواْ وَبَالَ أَمۡرِهِمۡ وَلَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٞ ٥ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُۥ كَانَت تَّأۡتِيهِمۡ رُسُلُهُم بِٱلۡبَيِّنَٰتِ فَقَالُوٓاْ أَبَشَرٞ يَهۡدُونَنَا فَكَفَرُواْ وَتَوَلَّواْ وَّٱسۡتَغۡنَى ٱللَّهُۚ وَٱللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٞ ٦﴾

৬৪:৫- ইতোপূর্বে যারা কুফরী করেছে তাদের খবর কি তোমাদের কাছে পৌঁছেনি? অতঃপর তারা তাদের কাজের মন্দ ফল আস্বাদন করেছিল। আর তাদের জন্য (পরকালে) রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

৬৪:৬- এটা এজন্য যে, তাদের কাছে তাদের রসূলগণ সুস্পষ্ট প্রমাণাদিসহ আসত তখন তারা বলত, মানুষই কি আমাদের পথ প্রদর্শন করবে? অতঃপর তারা কুফরী করলো ও মুখ ফিরিয়ে নিলো। আর আল্লাহ তাদের আনুগত্যের মুখাপেক্ষী নন। আর আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।

ব্যাখ্যা:

(পূর্বের আয়াতগুলো) আল্লাহ তা'আলা তার পরিপূর্ণ ও মহান গুণাবলি বর্ণনা করলেন, যেগুলোর দ্বারা তাকে চেনা যাবে, তার ইবাদত করা যাবে, তার সন্তুষ্টি অর্জনে প্রচেষ্টা চালানো যাবে এবং তার অসন্তুষ্টি থেকে দূরে থাকা যাবে। এগুলো বর্ণনা করার পরে আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী জাতিদের সাথে কেমন আচরণ করেছিলেন তার বর্ণনা দিচ্ছেন, যেই জাতিগুলোর খবর নিয়ে পরবর্তীরাও আলোচনা করে এবং সত্যবাদীগণ সেই সংবাদগুলোর বর্ণনা দেয়। তাদের কাছে যখন সত্য সহকারে রসূলগণ এসেছিলেন, তখন তারা সেই রসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল এবং তাদের অবাধ্যতা করেছিল। ফলে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতেই তাদের কৃতকর্মের ফল ভোগ করালেন এবং দুনিয়াতেই তাদেরকে লাঞ্ছিত করলেন।

﴿وَلَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٞ﴾ আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি: আখিরাতে। এই শাস্তির কারণ উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿ذَٰلِكَ﴾ এটা: অর্থাৎ এই আযাব ও শাস্তি, যেটি তাদের জন্য পাঠিয়েছিলাম, ﴿بِأَنَّهُۥ كَانَت تَّأۡتِيهِمۡ رُسُلُهُم بِٱلۡبَيِّنَٰتِ﴾ এজন্য যে, তাদের কাছে তাদের রসূলগণ আসত সুস্পষ্ট প্রমাণাদিসহ: অর্থাৎ স্পষ্ট আয়াতসমূহ নিয়ে, যেগুলো হক ও বাতিলকে প্রমাণ করে। তখন তারা বিরক্ত হতো এবং রসূলগণের সাথে অহংকার করতো।

﴿فَقَالُوٓاْ أَبَشَرٞ يَهۡدُونَنَا﴾ আর তারা বলতো, মানুষই কি আমাদের পথ প্রদর্শন করবে: তাদের তো আমাদের ওপর কোন মর্যাদা নেই, তাহলে কোন জিনিসের জন্য আল্লাহ তাদেরকে আমাদের ওপর বিশেষত্ব দান করলেন। অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قَالَتۡ لَهُمۡ رُسُلُهُمۡ إِن نَّحۡنُ إِلَّا بَشَرٞ مِّثۡلُكُمۡ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنۡ عِبَادِهِۦۖ﴾

তাদেরকে তাদের রসূলগণ বললো, 'আমরা তো কেবল তোমাদের মতই মানুষ, কিন্তু আল্লাহ তার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন (সূরা ইবরাহীম: ১১)।

আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির জন্য রসূল হিসেবে পাঠিয়ে সেই রসূলগণের ওপর যেই অনুগহ ও দয়া করেছেন সেটিকে সেই কাফিররা অস্বীকার করে এবং রসূলগণের আনুগত্য করা থেকে অহংকার করে। ফলে তাদেরকে পাথর ও গাছপালার ইবাদত করার ফিতনায় ফেলা হয়।

﴿فَكَفَرُواْ﴾ অতঃপর তারা কুফরী করলো: আল্লাহর সাথে।

﴿وَتَوَلَّواْ﴾ আর মুখ ফিরিয়ে নিলো: আল্লাহর আনুগত্য থেকে।

﴿وَّٱسۡتَغۡنَى ٱللَّهُۚ﴾ আর আল্লাহ তাদের আনুগত্যের মুখাপেক্ষী নন: তিনি তাদেরকে কোন পরোয়া করেন না। আর তাদের গোমরাহী তার কোন ক্ষতি করতে পারে না।

﴿وَٱللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾ আর আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত: তিনি অভাবমুক্ত, যার সবদিক দিয়ে পরিপূর্ণ অমুখাপেক্ষীতা রয়েছে। তিনি তার কথা, কাজে এবং গুণাবলিতে প্রশংসিত।

তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন,



﴿زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَن لَّن يُبۡعَثُواْۚ قُلۡ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبۡعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلۡتُمۡۚ وَذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٞ ٧﴾



৬৪:৭- কাফিররা ধারণা করে যে, তাদেরকে কখনো পুনরুত্থিত করা হবে না। বলুন, অবশ্যই হ্যাঁ, আমার রবের শপথ! তোমাদেরকে অবশ্যই পুনরুত্থিত করা হবে। তারপর তোমরা যা করতে সে সম্বন্ধে তোমাদেরকে অবশ্যই অবহিত করা হবে। আর এটা আল্লাহর জন্য খুবই সহজ।



ব্যাখ্যা:

আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের অবাধ্যতা, তাদের বাতিল ধারণা এবং কোন ইলম, হিদায়াত ও সুস্পষ্ট কিতাব ছাড়াই পুনরুত্থানকে মিথ্যারোপ করার কথা বর্ণনা করছেন। তাই তিনি তার সৃষ্টির সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তিকে আদেশ করছেন যে, তিনি যেন তাদের পুনরুত্থানের বিষয়ে এবং তাদের খারাপ কর্মসমূহ ও হককে মিথ্যারোপ করার যথাযথ বদলা দেবার বিষয়ে তার রবের নামে কসম করে।

﴿وَذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٞ﴾ আর এটা আল্লাহর জন্য খুবই সহজ: যদিও এটি সৃষ্টির কাছে কঠিন বরং অসম্ভব। একটি মৃতকে জীবিত করার জন্য যদি তাদের সকলের শক্তিও একত্রিত হয়, তবু তারা এটি করতে সক্ষম হবে না। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'আলা, তিনি কোন বিষয়ে ইচ্ছা করলে শুধু বলেন, হও, আর সেটি হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَن فِي ٱلۡأَرۡضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُۖ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخۡرَىٰ فَإِذَا هُمۡ قِيَامٞ يَنظُرُونَ﴾

আর শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, ফলে আসমানসমূহে যারা আছে ও জমিনে যারা আছে তারা সবাই বেহুশ হয়ে পড়বে, তবে আল্লাহ যাদেরকে (রক্ষা করার) ইচ্ছে করবেন তারা ছাড়া।

তারপর আবার শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, ফলে তৎক্ষণাৎ তারা দাঁড়িয়ে দেখতে থাকবে (সূরা আয যুমার: ৬৮)। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন,



﴿فَـَٔامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَٱلنُّورِ ٱلَّذِيٓ أَنزَلۡنَاۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ ٨﴾



৬৪:৮- অতএব তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও যে নূর আমরা নাযিল করেছি তাতে ঈমান আনো। আর তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবহিত।



ব্যাখ্যা:

(আগের আয়াতে) যারা পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে তাদের অস্বীকারের কথা বর্ণনা করলেন। আর যেহেতু এটি আল্লাহ ও তার আয়াতসমূহের ওপর কুফরী হওয়াকে আবশ্যক করে, তাই এই ধ্বংস ও দুর্ভাগ্যতা থেকে যেভাবে রক্ষা পাওয়া যাবে, এখানে তার বর্ণনা করছেন। আর সেটি হলো আল্লাহ, তার রসূল এবং কিতাবের ওপর ঈমান আনা। এখানে আল্লাহ তার কিতাবকে (কুরআনকে) নূর বলেছেন। এর কারণ হলো, নূর হলো অন্ধকারের বিপরীত। এই কিতাবে আল্লাহ তা'আলা যেই বিধি বিধান ও সংবাদসমূহ নাযিল করেছেন সেগুলো হলো নূর, যার মাধ্যমে অজ্ঞতার প্রচণ্ড অন্ধকারে সঠিক পথের সন্ধান পাওয়া যাবে এবং অন্ধকারাচ্ছান্ন রাতে পথ চলা যাবে। আল্লাহর কিতাবের হিদায়াত ছাড়া, অন্যান্য জ্ঞানগুলোতে উপকারের চেয়ে অপকারই বেশি, কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণই বেশি। বরং রসূলগণ যা নিয়ে এসেছেন সেগুলোর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ না হলে, সেই জ্ঞানগুলোতে কোন কল্যাণ ও উপকার নেই। আল্লাহ, তার রসূল এবং কিতাবের ওপর ঈমানের দাবি হলো, দৃঢ় বিশ্বাস এবং সেই বিশ্বাসের দাবি অনুযায়ী আমল করা। যেমন তার আদেশসমূহ পালন করা এবং তার নিষেধকৃত বিষয়গুলো থেকে দূরে থাকা।

﴿وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ﴾ আর তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবহিত: ফলে তিনি তোমাদের ভালো ও মন্দ কর্মের প্রতিদান দিবেন।

তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন,



﴿يَوۡمَ يَجۡمَعُكُمۡ لِيَوۡمِ ٱلۡجَمۡعِۖ ذَٰلِكَ يَوۡمُ ٱلتَّغَابُنِۗ وَمَن يُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ وَيَعۡمَلۡ صَٰلِحٗا يُكَفِّرۡ عَنۡهُ سَيِّـَٔاتِهِۦ وَيُدۡخِلۡهُ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدٗاۚ ذَٰلِكَ

ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ ٩ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِـَٔايَٰتِنَآ أُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِ خَٰلِدِينَ فِيهَاۖ وَبِئۡسَ ٱلۡمَصِيرُ ١٠ ﴾

৬৪:৯- স্মরণ করো, যেদিন তিনি তোমাদেরকে একত্রিত করবেন একত্রিত করার দিনে। সেদিন হবে লাভ ক্ষতির দিন। আর যে আল্লাহর ওপর ঈমান রাখে এবং সৎকাজ করে তিনি তার পাপসমূহ মোচন করবেন এবং তাকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতসমূহে, যার তলদেশ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত, সেখানে তারা হবে চিরস্থায়ী। আর এটাই হলো মহাসফলতা।

৬৪:১০- পক্ষান্তরে যারা কুফরী করে এবং আমাদের (আয়াত) নিদর্শনসমূহে মিথ্যারোপ করে তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। কতই না মন্দ সেই প্রত্যাবর্তনস্থল!

ব্যাখ্যা:

একত্রিত করার দিনকে তোমরা স্মরণ করো, যেদিন আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলকে একত্রিত করবেন, ভয়াবহ ও ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে তাদেরকে দাঁড় করাবেন এবং তারা যা আমল করেছে সেগুলো তাদেরকে জানিয়ে দিবেন। সেদিন সৃষ্টিদের মাঝে পার্থক্য ও ব্যবধান প্রকাশ হয়ে পড়বে। একদলকে উঁচু প্রাসাদে এবং সুউচ্চ বাসগৃহে ইল্লিইয়ীনে উঠানো হবে। আর অন্যদলকে একে নিচে নামিয়ে দেওয়া হবে, যেটি হলো দুঃখ কষ্ট, চিন্তা এবং কঠিন আযাবের স্থান। তারা দুনিয়ার জীবনে নিজেদের জন্য যা কিছু অগ্রিম পাঠিয়েছে, এগুলো হলো তারই পরিণাম।

এজন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿ذَٰلِكَ يَوۡمُ ٱلتَّغَابُنِۗ﴾ সেদিন হবে লাভ ক্ষতির দিন: সেদিন লাভ ক্ষতি ও সৃষ্টির মধ্যে ব্যবধান প্রকাশ পাবে। মুমিনগণ ফাসিকদের ওপর লাভবান হবে। আর অপরাধীরা বুঝতে পারবে যে, তাদের কোন কিছুর করার ক্ষমতা নেই আর তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

এখানে যেন বলা হচ্ছে যে, কিসের দ্বারা এই সফলতা ক্ষতিগ্রস্ততা, নিয়ামত ও আযাব অর্জিত হবে? আল্লাহ তা'আলা এর কারণ উল্লেখ করে বলেন, ﴿وَمَن يُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ﴾ আর যে আল্লাহর ওপর ঈমান রাখে: অর্থাৎ পরিপূর্ণভাবে ঈমান আনবে। এতে আল্লাহ তা'আলা যেগুলোর ওপর ঈমান আনার আদেশ করেছেন সবগুলোই শামিল।

﴿وَيَعۡمَلۡ صَٰلِحٗا﴾ আর সৎকাজ করে: ফরয ও নফল ইবাদতসমূহ করে। আল্লাহর হক এবং বান্দার হক আদায় করে।

﴿وَيُدۡخِلۡهُ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ﴾ তাকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতসমূহে, যার তলদেশ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত: তাতে আছে মন যা চায়, যাতে চক্ষু শীতল হয় এবং যেটি আত্মা পছন্দ করে এবং যাতে অন্তর আনন্দিত হয়।

﴿خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدٗاۚ ذَٰلِكَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ﴾ সেখানে তারা হবে চিরস্থায়ী। আর এটাই হলো মহাসফলতা।

পক্ষান্তরে ﴿وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِـَٔايَٰتِنَآ﴾ যারা কুফরী করে এবং আমাদের (আয়াত) নিদর্শনসমূহে মিথ্যারোপ করে: তারা শরীআতগত ও বিবেকগত কোন দলীল ছাড়াই আয়াতগুলোর সাথে কুফরী করেছে। বরং তাদের কাছে (তাদের কুফরীর বিপক্ষে) অনেক দলীল প্রমাণ এসেছে, তারপর তারা সেগুলোকে মিথ্যারোপ করেছে এবং আয়াতগুলো যা প্রমাণ করে সেগুলো থেকে অবাধ্যতা করেছে।

﴿أُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِ خَٰلِدِينَ فِيهَاۖ وَبِئۡسَ ٱلۡمَصِيرُ﴾ তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। কতই না মন্দ সেই প্রত্যাবর্তনস্থল: কেননা তাতে একত্রিত হয়েছে সর্বপ্রকার দুঃখ কষ্ট, দুর্ভাগ্যতা এবং আযাব।

তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذۡنِ ٱللَّهِۗ وَمَن يُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ يَهۡدِ قَلۡبَهُۥۚ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ ١١ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَۚ فَإِن تَوَلَّيۡتُمۡ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلۡبَلَٰغُ ٱلۡمُبِينُ ١٢ ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلۡيَتَوَكَّلِ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ١٣﴾

৬৪:১১- আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোন বিপদই আপতিত হয় না এবং যে কেউ আল্লাহর ওপর ঈমান রাখলে তিনি তার অন্তরকে সুপথে পরিচালিত করেন। আর আল্লাহ্ সবকিছু সম্পর্কে সম্যক অবগত।

৬৪:১২- আর তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রসূলের আনুগত্য করো; অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে আমাদের রসূলের দায়িত্ব শুধু স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেওয়া।

৬৪:১৩- আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন সত্য ইলাহ নেই। আর একমাত্র আল্লাহর ওপরই মুমিনগণ যেন ভরসা করে।



ব্যাখ্যা:

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذۡنِ ٱللَّهِۗ﴾ আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোন বিপদই আপতিত হয় না: এটি আম বা ব্যাপক অর্থবোধক। নিজেদের জীবন, সম্পদ, সন্তান সন্ততি, প্রিয়জনদের ওপর আপতিত সকল মুসীবতই এর অন্তর্ভুক্ত। বান্দার ওপর যে বিপদই আসুক না কেন, সেগুলো হয় আল্লাহ তা'আলার ফায়সালা ও নির্ধারণে। আল্লাহ তা'আলা আগে থেকেই এটি জানেন আর তিনি লিখে রেখেছেন। আর এটিই তার হিকমাতের দাবি, ফলে তার ইচ্ছা বাস্তবায়িত হয়েছে। এতে মূল্য বিবেচ্য বিষয় হলো, বান্দা এমন পরিস্থিতিতে কি তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করছে নাকি করছে না? যদি পালন করে তাহলে তার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে রয়েছে অনেক পুরস্কার ও প্রতিদান। যদি সে ঈমান আনে যে, এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে, অতঃপর তাতে সন্তুষ্ট থাকে এবং আল্লাহর আদেশের সামনে আত্মসমর্পন করে, তাহলে আল্লাহ তার অন্তরকে সুপথে পরিচালিত করে। ফলে অন্তর মুসিবতের সময় অশান্ত হয় না, বরং প্রশান্ত থাকে। আল্লাহ তা'আলা যাদের অন্তরকে সুপথে পরিচালিত করেন না, তাদের অন্তরের মতো এর অন্তর অশান্ত হয় না। বরং মুসীবতের সময় আল্লাহ তাকে স্থিরতা দান করেন এবং ধৈর্যকে আবশ্যক করে এমন কাজ করার তাওফীক দেন। এর ফলে তার জন্য দ্রুত প্রতিদান অর্জিত হয়। সাথে সাথে প্রতিদানের দিনের (কিয়ামতে) আল্লাহ তা'আলা তার জন্য তো অনেক প্রতিদান জমা করে রেখেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّٰبِرُونَ أَجۡرَهُم بِغَيۡرِ حِسَابٖ﴾ আর ধৈর্যশীলদেরকে অপরিমিতভাবে পুরস্কার দেয়া হবে (সূরা আয যুমার: ১০)।

এখান থেকে জানা যায়, যে ব্যক্তি মুসীবতের সময় আল্লাহর ওপর ঈমান আনে না, আল্লাহর ফায়সালা ও নির্ধারনের দিকে ভ্রুক্ষেপ করে না, বরং শুধু আসবাব বা মাধ্যমের ওপর নির্ভর করে, সে লাঞ্ছিত হয় আর আল্লাহ তাকে তার নিজের ওপরই সোপর্দ করে। যখন বান্দাকে নিজের ওপর সোপর্দ করা হয়, তখন বান্দার অস্থিরতা ও অধৈর্যতা ছাড়া করার কিছুই নেই, যেটি হলো বান্দার জন্য আখিরাতের আযাবের আগে দুনিয়াতেই দ্রুত আযাব।

আল্লাহ তা'আলার বাণী, ﴿وَمَن يُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ يَهۡدِ قَلۡبَهُۥۚ﴾ যে কেউ আল্লাহর ওপর ঈমান রাখলে তিনি তার অন্তরকে সুপথে পরিচালিত করেন: এই বাণী খাসভাবে মুসিবতের সাথে এভাবে সম্পৃক্ত। পক্ষান্তরে শাব্দিক ব্যাপকভাবে এর সম্পৃক্ততা হলো, আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন, যে ব্যক্তি ঈমান আনবে, অর্থাৎ যে বিষয়গুলোর ওপর ঈমান আনার আদেশ করা হয়েছে, যেমন আল্লাহ, ফেরেশতা, কিতাবসমূহ, রসূলগণ, আখিরাত দিবস এবং তাকদীরের ভালো মন্দের ওপর ঈমান আনবে এবং ঈমানের দাবি অনুযায়ী এর আবশ্যক ও ফরয বিষয়গুলো পালন করবে, এটি এমন একটি মাধ্যম বান্দা অবলম্বন করলো, যেটি হলো কথা কাজে, ইলম আমলে আল্লাহর পক্ষ থেকে হিদায়াত পাওয়ার সবচেয়ে বড় মাধ্যম।

এটি হলো সবচেয়ে বড় প্রতিদান, যা আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদেরকে প্রদান করেন। আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের সংবাদ দিয়ে বলেন, তিনি তাদেরকে দুনিয়ার জীবনে এবং আখিরাতেও তাদেরকে দৃঢ় রাখবেন।

মূল দৃঢ়তা হলো অন্তরের দৃঢ়তা ও ধৈর্য এবং প্রতিটি ফিতনা আসার সময় দৃঢ় বিশ্বাস রাখা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلۡقَوۡلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَفِي ٱلۡأٓخِرَةِۖ﴾ যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ তাদেরকে সুদৃঢ় বাক্যের দ্বারা দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন (সূরা ইবরাহীম: ২৭)।

ঈমানদারগণ, তাদের যে ঈমান রয়েছে সেকারণে তাদের অন্তর অন্য সকল মানুষের চেয়ে বেশি হিদায়াতপ্রাপ্ত এবং বিপদ মুসিবতের সময় তারা হলো সবচেয়ে বেশি দৃঢ়।

আল্লাহ তা'আলার বাণী, ﴿وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَۚ﴾ আর তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রসূলের আনুগত্য করো: তাদের আদেশসমূহ পালন এবং তাদের নিষেধকৃত কাজগুলো থেকে দূরে থেকে। আল্লাহর আনুগত্য করা এবং রসূলের আনুগত্য করা হলো সৌভাগ্য ও সফলতার মূল।

﴿فَإِن تَوَلَّيۡتُمۡ﴾ অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও: আল্লাহর আনুগত্য এবং তার রসূলের আনুগত্য থেকে।

﴿فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلۡبَلَٰغُ ٱلۡمُبِينُ﴾ তবে আমাদের রসূলের দায়িত্ব শুধু স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেওয়া: যা নিয়ে তাকে তোমাদের কাছে পাঠানো হয়েছে সেগুলো তিনি পৌঁছে দিবেন, তোমাদের সামনে সেগুলো স্পষ্টভাবে বর্ণনা করবেন এবং এর মাধ্যমে তোমাদের ওপর দলীল কায়েম হবে। আর তার হাতে তোমাদের হিদায়াত নয়। আর তোমাদের হিসাবের

কোন কিছুও তার হাতে নেই। আল্লাহর আনুগত্য এবং তার রসূলের আনুগত্য করা অথবা না করার ওপর ভিত্তি করে তোমাদের হিসাব নিবেন একমাত্র সেই সত্তা যিনি অদৃশ্য ও দৃশ্য সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানী।

﴿ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَۚ﴾ আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন সত্য ইলাহ নেই: তিনিই ইবাদত ও উলুহিয়্যাতের একমাত্র হকদার। তিনি ছাড়া সকল মা'বুদই হলো বাতিল।

﴿وَعَلَى ٱللَّهِ فَلۡيَتَوَكَّلِ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ﴾ আর একমাত্র আল্লাহর ওপরই মুমিনগণ যেন ভরসা করে: যে কাজ তারা সম্পাদন করার ইচ্ছা করে সেটিসহ সকল বিষয়ে তারা যেন একমাত্র তারই ওপর নির্ভর করে। এমনকি বান্দা যেন তার রবের ওপর ভালো ধারণা পোষন করে এবং কাজে যথেষ্ট হওয়ার জন্য একমাত্র তারই ওপর আস্থাবান হয়। বান্দার ঈমান অনুপাতে তার তায়াক্কুল বা আল্লাহ ভরসা হয়। ঈমান যতো শক্তিশালী হবে, তায়াক্কুলও ততো শক্তিশালী হবে। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ مِنۡ أَزۡوَٰجِكُمۡ وَأَوۡلَٰدِكُمۡ عَدُوّٗا لَّكُمۡ فَٱحۡذَرُوهُمۡۚ وَإِن تَعۡفُواْ وَتَصۡفَحُواْ وَتَغۡفِرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٌ ١٤ إِنَّمَآ أَمۡوَٰلُكُمۡ وَأَوۡلَٰدُكُمۡ فِتۡنَةٞۚ وَٱللَّهُ عِندَهُۥٓ أَجۡرٌ عَظِيمٞ ١٥﴾

৬৪:১৪- হে ঈমানদারগণ! তোমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের শত্রু। অতএব তাদের সম্পর্কে তোমরা সতর্ক থেকো। আর যদি তোমরা তাদেরকে মার্জনা কর, তাদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা কর এবং তাদেরকে ক্ষমা কর, তবে নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৬৪:১৫- তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো পরীক্ষা মাত্র। আর আল্লাহর নিকটেই রয়েছে মহাপুরস্কার।

ব্যাখ্যা:

স্ত্রী ও সন্তানসন্ততি থেকে প্রতারিত হওয়া থেকে এটি হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে মুমিনদের জন্য সতর্কীকরণ। কেননা তাদের কেউ কেউ তোমাদের শত্রু। আর শত্রু তোমার অকল্যাণ কামনা করে। আর তোমার দায়িত্ব হলো, যার বৈশিষ্ট্য হলো এরকম, তার থেকে সতর্ক থাকা। স্ত্রী ও সন্তান সন্ততিদের প্রতি ভালোবাসা নিয়ে অন্তর সৃষ্টি। তাই আল্লাহ তা'আলা

তার বান্দাদের নসীহত করছেন যে, এই ভালোবাসা স্ত্রী ও সন্তান সন্ততিদের আবেদনের সামনে নত হওয়াকে আবশ্যক করতে পারে, যদিও তাতে শারঈ কোন বাধা বিপদ থাকে। আর তিনি তাদেরকে তার আদেশসমূহ পালন করতে এবং তার সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দিতে উৎসাহিত করছেন। এগুলোর ফলে আল্লাহর নিকটে রয়েছে মহান প্রতিদান, যাতে রয়েছে কাঙ্খিত বিষয়সমূহ এবং মূল্যবান পছন্দনীয় জিনিসসমূহ। আর অস্থায়ী দুনিয়ার ওপরে আখিরাতকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য আল্লাহ তাদেরকে উৎসাহিত করছেন।

যেহেতু আল্লাহ বান্দাদেরকে স্ত্রী ও সন্তান সন্ততির আনুগত্য করা থেকে নিষেধ করলেন, যাতে রয়েছে বান্দার জন্য ক্ষতি এবং এই বিষয় থেকে তাদেরকে সতর্ক করলেন, এখানে অনেকে ভুল বুঝতে পারে যে, (এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো) স্ত্রী ও সন্তানদের ওপর কঠোরতা করা এবং তাদেরকে শাস্তি দেওয়া, তাই (তাদের ভুল ধারণা দূর করার জন্য) তিনি তাদের থেকে সতর্ক থাকা, তাদেরকে মার্জনা করা এবং তাদের দোষত্রুটি ক্ষমা করার আদেশ করলেন। কেননা এতে এতো কল্যাণ রয়েছে যা কোন সীমায় সীমাবদ্ধ করা সম্ভব নয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَإِن تَعۡفُواْ وَتَصۡفَحُواْ وَتَغۡفِرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ﴾ আর যদি তোমরা তাদেরকে মার্জনা কর, তাদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা কর এবং তাদেরকে ক্ষমা কর, তবে নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু: কেননা যেমন কর্ম তেমন ফল। যে ব্যক্তি মার্জনা করবে, আল্লাহও তাকে মার্জনা করবেন। যে ব্যক্তি অন্যের দোষ ত্রুটি উপেক্ষা করবে, আল্লাহও তার দোষ ত্রুটি উপেক্ষা করবেন। যে ব্যক্তি অন্যকে ক্ষমা করবে, আল্লাহও তাকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ যেমন পছন্দ করেন তেমন কেউ যদি আল্লাহর সাথে আচরণ করে এবং বান্দা যেমন পছন্দ করে তেমন যদি তাদের সাথে আচরণ করে, তাহলে সে আল্লাহর ভালোবাসাও পাবে এবং বান্দাদের ভালোবাসাও পাবে আর তার অবস্থানও আরো সুন্দর ও মজবুত হবে।



তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ وَٱسۡمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِقُواْ خَيۡرٗا لِّأَنفُسِكُمۡۗ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفۡسِهِۦ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ١٦ إِن تُقۡرِضُواْ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنٗا يُضَٰعِفۡهُ لَكُمۡ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡۚ وَٱللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ١٧ عَٰلِمُ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ ١٨﴾



৬৪:১৬- সুতরাং তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো, শোনো, আনুগত্য করো এবং তোমাদের নিজেদেরই কল্যাণের জন্যই ব্যয় করো। বস্তুত যাদেরকে অন্তরের কার্পণ্য হতে রক্ষা করা হয়, তারাই তো সফলকাম।

৬৪:১৭- যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দান কর তিনি তোমাদের জন্য তা বহু গুণ বৃদ্ধি করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ গুণগ্রাহী, পরম ধৈর্যশীল।

৬৪:১৮- তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।



ব্যাখ্যা:

আল্লাহ তা'আলা তার তাকওয়া অবলম্বণের আদেশ করছেন, যেটি হলো তার আদেশসমূহ পালন করা এবং তার নিষেধকৃত বিষয়গুলো থেকে দূরে থাকা। আর এই তাকওয়াকে তিনি সাধ্য ও ক্ষমতার সাথে শর্তযুক্ত করেছেন।

এই আয়াতটি প্রমাণ করে যে, বান্দা প্রত্যেক যেই ফরয কাজ করতে অক্ষম সেটি তার থেকে মাফ হয়ে যায়। আর যদি আদিষ্ট বিষয়ের কিছু অংশ পালন করতে সক্ষম হয় আর কিছু অংশে অক্ষম হয়, তাহলে যাতে সক্ষম সেটি পালন করবে আর যাতে অক্ষম সেটি তার থেকে মাফ হয়ে যাবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন আমি তোমাদেরকে কোন বিষয়ের আদেশ করি তখন তোমরা তা যথাসাধ্য পালন করো (সহীহ মুসলিম, হা/১৩৩৭)। শারঈ এই কায়েদাতে অনেক শাখা প্রশাখাগত মাসআলা অন্তর্ভুক্ত যা কোন সীমায় সীমাবদ্ধ নয়।

আল্লাহ তা'আলার বাণী, ﴿وَٱسۡمَعُواْ﴾ তোমরা শোনো: অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে যা উপদেশ দিচ্ছেন এবং তোমাদের জন্য যেসব বিধি বিধান বিধিবদ্ধ করেছেন সেগুলো শোনো, সেগুলো জেনে নাও এবং তার সামনে আত্মসমর্পণ করো।

﴿وَأَطِيعُواْ﴾ আনুগত্য করো: অর্থাৎ তোমাদের যাবতীয় বিষয়ে আল্লাহ ও তার রসূলের আনুগত্য করো।

﴿وَأَنفِقُواْ﴾ আর তোমরা ব্যয় করো: শারঈভাবে ফরয ও মুস্তাহাব ব্যয়সমূহ। এই কাজটি তোমাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণকর হবে। কেননা সকল কল্যাণই তো নিহিত রয়েছে আল্লাহ তা'আলার আদেশসমূহ পালন, তার উপদেশসমূহ গ্রহণ করা এবং তার শরীআতের সামনে আত্মসমর্পণ করার মধ্যেই। আর এর বিপরীতেই রয়েছে সকল অকল্যাণ। কিন্তু এখানে একটি বাধা রয়েছে যেটি অনেক মানুষকেই ব্যয় করা থেকে বাধা দেয়। আর সেটি হলো কার্পণ্য, যেটির ওপর অধিকাংশ নফস সৃষ্ট। অন্তরসমূহ সম্পদের প্রতি আকাঙ্খিত হয়, সম্পদ থাকাকে পছন্দ করে এবং হাত থেকে সম্পদ বেরিয়ে যাওয়াকে খুবই অপছন্দ করে।

তাই উপকারী জায়গায় দান করার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা যাকে তার নিজের কৃপণতার অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন, ﴿فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ﴾ তারাই তো সফলকাম: কেননা

তারা কাঙ্খিত জিনিস লাভ করেছে এবং ভীত বিষয় থেকে মুক্তি পেয়েছে। বরং বান্দাকে যা আদেশ করা হয়েছে এবং যা থেকে নিষেধ করা হয়েছে এই সকল বিষয়ই সম্ভবত এই কৃপণতা থেকে মুক্ত হওয়ার অন্তর্ভুক্ত। কেননা যদি বান্দার অন্তর কৃপণ থাকে, তাকে যা আদেশ করা হয়েছে তার সামনে আত্মসমর্পণ না করে এবং তার দায়িত্ব পালন না করে, তাহলে সে সফলকাম হতে পারবে না। বরং সে দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। পক্ষান্তরে যদি অন্তর আল্লাহর বিধানের প্রতি উদার, প্রশান্ত ও প্রশস্ত থাকে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি তালাশ করে, তাহলে তার মাঝে এবং তাকে যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সেগুলো পালনের মাঝে শুধু জানা ও জ্ঞানার্জন করা এবং এটি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে তা বুঝা ছাড়া আর কোন বাধা নেই। আর এর দ্বারাই সে উন্নতি করবে এবং সর্বদিক দিয়ে সফলতা লাভ করবে।

তারপর আল্লাহ তা'আলা দান করার প্রতি উৎসাহিত করে বলেন,

﴿إِن تُقۡرِضُواْ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنٗا﴾

যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দান কর: সেটি হালাল উপার্জন থেকে সর্বপ্রকারের দান। বান্দা যদি এর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে এবং যথাস্থানে দান করে, ﴿يُضَٰعِفۡهُ لَكُمۡ﴾ তাহলে তিনি তোমাদের জন্য তা বহু গুণ বৃদ্ধি করবেন: দশগুণ থেকে সাতশ গুণ, এমনকি এর চেয়েও বেশি।

বৃদ্ধি করার সাথে সাথে, ﴿وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡۚ﴾ তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন: দান সাদাকাহ করার কারণে তিনি তোমাদের পাপসমূহকে ক্ষমা করবেন। দান সাদাকাহ ও সৎকাজের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা পাপসমূহকে ক্ষমা করেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿إِنَّ ٱلۡحَسَنَٰتِ يُذۡهِبۡنَ ٱلسَّيِّـَٔاتِۚ﴾ সৎকাজ অসৎ কাজকে মিটিয়ে দেয় (সূরা হূদ: ১১৪)।

﴿وَٱللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٞ﴾ আর আল্লাহ গুণগ্রাহী, পরম ধৈর্যশীল: যেই তার অবাধ্যতা করে, তাকে তৎক্ষনাৎ শাস্তি দেন না। বরং তাকে অবকাশ দেন, কিন্তু তাদেরকে একেবারে ছেড়ে দেন না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَوۡ يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهۡرِهَا مِن دَآبَّةٖ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمۡ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗىۖ﴾

আর আল্লাহ মানুষদেরকে তাদের কৃতকর্মের জন্য পাকড়াও করলে, ভূ-পৃষ্ঠে কোন প্রাণীকেই তিনি রেহাই দিতেন না, কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন (সূরা ফাতির: ৪৫)।

আল্লাহ তা'আলা হলেন শাকূর, যিনি তার বান্দার সামান্য আমলও গ্রহণ করেন এবং এর বিনিময়ে তিনি তাদেরকে অনেক প্রতিদান দেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য কষ্ট ক্লেশসহ বিভিন্ন ধরনের কষ্টকর বিষয় সহ্য করে, তিনি তার প্রশংসা করেন। কেউ যদি একমাত্র আল্লাহর জন্য কোন কিছু ত্যাগ করে, এর প্রতিদানস্বরূপ আল্লাহ তা'আলা তাকে এর চেয়ে অনেক উত্তম জিনিস দান করেন।

﴿عَٰلِمُ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ﴾ তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা: অর্থাৎ যেই বাহিনীগুলো বান্দাদের থেকে অদৃশ্য হয়ে আছে, যেগুলো একমাত্র তিনি ছাড়া কেউ জানে না (এই অদৃশ্যের) এবং যেই সৃষ্টিগুলো তারা প্রত্যক্ষ করছে (এগুলোর একমাত্র তিনিই পরিজ্ঞাতা)।

﴿ٱلۡعَزِيزُ﴾ পরাক্রমশালী: যাকে কেউ পরাজিত ও বাধা দিতে পারে না, যিনি সকল কিছুর ওপর বিজয়ী।

﴿ٱلۡحَكِيمُ﴾ প্রজ্ঞাময়: অর্থাৎ তিনি তার সৃষ্টি ও আদেশে প্রজ্ঞাময়, যিনি প্রত্যেক জিনিসকে তার যথাস্থানে রাখেন।

٦٥. سورة الطّلاق وَهِيَ مَدَنِيَّةٌ

৬৫. সূরা আত তালাক (মাদানী)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুনাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمْۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَـٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥۚ لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا ۝١ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُواْ ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَـٰدَةَ لِلَّهِۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا ۝٢ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُۚ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُۥٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَـٰلِغُ أَمْرِهِۦۚ قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَىْءٍ قَدْرًا ۝٣﴾



৬৫:১- হে নবী! যখন তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের তালাক দিবে, তখন ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে তাদেরকে তালাক দিও এবং ইদ্দতের হিসেব রেখো। আর তোমাদের রব আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো। তোমরা তাদেরকে তাদের ঘরবাড়ি থেকে বের করে দিও না এবং তারাও যেন বের না হয়, যদি না তারা স্পষ্ট অশ্লীলতায় লিপ্ত হয়। আর এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। যে ব্যক্তি আল্লাহর সীমা লঙ্ঘন করে সে নিজেরই ওপর জুলুম করে। আপনি জানেন না, হয়ত আল্লাহ এরপর কোন উপায় করে দেবেন।

৬৫:২- অতঃপর তাদের ইদ্দত পূরণের কাল আসন্ন হলে তোমরা হয় যথাবিধি তাদেরকে রেখে দেবে, না হয় তাদেরকে যথাবিধি পরিত্যাগ করবে এবং তোমাদের মধ্য থেকে দুজন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখবে। আর তোমরা আল্লাহর জন্য সঠিক সাক্ষ্য দেবে। এ দ্বারা তোমাদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহ ও শেষ দিবসের ওপর ঈমান রাখে তাকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে। আর যে কেউ আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করে আল্লাহ তার জন্য (উত্তরণের) পথ করে দেবেন,

৬৫:৩- এবং তিনি তাকে তার ধারণাতীত উৎস হতে রিযিক দান করবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ভরসা করে তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আল্লাহ তার ইচ্ছে পূরণ করবেনই; অবশ্যই আল্লাহ সবকিছুর জন্য সুনির্দিষ্ট মাত্রা স্থির করেছেন।



ব্যাখ্যা:

আল্লাহ তা'আলা তার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং মুমিনদেরকে সম্বোধন করে বলেন, ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ﴾ হে নবী! যখন তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের তালাক দিবে: অর্থাৎ যখন তোমরা তাদেরকে তালাক দেওয়ার ইচ্ছা করবে। তখন তাদের ত্বলাকের জন্য শরীআতসম্মত উপায় অন্বেষণ করো, ত্বলাকের কারণ পাওয়ার সাথে সাথেই আল্লাহর আদেশের দিকে খেয়াল না রেখে তাদেরকে তাড়াতাড়ি তালাক দিও না। বরং ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে তাদেরকে তালাক দিও: অর্থাৎ তাদের ইদ্দতের কারণে, সেটি হলো, স্বামী তার স্ত্রীকে পবিত্রাবস্থায় সহবাস না করেই তালাক দিবে। এই ত্বলাকেই ইদ্দত সুস্পষ্ট হবে। পক্ষান্তরে যদি হায়েয অবস্থায় তালাক দেয়, তাহলে যেই হায়েযে তালাক দিবে সেটি ধর্তব্য হবে না এবং এই কারণে ইদ্দত লম্বা হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে যদি পবিত্রাবস্থায় সহবাস করার পরে তালাক দেয়, তাহলে স্ত্রীর গর্ভধারণ থেকে নিরাপদ নয়। তাহলে কোন ইদ্দত থেকে গণনা হবে সেটি সুস্পষ্ট হবে না। আর আল্লাহ তা'আলা ইদ্দতের হিসেব রাখার আদেশ করছেন। অর্থাৎ যদি সেই মহিলার হায়েয হয় তাহলে সেই হায়েয গণনা করবে আর যদি হায়েয না হয় এবং গর্ভবতী না হয় তাহলে মাস গণনা করবে। কেননা ইদ্দতের হিসাব রাখার মাধ্যমে আল্লাহর হক, স্বামীর হক, পরবর্তীতে তাকে যে ব্যক্তি বিয়ে করবে তার হক এবং সেই মহিলার খরচ বিষয়ে যে হক রয়েছে সেই হকগুলো আদায় হবে। যখন ইদ্দতের হিসেব সংরক্ষণ করা যাবে, তখন সেই মহিলার অবস্থা স্পষ্টভাবে জানা যাবে এবং তার সাথে সম্পৃক্ত হকসমূহও জানা যাবে। ইদ্দতের হিসেব রাখার আদেশটি স্বামী ও স্ত্রীর জন্য যদি তারা মুকাল্লাফ (শরীআতের দায়িত্বশীল) হয়। আর যদি মুকাল্লাফ না হয় তাহলে এই আদেশ স্বামী ও স্ত্রীর অভিভাবকের জন্য।

আল্লাহ তা'আলার বাণী, ﴿وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمۡۖ﴾ আর তোমাদের রব আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো: অর্থাৎ তোমাদের সকল বিষয়ে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো এবং তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীদের হক সম্পর্কে আল্লাহকে ভয় করো।

সুতরাং ﴿لَا تُخۡرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ﴾ তোমরা তাদেরকে তাদের ঘরবাড়ি থেকে বের করে দিও না: ইদ্দতের সময়কালীনে। বরং যে বাড়িতে থাকাবস্থায় তার স্বামী তাকে তালাক দিয়েছে সেই বাড়িতেই মহিলাকে অবস্থান করতে হবে।

﴿وَلَا يَخۡرُجۡنَ﴾ আর তারাও যেন বেরিয়ে না যায়: অর্থাৎ তাদের জন্য সেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়া জায়েয নয়। তাদেরকে (বাড়ি থেকে) বের করে দেওয়াতে নিষেধ করার কারণ হলো, স্বামীর জন্য তার স্ত্রীর বাসস্থান দেওয়া আবশ্যক, যাতে সেখানে তার স্ত্রীর ইদ্দত পূরণ হয়, যেটি হলো স্ত্রীর একটি হক। আর মহিলাদের বেরিয়ে যাওয়া থেকে নিষেধ করার কারণ হলো, যেহেতু তাদের বেরিয়ে যাওয়াতে স্বামীর হক রক্ষা হয় না, বরং স্বামীর হক বিনষ্ট হয়।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়া এবং তাদের বের করে দেওয়ার নিষেধাজ্ঞা ইদ্দত পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত চলবে।

﴿إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ﴾ যদি না তারা স্পষ্ট অশ্লীলতায় লিপ্ত হয়: সুস্পষ্ট নিকৃষ্ট বিষয়ের মাধ্যমে যা তাদেরকে বের করে দেওয়াকে আবশ্য করে যেমন অশ্লীল কথা ও কাজের মাধ্যমে কষ্ট দেওয়া। এমন পরিস্থিতিতে তাদের বের করে দেওয়া জায়েয। কেননা সেই নিজেকে বের করে দেওয়ার পিছনে দায়ী। আর তাদেরকে বাসস্থান দেওয়া হলো তাদের মনের প্রতি সহানুভূতি ও দয়া করা। কিন্তু সে নিজেই নিজের ক্ষতি সাধিত করেছে (স্পষ্ট অশ্লীল কথা কাজের মাধ্যমে)। এই বিধান হলো রাজঈ (প্রত্যাহারযোগ্য) তালাকপ্রাপ্ত মহিলার জন্য। পক্ষান্তরে ত্বলাকে বায়িন হয়ে গেলে সেই মহিলাকে বাসস্থান দেওয়া আবশ্যক নয়। কেননা বাসস্থান দেওয়া ভরণপোষণের ব্যয়ের অনুগামী। আর এই ভরণপোষণের ব্যয় শুধুমাত্র রাজঈ (প্রত্যাহারযোগ্য) তালাকপ্রাপ্ত মহিলার জন্য, বায়িন তালাকপ্রাপ্তার জন্য নয়।

﴿وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِۚ﴾ আর এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমা: যেগুলো আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের জন্য নির্ধারণ ও বিধিবদ্ধ করেছেন এবং এগুলোকে আবশ্যকভাবে গ্রহণ করার আদেশ করেছেন।

﴿وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ﴾ যে ব্যক্তি আল্লাহর সীমা লঙ্ঘন করে, এগুলো গ্রহণ করে না, বরং এগুলোর থেকে বাড়াবাড়ি করে অথবা কমতি করে ﴿فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُۥۚ﴾ সে নিজেরই ওপর জুলুম করে: তার প্রাপ্ত অংশের ক্ষতি করে এবং আল্লাহর সীমারেখা অনুসরণ হতে তার অংশকে ধ্বংস করে, যেই সীমারেখা হলো দীন ও দুনিয়া উভয় স্থানেই কল্যাণকর।

﴿لَا تَدۡرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحۡدِثُ بَعۡدَ ذَٰلِكَ أَمۡرٗا﴾ আপনি জানেন না, হয়ত আল্লাহ এরপর কোন উপায় করে দেবেন: আল্লাহ তা'আলা ইদ্দতকে বিধিবদ্ধ করেছেন এবং তালাককে তার সাথে সীমাবদ্ধ করেছেন বিরাট হিকমতগুলোর জন্য। সেগুলো হলো,

১. সম্ভবত আল্লাহ তা'আলা তালাকদাতার অন্তরে রহমত ও ভালোবাসার সঞ্চার করবেন। ফলে তালাকদাতা তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিয়ে আবার নতুনভাবে সম্পর্ক শুরু

করবে। আর এটি সে ইদ্দতের সময়েই করতে পারবে। অথবা সম্ভবত তালাকদাতা তার স্ত্রীকে কোন সাবাব বা কারণে তালাক দিয়েছে। পরে এই ইদ্দতের সময়ে সেই কারণটি দূর হতে পারে। ফলে ত্বলাকের কারণ আর না থাকার কারণে আবার তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিবে।

২. ইদ্দত হলো অপেক্ষার সময়, যাতে স্বামীর পক্ষ থেকে সে গর্ভধারণ থেকে মুক্ত সেটি জানা যাবে।

আল্লাহ তা'আলার বাণী, ﴿ فَإِذَا بَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ﴾ অতঃপর যখন তাদের ইদ্দত পূরণের কাল আসন্ন হবে: অর্থাৎ যখন তাদের ইদ্দতের শেষ সময় নিকটবর্তী হবে, কেননা যদি সেই মহিলা ইদ্দত থেকে বেরিয়ে যায় তাহলে তাকে রেখে দেয়া এবং বিচ্ছিন্ন করার স্বামীর কোন ইখতিয়ার থাকে না।

﴿فَأَمۡسِكُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٍ﴾ তোমরা হয় যথাবিধি তাদেরকে রেখে দেবে: অর্থাৎ ভালোভাবে সম্পর্ক ও জীবনযাপন করার জন্য, তাদেরকে কষ্ট দেয়া এবং তাদের অনিষ্ট ও আবদ্ধ করে রাখার জন্য নয়। কেননা এই উদ্দেশ্যে তাদেরকে রেখে দেয়া জায়েয নয়।

﴿أَوۡ فَارِقُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٍ ﴾ না হয় তাদেরকে যথাবিধি পরিত্যাগ করবে: পরস্পর গালাগালি, বিবাদ ছাড়াই এবং স্ত্রীর কোন সম্পদ জোরপূর্বক নেয়া ছাড়াই তাদেরকে পরিত্যাগ করবে।

﴿وَأَشۡهِدُواْ﴾ আর তোমরা সাক্ষী রাখবে: সেই মহিলাকে তালাক দেয়া ও ফিরিয়ে নেয়ার সময়।

﴿ذَوَيۡ عَدۡلٖ مِّنكُمۡ﴾ তোমাদের মধ্য থেকে দুজন ন্যায়পরায়ণ লোককে: অর্থাৎ দুইজন মুসলিম ন্যায়পরায়ণ মানুষকে। কেননা এই সাক্ষী রাখা হলো পরস্পর ঝগড়া বিবাদের রাস্তা বন্ধ করা এবং উভয় পক্ষ থেকে যা বর্ণনা করা আবশ্যক সেগুলোকে ঢেকে রাখার উপায়।

﴿وَأَقِيمُواْ﴾ সঠিকভাবে দিবে: হে সাক্ষীরা! ﴿ٱلشَّهَٰدَةَ لِلَّهِۚ ﴾ আল্লাহর জন্য সাক্ষ্য দিবে: অর্থাৎ কোন ধরনের বাড়তি ও কমতি করা ছাড়াই যথাযথভাবে সাক্ষ্য দিবে। আর এই সঠিকভাবে সাক্ষ্য দেয়াতে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করবে, এর দ্বারা নিকটাত্মীয় হওয়ার কারণে তার প্রতি এবং বন্ধুর প্রতি ভালোবাসা থাকার কারণে তার প্রতি অধিক মনোযোগ দিবে না।

﴿ذَٰلِكُمۡ﴾ এ দ্বারা: তোমাদের জন্য আমরা যে বিধিবিধান ও সীমা বর্ণনা করলাম সেগুলোর দ্বারা, ﴿مَن كَانَ يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ﴾ তোমাদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহ ও শেষ দিবসের ওপর ঈমান রাখে তাকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে: কেননা যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিবসের ওপর ঈমান আনে, তাকে এই ঈমান আল্লাহ উপদেশ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করা এবং যতটা সম্ভব আখিরাতের জন্য সৎ আমল পাঠানোকে আবশ্যক করে। পক্ষান্তরে যার অন্তর থেকে ঈমান চলে গেছে, সে (আখিরাতের জন্য) অগ্রিম যে খারাপ কর্ম প্রেরণ করে এতে সে কোন পরোয়া করে না, আর সে আল্লাহর উপদেশসমূহের সম্মান করে না, কারণ যেহেতু তার অন্তরে এই সম্মানকে আবশ্যককারী ঈমান নেই। যেহেতু তালাক সংকীর্ণতা, সংকট এবং দুশ্চিন্তায় ফেলে দিতে পারে, তাই আল্লাহ তা'আলা তার তাকওয়া অবলম্বনের আদেশ করছেন। যে ব্যক্তি তালাকসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে তাকওয়া অবলম্বন করবে, আল্লাহ তা'আলার তার জন্য উত্তরনের পথ ও উপায় বের করে দিবেন। কোন বান্দা যখন তালাক দেওয়ার ইচ্ছা করে শরীআতসম্মতভাবে তা সম্পন্ন করে, যেখানে সে হায়েয ছাড়া এবং পবিত্র অবস্থায় সহবাস ছাড়াই এক তালাক দেয়, তাহলে কোন বিষয় তার কাছে সংকীর্ণ হবে না। বরং আল্লাহ তা'আলা তার জন্য উত্তরণের পথ রাখবেন, যার মাধ্যমে সে আবার সেই বিবাহে ফিরে আসতে সক্ষম হবে, যদি সেই ত্বলাকে অনুতপ্ত হয়। আয়াতটি তালাক ও স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়া প্রসঙ্গে হলেও এর শব্দের ব্যাপক অর্থই বিবেচ্য বিষয়। যে ব্যক্তিই আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করে এবং সর্বাবস্থায় আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে দুনিয়াতে এবং আখিরাতে প্রতিদান দেন। তার প্রতিদানের অন্তর্ভুক্ত হলো, প্রত্যেক বিপদ ও কষ্টে তিনি তা থেকে বের হওয়ার পথ ও উপায় করে দেন, যেমনভাবে যে ব্যক্তি আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করে, আল্লাহ তার (উত্তোরণের) পথ ও উপায় বের করে দেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করবে না, সে অনেক অসুবিধা, বিপদ ও কষ্টে নিপতিত হবে যা থেকে মুক্তি পাওয়া অথবা বের হওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। তালাক থেকে এটি শিক্ষাগ্রহণ করো। ত্বলাকের ক্ষেত্রে বান্দা যদি আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন না করে, বরং হারাম পদ্ধতিতে তালাক দেয় যেমন একসাথে তিন তালাক, তাহলে সে অবশ্যই এমন অনুতপ্ত হবে যার ক্ষতিপূরণ করা অথবা সেখান থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব নয়।

আল্লাহ তা'আলার বাণী, ﴿وَيَرۡزُقۡهُ مِنۡ حَيۡثُ لَا يَحۡتَسِبُۚ﴾ আর তিনি তাকে তার ধারণাতীত উৎস হতে রিযিক দান করবেন: মুত্তাকীদেরকে আল্লাহ এমনভাবে রিযিক দিবেন যা সে ধারণা ও অনুভব করেনি।

﴿وَمَن يَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِ﴾ আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ভরসা করে: তার দীন ও দুনিয়ার বিষয়ে, যেখানে কল্যাণ আনয়নে এবং অকল্যাণ দূরকরণে একমাত্র আল্লাহর ওপরই ভরসা করে এবং এগুলো সহজ করার জন্য একমাত্র তারই ওপর আস্থাবান হয়, ﴿فَهُوَ حَسۡبُهُۥٓۚ﴾

তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট: যে বিষয়গুলো তার ওপর নির্ভর করেছে সেগুলোতে তিনিই যথেষ্ট। যখন বিষয়গুলো সেই সত্তার দায়িত্বে আসে যিনি হলেন অমুখাপেক্ষী, শক্তিশালী, মহাপরাক্রমশালী এবং পরম দয়ালু, তখন তিনিই সকল কিছুর চেয়ে বান্দার নিকটবর্তী। কিন্তু সম্ভবত আল্লাহর কোন হিকমাতের কারণে সেটি তার উপযুক্ত সময় পর্যন্ত পিছিয়ে যায়। এজন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿إِنَّ ٱللَّهَ بَٰلِغُ أَمۡرِهِۦۚ﴾ আল্লাহ তার ইচ্ছে পূরণ করবেনই: অর্থাৎ অবশ্যই তার ফায়সালা ও নির্ধারণ বাস্তবায়িত হবে।

কিন্তু ﴿قَدۡ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيۡءٖ قَدۡرٗا﴾ অবশ্যই আল্লাহ সবকিছুর জন্য সুনির্দিষ্ট মাত্রা স্থির করেছেন: অর্থাৎ তিনি একটি নির্ধারিত সময় স্থির করেছেন, সেই বিষয়গুলো সেই সময়কে অতিক্রমও করবে না এবং এর থেকে কমতিও হবে না। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন,



﴿وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ وَٱلَّٰٓـِٔي لَمۡ يَحِضۡنَۚ وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مِنۡ أَمۡرِهِۦ يُسۡرٗا ۝٤ ذَٰلِكَ أَمۡرُ ٱللَّهِ أَنزَلَهُۥٓ إِلَيۡكُمۡۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرۡ عَنۡهُ سَيِّـَٔاتِهِۦ وَيُعۡظِمۡ لَهُۥٓ أَجۡرًا ۝٥﴾



৬৫:৪- তোমাদের যে সব স্ত্রীর আর ঋতুবতী হওয়ার আশা নেই, তাদের ইদ্দত সম্পর্কে তোমরা সন্দেহ করলে তাদের ইদ্দতকাল হবে তিন মাস এবং যারা এখনো ঋতুর বয়সে পৌঁছেনি তাদেরও। আর গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত। আর যে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করে আল্লাহ তার জন্য তার কাজকে সহজ করে দেন।

৬৫:৫- এটা আল্লাহর বিধান যা তিনি তোমাদের প্রতি নাযিল করেছেন। আর যে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করে তিনি তার পাপসমূহ মোচন করে দেন এবং তাকে মহাপুরস্কার দান করবেন।



ব্যাখ্যা:

যেহেতু আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করলেন যে, আদিষ্ট তালাক হলো মহিলাদের ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে তালাক দেয়া, তাই তিনি এখানে ইদ্দতের কথা বর্ণনা করছেন। তিনি বলেন,

﴿وَٱلَّـٰٓـِٔى يَبِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ﴾ তোমাদের যে সব স্ত্রীর আর ঋতুবতী হওয়ার আশা নেই: সেটি হলো তাদের হায়েয হওয়ার পরে বার্ধক্য অথবা অন্য কোন কারণে হায়েয বন্ধ হয়েছে এবং সেই হায়েয আসার কোন আশা নেই, এক্ষেত্রে তার ইদ্দত হলো তিন মাস। আল্লাহ প্রত্যেক মাসকে এক হায়েযের মতো করলেন।

﴿وَٱلَّـٰٓـِٔى لَمْ يَحِضْنَ﴾ আর যারা এখনো ঋতুর বয়সে পৌঁছেনি তাদেরও: অর্থাৎ যারা ছোট, যাদের এখনো হায়েয হয়নি এবং যেসব প্রাপ্তবয়স্কা মেয়ের এখনো পুরোপুরি হায়েয আসেনি, তারাও ঋতু থেকে নিরাশ হওয়া মহিলাদের মতোই। তাদের ইদ্দতও তিন মাস। পক্ষান্তরে যাদের হায়েয হয় তাদের ইদ্দত উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَٱلْمُطَلَّقَـٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَـٰثَةَ قُرُوٓءٍ﴾ তালাকপ্রাপ্তা নারীরা তিন মাসিক কাল পর্যন্ত অপেক্ষা থাকবে (সূরা আল বাকারা: ২২৮)।

﴿وَأُو۟لَـٰتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ﴾ আর গর্ভবতী নারীদের সময়: অর্থাৎ তাদের ইদ্দতকাল হলো ﴿أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ সন্তান প্রসব পর্যন্ত: তাদের পেটে যে একটি অথবা একের অধিক সন্তান আছে সেগুলো প্রসব হওয়া পর্যন্ত। তখন আর মাসসহ অন্যান্য ইদ্দত ধর্তব্য নয়।

﴿وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مِنْ أَمْرِهِۦ يُسْرًا﴾ আর যে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করে আল্লাহ তার জন্য তার কাজকে সহজ করে দেন: অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করে, তিনি তার কাজসমূহকে সহজ করে দেন এবং সকল কঠিনকে হালকা করে দেন।

﴿ذَٰلِكَ﴾ এটা: অর্থাৎ এই বিধানটি যা আল্লাহ তোমাদের জন্য বর্ণনা করলেন,

﴿أَمْرُ ٱللَّهِ أَنزَلَهُۥٓ إِلَيْكُمْ﴾ আল্লাহর বিধান যা তিনি তোমাদের প্রতি নাযিল করেছেন: যাতে তোমরা এই পথে চলতে ও তা অনুসরণ করতে পারো এবং তাকে সম্মান করতে পারো।

﴿وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّـَٔاتِهِۦ وَيُعْظِمْ لَهُۥٓ أَجْرًا﴾ আর যে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করে তিনি তার পাপসমূহ মোচন করে দেন এবং তাকে মহাপুরস্কার দান করবেন: অর্থাৎ তার শঙ্কিত জিনিস তার থেকে দূর হবে এবং কাঙ্খিত জিনিস অর্জিত হবে। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَسۡكِنُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ سَكَنتُم مِّن وُجۡدِكُمۡ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيۡهِنَّۚ وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمۡلٖ فَأَنفِقُواْ عَلَيۡهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ فَإِنۡ أَرۡضَعۡنَ لَكُمۡ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأۡتَمِرُواْ بَيۡنَكُم بِمَعۡرُوفٖۖ وَإِن تَعَاسَرۡتُمۡ فَسَتُرۡضِعُ لَهُۥٓ أُخۡرَىٰ ٦ لِيُنفِقۡ ذُو سَعَةٖ مِّن سَعَتِهِۦۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيۡهِ رِزۡقُهُۥ فَلۡيُنفِقۡ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَاۚ سَيَجۡعَلُ ٱللَّهُ بَعۡدَ عُسۡرٖ يُسۡرٗا ٧﴾

৬৫:৬- তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যেরূপ ঘরে বাস কর তাদেরকেও সেরূপ ঘরে বাস করতে দেবে। তোমরা তাদেরকে সংকটে ফেলার জন্য উত্ত্যক্ত করবে না। আর তারা গর্ভবতী হয়ে থাকলে সন্তান প্রসব পর্যন্ত তাদের জন্য ব্যয় করবে। অতঃপর যদি তারা তোমাদের সন্তানদেরকে স্তন্য দান করে তবে তাদেরকে পারিশ্রমিক দেবে এবং (সন্তানের কল্যাণ সম্পর্কে) তোমরা সঙ্গতভাবে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করো। আর তোমরা যদি নিজ নিজ দাবিতে অনমনীয় হও তাহলে অন্য নারী পিতার পক্ষে স্তন্য দান করবে।

৬৫:৭- বিত্তবান নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করবে এবং যার জীবনোপকরণ সীমিত সে আল্লাহ যা দান করেছেন তা থেকে ব্যয় করবে। আল্লাহ যাকে যে সামর্থ্য দিয়েছেন তার চেয়ে গুরুতর বোঝা তিনি তার ওপর চাপান না। অবশ্যই আল্লাহ কষ্টের পর স্বস্তি দেবেন।

ব্যাখ্যা:

পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তালাকপ্রাপ্তা নারীদেরকে বাড়ি থেকে বের করে দিতে নিষেধ করেছেন। এখানে তিনি তাদেরকে বাসস্থান দেয়ার আদেশ করছেন আর সেই বাসস্থানের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তা হবে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী। আর সেটি হলো স্বামীর সামর্থ অনুযায়ী এমন বাড়িতে থাকতে দেওয়া যাতে তার এবং স্ত্রীর মতো মানুষজন বাস করে।

﴿وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيۡهِنَّۚ﴾ তোমরা তাদেরকে সংকটে ফেলার জন্য উত্ত্যক্ত করবে না: বিরক্ত করার উদ্দেশ্যে তাদেরকে বাসস্থান দেয়ার পর কথা বা কাজের মাধ্যমে

তাদেরকে উত্ত্যক্ত করো না। কেননা এর ফলে তারা ইদ্দত পূর্ণ করার আগেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবে। তখন তোমরাই তাদেরকে বাড়ি থেকে বেরকারী বলে গণ্য হবে।

এর সারসংক্ষেপ হলো, আল্লাহ তা'আলা স্ত্রীদেরকে বের করে দিতে নিষেধ করছেন এবং তারাও যাতে বেরিয়ে না যায় তা থেকেও তাদেরকে নিষেধ করছেন। আর তিনি তাদেরকে এমন বাসস্থান দেয়ার আদেশ করছেন, যাতে তাদের কোন ক্ষতি ও কষ্ট হবে না। আর এটি হবে প্রচলিত রীতি নীতির ভিত্তিতে।

﴿وَإِن كُنَّ﴾ আর যদি তারা: অর্থাৎ তালাকপ্রাপ্তারা।

﴿أُوْلَٰتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّۚ﴾ গর্ভবতী হয়ে থাকলে সন্তান প্রসব পর্যন্ত তাদের জন্য ব্যয় করবে: এই ব্যয় হলো তার পেটে যে বাচ্চা সে কারণে, যদি সেই মহিলা বায়িন তালাকপ্রাপ্তা হয়। আর যদি রাজঈ (প্রত্যাহারযোগ্য) তালাকপ্রাপ্তা হয় তাহলে তার জন্য এবং তার পেটের বাচ্চার জন্য। সন্তান প্রসব করার থেকে এই ব্যয়ভার শেষ। যখন সে সন্তান প্রসব করবে, তখন হয় সে তার সন্তানকে দুধ পান করাবে আর নাহয় করাবে না।

﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ অতঃপর যদি তারা তোমাদের সন্তানদেরকে স্তন্য দান করে তবে তাদেরকে পারিশ্রমিক দেবে: অর্থাৎ নির্ধারিত পারিশ্রমিক দিবে, যদি তা নির্ধারিত থাকে। অন্যথায় তারা প্রচলিত পারিশ্রমিক পাবে।

﴿وَأْتَمِرُواْ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍۖ﴾ (সন্তানের কল্যাণ সম্পর্কে) তোমরা সঙ্গতভাবে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করো: স্বামী স্ত্রী প্রত্যেকেই এবং অন্যান্যরাও সঙ্গতভাবে পরামর্শ করবে। আর সেটি যাতে দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ ও উপকার রয়েছে। সঙ্গতভাবে পরামর্শ থেকে উদাসীন থাকাতে অনেক অকল্যাণ ও ক্ষতি হয় যা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। আর পরামর্শ করাতে নেককাজ ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা রয়েছে। ইদ্দতকালে স্বামী স্ত্রীর বিচ্ছিন্ন হওয়ার সময়, বিশেষকরে যদি তাদের কোন সন্তান থাকে, তাহলে স্ত্রীর এবং সন্তানের ব্যয়ভাবের জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরস্পর ঝগড়া বিবাদের সৃষ্টি হয়। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঘৃণা থেকে এই বিচ্ছিন্নতা ঘটে এবং এই ঘৃণা অনেক বেশি প্রভাব ফেলে। তাই এই পরিস্থিতিতে স্বামী স্ত্রী উভয়কেই সৎ আদেশ, উত্তমভাবে জীবনযাপন এবং ঝগড়া বিবাদ না করার আদেশ করতে হবে।

﴿وَإِن تَعَاسَرْتُمْ﴾ আর তোমরা যদি নিজ নিজ দাবিতে অনমনীয় হও: যে, সন্তানের দুধপানের বিষয়ে তারা একমত হতে পারছে না, তাহলে সেই মহিলা ব্যতীত অন্য কোন মহিলা সেই সন্তানকে দুধ পান করাবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا سَلَّمۡتُم مَّآ ءَاتَيۡتُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ﴾ আর যদি তোমরা (কোন ধাত্রী দ্বারা) তোমাদের সন্তানদেরকে স্তন্য পান করাতে চাও, তাহলে যদি তোমরা প্রচলিত বিধি মোতাবেক বিনিময় দিয়ে দাও তবে তোমাদের কোন পাপ নেই (সূরা আল বাকারা: ২৩৩)।

এই আদেশ তখনই, যখন সন্তান তার মায়ের ছাড়া অন্য কারো স্তনের দিকে যায়। আর যদি সন্তান মায়ের ছাড়া অন্য কারো স্তনের দিকে না যায়, তাহলে তাকেই দুধ পান করাতে হবে এবং এটি তার জন্য আবশ্যক। যদি সে দুধ পান করাতে অস্বীকৃতি জানায় তাহলে তাকে বাধ্য করা হবে। আর যদি নির্ধারিত পারিশ্রমিকে তারা একমত হতে না পারে তাহলে সে প্রচলিত পারিশ্রমিক পাবে। এই সম্মানিত আয়াত থেকে বিধানটি গৃহীত। সন্তান যখন গর্ভাবস্থায় মায়ের পেটে থাকে এবং সেখান থেকে বের হওয়ার কোন উপায় নেই, তখন আল্লাহ তা'আলা সেই সন্তানের অভিভাবকের ওপর স্ত্রীর ব্যয়ভার আবশ্যক করেছেন। যখন সে জন্মগ্রহণ করে, তখন মায়ের থেকে অথবা অন্য কারো থেকে খাবার খাওয়া সম্ভব। তাই আল্লাহ তা'আলা দু'টি বিষয়কেই বৈধ করেছেন। আর যদি তার মা ছাড়া অন্য কারো থেকে খাবার খাওয়া সম্ভব না হয় তখন তার বিধান হলো পেটের বাচ্চার বিধানের মতো। তখন মাকেই দুধ পান করাতে হবে।

তারপর আল্লাহ তা'আলা স্বামীর অবস্থা অনুযায়ী ব্যয়ভার নির্ধারণ করলেন। তিনি বলেন, ﴿لِيُنفِقۡ ذُو سَعَةٖ مِّن سَعَتِهِۦۖ﴾ বিত্তবান নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করবে: ধনী ব্যক্তি তার প্রাচুর্য থেকে ব্যয় করবে, সে দরিদ্রদের মতো ব্যয় করবে না।

﴿وَمَن قُدِرَ عَلَيۡهِ رِزۡقُهُۥ﴾ যার জীবনোপকরণ সীমিত: অর্থাৎ যার রিযিক সংকীর্ণ ﴿فَلۡيُنفِقۡ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُۚ﴾ সে আল্লাহ যা দান করেছেন তা থেকে ব্যয় করবে: অর্থাৎ রিযিক থেকে।

﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَاۚ﴾ আল্লাহ যাকে যে সামর্থ্য দিয়েছেন তার চেয়ে গুরুতর বোঝা তিনি তার ওপর চাপান না: এটি আল্লাহর হিকমত ও রহমতের সাথে সঙ্গত যেখানে তিনি প্রত্যেকের সামর্থ অনুযায়ী দায়িত্ব দেন। ব্যয় করাসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে সামর্থের বাহিরে আল্লাহ কারো ওপর কোন দায়িত্ব দেন না।

﴿سَيَجۡعَلُ ٱللَّهُ بَعۡدَ عُسۡرٖ يُسۡرٗا﴾ অবশ্যই আল্লাহ কষ্টের পর স্বস্তি দেবেন: অভাবগ্রস্থদের জন্য এটি সুসংবাদ যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের বিপদ দূর করবেন এবং তাদের থেকে কষ্ট তুলে নিবেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿فَإِنَّ مَعَ ٱلۡعُسۡرِ يُسۡرًا ۝٥ إِنَّ مَعَ ٱلۡعُسۡرِ يُسۡرًا﴾ সুতরাং কষ্টের সাথেই তো স্বস্তি আছে, নিশ্চয় কষ্টের সাথেই স্বস্তি আছে (সূরা আল ইনশিরাহ: ৪-৫)।

তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন,



﴿وَكَأَيِّن مِّن قَرۡيَةٍ عَتَتۡ عَنۡ أَمۡرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِۦ فَحَاسَبۡنَٰهَا حِسَابٗا شَدِيدٗا وَعَذَّبۡنَٰهَا عَذَابٗا نُّكۡرٗا ۝٨ فَذَاقَتۡ وَبَالَ أَمۡرِهَا وَكَانَ عَٰقِبَةُ أَمۡرِهَا خُسۡرًا ۝٩ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمۡ عَذَابٗا شَدِيدٗاۖ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ يَٰٓأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْۚ قَدۡ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيۡكُمۡ ذِكۡرٗا ۝١٠ رَّسُولٗا يَتۡلُواْ عَلَيۡكُمۡ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ مُبَيِّنَٰتٖ لِّيُخۡرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ مِنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِۚ وَمَن يُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ وَيَعۡمَلۡ صَٰلِحٗا يُدۡخِلۡهُ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدٗاۖ قَدۡ أَحۡسَنَ ٱللَّهُ لَهُۥ رِزۡقًا ۝١١﴾



৬৫:৮- আর বহু জনপদ তাদের রব ও তার রসূলগণের নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল। ফলে আমরা তাদের কাছ থেকে কঠোর হিসেব নিয়েছিলাম এবং তাদেরকে কঠিন শাস্তি দিয়েছিলাম।

৬৫:৯- ফলে তারা তাদের কৃতকর্মের শাস্তি আস্বাদন করলো; আর ক্ষতিই ছিল তাদের কাজের পরিণাম।

৬৫:১০- আল্লাহ তাদের জন্য কঠোর শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। অতএব তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো, হে বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! যারা ঈমান এনেছো। অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের প্রতি নাযিল করেছেন এক উপদেশ,

৬৫:১১- এক রাসূল, যে তোমাদের কাছে আল্লাহর সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে, যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করে তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোতে বের করে আনার জন্য। আর যে কেউ আল্লাহর ওপর ঈমান আনবে এবং সৎকাজ করবে তিনি তাকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যার নিচ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে; আল্লাহ তো তাকে উত্তম রিযিক দেবেন।



ব্যাখ্যা:

আল্লাহ তা'আলা অবাধ্য ও রসূলগণকে মিথ্যারোপকারী জাতিদেরকে ধ্বংসের কথা বর্ণনা করছেন। যখন কঠিন হিসাব ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদের কাছে এসেছিল তখন তাদের শক্তি ও সংখ্যাধিক্য তাদের কোন উপকারে আসেনি। তাদের মন্দ আমল অনুযায়ী আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি আস্বাদন করালেন। দুনিয়ার এই আযাবে সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলা আখিরাতেও তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন কঠিন শাস্তি।

﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ يَٰٓأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِ﴾ অতএব তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো, হে বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ: অর্থাৎ বিবেকসম্পন্ন লোকেরা, যারা আল্লাহর আয়াত ও উপদেশসমূহ বুঝতে পারে। তিনিই পূর্বের জাতিদেরকে তার মিথ্যারোপের কারণে ধ্বংস করেছেন। আর তার পরবর্তীরাও তাদের মতোই। এই দুই দলের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

তারপর তিনি তার মুমিন বান্দাদের কথা বর্ণনা করছেন যাদের প্রতি তিনি তার কিতাব নাযিল করেছেন, যেই কিতাব তিনি তার রসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর নাযিল করেছেন, যাতে তিনি সৃষ্টিকে কুফরী, অজ্ঞতা এবং পাপাচারের অন্ধকার থেকে ইলম, ঈমান এবং আনুগত্যের আলোর দিকে নিয়ে আসেন। মানুষের মধ্যে অনেকেই তার ওপর ঈমান এনেছে আর অনেকেই ঈমান আনেনি।

﴿وَمَن يُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ وَيَعۡمَلۡ صَٰلِحٗا﴾ আর যে কেউ আল্লাহর ওপর ঈমান আনবে এবং সৎকাজ করবে: ফরয ও মুস্তাহাব কাজসমূহ করবে।

﴿يُدۡخِلۡهُ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ﴾ তিনি তাকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যার নিচ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত: সেখানে এতো স্থায়ী নিয়ামত রয়েছে যা কোন চোখ দেখেনি, কোন কান শুনেনি এবং কোন মানুষের অন্তর তা কল্পনাও করতে পারে না।

﴿خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدٗاۖ قَدۡ أَحۡسَنَ ٱللَّهُ لَهُۥ رِزۡقًا﴾ সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে; আল্লাহ তো তাকে উত্তম রিযিক দেবেন: আর যারা আল্লাহ ও তার রসূলের ওপর ঈমান আনবে না, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন,



﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبۡعَ سَمَٰوَٰتٖ وَمِنَ ٱلۡأَرۡضِ مِثۡلَهُنَّۖ يَتَنَزَّلُ ٱلۡأَمۡرُ بَيۡنَهُنَّ لِتَعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدۡ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عِلۡمَۢا ١٢ ﴾



৬৫:১২- তিনি আল্লাহ, যিনি সাত আসমান এবং অনুরূপ জমিন সৃষ্টি করেছেন; এগুলির মাঝে তাঁর নির্দেশ অবতীর্ণ হয় যেন তোমরা জানতে পার যে, আল্লাহ সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান এবং জ্ঞানে আল্লাহ সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন।



ব্যাখ্যাঃ

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করছেন যে, তিনি সাত আসমান ও এর মধ্যে যা আছে, সাত জমিন ও এর মধ্যে যা আছে এবং আসমান ও জমিনের মাঝে যা আছে এই সবকিছুকে সৃষ্টি করেছেন। আর তিনি আদেশ নাযিল করেন, সেটি হলো বিভিন্ন দীনি বিধি বিধান যেগুলো তিনি তার বান্দাদেরকে স্মরণ করানো ও তাদেরকে আদেশ দেওয়ার জন্য তার রসূলগণের ওপর নাযিল করেছেন। অনুরূপভাবে সৃষ্টিগত বিভিন্ন আদেশও তিনি নাযিল করেন যেগুলোর দ্বারা তিনি সৃষ্টিকে পরিচালনা করেন। এইসব কিছু তিনি করেন যাতে বান্দারা তাকে চিনতে পারে এবং জানে যে, তার জ্ঞান ও ক্ষমতা সকল কিছুকেই পরিবেষ্টন করে আছে। (বান্দারা তখনই তাকে চিনবে ও জানবে) যখন তারা আল্লাহর পবিত্র গুণাবলি এবং সুন্দর নামসমূহের মাধ্যমে তাকে চিনবে, একমাত্র তারই ইবাদত করবে, তাকেই ভালোবাসবে এবং তার হক আদায় করবে। আল্লাহকে জানা এবং তার ইবাদত করাই হলো সৃষ্টি ও আদেশের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। তাওফীকপ্রাপ্ত আল্লাহর সৎ বান্দারা এটি পালন করেছেন আর জালিমরা এবং যারা বিমুখ হয় তারা এটি থেকে বিমুখ হয়েছে।

٦٦. سورة التّحريم وَهِيَ مَدَنِيَّةٌ

৬৬. সূরা আত তাহরীম (মাদানী, আয়াত ১২)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুনাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)



﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَۖ تَبۡتَغِي مَرۡضَاتَ أَزۡوَٰجِكَۚ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ١ قَدۡ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمۡ تَحِلَّةَ أَيۡمَٰنِكُمۡۚ وَٱللَّهُ مَوۡلَىٰكُمۡۖ وَهُوَ ٱلۡعَلِيمُ ٱلۡحَكِيمُ ٢ وَإِذۡ أَسَرَّ ٱلنَّبِيُّ إِلَىٰ بَعۡضِ أَزۡوَٰجِهِۦ حَدِيثٗا فَلَمَّا نَبَّأَتۡ بِهِۦ وَأَظۡهَرَهُ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ عَرَّفَ بَعۡضَهُۥ وَأَعۡرَضَ عَنۢ بَعۡضٖۖ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِۦ قَالَتۡ مَنۡ أَنۢبَأَكَ هَٰذَاۖ قَالَ نَبَّأَنِيَ ٱلۡعَلِيمُ ٱلۡخَبِيرُ ٣ إِن تَتُوبَآ إِلَى ٱللَّهِ فَقَدۡ صَغَتۡ قُلُوبُكُمَاۖ وَإِن تَظَٰهَرَا عَلَيۡهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوۡلَىٰهُ وَجِبۡرِيلُ وَصَٰلِحُ ٱلۡمُؤۡمِنِينَۖ وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ بَعۡدَ ذَٰلِكَ ظَهِيرٌ ٤ عَسَىٰ رَبُّهُۥٓ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبۡدِلَهُۥٓ أَزۡوَٰجًا خَيۡرٗا مِّنكُنَّ مُسۡلِمَٰتٖ مُّؤۡمِنَٰتٖ قَٰنِتَٰتٖ تَٰٓئِبَٰتٍ عَٰبِدَٰتٖ سَٰٓئِحَٰتٖ ثَيِّبَٰتٖ وَأَبۡكَارًا ٥﴾



৬৬:১- হে নবী! আপনি কেন হারাম করছেন যা আল্লাহ আপনার জন্য হালাল করেছেন? আপনি আপনার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি চাচ্ছেন। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৬৬:২- অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের কসম হতে মুক্তি লাভের ব্যবস্থা করেছেন। আর আল্লাহ তোমাদের অভিভাবক এবং তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

৬৬:৩- আর স্মরণ করুন, যখন নবী তার স্ত্রীদের একজনকে গোপনে একটি কথা বলেছিলেন। অতঃপর যখন সে তা অন্যকে জানিয়ে দিয়েছিল এবং আল্লাহ নবীর কাছে তা প্রকাশ করে দিলেন, তখন নবী এ বিষয়ে কিছু ব্যক্ত করলেন এবং কিছু এড়িয়ে গেলেন। অতঃপর যখন নবী তা তার সেই স্ত্রীকে জানালেন তখন সে বললো, কে আপনাকে এটা জানাল? নবী বললেন, আমাকে জানিয়েছেন তিনি, যিনি সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত।

৬৬:৪- যদি তোমরা উভয়ে আল্লাহর কাছে তাওবা কর (তবে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর), কারণ তোমাদের হৃদয় তো ঝুঁকে পড়েছে। কিন্তু তোমরা যদি নবীর বিরুদ্ধে একে অন্যের পোষকতা কর, তবে জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্ তার সাহায্যকারী এবং জিবরীল ও সৎকর্মশীল মুমিনরাও। তাছাড়া অন্যান্য ফেরেশতাগণও তার সহযোগিতাকারী।

৬৬:৫- যদি নবী তোমাদের সকলকে তালাক দেয় তবে তার রব সম্ভবত তোমাদের স্থলে তাকে দেবেন তোমাদের চেয়ে উৎকৃষ্টতর স্ত্রী, যারা হবে মুসলিম, মুমিন, অনুগত, তওবাকারী, ইবাদতকারী, সিয়াম পালনকারী, অকুমারী এবং কুমারী।



ব্যাখ্যা:

এটি হলো আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তার নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি তিরস্কার, যখন তিনি তার কোন স্ত্রীর মন জয় করার জন্য মারীয়া দাসীকে অথবা মধু খাওয়াকে নিজের ওপর হারাম করেছিলেন। এই সুপরিচিত ঘটনার প্রেক্ষিতেই আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতগুলো নাযিল করেছেন।[৩]

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ﴾ হে নবী: অর্থাৎ হে সেই ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ তা'আলা নবুওয়ত, রিসালাত ও ওহীর মাধ্যমে অনুগ্রহ করেছেন।

﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ﴾ আপনি কেন হারাম করছেন যা আল্লাহ আপনার জন্য হালাল করেছেন: পবিত্র জিনিস থেকে, যেগুলো দিয়ে আল্লাহ তা'আলা আপনার ওপর এবং আপনার উম্মতের ওপর অনুগ্রহ করেছেন।

---

৩ 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাইনাব বিনত জাহাশের নিকট কিছু বেশি সময় অবস্থান করতেন এবং সেখানে তিনি মধু পান করতেন। আমি ও হাফসাহ পরামর্শ করে ঠিক করলাম যে, আমাদের মধ্যে যার নিকটই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রবেশ করবেন, সেই যেন বলি- আমি আপনার নিকট হতে মাগাফীর-এর গন্ধ পাচ্ছি। আপনি কি মাগাফীর খেয়েছেন। এরপর তিনি তাদের একজনের নিকট প্রবেশ করলে তিনি তাঁকে সেরূপ বললেন। তিনি বললেন, আমি তো যাইনাব বিনত জাহাশের নিকট মধু পান করেছি। আমি পুনরায় এ কাজ করব না। এ প্রসঙ্গেই অবতীর্ণ হয় মহান আল্লাহ তা'আলার বাণী, ''হে নবী! আল্লাহ যা তোমার জন্য হালাল করেছেন তা আপনি কেন হারাম করছেন? তোমরা দু'জন যদি অনুশোচনাভরে আল্লাহর দিকে ফিরে আসো তবে তা তোমাদের জন্য উত্তম'' (সূরাহ আত-তাহরীম: ১-৪) পর্যন্ত। এখানে 'আয়িশাহ ও হাফসাহ-কে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। আর আল্লাহ তা'আলার বাণী ''যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের একজনকে গোপনে কিছু বলেছিলেন''- 'বরং আমি মধু পান করেছি'-এ কথার প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ হয় (সহীহ বুখারী, হা/৪৯১২, ৫২৬৭, সহীহ মুসলিম, হা/১৪৭৪)।

﴿تَبۡتَغِي﴾ আপনি চাচ্ছেন: এই হারাম করার দ্বারা।

﴿مَرۡضَاتَ أَزۡوَٰجِكَۚ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ﴾ আপনার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি । আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু: এটি স্পষ্ট যে, আল্লাহ তা'আলা তার রসূলকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, তার থেকে তিরস্কারকে দূর করেছেন এবং তার ওপর রহম করেছেন। আর তার থেকে সংঘটিত এই হারাম করাটা সকল উম্মতের জন্য আম হুকুম প্রনয়ণের কারণ হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা সকল ধরনের কসমের ব্যাপারে আম বিধান প্রনয়ন করে বলেন,

﴿قَدۡ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمۡ تَحِلَّةَ أَيۡمَٰنِكُمۡۚ﴾ অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের কসম হতে মুক্তি লাভের ব্যবস্থা করেছেন: অর্থাৎ তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ ও নির্ধারণ করেছেন, যার মাধ্যমে শপথ ভঙ্গ করার আগেই তার সমাধান হয়ে যায় এবং শপথ ভঙ্গ করার পরে তার কাফফারা হয়ে যায়। এটি হলো আল্লাহ তা'আলার সেই বাণীর মতো, যাতে তিনি বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَٰتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمۡ وَلَا تَعۡتَدُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُعۡتَدِينَ ٨٧ وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَٰلٗا طَيِّبٗاۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيٓ أَنتُم بِهِۦ مُؤۡمِنُونَ ٨٨ لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغۡوِ فِيٓ أَيۡمَٰنِكُمۡ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلۡأَيۡمَٰنَۖ فَكَفَّٰرَتُهُۥٓ إِطۡعَامُ عَشَرَةِ مَسَٰكِينَ مِنۡ أَوۡسَطِ مَا تُطۡعِمُونَ أَهۡلِيكُمۡ أَوۡ كِسۡوَتُهُمۡ أَوۡ تَحۡرِيرُ رَقَبَةٖۖ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٖۚ ذَٰلِكَ كَفَّٰرَةُ أَيۡمَٰنِكُمۡ إِذَا حَلَفۡتُمۡۚ وَٱحۡفَظُوٓاْ أَيۡمَٰنَكُمۡۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ ٨٩﴾

হে মুমিনগণ! আল্লাহ তোমাদের জন্য উৎকৃষ্ট যেসব বস্তু হালাল করেছেন সেগুলোকে তোমরা হারাম করো না এবং সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীকে পছন্দ করেন না। আর আল্লাহ তোমাদেরকে যে হালাল ও উৎকৃষ্ট জীবিকা দিয়েছেন তা থেকে খাও এবং আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো, যাঁর প্রতি তোমরা ঈমান এনেছো। তোমাদের বৃথা শপথের জন্য আল্লাহ তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন না, কিন্তু যেসব শপথ তোমরা ইচ্ছে করে কর সেগুলোর জন্য তিনি তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন। তারপর এর কাফফারা দশজন দরিদ্রকে মধ্যম ধরনের খাদ্য দান, যা তোমরা তোমাদের পরিজনদেরকে খেতে দাও, বা তাদেরকে বস্ত্রদান, কিংবা একজন দাস মুক্তি। অতঃপর যার সামর্থ নেই তার জন্য তিন দিন সিয়াম পালন করা। তোমরা শপথ করলে এটাই তোমাদের শপথের কাফফারা। আর তোমরা তোমাদের শপথ রক্ষা করো। এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তার আয়াতসমূহ বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও (সূরা আল মায়িদাহ: ৮৭-৮৯)।

যে ব্যক্তি কোন হালাল খাবার বা পানীয় বা দাসীকে হারাম করে অথবা কোন কিছু করার বা পরিত্যাগ করার জন্য আল্লাহর নামে কসম করে, অতঃপর সেই কসম যদি ভঙ্গ করে অথবা ভঙ্গ করার ইচ্ছা করে তাহলে ওপরে বর্ণিত এই কাফফারা তার ওপর আবশ্যক হবে। আল্লাহ তা'আলার বাণী, ﴿وَٱللَّهُ مَوۡلَىٰكُمۡۖ﴾ আর আল্লাহ তোমাদের অভিভাবক: অর্থাৎ তিনি তোমাদের সকল বিষয়সমূহ পরিচালনাকারী আর তোমাদের দীন ও দুনিয়ার বিষয়গুলোতে এবং তোমাদের থেকে অনিষ্ট দূর করাতে তিনি তোমাদেরকে সর্বোত্তমভাবে লালনপালনকারী। আর এ কারণে তিনি তোমাদের জন্য কসম থেকে মুক্তির ব্যবস্থা রেখেছেন যাতে তোমরা তোমাদের দায়িত্ব থেকে মুক্ত হতে পারো।

﴿وَهُوَ ٱلۡعَلِيمُ ٱلۡحَكِيمُ﴾ আর তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়: যার জ্ঞান বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সকল কিছুকে পরিবেষ্টন করে আছে। আর তিনি তার সকল সৃষ্টিতেই হাকীম। এজন্য তিনি তোমাদের জন্য অনেক বিধানকে বিধিবদ্ধ করেছেন, যার দ্বারা জানা যায় যে, সেগুলো তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং তোমাদের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

আল্লাহ তা'আলার বাণী, ﴿وَإِذۡ أَسَرَّ ٱلنَّبِيُّ إِلَىٰ بَعۡضِ أَزۡوَٰجِهِۦ حَدِيثٗا﴾ আর স্মরণ করুন, যখন নবী তার স্ত্রীদের একজনকে গোপনে একটি কথা বলেছিলেন: অনেক মুফাসসির বলেছেন, সেই স্ত্রী হলো উম্মুল মুমিনীন হাফসা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে গোপনে একটি কথা বলেছিলেন আর সেটি অন্য কাউকে বলতে নিষেধ করেছিলেন। তারপর হাফসা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) সেই কথাটি আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে বলেছিলেন। তখন হাফসা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর প্রকাশ করে দেয়া খবরটি আল্লাহ তা'আলা তার নবীকে জানিয়ে দিলেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বিষয়ে হাফসা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে কিছু ব্যক্ত করলেন এবং তার উদারতা ও ধৈর্যশীলতার কারণে কিছু বিষয় এড়িয়ে গেলেন।

﴿قَالَتۡ﴾ তারপর সে (সেই স্ত্রী) বললো: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে, ﴿مَنۡ أَنۢبَأَكَ هَٰذَاۖ﴾ কে আপনাকে এটা জানাল: অর্থাৎ সেই খবর আপনাকে কে জানালো, যেটি আমাদের থেকে বাইরে যায়নি। (অর্থাৎ আমি ও আয়িশা ছাড়া তো আর কেউ সেই খবর জানে না)।

﴿قَالَ نَبَّأَنِيَ ٱلۡعَلِيمُ ٱلۡخَبِيرُ﴾ নবী বললেন, আমাকে জানিয়েছেন তিনি, যিনি সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত: যার কাছে কোন গোপনীয় বিষয়ই গোপন নয়, তিনি গোপন ও অতিগোপন সকল বিষয়ই জানেন।

আল্লাহ তা'আলার বাণী, ﴿إِن تَتُوبَآ إِلَى ٱللَّهِ فَقَدۡ صَغَتۡ قُلُوبُكُمَاۖ﴾ যদি তোমরা উভয়ে আল্লাহর কাছে তাওবা কর (তবে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর), কারণ তোমাদের হৃদয়

তো ঝুঁকে পড়েছে: এই সম্বোধন হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুই স্ত্রী আয়িশাহ ও হাফসাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) কে উদ্দেশ্য করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা ভালোবাসতেন তা নিজের ওপর হারাম করার কারণই হলেন তারা দুইজন। তাই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাওবা করার আহ্বান জানাচ্ছেন এবং এই কাজের জন্য তাদেরকে তিরস্কার করছেন। আর তিনি জানাচ্ছেন যে, যা করা তাদের উচিত ছিল যেমন পরহেজগারিতা, রসূলের সাথে আদব রক্ষা করা এবং তার বিরোধিতা না করা এগুলো থেকে তাদের অন্তর অন্য দিকে ঝুঁকে পড়েছিল।

﴿وَإِن تَظَٰهَرَا عَلَيۡهِ﴾ কিন্তু তোমরা যদি নবীর বিরুদ্ধে একে অন্যের পোষকতা কর: অর্থাৎ নবীর জন্য কষ্টদায়ক কাজে যদি তোমরা একে অন্যকে সাহায্য করো এবং এই কাজ যদি তোমাদের পক্ষ থেকে চলতেই থাকে,

﴿فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوۡلَىٰهُ وَجِبۡرِيلُ وَصَٰلِحُ ٱلۡمُؤۡمِنِينَۖ وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ بَعۡدَ ذَٰلِكَ ظَهِيرٌ﴾

তবে জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্ তার সাহায্যকারী এবং জিবরীল ও সৎকর্মশীল মুমিনরাও। তাছাড়া অন্যান্য ফেরেশতাগণও তার সহযোগিতাকারী: এরা সকলেই রসূলের সহযোগিতাকারী। এরা সকলেই যার সহযোগিতাকারী সে অবশ্যই সাহায্যপ্রাপ্ত হবেন। আর যারাই তার বিরোধিতা করে তারাই লাঞ্ছিত। এই আয়াতে সায়্যিদুল মুরসালিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবচেয়ে বড় ফযীলত ও মর্যাদা বিদ্যমান, যেখানে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং তার নিজেকেসহ তার বিশেষ সৃষ্টিদেরকে এই সম্মানিত রসূলের সাহায্যকারী বলে বর্ণনা করেছেন। আর এই আয়াতে তার সম্মানিত দুই স্ত্রীদের প্রতি সুস্পষ্টভাবে সতর্কবাণী রয়েছে। তারপর তিনি তাদেরকে এমন অবস্থা বর্ণনা করে তাদেরকে ভীতিপ্রদর্শন করছেন যে, মহিলাদের জন্য সবচেয়ে কষ্টকর হলো তালাক। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿عَسَىٰ رَبُّهُۥٓ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبۡدِلَهُۥٓ أَزۡوَٰجًا خَيۡرًا مِّنكُنَّ﴾

যদি নবী তোমাদের সকলকে তালাক দেয় তবে তার রব সম্ভবত তোমাদের স্থলে তাকে দেবেন তোমাদের চেয়ে উৎকৃষ্টতর স্ত্রী: সুতরাং তোমরা তার অবাধ্যতা করো না। কেননা তিনি যদি তোমাদেরকে তালাক দেন তাহলে তার কোন সংকীর্ণতা হবে না এবং তিনি তোমাদের মুখাপেক্ষীও নন। আল্লাহ তা'আলা তার জন্য তোমাদের চেয়ে দীন ও সৌন্দর্যে উত্তম স্ত্রীর ব্যবস্থা করে দিবেন। এটি তাদের জন্য ধমকিস্বরূপ যা সংঘটিত হয়নি। আর এমনটি সংঘটিত হওয়াও আবশ্যক নয়। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে তালাক দেননি। আর যদি তিনি তাদেরকে তালাক দিতেন তাহলে পরবর্তী স্ত্রীগুলো হলো তেমনই যেমনটি আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা দিয়েছেন। তাদের গুণাবলির মধ্যে থাকতো, ইসলাম, সেটি হলো বাহ্যিক বিধিবিধানগুলো পালন করা, ঈমান, সেটি হলো আকীদা ও অন্তরের আমলসমূহসহ অভ্যন্তরীণ বিধিবিধানগুলো পালন করা। কুনুত বা

অনুগত, সেটি হলো, সর্বদাই আনুগত্যের ওপর অটল থাকা, ﴿تَـٰٓئِبَـٰتٍ﴾ তাওবাকারী: আল্লাহ তা'আলা যা অপছন্দ করেন তা থেকে তাওবাকারী। আল্লাহ তাদের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, আল্লাহ যা ভালোবাসেন তারা সেগুলো পালন করবে আর তিনি যা অপছন্দ করেন সেগুলো থেকে তারা তাওবা করবে।

﴿ ثَيِّبَـٰتٍ وَأَبْكَارًا﴾ অকুমারী এবং কুমারী: অর্থাৎ তাদের কেউ কেউ হবে অকুমারী আর কেউ কেউ হবে কুমারী।

যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীরা এই ভীতিপ্রদর্শন ও আদব শিক্ষাদান শুনলেন, তখনই তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্তুষ্টি অর্জনে দ্রুত অগ্রসর হলেন। যার ফলে এই গুণগুলো তাদের জন্যই প্রযোজ্য হলো। ফলে তারা মুমিনদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহিলাতে পরিণত হলেন। এই আয়াত প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তা'আলা তার রসূলের জন্য শুধু সর্বোত্তম জিনিসই নির্বাচন করেন। যেহেতু রসূলের সাথে উল্লিখিত স্ত্রীগুলোর থাকাকেই আল্লাহ তা'আলা নির্বাচন করলেন, তাই এটি প্রমাণ করে যে, তারাই সবচেয়ে উত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ মহিলা। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَـٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۝٦﴾

৬৬:৬- হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে আগুন থেকে রক্ষা করো, যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর, যাতে নিয়োজিত আছে নির্মম, কঠোরস্বভাব ফেরেশতাগণ, যারা অমান্য করে না তা, যা আল্লাহ তাদেরকে আদেশ করেন। আর তারা যা করতে আদেশপ্রাপ্ত হয় তা-ই করে।

ব্যাখ্যা:

হে ঐসকল ব্যক্তিগণ যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা ঈমানের মাধ্যমে অনুগ্রহ করেছেন, তোমরা ঈমানের আবশ্যক বিষয়সমূহ ও তার শর্তসমূহ পালন করো।

﴿قُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ﴾ তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করো আগুন থেকে: অর্থাৎ ভয়ংকর বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন আগুন থেকে। নিজেদেরকে রক্ষা করা হলো, আল্লাহর আদেশসমূহকে নিজেদের জন্য আবশ্যক করে

নিয়ে তার আদেশসমূহ পালন করা এবং তার নিষেধকৃত বিষয়গুলো থেকে দূরে থাকার মাধ্যমে নিজেদেরকে রক্ষা করা। আর পরিবার পরিজন ও সন্তান সন্ততিদেরকে রক্ষা করা হলো, তাদেরকে শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়া এবং আল্লাহর আদেশ পালনে তাদেরকে বাধ্য করার মাধ্যমে তাদেরকে রক্ষা করা। আল্লাহ তা'আলা বান্দার নিজের ব্যাপারে এবং তার অভিভাবকত্বে যারা রয়েছে যেমন স্ত্রী, সন্তান সন্ততিসহ অন্যান্য যারাই তার অভিভাবকত্বে রয়েছে তাদের ব্যাপারে যে আদেশ করেছেন সেগুলো পালন না করা ব্যতীত বান্দা (আল্লাহর আযাব থেকে) নিরাপদ নয়।

আল্লাহ তা'আলা এমন বৈশিষ্ট্যগুলো দিয়ে জাহান্নামের আগুনের বর্ণনা দিচ্ছেন, যাতে তার আদেশসমূহে অবহেলা করা থেকে তার বান্দাদেরকে তিনি ভীতি প্রদর্শন করতে পারেন। তিনি বলেন, ﴿وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ﴾ যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর: আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

﴿إِنَّكُمۡ وَمَا تَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمۡ لَهَا وَٰرِدُونَ﴾

নিশ্চয় তোমরা এবং আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদত কর সেগুলো তো জাহান্নামের ইন্ধন, তোমরা সবাই তাতে প্রবেশ করবে (সূরা আল আম্বিয়া: ৯৮)।

﴿عَلَيۡهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٞ شِدَادٞ﴾ যাতে নিয়োজিত আছে নির্মম, কঠোরস্বভাব ফেরেশতাগণ: তাদের আচরণ খুবই নির্মম এবং তাদের ধমক খুবই কঠিন, তাদের কণ্ঠ খুবই ভীতিকর এবং তাদের চেহারাও খুব ভয়ংকর, তারা তাদের শক্তির মাধ্যমে জাহান্নামীদেরকে হীন ও অপমানিত করবে এবং তাদের (জাহান্নামীদের) ব্যাপারে তারা আল্লাহর আদেশ পালন করবে। আল্লাহ তা'আলাই তাদেরকে (জাহান্নামীদের) আযাব দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং তাদের জন্য আবশ্যক করেছেন কঠিন শাস্তি।

﴿لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ﴾ যারা অমান্য করে না তা, যা আল্লাহ তাদেরকে আদেশ করেন। আর তারা যা করতে আদেশপ্রাপ্ত হয় তা-ই করে: এতে সম্মানিত ফেরেশতাগণের প্রশংসা রয়েছে আর তারা আল্লাহর আদেশের সামনে নত এবং আল্লাহ তাদেরকে যেই আদেশ করেন প্রত্যকটিই তারা পালন করে। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَعۡتَذِرُواْ ٱلۡيَوۡمَۖ إِنَّمَا تُجۡزَوۡنَ مَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ ٧﴾

৬৬:৭- হে কাফিরগণ! আজ তোমরা কোন ওযর পেশ করো না। তোমরা যা করতে তোমাদেরকে তার প্রতিফলই তো দেয়া হচ্ছে।



ব্যাখ্যা:

কিয়ামতের দিন জাহান্নামীদেরকে এভাবে তিরস্কার করা হবে। তাদেরকে বলা হবে, ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَعۡتَذِرُواْ ٱلۡيَوۡمَۖ﴾ হে কাফিরগণ! আজ তোমরা কোন ওযর পেশ করো না: কেননা ওযর পেশ করার সময় শেষ হয়ে গেছে এবং তার উপকারীতাও আর কার্যকর নেই। এখন শুধুই অবশিষ্ট আছে আমলসমূহের প্রতিদান দেওয়া। আর তোমরা তো আল্লাহর সাথে কুফরী করা, তার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা এবং তার রসূলগণ ও বন্ধুগণের সাথে যুদ্ধ করা ছাড়া নিজেদের জন্য কিছুই অগ্রিম প্রেরণ করনি। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ تَوۡبَةٗ نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمۡ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمۡ سَيِّـَٔاتِكُمۡ وَيُدۡخِلَكُمۡ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ يَوۡمَ لَا يُخۡزِي ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُۥۖ نُورُهُمۡ يَسۡعَىٰ بَيۡنَ أَيۡدِيهِمۡ وَبِأَيۡمَٰنِهِمۡ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَتۡمِمۡ لَنَا نُورَنَا وَٱغۡفِرۡ لَنَآۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ ٨﴾

৬৬:৮- হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবা করো বিশুদ্ধ তাওবা, সম্ভবত তোমাদের রব তোমাদের পাপসমূহ মোচন করে দেবেন এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। সেদিন আল্লাহ লাঞ্ছিত করবেন না নবীকে এবং তার সাথে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে। তাদের নূর তাদের সামনে ও ডানে ধাবিত হবে। তারা বলবে, হে আমাদের রব! আমাদের জন্য আমাদের নূরকে পূর্ণতা দান করুন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন, নিশ্চয় আপনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান।



ব্যাখ্যা:

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বিশদ্ধচিত্তে তাওবা করার আদেশ করছেন এবং এর প্রতিফলস্বরূপ পাপসমূহ মোচন, জান্নাতে প্রবেশ করানো এবং সৌভাগ্য ও সফলতার

ওয়াদা করছেন। এমনকি কিয়ামতের দিন মুমিনগণ তাদের ঈমানের আলো দিয়ে ধাবিত হবে এবং তারা তার আলোতেই পথ চলবে। তারা সেদিন ঈমানের ফলে শান্তি ও আরাম উপভোগ করবে। আর যখন অনেকের নূর বা আলো নিভে যাবে তখন তারা ভীত হয়ে পড়বে, যেই আলো মুনাফিকদেরকে দেয়া হবে না, আর মুমিনগণ আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করবে যাতে তিনি তাদের নূরকে পরিপূর্ণতা দান করেন। আল্লাহ তা'আলা তাদের এই দুআকে কবুল করবেন এবং তাদের কাছে যে নূর ও দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে এর ফলে তিনি তাদেরকে পৌঁছিয়ে দিবেন নিয়ামতপূর্ণ জান্নাতে এবং সম্মানিত রব আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্যে। এই সবগুলোই হলো বিশুদ্ধ চিত্তে তাওবা করার ফল।

বিশুদ্ধ চিত্তে তাওবা করা দিয়ে উদ্দেশ্য হলো, সকল পাপের জন্য ব্যাপকভাবে তাওবা করা, যেখানে বান্দা একমাত্র আল্লাহর জন্যই এই তাওবা করে, আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য ছাড়া আর অন্য কিছু কামনা করে না আর সর্বাবস্থায় এর ওপর অটল থাকে। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَٰهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ وَمَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ٩﴾

৬৬:৯- হে নবী! কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন এবং তাদের প্রতি কঠোর হোন। আর তাদের আশ্রয়স্থল জাহান্নাম এবং তা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল!

ব্যাখ্যা:

আল্লাহ তা'আলা তার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কাফিরদের ও মুনাফিকদের সাথে জিহাদ করার এবং এই ব্যাপারে তাদের সাথে কঠোরতা করার আদেশ করছেন। তাদের সাথে এই জিহাদের অন্তর্ভুক্ত হলো, তাদের ওপর দলীল-প্রমাণ কায়েম করা, উত্তম উপদেশের মাধ্যমে তাদেরকে দাওয়াত দেওয়া, তারা যে বিভিন্ন ধরনের গোমরাহীর ওপর আছে সেগুলোকে বাতিল প্রমাণ করা এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর দাওয়াতকে কবুল করতে এবং তার বিধানের সামনে আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকৃতি জানায় তার সাথে অস্ত্রের মাধ্যমে তাদের সাথে জিহাদ করা। এমন ব্যক্তির সাথে জিহাদ করতে হবে এবং তার সাথে কঠোরতাও করতে হবে। পক্ষান্তরে জিহাদের প্রথম স্তরে এটি হবে সর্বোত্তম পন্থায়।

আর কাফির ও মুনাফিকদের জন্য দুনিয়াতেও রয়েছে আযাব, যেখানে আল্লাহ তা'আলা তার রসূলকে এবং তার দলকে তাদের ওপর কর্তৃত্ব দান করবেন এবং তাদের সাথে

জিহাদ ও লড়াই করার শক্তি দান করবেন। এছাড়াও তাদের জন্য আখিরাতেও রয়েছে আগুনের শাস্তি, আর সেটি কতই না মন্দ প্রত্যাবর্তস্থল, যেখানে প্রত্যেক দুর্ভাগ্যবান ও ক্ষতিগ্রস্তরাই প্রত্যাবর্তন করে। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন,



﴿ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱمۡرَأَتَ نُوحٖ وَٱمۡرَأَتَ لُوطٖۖ كَانَتَا تَحۡتَ عَبۡدَيۡنِ مِنۡ عِبَادِنَا صَٰلِحَيۡنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمۡ يُغۡنِيَا عَنۡهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيۡـٔٗا وَقِيلَ ٱدۡخُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّٰخِلِينَ ١٠ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلٗا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمۡرَأَتَ فِرۡعَوۡنَ إِذۡ قَالَتۡ رَبِّ ٱبۡنِ لِي عِندَكَ بَيۡتٗا فِي ٱلۡجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرۡعَوۡنَ وَعَمَلِهِۦ وَنَجِّنِي مِنَ ٱلۡقَوۡمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ١١ وَمَرۡيَمَ ٱبۡنَتَ عِمۡرَٰنَ ٱلَّتِيٓ أَحۡصَنَتۡ فَرۡجَهَا فَنَفَخۡنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتۡ بِكَلِمَٰتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِۦ وَكَانَتۡ مِنَ ٱلۡقَٰنِتِينَ ١٢﴾



৬৬:১০- যারা কুফরী করে, আল্লাহ তাদের জন্য দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন নূহের স্ত্রী ও লুতের স্ত্রীর, তারা ছিলো আমাদের বান্দাদের মধ্যে দুই সৎকর্মপরায়ণ বান্দার অধীন। কিন্তু তারা তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। ফলে নূহ ও লুত তাদেরকে আল্লাহর শাস্তি হতে রক্ষা করতে পারলেন না এবং তাদেরকে বলা হলো, তোমরা উভয়ে প্রবেশকারীদের সাথে জাহান্নামে প্রবেশ কর।

৬৬:১১- আর যারা ঈমান আনে, আল্লাহ্ তাদের জন্য পেশ করেন ফিরআউনের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত, যখন সে এ বলে প্রার্থনা করেছিল, হে আমার রব! আপনার কাছে জান্নাতে আমার জন্য একটি ঘর নির্মাণ করুন এবং আমাকে উদ্ধার করুন ফির'আউন ও তার দুষ্কৃতি হতে এবং আমাকে উদ্ধার করুন জালিম সম্প্রদায় হতে।

৬৬:১২- আরও দৃষ্টান্ত পেশ করেন ইমরান-কন্যা মারইয়ামের, যে তার লজ্জাস্থানের পবিত্রতা রক্ষা করেছিল, ফলে আমরা তার মধ্যে ফুঁকে দিয়েছিলাম আমাদের রূহ হতে। আর সে তার রবের বাণী ও তার কিতাবসমূহ সত্য বলে গ্রহন করেছিল এবং সে ছিল অনুগতদের অন্যতম।



ব্যাখ্যা:

আল্লাহ তা'আলা মুমিন ও কাফিরদের জন্য এই দু'টি দৃষ্টান্ত পেশ করলেন, যাতে তাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে যায়, মুমিন ব্যক্তির সাথে কোন কাফির ব্যক্তির সম্পর্ক থাকলেও এবং সে তার নিকটবর্তী হলেও তা তার কোনই উপকারে আসবে না। আবার কোন কাফিরের সাথে কোন মুমিনের সম্পর্ক থাকলে সেটি তার কোন ক্ষতি করবে না যদি সে তার ওপর অর্পিত ফরয কাজগুলো পালন করে। এতে যেন পাপাচার থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদেরকে সতর্ক করার ইঙ্গিত রয়েছে। সেটি হলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে শুধু তাদের সম্পর্ক তাদের কোন উপকারে আসবে না, যদি তারা মন্দ কাজ করে।

আল্লাহ তা'আলার বাণী, ﴿ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلٗا لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱمۡرَأَتَ نُوحٖ وَٱمۡرَأَتَ لُوطٖۖ﴾ যারা কুফরী করে, আল্লাহ তাদের জন্য দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন নূহের স্ত্রী ও লূতের স্ত্রীর, তারা ছিলো: অর্থাৎ সেই দুই মহিলা ছিলো, ﴿كَانَتَا تَحۡتَ عَبۡدَيۡنِ مِنۡ عِبَادِنَا صَٰلِحَيۡنِ ﴾ আমাদের বান্দাদের মধ্যে দুই সৎকর্মপরায়ণ বান্দার অধীন: তারা হলেন নূহ ও লূত আলাইহিমাস সালাম।

﴿فَخَانَتَاهُمَا﴾ কিন্তু তারা তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল: অর্থাৎ তারা তাদের স্বামীদের দীনের ওপর না থাকার মাধ্যমে দীনের ব্যাপারে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। এখানে খিয়ানত বা বিশ্বাসঘাতকতা দিয়ে বংশ ও বিছানার ব্যাপারে খিয়ানত উদ্দেশ্য নয়। কেননা কোন নবীর স্ত্রী ব্যভিচার করেনি। আর কোন নবীর স্ত্রীকে ব্যভিচারিণী বানানো আল্লাহ তা'আলার জন্য মানায় না।

﴿فَلَمۡ يُغۡنِيَا ﴾ ফলে তারা কোন উপকার করতে পারলো না: অর্থাৎ নূহ ও লূত আলাইহিমাস সালাম।

﴿عَنۡهُمَا﴾ তাদের থেকে: অর্থাৎ তাদের স্ত্রীদের থেকে, ﴿مِنَ ٱللَّهِ شَيۡـٔٗا ﴾ আল্লাহর শাস্তি থেকে কোন কিছু বলা হলো: অর্থাৎ সেই দুই মহিলাকেই বলা হলো, ﴿وَقِيلَ ٱدۡخُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّٰخِلِينَ﴾ তোমরা উভয়ে প্রবেশকারীদের সাথে জাহান্নামে প্রবেশ কর:

﴿وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلٗا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمۡرَأَتَ فِرۡعَوۡنَ ﴾ আর যারা ঈমান আনে, আল্লাহ্ তাদের জন্য পেশ করেন ফিরআউনের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত: তিনি হলে আসীয়াহ বিনতে মুযাহিম (আসিয়া)।

﴿إِذۡ قَالَتۡ رَبِّ ٱبۡنِ لِي عِندَكَ بَيۡتٗا فِي ٱلۡجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرۡعَوۡنَ وَعَمَلِهِۦ وَنَجِّنِي مِنَ ٱلۡقَوۡمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴾

যখন সে এ বলে প্রার্থনা করেছিল, হে আমার রব! আপনার কাছে জান্নাতে আমার জন্য একটি ঘর নির্মাণ করুন এবং আমাকে উদ্ধার করুন ফির'আউন ও তার দুষ্কৃতি হতে এবং আমাকে উদ্ধার করুন জালিম সম্প্রদায় হতে:

আল্লাহ তা'আলা সেই মহিলার ঈমান, তার রবের সামনে নত হওয়া, তার রবের কাছে শ্রেষ্ঠ জিনিস অর্থাৎ জান্নাতে প্রবেশের দুআ করা এবং ফিরাউনের ফিতনা ও তার খারাপ কাজসমূহসহ প্রত্যেক যালিমের ফিতনা থেকে মুক্তির জন্য তার রবের কাছে দুআ করার কথা বর্ণনা করছেন। আল্লাহ তা'আলা তার এই দুআ কবুল করেছিলেন। ফলে সে পরিপূর্ণ ঈমান ও দৃঢ়তা এবং ফিতনা থেকে নাজাত নিয়ে জীবন যাপন করেছে। এজন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

كَمُلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا آسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَام

পুরুষদের মধ্যে অনেকেই পূর্ণতা অর্জন করেছে। কিন্তু মহিলাদের মধ্যে আসীয়াহ বিনতে মুযাহিম, মারইয়াম বিনতে ইমরান এবং খাদীজাহ বিনতে খুয়াইলিদ ছাড়া আর কেউ পূর্ণতা অর্জনে সক্ষম হয়নি। আর সকল মহিলাদের ওপরে আয়িশার মর্যাদা তেমনই, যেমন অন্য সকল খাদ্যের ওপরে সারীদ নামক খাদ্যের মর্যাদা (সহীহ বুখারী, হা/৩৪১১, সহীহ মসলিম, হা/২৪৩১)।

আল্লাহ তা'আলার বাণী, ﴿وَمَرۡيَمَ ٱبۡنَتَ عِمۡرَٰنَ ٱلَّتِيٓ أَحۡصَنَتۡ فَرۡجَهَا﴾ আরও দৃষ্টান্ত পেশ করেন ইমরান-কন্যা মারইয়ামের, যে তার লজ্জাস্থানের পবিত্রতা রক্ষা করেছিল: অর্থাৎ সে তার পরিপূর্ণ দীন, চারিত্রিক নিষ্কলুষতা ও পবিত্রতার কারণে অশ্লীলতা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পেরেছিল।

﴿فَنَفَخۡنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا﴾ ফলে আমরা তার মধ্যে ফুঁকে দিয়েছিলাম আমাদের রূহ হতে: সেটি হলো, জিবরীল আলাইহিস সালাম মারইয়ামের পোশাকে ফুঁক দিয়েছিলেন, ফলে সেই ফুঁক মারইয়ামের ভিতরে গিয়ে পৌঁছে। এর ফলেই সম্মানিত রসূল ও মহান নেতা ঈসা ইবনু মারইয়াম আলাইহিমাস সালাম জন্ম লাভ করেন।

﴿وَصَدَّقَتۡ بِكَلِمَٰتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِۦ﴾ আর সে তার রবের বাণী ও তার কিতাবসমূহ সত্য বলে গ্রহন করেছিল: এটি তার ইলম বা জ্ঞানের বর্ণনা। আল্লাহ তা'আলার বাণীসমূহে সত্যায়নের অন্তর্ভুক্ত হলো আল্লাহর সৃষ্টিগত ও শরীআতগত বাণীসমূহ। আর তার কিতাবসমূহে সত্যায়ণের দাবি হলো, যা দ্বারা এই সত্যায়ন অর্জিত হয় সেগুলো জানা, আর এটি ইলম ও আমল ছাড়া সম্ভব নয়। এজন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَكَانَتۡ مِنَ

﴿ٱلْقَٰنِتِينَ﴾ আর সে ছিল অনুগতদের অন্যতম: অর্থাৎ সে আল্লাহর আনুগত্যকারিণী, ভয়ভীতি ও বিনয়ের সাথে আল্লাহর আনুগত্যে সর্বদায় অবিচল। এটি হলো তার পরিপূর্ণ আমলের বর্ণনা। কেননা মারইয়াম আলাইহিস সালাম হলেন মহাসত্যবাদিনী। আর এই সত্যববাদিতা হলো পরিপূর্ণ জ্ঞান ও আমলের সমষ্টি।

٦٧. سورة الملك وَهِيَ مَكِّيَّةٌ

৬৭. সূরা আল মুলক (মাক্কী, আয়াত ৩০)।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুনাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

﴿تَبَٰرَكَ ٱلَّذِى بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ۝١ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوٰةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفُورُ ۝٢ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَٰوَٰتٍ طِبَاقًا ۖ مَّا تَرَىٰ فِى خَلْقِ ٱلرَّحْمَٰنِ مِن تَفَٰوُتٍ ۖ فَٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ۝٣ ثُمَّ ٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ۝٤﴾

৬৭:১ বরকতময় তিনি, সর্বময় কর্তৃত্ব যার হাতে, আর তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান।

৬৭:২ যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন, তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য যে, কে তোমাদের মধ্যে আমলের দিক থেকে উত্তম? তিনি মহাপরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।

৬৭:৩ যিনি সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে সাত আসমান। রহমানের সৃষ্টিতে আপনি কোন খুঁত দেখতে পাবেন না। আপনি আবার তাকিয়ে দেখুন, কোন ত্রুটি দেখতে পান কি?

৬৭:৪ তারপর আপনি দ্বিতীয়বার দৃষ্টি ফেরান, সে দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে আপনার দিকে ফিরে আসবে।

ব্যাখ্যা:

﴿تَبَٰرَكَ ٱلَّذِى بِيَدِهِ ٱلۡمُلۡكُ﴾ বরকতময় তিনি, সর্বময় কর্তৃত্ব যার হাতে: অর্থাৎ তিনি মহান ও শ্রেষ্ঠ, তার কল্যাণ অনেক বেশি এবং তার ইহসান ব্যাপক। তার মহত্বের অন্তর্ভুক্ত হলো, ওপরের ও নিচের জগতের সর্বময় রাজত্ব একমাত্র তারই হাতে। তিনিই সেগুলো সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি তার হিকমত অনুযায়ী সৃষ্টিগত ও শরীআতগত বিধিবিধানের মাধ্যমে যেভাবে ইচ্ছা তাতে কর্তৃত্ব করেন। তার মহত্বের আরো অন্তর্ভুক্ত হলো, তার রয়েছে পরিপূর্ণ ক্ষমতা, যার মাধ্যমে তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান। আর এই ক্ষমতার মাধ্যমেই তিনি অনেক বিশাল মাখলুককে সৃষ্টি করেছেন। যেমন আসমানসমূহ এবং জমিন।

আর তিনি জীবন ও মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ তিনি তার বান্দাদের জন্য জীবিত করার পরে তাদের মৃত্যু দান করাও নির্ধারণ করেছেন।

﴿لِيَبۡلُوَكُمۡ أَيُّكُمۡ أَحۡسَنُ عَمَلٗاۚ﴾ তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য যে, কে তোমাদের মধ্যে আমলের দিক থেকে উত্তম: অর্থাৎ কে অধিক ইখলাস সহকারে ও অধিক সঠিকভাবে আমল করে। আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদেরকে সৃষ্টি করেছেন ও তাদেরকে এই জগতে এনেছেন এবং তাদেরকে জানিয়েছেন যে, তারা এই জগত থেকে অন্য জগতে স্থানান্তরিত হবে। আর তিনি তাদেরকে আদেশ নিষেধ করেছেন এবং তার আদেশের বিরোধিতাকারী প্রবৃত্তি দিয়ে পরীক্ষা করেন। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর আদেশের সামনে অনুগত হবে এবং উত্তমভাবে আমল করবে, আল্লাহ তা'আলাও তাকে উভয় জগতেই উত্তম প্রতিদান দিবেন। আর যে ব্যক্তি অন্তরের প্রবৃত্তির দিকে ঝুঁকে পড়বে এবং আল্লাহর আদেশকে পরিত্যাগ করবে, তার জন্য রয়েছে মন্দ প্রতিদান।

﴿وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ﴾ তিনি মহাপরাক্রমশালী: যার রয়েছে সর্বধরনের শক্তি ও ক্ষমতা, যার দ্বারা তিনি সকল কিছুকেই পরাভূত করেছেন এবং সকল সৃষ্টিই তার সামনে নত।

﴿ٱلۡغَفُورُ﴾ ক্ষমাশীল: অর্থাৎ যারা খারাপ কাজ করে, (ফরয কাজে) অবহেলা করে এবং অন্যান্য পাপকাজ করে তাদের জন্য তিনি ক্ষমাশীল, বিশেষভাবে যখন তারা তাওবা করে আল্লাহ অভিমুখী হয়। তিনি তাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন যদিও তাদের পাপ আকাশের মেঘ পর্যন্ত পৌঁছে, আর তিনি তাদের দোষত্রুটি গোপন রাখবেন, যদিও সেগুলো দুনিয়া ভর্তিও হয়।

﴿ٱلَّذِى خَلَقَ سَبۡعَ سَمَٰوَٰتٖ طِبَاقٗاۖ﴾ যিনি সৃষ্টি করেছেন সাত আসমান স্তরে স্তরে: একটির ওপরে আরেকটি, আর সেগুলো একটিই স্তর নয়। আর তিনি সেগুলো সৃষ্টি করেছেন সবচেয়ে সুন্দর ও মজবুতভাবে।

﴿مَّا تَرَىٰ فِي خَلۡقِ ٱلرَّحۡمَٰنِ مِن تَفَٰوُتٖۖ﴾ রহমানের সৃষ্টিতে আপনি কোন খুঁত দেখতে পাবেন না: অর্থাৎ কোন ধরনের ত্রুটি বিচ্যুতি নেই।

যখন কোন দিক দিয়েই কোন ত্রুটি নেই, তখন সেটি সর্বোত্তম সুন্দরে পরিণত হয় এবং তার রং, আকৃতি, উচ্চতা ও তাতে যে সূর্য, চন্দ্র, তারকারাজি, গ্রহ রয়েছে সেগুলো সবদিক দিয়ে মানানসই হয়।

যেহেতু আসমানের পরিপূর্ণতা সুবিদিত, তাই আল্লাহ তা'আলা বারবার দৃষ্টি দিতে এবং তা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করার আদেশ করছেন। তিনি বলেন, ﴿فَٱرۡجِعِ ٱلۡبَصَرَ﴾ আপনি আবার তাকিয়ে দেখুন: অর্থাৎ শিক্ষাগ্রহণ করার জন্য আবার পুনরায় সেদিকে দৃষ্টি দিন।

﴿هَلۡ تَرَىٰ مِن فُطُورٖ﴾ কোন ত্রুটি দেখতে পান কি: অর্থাৎ কোন ত্রুটি বিচ্যুতি ও ভারসাম্যহীনতা দেখতে পান কি?

﴿ثُمَّ ٱرۡجِعِ ٱلۡبَصَرَ كَرَّتَيۡنِ﴾ তারপর আপনি দ্বিতীয়বার দৃষ্টি ফেরান: এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, বারবার দৃষ্টি ফেরানো।

﴿يَنقَلِبۡ إِلَيۡكَ ٱلۡبَصَرُ خَاسِئٗا وَهُوَ حَسِيرٞ﴾ সে দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে আপনার দিকে ফিরে আসবে: অর্থাৎ তাতে কোন ত্রুটি বিচ্যুতি বের করতে অক্ষম হয়ে যাবে, যদিও (ত্রুটি বের করার জন্য) খুবই চেষ্টা করে। তারপর তার সৌন্দর্যতা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে বলেন,

﴿وَلَقَدۡ زَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنۡيَا بِمَصَٰبِيحَ وَجَعَلۡنَٰهَا رُجُومٗا لِّلشَّيَٰطِينِۖ وَأَعۡتَدۡنَا لَهُمۡ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ ۝٥ وَلِلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمۡ عَذَابُ جَهَنَّمَۖ وَبِئۡسَ ٱلۡمَصِيرُ ۝٦ إِذَآ أُلۡقُواْ فِيهَا سَمِعُواْ لَهَا شَهِيقٗا وَهِيَ تَفُورُ ۝٧ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ ٱلۡغَيۡظِۖ كُلَّمَآ أُلۡقِيَ فِيهَا فَوۡجٞ سَأَلَهُمۡ خَزَنَتُهَآ أَلَمۡ يَأۡتِكُمۡ نَذِيرٞ ۝٨ قَالُواْ بَلَىٰ قَدۡ جَآءَنَا نَذِيرٞ فَكَذَّبۡنَا وَقُلۡنَا مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ مِن شَيۡءٍ إِنۡ أَنتُمۡ إِلَّا فِي ضَلَٰلٖ كَبِيرٖ ۝٩ وَقَالُواْ لَوۡ كُنَّا نَسۡمَعُ أَوۡ نَعۡقِلُ مَا كُنَّا فِيٓ أَصۡحَٰبِ ٱلسَّعِيرِ ۝١٠﴾

৬৭:৫- আর অবশ্যই আমরা নিকটবর্তী আসমানকে প্রদীপমালা দ্বারা সুশোভিত করেছি এবং সেগুলোকে শায়তানের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ বানিয়েছি এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি।

৬৭:৬- আর যারা তাদের রবকে অস্বীকার করে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি; এবং তা কত মন্দ প্রত্যাবর্তনস্থল!

৬৭:৭- যখন তাদেরকে সেখানে নিক্ষেপ করা হবে তখন তারা জাহান্নামের বিকট শব্দ শুনবে, আর তা হবে উদ্বেলিত।

৬৭:৮- ক্রোধে জাহান্নাম যেন ফেটে পড়বে, যখনই তাতে কোন দলকে নিক্ষেপ করা হবে, তার প্রহরীরা জিজ্ঞেস করবে, তোমাদের কাছে কি কোন সতর্ককারী আসেনি?

৬৭:৯- তারা বলবে, হ্যাঁ, অবশ্যই আমাদের কাছে সতর্ককারী এসেছিল, তখন আমরা মিথ্যারোপ করেছিলাম এবং বলেছিলাম, আল্লাহ কিছুই নাযিল করেননি, তোমরা তো মহাবিভ্রান্তিতে রয়েছো।

৬৭:১০- আর তারা বলবে, যদি আমরা শুনতাম অথবা বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করতাম, তাহলে আমরা জ্বলন্ত আগুনের অধিবাসী হতাম না।

ব্যাখ্যা:

আমরা সৌন্দর্যমন্ডিত করেছি ﴿ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنۡيَا﴾ নিকটবর্তী আসমানকে: যেই আসমানকে তোমরা দেখতে পাচ্ছো এবং যেটি তোমাদের নিকটবর্তী।

﴿بِمَصَٰبِيحَ﴾ প্রদীপমালা দ্বারা: আর তা হলো বিভিন্ন ধরনের আলো ও উজ্জ্বলতা সমৃদ্ধ নক্ষত্রসমূহ দ্বারা। যদি আসমানে এই নক্ষত্রগুলো না থাকতো তাহলে সেটি অন্ধকার ছাদে পরিণত হতো, তাতে থাকতো না কোন শোভা সৌন্দর্য। আল্লাহ তা'আলা এই নক্ষত্রগুলোকে আসমানের জন্য বানিয়েছেন অলংকার, সৌন্দর্য, আলো ও পথের দিশাস্বরূপ, যার মাধ্যমে জল স্থলের অন্ধকারসমূহে পথের দিশা পাওয়া যায়। আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করলেন যে, তিনি নিকটবর্তী আসমানকে প্রদীপমালা দ্বারা সৌন্দর্যমন্ডিত করেছেন। অথচ (সকলেরই জানা) অনেক তারকাসমূহ সাত আসমানের ওপরে। এই দুইয়ের মধ্যে কোন বৈপরিত্য নেই। কেননা আসমানসমূহ খুবই স্বচ্ছ। যার ফলে নিকটবর্তী আসমান সৌন্দর্যমন্ডিত হয়, যদিও নক্ষত্রসমূহ তাতে না থাকে।

﴿وَجَعَلۡنَٰهَا﴾ আর আমরা সেগুলোকে বানিয়েছি: অর্থাৎ প্রদীপমালাকে।

﴿رُجُومًا لِّلشَّيَٰطِينِۖ﴾ শায়তানের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ: যে শায়তানরা আসমানের খবর চুরি করে শুনতে চায়। শায়তানরা যাতে যমিনের খবরসমূহ ছিনিয়ে নিতে না পারে সেজন্য আল্লাহ তা'আলা এই নক্ষত্রসমূহকে আসমানের পাহাদার বানিয়েছেন। এই নক্ষত্রসমূহ থেকে তাদের ওপর যেই অগ্নিশিখা নিক্ষিপ্ত হয়, সেগুলো আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে শায়তানদের জন্য (শাস্তিস্বরূপ) প্রস্তুত করেছেন।

﴿وَأَعۡتَدۡنَا لَهُمۡ﴾ আর তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি: অর্থাৎ তাদের জন্য আখিরাতে প্রস্তুত রেখেছি ﴿عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ﴾ জলন্ত আগুনের শাস্তি: যেহেতু তারা আল্লাহর অবাধ্যতা করেছে এবং তার বান্দাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে। তাদের অনুসারী কাফিররাও তাদের মতোই। আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন জলন্ত আগুনের শাস্তি। এজন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَلِلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمۡ عَذَابُ جَهَنَّمَۖ وَبِئۡسَ ٱلۡمَصِيرُ﴾ আর যারা তাদের রবকে অস্বীকার করে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি; এবং তা কত মন্দ প্রত্যাবর্তনস্থল: যেখানে জাহান্নামীদেরকে খুবই লাঞ্ছিত করা হবে।

﴿إِذَآ أُلۡقُواْ فِيهَا﴾ যখন তাদেরকে সেখানে নিক্ষেপ করা হবে: লাঞ্ছিত ও অপমানিত অবস্থায়, ﴿سَمِعُواْ لَهَا شَهِيقَا﴾ তখন তারা জাহান্নামের বিকট শব্দ শুনবে: অর্থাৎ ভয়ঙ্কর ও ভীষণ জোরে আওয়াজ। ﴿وَهِيَ تَفُورُ﴾ আর তা হবে উদ্বেলিত:

﴿تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ ٱلۡغَيۡظِۖ﴾ ক্রোধে জাহান্নাম যেন ফেটে পড়বে: এটি যেন এর এক অংশকে আরেক অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে এবং কাফিরদের ওপর প্রচণ্ড ক্রোধে এটি যেন ফেটে পড়বে। কাফিররা যখন এতে নিক্ষিপ্ত হবে, তাদের সাথে জাহান্নাম কেমন আচরণ করবে বলে তুমি মনে কর? তারপর আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামীদের প্রতি জাহান্নামের প্রহরীদের তিরস্কারের বিষয়টি বর্ণনা করছেন।

তিনি বলেন, ﴿كُلَّمَآ أُلۡقِيَ فِيهَا فَوۡجٞ سَأَلَهُمۡ خَزَنَتُهَآ أَلَمۡ يَأۡتِكُمۡ نَذِيرٞ﴾ যখনই তাতে কোন দলকে নিক্ষেপ করা হবে, তার প্রহরীরা জিজ্ঞেস করবে, তোমাদের কাছে কি কোন সতর্ককারী আসেনি: অর্থাৎ তোমাদের অবস্থা এমন এবং তোমরা জাহান্নামের উপযুক্ত হয়ে গেছো, যেন তোমাদেরকে এই জাহান্নামের খবরই দেওয়া হয়নি এবং তা থেকে যেন তোমাদেরকে সতর্ককারীগণ সতর্কই করেননি।

﴿قَالُواْ بَلَىٰ قَدۡ جَآءَنَا نَذِيرٞ فَكَذَّبۡنَا وَقُلۡنَا مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ مِن شَيۡءٍ إِنۡ أَنتُمۡ إِلَّا فِي ضَلَٰلٖ كَبِيرٖ﴾

তারা বলবে, হ্যাঁ, অবশ্যই আমাদের কাছে সতর্ককারী এসেছিল, তখন আমরা মিথ্যারোপ করেছিলাম এবং বলেছিলাম, আল্লাহ কিছুই নাযিল করেননি, তোমরা তো মহাবিভ্রান্তিতে রয়েছো: তারা বিশেষভাবে সেই রসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার সাথে সাথে ব্যাপকভাবে আল্লাহ তা'আলা যা নাযিল করেছেন সকল কিছুকেই মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। আর তারা এতেই ক্ষান্ত হননি, বরং তারা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছে যে, সতর্ককারী রসূলগণ মহাবিভ্রান্তিতে আছে, অথচ তারাই হিদায়াতপ্রাপ্ত ও পথপ্রদর্শণকারী। তাহলে কোন অবাধ্যতা, অহংকার ও জুলুম এর সমপর্যায়ের হতে পারে?

﴿وَقَالُواْ﴾ আর তারা বলবে: হিদায়াত ও সঠিক পথের উপযুক্ত না হওয়ার বিষয়টি তারা স্বীকার করে বলবে,

﴿لَوۡ كُنَّا نَسۡمَعُ أَوۡ نَعۡقِلُ مَا كُنَّا فِيٓ أَصۡحَٰبِ ٱلسَّعِيرِ﴾

যদি আমরা শুনতাম অথবা বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করতাম, তাহলে আমরা জ্বলন্ত আগুনের অধিবাসী হতাম না:

তারা নিজেদের ওপর হিদায়াতের রাস্তাগুলোকে বন্ধ করেছে। হিদায়াতের রাস্তাগুলো হলো,

(১) আল্লাহ তা'আলা যা নাযিল করেছেন এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন সেগুলো শুনা,

(২) আর বিবেক, যা বিবেকবানদেরকে উপকৃত করে, তাদেরকে সকল বস্তুর প্রকৃত অবস্থা বুঝতে, হককে প্রাধান্য দিতে এবং যেগুলোর পরিণাম নিন্দনীয় সেগুলো থেকে বিরত রাখতে সহায়তা করে।

সুতরাং এই কাফিররা শুনেও না এবং তাদের কোন বিবেকও নেই। পক্ষান্তরে যাদের ইয়াকীন ও জ্ঞান রয়েছে ও যারা সত্যবাদী ও ঈমানদার তাদের অবস্থা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তারা তাদের ঈমানকে শরীআতগত দলীলের মাধ্যমে শক্তিশালী করে। তাই তারা আল্লাহর নিকট থেকে যা এসেছে এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন সেগুলো জানা ও আমল করার জন্য শুনে।

এছাড়াও তারা তাদের ঈমানকে বিবেকগত দলীলের মাধ্যমেও শক্তিশালী করে। সেটি হলো বিবেক দিয়ে বোধগম্য বিষয়গুলো এবং কুরআন ও সুন্নাহতে বর্ণিত বিষয়গুলো বোঝার জন্য আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদের ওপর যে পরিমাণ অনুগ্রহ করেছেন সেই অনুযায়ী গোমরাহী থেকে হককে, নিকৃষ্ট থেকে সুন্দরকে এবং অকল্যাণ থেকে কল্যাণকে জানা। সুতরাং পবিত্র সেই সত্তা যিনি যার ওপর ইচ্ছা বিশেষভাবে তার ওপর দয়া করেন, আর তার বান্দাদের মধ্যে যার ওপর ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন এবং যে ব্যক্তি কল্যাণের উপযুক্ত নয়, তাকে লাঞ্ছিত করেন।

তারপর জাহান্নামে প্রবেশকারী এবং তাদের জুলুম ও অবাধ্যতার কথা স্বীকার করার কথা বর্ণনা করে আল্লাহ তা'আলা বলেন,



﴿فَٱعۡتَرَفُواْ بِذَنۢبِهِمۡ فَسُحۡقٗا لِّأَصۡحَٰبِ ٱلسَّعِيرِ ١١﴾



৬৭:১১- অতঃপর তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করবে। সুতরাং ধ্বংস জ্বলন্ত আগুনের অধিবাসীদের জন্য!



ব্যাখ্যা:

﴿فَٱعۡتَرَفُواْ بِذَنۢبِهِمۡ فَسُحۡقٗا لِّأَصۡحَٰبِ ٱلسَّعِيرِ ١١﴾ অতঃপর তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করবে। সুতরাং ধ্বংস জ্বলন্ত আগুনের অধিবাসীদের জন্য: অর্থাৎ তাদের জন্য ধ্বংস, সর্বনাশ এবং দুর্ভাগ্য। তারা কতই না দুর্ভাগ্যবান ও নিকৃষ্ট। কেননা আল্লাহ তা'আলা প্রতিদানকে তারা হারিয়েছে আর তারা সর্বদাই জলন্ত আগুণে থাকবে, যেই আগুণে তাদের শরীরকে জ্বালাবে আর সেটি তাদের অন্তর পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন,



﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخۡشَوۡنَ رَبَّهُم بِٱلۡغَيۡبِ لَهُم مَّغۡفِرَةٞ وَأَجۡرٞ كَبِيرٞ ١٢﴾



৬৭:১২- নিশ্চয় যারা না দেখেই তাদের রবকে ভয় করে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।



ব্যাখ্যা:

যেহেতু আল্লাহ তা'আলা দুর্ভাগ্যবান পাপাচারীর অবস্থা বর্ণনা করলেন, তাই তিনি এখানে সৌভাগ্যবান নেককার লোকদের অবস্থা বর্ণনা করছেন।

তিনি বলেন, ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخۡشَوۡنَ رَبَّهُم بِٱلۡغَيۡبِ﴾ নিশ্চয় যারা না দেখেই তাদের রবকে ভয় করে: অর্থাৎ সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় করে, এমনকি এমন অবস্থাতেও যেখানে আল্লাহ ছাড়া তাদের অবস্থা কেউ অবগত হতে পারবে না। তারা আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে

অগ্রসর হয় না এবং আল্লাহ তা'আলা যার আদেশ করেছেন তাতে তারা কমতিও করে না।

﴿لَهُم مَّغۡفِرَةٞ﴾ তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা: তাদের পাপসমূহের জন্য। যখন আল্লাহ তা'আলা তাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন, তখন তিনি তাদেরকে সেই পাপের অনিষ্ট থেকে এবং জাহান্নামের আযাব থেকেও রক্ষা করবেন। আর তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার । সেটি হলো, আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য জান্নাতে যেসব স্থায়ী নিয়ামতসমূহ, বিশাল রাজত্ব, নিরবচ্ছিন্ন আনন্দময় ও আকাঙ্খিত বস্তুসমূহ, উঁচু প্রাসাদ ও বাসগৃহ, সুন্দর সুন্দর হুর, খাদেম প্রস্তুত করে রেখেছেন সেগুলো। এগুলোর চেয়ে সবচেয়ে বড় ও মহান হলো দয়াময় আল্লাহর সন্তুষ্টি, যা তিনি জান্নাতবাসীদের জন্য ঘোষণা করবেন।

তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَأَسِرُّواْ قَوۡلَكُمۡ أَوِ ٱجۡهَرُواْ بِهِۦٓۖ إِنَّهُۥ عَلِيمُۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١٣ أَلَا يَعۡلَمُ مَنۡ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلۡخَبِيرُ ١٤﴾

৬৭:১৩- আর তোমরা তোমাদের কথা গোপনেই বল অথবা প্রকাশ্যে বল, তিনি তো অন্তরসমূহে যা আছে তা সম্পর্কে সম্যক অবগত।

৬৭:১৪- যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি জানেন না? অথচ তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবহিত।

ব্যাখ্যা:

এটি হলো আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তার বিশাল জ্ঞান ও সূক্ষ্মদর্শীতার বর্ণনা। তিনি বলেন, ﴿وَأَسِرُّواْ قَوۡلَكُمۡ أَوِ ٱجۡهَرُواْ بِهِۦٓۖ﴾ আর তোমরা তোমাদের কথা গোপনেই বল অথবা প্রকাশ্যে বল: এই সবগুলোই তার কাছে সমান। কোন গোপন কিছুই তার কাছে গোপন নয়।

﴿إِنَّهُۥ عَلِيمُۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ﴾ তিনি তো অন্তরসমূহে যা আছে তা সম্পর্কে সম্যক অবগত: অর্থাৎ অন্তরে যেসব নিয়্যাত ও ইচ্ছা রয়েছে সেগুলো সম্পর্কেও তিনি সম্যক অবগত। তাহলে কথা ও কাজ, যেগুলো শোনা যায় ও দেখা যায় সেগুলোর ব্যাপারটি কেমন হতে পারে? তারপর আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানের ব্যাপারে বিবেকগত দলীল পেশ করে বলেন, ﴿أَلَا يَعۡلَمُ مَنۡ خَلَقَ﴾ যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি জানেন না: যিনি সৃষ্টিকে

সৃষ্টি করলেন, সুদৃঢ় ও সুন্দর করলেন, অথচ তিনি তাদের সম্পর্কে জানবেন না, এটি কীভাবে হতে পারে?

﴿وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلۡخَبِيرُ﴾ অথচ তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবহিত: যার জ্ঞান এতই সূক্ষ্ম যে, তিনি অন্তরের খবর, গোপনীয় বিষয়সমূহ এবং গায়েবের খবরও জানেন। এছাড়াও তিনি গোপন ও অতিগোপন বিষয়সমূহও জানেন। লাতীফ বা সূক্ষ্মদর্শীর আরেকটি অর্থ হলো, তিনি তার বান্দা ও বন্ধুদের ওপর অত্যন্ত অনুগ্রহশীল। তিনি তাদেরকে এমনভাবে তার দয়া ও অনুগ্রহ দান করেন যে, তারা বুঝতেই পারে না, তাদেরকে এমনভাবে অনিষ্ট থেকে রক্ষা করে যে, তারা কল্পনাও করে না। আর তিনি তাদেরকে এমন মাধ্যমে ওপরের স্তরে উন্নীত করেন, যা বান্দার পক্ষে সম্ভব নয়। এমনকি তিনি তাদেরকে অপছন্দনীয় কোন কিছুর আস্বাদন করান, যাতে এর মাধ্যমে তারা মহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে পৌঁছতে পারে। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلۡأَرۡضَ ذَلُولٗا فَٱمۡشُواْ فِى مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزۡقِهِۦۖ وَإِلَيۡهِ ٱلنُّشُورُ ١٥﴾

৬৭:১৫- তিনিই তো তোমাদের জন্য জমিনকে সুগম করে দিয়েছেন; অতএব তোমরা এর দিক-দিগন্তে বিচরণ করো এবং তাঁর দেয়া রিযিক থেকে তোমরা আহার করো, আর পুনরুত্থান তো তাঁরই কাছে।

ব্যাখ্যা:

তিনিই তো তোমাদের জন্য জমিনকে অধীন করে দিয়েছেন, যাতে তোমরা সেখান থেকে তোমাদের প্রয়োজন পূরণ করতে পারো, যেমন বৃক্ষ রোপন, প্রাসাদ নির্মান এবং চাষাবাদ ইত্যাদি, আরো তোমরা যাতে সেখানে রাস্তা পেতে পারো, যার মাধ্যমে তোমরা দূরবর্তী অঞ্চলে ও দেশে যেতে পারো।

﴿فَٱمۡشُواْ فِى مَنَاكِبِهَا﴾ অতএব তোমরা এর দিক-দিগন্তে বিচরণ করো: রিযিক ও উপার্জনের উদ্দেশ্যে।

﴿وَكُلُواْ مِن رِّزۡقِهِۦۖ وَإِلَيۡهِ ٱلنُّشُورُ﴾ আর তাঁর দেয়া রিযিক থেকে তোমরা আহার করো, আর পুনরুত্থান তো তাঁরই কাছে: এই জগত থেকে স্থানান্তরের পরে তারই কাছে

তোমাদের পুনরুত্থান, যেই জগতকে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ এবং আখিরাতের জগতে পৌঁছার মাধ্যম বানিয়েছেন। তোমাদের মৃত্যুর পরে আবার তোমাদেরকে জীবিত করা হবে এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে একত্রিত করা হবে, যাতে তিনি তোমাদের ভালো ও মন্দ আমলসমূহের প্রতিদান দিতে পারেন।



তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ءَأَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يَخۡسِفَ بِكُمُ ٱلۡأَرۡضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ١٦ أَمۡ أَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يُرۡسِلَ عَلَيۡكُمۡ حَاصِبٗاۖ فَسَتَعۡلَمُونَ كَيۡفَ نَذِيرِ ١٧ وَلَقَدۡ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡ فَكَيۡفَ كَانَ نَكِيرِ ١٨﴾



৬৭:১৬- তোমরা কি এ থেকে নির্ভয় হয়েছো যে, যিনি আসমানে রয়েছেন তিনি তোমাদেরকে সহ জমিনকে ধ্বসিয়ে দেবেন না? অতঃপর তা হঠাৎ করেই থর থর করে কাপতে থাকবে।

৬৭:১৭- অথবা তোমরা কি এ থেকে নির্ভয় হয়েছো যে, আসমানে যিনি রয়েছেন তিনি তোমাদের ওপর নিক্ষেপকারী ঝড়ো হাওয়া পাঠাবেন না? তখন তোমরা জানতে পারবে কিরূপ ছিল আমার সতর্কবাণী!

৬৭:১৮- আর এদের পূর্ববর্তীগণও মিথ্যারোপ করেছিল; ফলে কিরূপ হয়েছিল আমার প্রত্যাখ্যান (শাস্তি)।



ব্যাখ্যা:

যারা সীমালঙ্ঘন, বাড়াবাড়ি ও অবাধ্যতায় অবিচল তাদের জন্য এটি হলো ধমক ও হুমকি, যেগুলো তাদের ওপর আযাব ও শাস্তি আসাকে আবশ্যক করে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿ءَأَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ﴾ তোমরা কি এ থেকে নির্ভয় হয়েছো যে, যিনি আসমানে রয়েছেন: তিনি হলেন আল্লাহ তা'আলা, যিনি সৃষ্টির ওপরে আছেন।

﴿أَن يَخۡسِفَ بِكُمُ ٱلۡأَرۡضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ﴾ তিনি তোমাদেরকে সহ জমিনকে ধ্বসিয়ে দেবেন না? অতঃপর তা হঠাৎ করেই থর থর করে কাপতে থাকবে: অর্থাৎ তোমাদেরকেসহ থর থর করে কাপতে থাকবে ও অস্থির হয়ে পড়বে, এমনকি শেষ পর্যন্ত তোমরা ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

﴿أَمۡ أَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يُرۡسِلَ عَلَيۡكُمۡ حَاصِبٗاۖ﴾ অথবা তোমরা কি এ থেকে নির্ভয় হয়েছো যে, আসমানে যিনি রয়েছেন তিনি তোমাদের ওপর নিক্ষেপকারী ঝড়ো হাওয়া পাঠাবেন না: অর্থাৎ আযাবস্বরূপ আকাশ থেকে তিনি তোমাদের ওপর ঝড়ো হাওয়া পাঠাবেন না এবং তোমাদের থেকে প্রতিশোধ নিবেন না (এটি থেকে কি তোমরা নির্ভয় হয়ে গেছো)?

﴿فَسَتَعۡلَمُونَ كَيۡفَ نَذِيرِ﴾ তখন তোমরা জানতে পারবে কিরূপ ছিল আমার সতর্কবাণী: যেমনটি আসার ব্যাপারে রসূলগণ ও কিতাবসমূহের মাধ্যমে তোমাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল তেমনই আসবে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা আসমান থেকে বা জমিন থেকে তোমাদের কাছে আযাব পাঠাচ্ছেন না বলে তোমরা মনে করো না যে, তা তোমাদের উপকারে আসবে। বরং অচিরেই তোমরা তোমাদের কর্মের পরিণাম দেখতে পাবে, সেটি কিছুদিন আগেই হোক বা পরেই হোক। কেননা তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তারা তোমাদের মতই মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল, ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। সুতরাং লক্ষ্য করে দেখো, আখিরাতের শাস্তির আগেই কীভাবে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতেই তাদেরকে ত্বরিৎ শাস্তি দিলেন। তাই তাদের ওপর যেই শাস্তি আপতিত হয়েছে তা থেকে তোমরাও সতর্ক থেকো।

তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَوَلَمۡ يَرَوۡاْ إِلَى ٱلطَّيۡرِ فَوۡقَهُمۡ صَٰٓفَّٰتٖ وَيَقۡبِضۡنَۚ مَا يُمۡسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحۡمَٰنُۚ إِنَّهُۥ بِكُلِّ شَيۡءِۭ بَصِيرٌ ١٩﴾

৬৭:১৯- তারা কি লক্ষ্য করে না তাদের ওপরে পাখিদের প্রতি, যারা পাখা বিস্তার করে ও সংকুচিত করে? দয়াময় আল্লাহই তাদেরকে স্থির রাখেন। নিশ্চয় তিনি সবকিছুর সম্যক দ্রষ্টা।

ব্যাখ্যা:

এটি হলো তিরস্কার এবং পাখির অবস্থার দিকে লক্ষ্য করার প্রতি উৎসাহ প্রদান, যেই পাখিকে আল্লাহ তা'আলা অধীন করেছেন এবং আকাশ ও বাতাসকে সেই পাখির অধীন করেছেন। উড়ার জন্য পাখিরা সেই আকাশে তাদের ডানা প্রসারিত করে এবং নামার জন্য

সংকুচিত করে। সেই আকাশে তারা সাতার কাটে আর তাদের ইচ্ছা ও প্রয়োজন অনুযায়ী তারা তাতে বারবার আসা যাওয়া করে।

﴿مَا يُمۡسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحۡمَٰنُۚ﴾ দয়াময় আল্লাহই তাদেরকে স্থির রাখেন: কেননা আল্লাহ তা'আলাই আকাশকে তাদের অধীন করেছেন এবং তাদের শরীর ও আকৃতিকে এমনভাবে বানিয়েছেন যাতে তারা উড়তে পারে। যে ব্যক্তি পাখির অবস্থা লক্ষ্য করে এবং সেখান থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে, এটি সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর ক্ষমতাকে তার সামনে স্পষ্ট করে। আরো প্রমাণ করে যে, তিনিই একক, সকল ইবাদত একমাত্র তার জন্য করা উচিত।

﴿إِنَّهُۥ بِكُلِّ شَيۡءِۭ بَصِيرٌ﴾ নিশ্চয় তিনি সবকিছুর সম্যক দ্রষ্টা: যেমনভাবে বান্দাদের জন্য মানানসই হয় এবং তার হিকমত অনুযায়ী একমাত্র তিনিই তার বান্দাদেরকে পরিচালনা করেন।

তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَمَّنۡ هَٰذَا ٱلَّذِي هُوَ جُندٞ لَّكُمۡ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ ٱلرَّحۡمَٰنِۚ إِنِ ٱلۡكَٰفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ ٢٠ أَمَّنۡ هَٰذَا ٱلَّذِي يَرۡزُقُكُمۡ إِنۡ أَمۡسَكَ رِزۡقَهُۥۚ بَل لَّجُّواْ فِي عُتُوّٖ وَنُفُورٍ ٢١﴾

৬৭:২০- দয়াময় আল্লাহ্ ছাড়া তোমাদের এমন কোন সৈন্যবাহিনী আছে কি, যারা তোমাদেরকে সাহায্য করবে? কাফিররা তো শুধুই ধোকায় নিপতিত।

৬৭:২১- এমন কে আছে, যে তোমাদেরকে রিযিক দান করবে, যদি তিনি তাঁর রিযিক বন্ধ করে দেন? বরং তারা অবাধ্যতা ও সত্য বিমুখতায় অবিচল রয়েছে।

ব্যাখ্যা:

আল্লাহ তা'আলা অবাধ্য, তার আদেশকে ঘৃণাকারী ও হক থেকে বিমুখ ব্যক্তিদেরকে বলেন, ﴿أَمَّنۡ هَٰذَا ٱلَّذِي هُوَ جُندٞ لَّكُمۡ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ ٱلرَّحۡمَٰنِۚ﴾ দয়াময় আল্লাহ্ ছাড়া তোমাদের এমন কোন সৈন্যবাহিনী আছে কি, যারা তোমাদেরকে সাহায্য করবে: অর্থাৎ দয়াময় আল্লাহ তোমাদের কোন ক্ষতি করতে চাইলে তোমাদের সাহায্য করার এবং সেই ক্ষতি প্রতিহত করার কেউ আছে কি? অর্থাৎ দয়াময় আল্লাহ ছাড়া তোমাদের শত্রুর মোকাবেলাতে কে তোমাদেরকে সাহায্য করবে? তিনিই তো একমাত্র সাহায্যকারী, সম্মানদানকারী, লাঞ্ছিতকারী। আর তিনি ব্যতীত সৃষ্টির সকলেই যদি কোন বান্দাকে

সাহায্য করার জন্য একত্রিত হয়, তবুও কোন শত্রুর মোকাবেলাতেই এক অনু পরিমাণও উপকার করতে পারবে না। সুতরাং দয়াময় আল্লাহ ছাড়া কেউ তাদেরকে সাহায্য করতে পারবে না এটি জানার পরেও কুফরীর ওপর কাফিরদের অটল থাকাটা শুধুমাত্র ধোকা ও নির্বুদ্ধিতা।

﴿أَمَّنْ هَٰذَا ٱلَّذِى يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُۥ﴾ এমন কে আছে, যে তোমাদেরকে রিযিক দান করবে, যদি তিনি তাঁর রিযিক বন্ধ করে দেন: সর্বপ্রকার রিযিকই আল্লাহর নিকট থেকে আসে। যদি তিনি তোমাদের থেকে তার রিযিককে বন্ধ করে দেন তাহলে কে সেই রিযিক পাঠাবে? মাখলুকরা তো নিজেদেরই রিযিক প্রদান করতে সক্ষম নয়, তাহলে কীভাবে অন্যদেরকে রিযিক দিবে? রিযিকদাতা ও অনুগ্রহকারী আল্লাহ তা'আলার বিষয়টি হলো, বান্দার কাছে যে নিয়ামতই আসে, এই সবই আসে একমাত্র তারই নিকট থেকে। তাই তিনিই এর হকদার যে, সকল প্রকার ইবাদত একমাত্র তারই জন্য করা হবে। কিন্তু কাফিররা ﴿لَجُّوا۟﴾ অবিচল আছে: অটল আছে।

﴿عُتُوٍّ﴾ অবাধ্যতায়: সত্যের প্রতি দুর্বল না হয়ে কঠোরতা করাতেই ﴿وَنُفُورٍ﴾ আর সত্য বিমুখতায়: হক থেকে পলায়ন করাতে। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَفَمَن يَمْشِى مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِۦٓ أَهْدَىٰٓ أَمَّن يَمْشِى سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٢٢﴾﴾

৬৭:২২- যে ব্যক্তি ঝুঁকে মুখে ভর দিয়ে চলে, সে-ই কি ঠিক পথে চলে, না কি সে ব্যক্তি যে সোজা হয়ে সরল পথে চলে?

ব্যাখ্যা:

অর্থাৎ এই দুই ব্যক্তির মধ্যে অধিক সঠিক পথে কে চলে? যে ব্যক্তি গোমরাহীতে নিমজ্জিত এবং কুফরীতে হাবু ডুবু খাচ্ছে, তার অন্তরই উল্টে গেছে, যার ফলে হক তার কাছে বাতিল বলে মনে হয় এবং বাতিলকে হক বলে মনে হয়, অন্যদিকে যে হক সম্পর্কে জানে, সেটিকেই প্রাধান্য দেয়, সেই অনুযায়ী আমল করে এবং কথা, কাজে ও সর্বাবস্থায় সিরাতে মুস্তাকীমের ওপর চলে, এই দুই ব্যক্তির দিকে শুধু লক্ষ্য করলেই পার্থক্যটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আরো জানা যায় যে, এদের মধ্যে কে হিদায়াতপ্রাপ্ত আর কে গোমরাহ। কেননা কথার চেয়ে বাস্তব অবস্থাই হলো সবচেয়ে বড় প্রমাণ। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلۡ هُوَ ٱلَّذِيٓ أَنشَأَكُمۡ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡأَبۡصَٰرَ وَٱلۡأَفۡـِٔدَةَۚ قَلِيلٗا مَّا تَشۡكُرُونَ ٢٣ قُلۡ هُوَ ٱلَّذِي ذَرَأَكُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَإِلَيۡهِ تُحۡشَرُونَ ٢٤ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلۡوَعۡدُ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ ٢٥ قُلۡ إِنَّمَا ٱلۡعِلۡمُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَآ أَنَا۠ نَذِيرٞ مُّبِينٞ ٢٦﴾

৬৭:২৩- বলুন, তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে দিয়েছেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও অন্তঃকরণ। তোমরা খুব অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।

৬৭:২৪- বলুন, তিনিই জমিনে তোমাদেরকে সৃষ্টি করে ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং তাঁরই কাছে তোমাদেরকে সমবেত করা হবে।

৬৭:২৫- আর তারা বলে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বল, এ প্রতিশ্রুতি কখন বাস্তবায়িত হবে?

৬৭:২৬- বলুন, এর জ্ঞান শুধু আল্লাহরই কাছে আছে, আর আমি তো স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।

ব্যাখ্যা:

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করছেন , তিনিই একমাত্র সত্যিকারের মাবুদ। আর তিনি তার বান্দাদের তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার এবং একমাত্র তারই ইবাদত করার দিকে আহ্বান করছেন। তিনি বলেন, ﴿قُلۡ هُوَ ٱلَّذِيٓ أَنشَأَكُمۡ﴾ বলুন, তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন: অর্থাৎ কারো কোন সাহায্য সহযোগিতা ছাড়াই তিনি তোমাদেরকে অস্তিত্বহীনতা থেকে অস্তিত্বে এনেছেন। তোমাদেরকে সৃষ্টি করার পরে তিনি তোমাদেরকে শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও অন্তঃকরণ প্রদানের মাধ্যমে তোমাদের সৃষ্টির পূর্ণতা দিয়েছেন, যেগুলো হলো শরীরের সবচেয়ে উপকারী ও শ্রেষ্ঠ অঙ্গ।

কিন্তু এই নিয়ামতের পরেও ﴿قَلِيلٗا مَّا تَشۡكُرُونَ﴾ তোমরা খুব অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো: অর্থাৎ (প্রথম অর্থ) তোমাদের মধ্যে খুব কম সংখ্যক লোকই কৃতজ্ঞ, আর (দ্বিতীয় অর্থ) তোমরা যেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো তার পরিমাণ খুবই কম।

﴿قُلۡ هُوَ ٱلَّذِي ذَرَأَكُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ﴾ বলুন, তিনিই জমিনে তোমাদেরকে সৃষ্টি করে ছড়িয়ে দিয়েছেন: তিনি জমিনের বিভিন্ন অঞ্চলে তোমাদেরকে ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং বিভিন্ন

জায়গাতে তোমাদের বাসস্থান দিয়েছেন। আর তিনি তোমাদেরকে আদেশ নিষেধ করেন এবং বিভিন্ন নিয়ামত দান করেন যার মাধ্যমে তোমরা উপকৃত হও। এর পরে তিনি তোমাদেরকে কিয়ামত দিনে একত্রিত করবেন। কিন্তু এই প্রতিদানের ওয়াদা অবাধ্যরা অস্বীকার করে। ﴿وَيَقُولُونَ﴾ আর তারা বলে: মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্য,

﴿مَتَىٰ هَٰذَا ٱلۡوَعۡدُ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ﴾

তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বল, এ প্রতিশ্রুতি কখন বাস্তবায়িত হবে: তারা কিয়ামত আসার সময় সম্পর্কে খবর দেয়াকে রসুলগণের সত্যতার আলামত বলে সাব্যস্ত করে। অথচ এটি কেবল জুলুম ও অবাধ্যতা। কেননা এর জ্ঞান শধুমাত্র আল্লাহর কাছে আছে, সৃষ্টির কারো কাছে নেই। এই খবরের সত্যতা (অর্থাৎ কিয়ামত আসার বিষয়টি) সেটি কখন সংঘটিত হবে সেটি জানানোকে আবশ্যক করে না। কেননা দলীলের মাধ্যমে সত্যকে জানা যায়। আর কিয়ামতের সত্যতার বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা এমন দলীল প্রমাণ কায়েম করেছেন, যারা মনোযোগ সহকারে শুনবে তাদের জন্য সেই দলীল প্রমাণগুলোতে বিন্দু পরিমাণ কোন সংশয় সন্দেহ থাকবে না। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَلَمَّا رَأَوۡهُ زُلۡفَةٗ سِيٓـَٔتۡ وُجُوهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقِيلَ هَٰذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِۦ تَدَّعُونَ ٢٧ قُلۡ أَرَءَيۡتُمۡ إِنۡ أَهۡلَكَنِيَ ٱللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوۡ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ ٱلۡكَٰفِرِينَ مِنۡ عَذَابٍ أَلِيمٖ ٢٨ قُلۡ هُوَ ٱلرَّحۡمَٰنُ ءَامَنَّا بِهِۦ وَعَلَيۡهِ تَوَكَّلۡنَاۖ فَسَتَعۡلَمُونَ مَنۡ هُوَ فِي ضَلَٰلٖ مُّبِينٖ ٢٩ قُلۡ أَرَءَيۡتُمۡ إِنۡ أَصۡبَحَ مَآؤُكُمۡ غَوۡرٗا فَمَن يَأۡتِيكُم بِمَآءٖ مَّعِينِۢ ٣٠﴾

৬৭:২৭- অতঃপর তারা যখন তা আসন্ন দেখবে তখন কাফিরদের চেহারা ম্লান হয়ে পড়বে এবং বলা হবে, এটাই হলো তা, যা তোমরা দাবি করেছিলে।

৬৭:২৮- বলুন, তোমরা আমাকে জানাও, যদি আল্লাহ আমাকে ও আমার সঙ্গীদেরকে ধ্বংস করেন অথবা আমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন, তবে কাফিরদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হতে কে রক্ষা করবে?

৬৭:২৯- বলুন, তিনিই রহমান, আমরা তার ওপর ঈমান এনেছি এবং তারই ওপর ভরসা করেছি। অতঃপর অচিরেই তোমরা জানতে পারবে কে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে।

৬৭:৩০- বলুন, তোমরা আমাকে জানাও, যদি পানি ভূগর্ভে তোমাদের নাগালের বাইরে চলে যায়, তখন কে তোমাদেরকে এনে দেবে প্রবাহমান পানি?



ব্যাখ্যা:

অর্থাৎ কাফিরদের মিথ্যারোপ করা ও তাদের প্রতারণা তো ততক্ষণই, যতক্ষণ তারা এই দুনিয়াতে আছে। যখন তারা প্রতিদান দিবসে আসবে এবং শাস্তি দেখবে যে, ﴿زُلۡفَةً﴾ তা আসন্ন: অর্থাৎ একেবারেই নিকটে, তখন এটি তাদের খুবই খারাপ লাগবে, তারা কঠিন অবস্থায় পড়ে যাবে এবং তাদের অন্তরগুলো অস্থির হয়ে পড়বে। এর ফলে তাদের চেহারা পরিবর্তন হয়ে যাবে। আর তাদেরকে তাদের মিথ্যারোপের কারণে বলা হবে, এটিই তো হলো তা, যা তোমরা মিথ্যারোপ করতে। আজ তোমরা সেটা স্বচক্ষে দেখছো, বিষয়টি আজ তোমাদের সামনে স্পষ্ট, আর তোমাদের সকল মাধ্যমগুলো ছিন্ন হয়ে গেছে। এখন সরাসরি আযাব ছাড়া আর কিছুই বাকী নেই।

যেহেতু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারীরা রসূলের দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করতো, তার ধ্বংসের অপেক্ষা করতো এবং তার মৃত্যু প্রত্যাশা করতো, তাই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বলার আদেশ করছেন যে, যদি তোমাদের আশা পূরণও হয়, আর আল্লাহ তা'আলা আমাকেসহ আমার সাথীদেরকে ধ্বংসও করেন, তবুও এটি তোমাদের কোন উপকারে আসবে না। কেননা তোমরা আল্লাহর আয়াতের সাথে কুফরী করেছো এবং আযাবের উপযুক্ত হয়ে গেছো। যেই যন্ত্রণাদায়ক আযাব তোমাদের জন্য আবশ্যক হয়ে গেছে সেখান থেকে তোমাদেরকে কে রক্ষা করবে? তাই আমাকে ধ্বংস করার তোমাদের আকাংখা ও পরিশ্রম বৃথা, তা তোমাদের কোনই উপকারে আসবে না।

তাদের বক্তব্য হলো যে, তারাই হিদায়াতের ওপর আছে আর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোমরাহীর ওপরে আছেন। এটি তারা বারবার বলে, এর জন্য তারা বিতর্ক করে এবং লড়াই করে। তাই আল্লাহ তা'আলা তার নবীকে তার অবস্থা ও তার অনুসারীদের অবস্থা বর্ণনা করার আদেশ করছেন যার মাধ্যমে সকলের কাছে তাদের তাকওয়া ও হিদায়াত স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

আর সেটি হলো তারা বলবে, ﴿ءَامَنَّا بِهِۦ وَعَلَيۡهِ تَوَكَّلۡنَاۖ﴾ আমরা তাঁর ওপর ঈমান এনেছি এবং তাঁরই ওপর ভরসা করেছি: অভ্যন্তরীণভাবে বিশ্বাস করা এবং বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ আমলসমূহ এই সবগুলোই ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। যেহেতু আমল হওয়া এবং তার পূর্ণতা আসা নির্ভর করে ভরসার ওপর, তাই আল্লাহ তা'আলা অন্যান্য আমলের মাঝে আল্লাহ ভরসাকে বিশেষভাবে বর্ণনা করছেন। আসলে সেটিও ঈমান ও তার আবশ্যিক বিষয়গুলোরই অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ﴾ আর একমাত্র আল্লাহর ওপরই ভরসা করো, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকে। (সূরা আল মায়েদাহ ৫:২৩)।

যখন এই হলো রসূল ও তার অনুসারীদের অবস্থা, যেটি তাদের সফলতা ও সৌভাগ্যকে আবশ্যক করে, আর তাদের শত্রুদের অবস্থা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। সুতরাং এতেই জানা যায় যে, তাদের কোন ঈমান ও ভরসা নেই। এর মাধ্যমে আরো জানা যায় যে, কে হিদায়াতের ওপর আছে আর কে স্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত?

একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই যে সকল নিয়ামত দান করেন, বিশেষভাবে পানি, যার মাধ্যমে তিনি সকল কিছুকে জীবিত করেন, এখানে তিনি সেই বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনি বলেন,

﴿قُلۡ أَرَءَيۡتُمۡ إِنۡ أَصۡبَحَ مَآؤُكُمۡ غَوۡرٗا فَمَن يَأۡتِيكُم بِمَآءٖ مَّعِينِۭ﴾

বলুন, তোমরা আমাকে জানাও, যদি পানি ভূগর্ভে তোমাদের নাগালের বাইরে চলে যায়, তখন কে তোমাদেরকে এনে দেবে প্রবাহমান পানি: যেই পানি তোমরা পান করো, তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুদেরকে পান করাও এবং তোমাদের গাছপালা ও ক্ষেতে দাও (সেই পানিকে এনে দিবে)? অস্বীকৃতি জানানোর জন্য এই প্রশ্ন করা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কেউ এটি করতে (পানি এনে দিতে) সক্ষম নয়।

٦٨. سورة القلم وَهِيَ مَكِّيَّةٌ

৬৮. সূরা আল কালাম (মাক্কী, আয়াত ৫২)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।



﴿نٓ وَٱلْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ۝١ مَآ أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ۝٢ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ۝٣ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ۝٤ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ ۝٥ بِأَييِّكُمُ ٱلْمَفْتُونُ ۝٦ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِۦ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ۝٧﴾



৬৮:১- নূন, শপথ কলমের এবং তারা যা কিছু লিপিবদ্ধ করে তার শপথ,

৬৮:২- আপনার রবের অনুগ্রহে আপনি পাগল নন।

৬৮:৩- আর নিশ্চয় আপনার জন্য রয়েছে অফুরন্ত পুরস্কার,

৬৮:৪- আর নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রের ওপর অধিষ্ঠিত।

৬৮:৫- অতঃপর শীঘ্রই আপনি দেখতে পাবেন এবং তারাও দেখতে পাবে

৬৮:৬- তোমাদের মধ্যে কে বিকারগ্রস্ত

৬৮:৭- নিশ্চয় আপনার রব সম্যক অবগত আছেন কে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনি সম্যক জানেন তাদেরকে, যারা হিদায়াতপ্রাপ্ত।



ব্যাখ্যা:

আল্লাহ তা'আলা কলমের কসম করছেন। আর এটি ইসমে জিনস যাতে সকল কলমই অন্তর্ভুক্ত, যেই কলমগুলোর দ্বারা বিভিন্ন ধরনের জ্ঞান, গদ্য ও পদ্য লিখা হয়। এই কসম এজন্যই যে, কলম ও তা দিয়ে যে বিভিন্ন ধরনের কথা লিখা হয় সেগুলো আল্লাহ তা'আলার মহান আয়াত বা নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শত্রুরা তার ওপর যে খারাপ গুণাবলি সম্পৃক্ত করে, যেমন তিনি পাগল ইত্যাদি, এগুলো থেকে তাকে মুক্ত ঘোষণা করার জন্য এই নিদর্শনাবলি দিয়ে আল্লাহ

তা'আলা কসম করছেন। আল্লাহ তা'আলা বলছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর তার রবের অনুগ্রহ ও দয়া থাকায় তিনি পাগল নন। বরং তিনি পরিপূর্ণ বিবেক, উত্তম মত ও সর্বোত্তম কথার অধিকারী, যেটি কলমের মাধ্যমে যা সংরক্ষণ করা হয় এবং মানুষজন যা লিখে তার থেকে অনেক উত্তম। এটি হলো দুনিয়াতেই তার সৌভাগ্যতা। তারপর তার আখিরাতের সৌভাগ্যতা উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَإِنَّ لَكَ لَأَجۡرًا﴾ নিশ্চয় আপনার জন্য রয়েছে পুরস্কার: অর্থাৎ বিরাট পুরস্কার রয়েছে। (কেননা أجر শব্দটি নাকেরাহ বা অনির্দিষ্টবাচক) আর অনির্দিষ্টবাচক শব্দ ব্যাপক অর্থ প্রদান করে।

﴿غَيۡرَ مَمۡنُونٖ﴾ অফুরন্ত: যা শেষ হবে না। বরং সেটি সর্বদাই থাকবে। এটি এজন্য যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক সৎ আমল করেছেন এবং তিনি উত্তম চরিত্রের অধিকারী। এজন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٖ﴾ আর নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রের ওপর অধিষ্ঠিত: আপনি আপনার চরিত্রের কারণে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী, যার দ্বারা আল্লাহ তা'আলা আপনার ওপর অনুগ্রহ করেছেন। তার মহান চরিত্রে সার কথা হলো, যা উম্মুল মুমিনীন আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণনা করেছেন। যখন তাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তখন তিনি বলেছিলেন, كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ কুরআনই ছিল তার চরিত্র (আদাবুল মুফরাদ, হা/৩০৮)।

অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿خُذِ ٱلۡعَفۡوَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡعُرۡفِ وَأَعۡرِضۡ عَنِ ٱلۡجَٰهِلِينَ﴾ আপনি ক্ষমাশীলতার নীতি অবলম্বন করুন, সৎকাজের নির্দেশ দিন এবং মূর্খদেরকে এড়িয়ে চলুন (সূরা আল আ'রাফ: ১৯৯)। তিনি আরো বলেন,

﴿فَبِمَا رَحۡمَةٖ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمۡۖ وَلَوۡ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلۡقَلۡبِ لَٱنفَضُّواْ مِنۡ حَوۡلِكَۖ فَٱعۡفُ عَنۡهُمۡ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لَهُمۡ وَشَاوِرۡهُمۡ فِي ٱلۡأَمۡرِۖ فَإِذَا عَزَمۡتَ فَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُتَوَكِّلِينَ﴾

আল্লাহর দয়ায় আপনি তাদের প্রতি কোমল-হৃদয়ের হয়েছিলেন। যদি আপনি রূঢ় ও কঠোর চিত্ত হতেন, তবে তারা আপনার আশপাশ থেকে সরে পড়ত। কাজেই আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিন এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং কাজে কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন, তারপর আপনি কোন সংকল্প করলে আল্লাহর ওপর নির্ভর করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ (তার ওপর) নির্ভরকারীদের ভালোবাসেন (সূরা আলি ইমরান ৩:১৫৯)। তিনি আরো বলেন,

﴿لَقَدۡ جَآءَكُمۡ رَسُولٞ مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ عَزِيزٌ عَلَيۡهِ مَا عَنِتُّمۡ حَرِيصٌ عَلَيۡكُم بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ رَءُوفٞ رَّحِيمٞ﴾

অবশ্যই তোমাদের নিকট তোমাদের মধ্য হতেই একজন রাসূল এসেছেন, তোমাদের যে দুঃখ-কষ্ট হয়ে থাকে তা তার জন্য বড়ই বেদনাদায়ক। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি তিনি করুণাশীল ও অতি দয়ালু (সূরা আত তাওবা: ১২৮)।

এরকম আরো অনেক আয়াত রয়েছে যেগুলো প্রমাণ করে যে, নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহান চরিত্রের অধিকারী এবং আরো অনেক আয়াত রয়েছে যেগুলো মহান চরিত্রের প্রতি উৎসাহিত করে। সেই চরিত্রের ক্ষেত্রে নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি ছিলেন সেই চরিত্রের সর্বোচ্চ চূড়াতে। নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন খুবই কোমল স্বভাবের, মানুষের খুবই ঘনিষ্ঠ, যেই দাওয়াত দিতো, তার দাওয়াতই কবুল করতেন, কেউ কোন কিছু চাইলে তিনি তার প্রয়োজন পূরণ করতেন, কাউকে তিনি মাহরুম করতেন না এবং নিরাশ করে ফিরিয়ে দিতেন না। তার সাহাবীগণ কোন বিষয়ে তার সাথে কথা বললে, যদি সেই কাজে কোন পাপ না হতো তাহলে তিনি তাদের একমত পোষন করতেন। কোন কাজের ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্প নেওয়ার সময় তাদেরকে বাদ দিয়ে তিনি নিজে নিজেই সিদ্ধান্ত নিতেন না, বরং তাদের সাথে পরামর্শ করতেন। তিনি দানকারীর দানকে গ্রহণ করতেন এবং যারা খারাপ কাজ করে তাদেরকে ক্ষমা করে দিতেন। তিনি তার সঙ্গীদের সাথে সর্বোত্তমভাবে মেলামেশা করতেন। তিনি তাদের সাথে কথা বলার সময় তার চেহারা ভ্রুকুটি করতেন না, রূঢ় ভাষা বলতেন না, তার শরীরকে গুটিয়ে নিতেন না এবং তাদের দ্বারা কোন রূঢ় ব্যবহার হলে সেজন্য তাদেরকে তিনি পাকড়াও করতেন না। বরং তার সঙ্গীদের সাথে তিনি সর্বোত্তমভাবে চলতেন এবং অনেক বেশি ধৈর্যধারণ করতেন।

আল্লাহ তা'আলা যেহেতু সর্বদিক দিয়ে নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের উচ্চ স্থানের কথা বর্ণনা করলেন, অথচ কাফিররা তাকে বলে যে, তিনি বিকারগ্রস্থ পাগল, তাই তিনি বলেন, ﴿فَسَتُبۡصِرُ وَيُبۡصِرُونَ﴾ অতঃপর শীঘ্রই আপনি দেখতে পাবেন এবং তারাও দেখতে পাবে: এটি সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি হিদায়াতপ্রাপ্ত এবং নিজের ও অন্যের জন্য তিনি সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ। পক্ষান্তরে তার শত্রুরা হলো মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি গোমরাহ এবং মানুষদের জন্য সবচেয়ে অনিষ্টকর। তারাই আল্লাহর বান্দাদেরকে বিপদে পতিত করে এবং আল্লাহর রাস্তা থেকে বিরত রাখে। আর এই বিষয়ে আল্লাহর জ্ঞানই যথেষ্ট। আল্লাহ তা'আলাই হলেন হিসাব গ্রহণকারী এবং বদলা দানকারী। আর তিনিই

﴿هُوَ أَعۡلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِۦ وَهُوَ أَعۡلَمُ بِٱلۡمُهۡتَدِينَ﴾

সম্যক অবগত আছেন কে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনি সম্যক জানেন তাদেরকে, যারা হিদায়াতপ্রাপ্ত: এতে রয়েছে পথভ্রষ্টদের জন্য হুমকি, হিদায়াতপ্রাপ্তদের জন্য উত্তম ওয়াদা এবং আল্লাহর হিকমাতের বর্ণনা, যেখানে তিনি অন্যদেরকে বাদ দিয়ে শুধু তাকেই হিদায়াত করেন যে ব্যক্তি হিদায়াত লাভের উপযুক্ত। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন,



﴿فَلَا تُطِعِ ٱلۡمُكَذِّبِينَ ٨ وَدُّواْ لَوۡ تُدۡهِنُ فَيُدۡهِنُونَ ٩ وَلَا تُطِعۡ كُلَّ حَلَّافٖ مَّهِينٍ ١٠ هَمَّازٖ مَّشَّآءِۭ بِنَمِيمٖ ١١ مَّنَّاعٖ لِّلۡخَيۡرِ مُعۡتَدٍ أَثِيمٍ ١٢ عُتُلِّۭ بَعۡدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ ١٣ أَن كَانَ ذَا مَالٖ وَبَنِينَ ١٤ إِذَا تُتۡلَىٰ عَلَيۡهِ ءَايَٰتُنَا قَالَ أَسَٰطِيرُ ٱلۡأَوَّلِينَ ١٥﴾



৬৮:৮- কাজেই আপনি মিথ্যারোপকারীদের আনুগত্য করবেন না।

৬৮:৯- তারা কামনা করে যে, আপনি আপোষকামী হোন, তাহলে তারাও আপোষকামী হবে,

৬৮:১০-আর আপনি আনুগত্য করবেন না প্রত্যেক এমন ব্যক্তির যে অধিক শপথকারী, লাঞ্ছিত,

৬৮:১১- পিছনে নিন্দাকারী, যে একের কথা অন্যের কাছে লাগিয়ে বেড়ায়,

৬৮:১২- কল্যাণের কাজে বাধা দানকারী, সীমালঙ্ঘনকারী, পাপিষ্ঠ,

৬৮:১৩- রূঢ় স্বভাব এবং তদুপরি কুখ্যাত

৬৮:১৪- এজন্যে যে, সে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে সমৃদ্ধশালী।

৬৮:১৫- যখন তার কাছে আমাদের আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয় তখন সে বলে, এ তো পূর্ববর্তীদের কল্প-কাহিনী মাত্র।



ব্যাখ্যা:

আল্লাহ তা'আলা তার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলছেন, ﴿فَلَا تُطِعِ ٱلۡمُكَذِّبِينَ﴾ কাজেই আপনি মিথ্যারোপকারীদের আনুগত্য করবেন না: যারা আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং হক মানা থেকে অবাধ্য হয়েছে। তাদের আনুগত্য করার যোগ্য তারা নয়। কারণ তারা শুধুই তাদের খেয়াল খুশি অনুযায়ীই আদেশ করে আর তারা

বাতিল ছাড়া আর কিছু কামনা করে না। তাদের আনুগত্য করা মানে নিজেকে ক্ষতির মুখে ফেলে দেওয়া। এই আয়াতটি প্রতিটি মিথ্যারোপকারীর জন্যই এবং মিথ্যার ওপর নির্ভর করে যেসব আনুগত্য সেসব গুলোর জন্যই প্রযোজ্য, যদিও এই আলোচনার প্রসঙ্গটি একটি বিশেষ কিছুকে কেন্দ্র করে বলা হয়েছে। আর তা হলো, মুশরিকরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দাবি করেছিল যে, তিনি যেন তাদের উপাস্য ও দীনের ভুল ত্রুটি বলা থেকে চুপ থাকে আর তাহলে তারাও তার সম্পর্কে বলা থেকে চুপ থাকবে। এজন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَدُّواْ﴾ তারা কামনা করে যে: অর্থাৎ মুশরিকরা কামনা করে যে, ﴿لَوۡ تُدۡهِنُ﴾ আপনি আপোষকামী হোন: অর্থাৎ তারা যেই আদর্শের ওপর আছে সেগুলোর মধ্যে কিছু নীতির সাথে কথা বা কাজ বা সেগুলো সম্পর্কে কথা না বলে চুপ থাকার মাধ্যমে একমত হোন।

﴿فَيُدۡهِنُونَ﴾ তাহলে তারাও আপোষকামী হবে: কিন্তু আপনি আল্লাহর আদেশকে প্রচার করুন এবং আল্লাহর দীনকে প্রকাশ করুন। আর পরিপূর্ণভাবে দীন প্রকাশ করা হলো, এই দীনের বিপরীতে যা আছে সেগুলোকে প্রত্যাখ্যান করা এবং সেগুলোর নিন্দা করা।

﴿وَلَا تُطِعۡ كُلَّ حَلَّافٖ﴾ আর আপনি আনুগত্য করবেন না প্রত্যেক এমন ব্যক্তির যে অধিক শপথকারী: অর্থাৎ যে বেশি বেশি কসম করে। কেননা এমনটি একমাত্র মিথ্যাবাদীদের দ্বারাই হয়। আর মিথ্যাবাদীরাই হলো, ﴿مَّهِينٍ﴾ লাঞ্ছিত: অর্থাৎ নীচ মনের ও স্বল্প প্রচেষ্টার অধিকারী, কল্যাণের প্রতি তার কোন আগ্রহ নেই, বরং তার ইচ্ছা হলো শুধু নিজের প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণের প্রতি।

﴿هَمَّازٖ﴾ পিছনে নিন্দাকারী: অর্থাৎ গীবত ও উপহাসসহ অন্যান্য উপায়ে মানুষের নিন্দা ও সমালোচনাকারী।

﴿مَّشَّآءِۭ بِنَمِيمٖ﴾ যে একের কথা অন্যের কাছে লাগিয়ে বেড়ায়: মানুষের মাঝে চোগলখরি করে। আর সেটি হলো, ফাসাদ সৃষ্টি ও শত্রুতা বিদ্বেষ তৈরির উদ্দেশ্যে কিছু লোকের কথা অন্যের কাছে বলা।

﴿مَّنَّاعٖ لِّلۡخَيۡرِ﴾ কল্যাণের কাজে বাধা দানকারী: যেসব কল্যাণকর কাজ করা আবশ্যক যেমন, ফরয দানসমূহ, কাফফারাসমূহ, যাকাত ইত্যাদি।

﴿مُعۡتَدٍ﴾ সীমালঙ্ঘনকারী: অর্থাৎ অন্য মাখলুকের ওপর জুলুম করে এবং তাদের রক্ত, সম্পদ ও সম্মানের ওপর সীমালঙ্ঘনকারী।

﴿أَثِيمٍ﴾ পাপিষ্ঠ: অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর হকের সাথে সম্পৃক্ত অনেক গুনাহ বা পাপ করে।

﴿عُتُلٍّ بَعۡدَ ذَٰلِكَ﴾ রূঢ় স্বভাব এবং তদুপরি: অর্থাৎ সে মাখলুকের সাথে রূঢ় ও খারাপ আচরণ করে এবং হকের সামনে নত হয় না।

﴿زَنِيمٍ﴾ কুখ্যাত: অর্থাৎ জারজ সন্তান, যার কোন মূল নেই, যাতে তার থেকে কল্যাণের আশা করা যেতে পারে। বরং তার চরিত্র হলো খুবই নিকৃষ্ট। তার থেকে কোন সফলতার আশা নেই। তার মধ্যে অকল্যাণের আলামত রয়েছে, যা দিয়ে তাকে চেনা যায়।

যাহোক, মূল কথা হলো, আল্লাহ তা'আলা এমন প্রতিটি ব্যক্তির আনুগত্য করতে নিষেধ করছেন যে ব্যক্তি অধিক কসমকারী, মিথ্যাবাদী, হীন মনের ও নিকৃষ্ট চরিত্রের অধিকারী। বিশেষ করে তার মধ্যে রয়েছে, নিজেকে দেখেই আশ্চার্যান্বিত হওয়া, হককে মানতে এবং সৃষ্টির সামনে অহংকার করা, গীবত চোগলখুরির মাধ্যমে মানুষকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা, তাদেরকে তিরস্কার করা এবং বেশি বেশি পাপ করা।

এই আয়াতগুলো যদিও ওয়ালীদ ইবনুল মুগীরাসহ আরো অন্যান্য মুশরিকদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَن كَانَ ذَا مَالٖ وَبَنِينَ ١٤ إِذَا تُتۡلَىٰ عَلَيۡهِ ءَايَٰتُنَا قَالَ أَسَٰطِيرُ ٱلۡأَوَّلِينَ﴾

এজন্যে যে, সে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে সমৃদ্ধশালী। যখন তার কাছে আমাদের আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয় তখন সে বলে, এ তো পূর্ববর্তীদের কল্প-কাহিনী মাত্র: অনেক সম্পদ ও সন্তান সন্ততি থাকার কারণে সে হকের সামনে অহংকার ও বাড়াবাড়ি করেছিল, যখন হক এসেছিল তখন সে তা প্রত্যাখ্যান করেছিল, আর এটিকে পূর্ববর্তীদের কাহিনী বলে আখ্যায়িত করেছিল, যে কাহিনীগুলোতে সত্য মিথ্যা উভয়ই আছে। এই আয়াতগুলো তাদের সম্পর্কে নাযিল হলেও আসলে এর হুকুম প্রত্যেক যেই ব্যক্তিদের এই বৈশিষ্ট্যগুলো থাকবে তাদের জন্যও প্রযোজ্য। কেননা কুরআন সৃষ্টির সকলের জন্য হিদায়াতস্বরূপ নাযিল হয়েছে। এতে উম্মতের প্রথম ও শেষের সকলেই অন্তর্ভুক্ত। কিছু আয়াত কোন কারণে বা কোন ব্যক্তির জন্য নাযিল হয়েছে। এর কারণ হলো, যাতে এর মাধ্যমে আম বা ব্যাপক অর্থবোধক কায়েদা স্পষ্ট হয় এবং যাতে এর মাধ্যমে আম বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত কোন উদাহরণ সম্পর্কে জানা যায়। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন,



﴿سَنَسِمُهُۥ عَلَى ٱلۡخُرۡطُومِ ١٦﴾



৬৮:১৬- আমরা অবশ্যই তার শুঁড় দাগিয়ে দেব।



ব্যাখ্যা:

আল্লাহ তা'আলা যে বৈশিষ্ট্যগুলোর বর্ণনা দিলেন, এগুলো যার মধ্যে পাওয়া যাবে, তাকে তিনি হুমকি দিয়ে বলছেন যে, তিনি তার শুঁড় আযাব দিয়ে দাগিয়ে দিবেন। আর অবশ্যই তাকে বাহ্যিক আযাব দিবেন। আর তাকে সবচেয়ে খারাপ লাগবে এমন স্থানে অর্থাৎ তার মুখমণ্ডলে সেই আযাবের আলামত ও চিহ্ন প্রকাশ পাবে। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন,



﴿إِنَّا بَلَوۡنَٰهُمۡ كَمَا بَلَوۡنَآ أَصۡحَٰبَ ٱلۡجَنَّةِ إِذۡ أَقۡسَمُواْ لَيَصۡرِمُنَّهَا مُصۡبِحِينَ ١٧ وَلَا يَسۡتَثۡنُونَ ١٨ فَطَافَ عَلَيۡهَا طَآئِفٞ مِّن رَّبِّكَ وَهُمۡ نَآئِمُونَ ١٩ فَأَصۡبَحَتۡ كَٱلصَّرِيمِ ٢٠ فَتَنَادَوۡاْ مُصۡبِحِينَ ٢١ أَنِ ٱغۡدُواْ عَلَىٰ حَرۡثِكُمۡ إِن كُنتُمۡ صَٰرِمِينَ ٢٢ فَٱنطَلَقُواْ وَهُمۡ يَتَخَٰفَتُونَ ٢٣ أَن لَّا يَدۡخُلَنَّهَا ٱلۡيَوۡمَ عَلَيۡكُم مِّسۡكِينٞ ٢٤ وَغَدَوۡاْ عَلَىٰ حَرۡدٖ قَٰدِرِينَ ٢٥ فَلَمَّا رَأَوۡهَا قَالُوٓاْ إِنَّا لَضَآلُّونَ ٢٦ بَلۡ نَحۡنُ مَحۡرُومُونَ ٢٧ قَالَ أَوۡسَطُهُمۡ أَلَمۡ أَقُل لَّكُمۡ لَوۡلَا تُسَبِّحُونَ ٢٨ قَالُواْ سُبۡحَٰنَ رَبِّنَآ إِنَّا كُنَّا ظَٰلِمِينَ ٢٩ فَأَقۡبَلَ بَعۡضُهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ يَتَلَٰوَمُونَ ٣٠ قَالُواْ يَٰوَيۡلَنَآ إِنَّا كُنَّا طَٰغِينَ ٣١ عَسَىٰ رَبُّنَآ أَن يُبۡدِلَنَا خَيۡرٗا مِّنۡهَآ إِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا رَٰغِبُونَ ٣٢ كَذَٰلِكَ ٱلۡعَذَابُۖ وَلَعَذَابُ ٱلۡأٓخِرَةِ أَكۡبَرُۚ لَوۡ كَانُواْ يَعۡلَمُونَ ٣٣﴾

৬৮:১৭- আমরা তো তাদেরকে পরীক্ষা করেছি, যেভাবে পরীক্ষা করেছিলাম বাগানের মালিকদেরকে, যখন তারা শপথ করেছিল যে, তারা সকাল বেলা বাগানের ফল আহরণ করবে

৬৮:১৮- এবং তারা ইন শা আল্লাহ বলেনি।

৬৮:১৯- অতঃপর আপনার রবের কাছ থেকে সে উদ্যানে এক বিপর্যয় হানা দিল, যখন তারা ছিল ঘুমন্ত।

৬৮:২০- ফলে তা পুড়ে গিয়ে কালোবর্ণ ধারণ করলো।

৬৮:২১- সকাল বেলা তারা একে অন্যকে ডেকে বললো,

৬৮:২২ তোমরা যদি ফল আহরণ করতে চাও তবে সকাল সকাল তোমাদের বাগানে চলো।

৬৮:২৩- তারপর তারা চলল নিম্মস্বরে কথা বলতে বলতে,

৬৮:২৪- আজ সেখানে যেন তোমাদের কাছে কোন মিসকীন প্রবেশ করতে না পারে।

৬৮:২৫- আর তারা নিবৃত্ত করতে সক্ষম, এ বিশ্বাস নিয়ে বাগানে যাত্রা করলো।

৬৮:২৬- অতঃপর তারা যখন বাগানের অবস্থা দেখতে পেল, তখন বললো, নিশ্চয় আমরা পথ হারিয়ে ফেলেছি।

৬৮:২৭- বরং আমরা তো বঞ্চিত।

৬৮:২৮- তাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বললো, আমি কি তোমাদেরকে বলিনি, এখনো তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছ না কেন?

৬৮:২৯- তারা বললো, আমরা আমাদের রবের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি, আমরা তো জালিম ছিলাম।

৬৮:৩০- তারপর তারা একে অন্যের প্রতি দোষারোপ করতে লাগলো।

৬৮:৩১- তারা বললো, হায়, দুর্ভোগ আমাদের! আমরা তো ছিলাম সীমালঙ্ঘনকারী।

৬৮:৩২- সম্ভবত আমাদের রব এ থেকে উৎকৃষ্টতর বিনিময় দেবেন; নিশ্চয় আমরা আমাদের রবের অভিমুখী হলাম।

৬৮:৩৩- শাস্তি এরূপই হয়ে থাকে এবং আখিরাতের শাস্তি আরো কঠিনতর। যদি তারা জানত!



ব্যাখ্যা:

নিশ্চয় আমরা এই মিথ্যারোপকারীদেরকে (মক্কার মুশরিকদেরকে) ধনসম্পদের মাধ্যমে পরীক্ষা করেছি, তাদেরকে অবকাশ দিয়েছি, আর আমাদের ইচ্ছা অনুযায়ী আমরা তাদেরকে ধনসম্পদ, সন্তান সন্ততি এবং দীর্ঘ জীবন দান করেছি যা তারা কামনা করতো। এগুলো আমাদের কাছে তাদের সম্মান নয়। বরং এগুলো হতে পারে তাদের জন্য ইস্তেদরাজ (ধীরে ধীরে পাকড়াও করা) যা তারা বুঝতে পারে না। এগুলোর মাধ্যমে তাদের প্রতারিত হওয়াটা ঠিক বাগানওয়ালাদের প্রতারিত হওয়ার মতোই, যেই বাগানে তারা অংশীদার ছিল। যখন ফল পরিপক্ক হয়ে গিয়েছিল এবং ফল সংগ্রহের সময় নিকটবর্তী হয়েছিল, তখন তারা সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত হলো যে, সেগুলো তাদের হাতের নাগালে এবং তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন। আর সেখানে কোন বাধাদানকারী নেই যে, তাদেরকে তা থেকে বাদ দিবে। এজন্য তারা ইন শা আল্লাহ বলা ছাড়াই কসম করে বললো যে, তারা সকাল

বেলাতেই ফল আহরণ করবে। অথচ তারা বুঝতে পারেনি যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখছেন আর এই কাজের পরেই ত্বড়িৎ তাদের ওপর আযাব আসবে।

﴿فَطَافَ عَلَيۡهَا طَآئِفٞ مِّن رَّبِّكَ﴾ অতঃপর আপনার রবের কাছ থেকে সে উদ্যানে এক বিপর্যয় হানা দিল: অর্থাৎ রাতে সেই বাগানের ওপর আযাব হানা দিলো।

﴿وَهُمۡ نَآئِمُونَ﴾ যখন তারা ছিল ঘুমন্ত: ফলে সেই আযাব বাগানকে ধ্বংস ও বিনাশ করে দিল।

﴿فَأَصۡبَحَتۡ كَٱلصَّرِيمِ﴾ ফলে তা পুড়ে গিয়ে কালোবর্ণ ধারণ করলো: অর্থাৎ অন্ধকার রাতের মতো কালোবর্ণ ধারণ করলো। গাছপালা ও ফলমূল সব নষ্ট হয়ে গেলো, অথচ তারা এই কষ্টদায়ক ঘটনা বুঝতেই পারলো না। এজন্য যখন ভোর হলো, তখন তারা পরস্পর ডাকাডাকি করে বলতে লাগলো,

﴿أَنِ ٱغۡدُواْ عَلَىٰ حَرۡثِكُمۡ إِن كُنتُمۡ صَٰرِمِينَ ٢٢ فَٱنطَلَقُواْ﴾

তোমরা যদি ফল আহরণ করতে চাও তবে সকাল সকাল তোমাদের বাগানে চলো। তারপর তারা চলল: ফল আহরণের উদ্দেশ্যে।

﴿وَهُمۡ يَتَخَٰفَتُونَ﴾ নিম্নস্বরে কথা বলতে বলতে: পরস্পরের মাঝে। কিন্তু তারা আল্লাহ তা'আলার হক না আদায়ের জন্য বললো, ﴿لَّا يَدۡخُلَنَّهَا ٱلۡيَوۡمَ عَلَيۡكُم مِّسۡكِينٞ﴾ আজ সেখানে যেন তোমাদের কাছে কোন মিসকীন প্রবেশ করতে না পারে: মানুষজন ছড়িয়ে পড়ার আগেই তোমরা সকাল সকাল চলো, আর ফকীর মিসকীনকে না দেওয়ার জন্য তারা একে অন্যকে আদেশ করলো। তাদের অধিক লোভ ও কৃপণতার কারণে তারা এই কথাগুলো অতি গোপনে বলতে লাগলো, যাতে কেউ সেই কথা শুনে ফকীরদেরকে বলে না দেয়।

﴿وَغَدَوۡاْ﴾ তারা যাত্রা করলো: এই নিকৃষ্ট অবস্থাতে এবং কঠোরতা ও রহমতবিহীন অবস্থাতে, ﴿عَلَىٰ حَرۡدٖ قَٰدِرِينَ﴾ তারা নিবৃত্ত করতে সক্ষম, এ বিশ্বাস নিয়ে: অর্থাৎ আল্লাহর হক না আদায়ের দৃঢ় সংকল্প নিয়ে এবং তারা মনে করেছিল যে, এটি তারা করতে সক্ষম।

﴿فَلَمَّا رَأَوۡهَا﴾ অতঃপর তারা যখন বাগানের অবস্থা দেখতে পেল: যেই অবস্থার কথা আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করলেন, সেটি হলো অর্থাৎ কালো বর্ণের মতো।

﴿قَالُوٓاْ﴾ তখন তারা বললো: দিশেহারা ও কষ্টে তারা বললো, ﴿إِنَّا لَضَآلُّونَ﴾ নিশ্চয় আমরা পথ হারিয়ে ফেলেছি: আমরা পথ হারিয়েছি, সম্ভবত সঠিক পথ অন্যটি হবে। যখন তারা নিশ্চিত হলো এবং তাদের বিবেক ফিরে আসলো, তখন তারা বললো, ﴿بَلۡ نَحۡنُ مَحۡرُومُونَ﴾ বরং আমরা তো বঞ্চিত: তখন তারা বুঝতে পারলো, সেটি আযাব।

﴿قَالَ أَوۡسَطُهُمۡ﴾ তখন তাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বললো: অর্থাৎ তাদের মধ্যে অধিক ন্যায়পরায়ন ও সর্বোত্তম ব্যক্তি বললো,

﴿أَلَمۡ أَقُل لَّكُمۡ لَوۡلَا تُسَبِّحُونَ﴾ আমি কি তোমাদেরকে বলিনি, এখনো তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছ না কেন: অর্থাৎ আল্লাহর জন্য যা মানায় না সেগুলো থেকে তার পবিত্র বর্ণনা করছো না কেন? এর অন্তর্ভুক্ত হলো, তোমরা ধারণা করেছিলে, (আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়াই) তোমাদের ইচ্ছা স্বাধীন। যদি তোমরা বলতে, ইনশাআল্লাহ এবং তোমাদের ইচ্ছাকে আল্লাহর ইচ্ছার অনুগামী করতে তাহলে এমনটি ঘটতো না। তখন তারা বললো, ﴿ سُبۡحَٰنَ رَبِّنَآ إِنَّا كُنَّا ظَٰلِمِينَ ﴾ আমরা আমাদের রবের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি, আমরা তো জালিম ছিলাম: এর পরে তারা সংশোধন করলো। তারা এটি করলো, তাদের বাগানের ওপর আযাব আপতিত হওয়ার পরে। কিন্তু সম্ভবত আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা বর্ণনা করা এবং নিজেদের ওপর জুলুমের স্বীকারোক্তি করা তাদের পাপ হালকা হওয়ার বিষয়ে উপকারে আসবে এবং এটিই তাদের তাওবা হবে। এজন্য তারা অত্যন্ত অনুতপ্ত হয়।

﴿ فَأَقۡبَلَ بَعۡضُهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ يَتَلَٰوَمُونَ﴾ তারপর তারা একে অন্যের প্রতি দোষারোপ করতে লাগলো: যা ঘটে গেল এবং তারা যা করেছিল সেই কারণে।

﴿قَالُواْ يَٰوَيۡلَنَآ إِنَّا كُنَّا طَٰغِينَ﴾ তারা বললো, হায়, দুর্ভোগ আমাদের! আমরা তো ছিলাম সীমালঙ্ঘনকারী: অর্থাৎ আল্লাহর ও তার বান্দাদের হকের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘণকারী।

﴿عَسَىٰ رَبُّنَآ أَن يُبۡدِلَنَا خَيۡرٗا مِّنۡهَآ إِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا رَٰغِبُونَ﴾ সম্ভবত আমাদের রব এ থেকে উৎকৃষ্টতর বিনিময় দেবেন; নিশ্চয় আমরা আমাদের রবের অভিমুখী হলাম: তারা আল্লাহ তা'আলার কাছে আশা করলো যে, তিনি তাদেরকে এর চেয়ে উত্তম বদলা দিবেন। আর তারা ওয়াদা করলো যে, অচিরেই তারা আল্লাহর অভিমুখী হবে এবং একমাত্র তারই কাছে কাকুতি মিনতি করবে। তারা যেমনটি বলেছিল তেমনই যদি হয়ে যায়, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে দুনিয়াতেই সেই বাগানের চেয়ে উত্তম বদলা দিবেন। কেননা যে ব্যক্তি

সত্যিকার মনে আল্লাহর কাছে দুআ করে, তার অভিমুখী হয় এবং তারই কাছে আশা রাখে, আল্লাহ তা'আলা তার দাবি পূরণ করেন।

যা ঘটেছিল সেটি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿كَذَٰلِكَ ٱلۡعَذَابُۖ﴾ শাস্তি এরূপই হয়ে থাকে: অর্থাৎ দুনিয়াবী শাস্তি, যেসকল কারণে আযাব আসে সেই কারণগুলো যারা করে তাদের জন্য। সেই আযাব হলো, বান্দা যখন কোন কিছু নিয়ে সীমালঙ্ঘন ও বাড়াবাড়ি করে, তখন আল্লাহ তার কাছে থেকে সেটি ছিনিয়ে নেন। আর বান্দা দুনিয়াকে প্রাধান্য দিলে অত্যন্ত প্রয়োজনের সময় আল্লাহ সেটি তার থেকে দূরে সরিয়ে দেন।

﴿وَلَعَذَابُ ٱلۡأٓخِرَةِ أَكۡبَرُۚ﴾ আর আখিরাতের শাস্তি আরো কঠিনতর: দুনিয়ার আযাবের থেকে।

﴿لَوۡ كَانُواْ يَعۡلَمُونَ﴾ যদি তারা জানত: যে ব্যক্তি এটি জানবে, সে অবশ্যই সেই কারণগুলো থেকে দূরে থাকবে, যেগুলোর কারণে আযাব ও শাস্তি আসে। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ لِلۡمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمۡ جَنَّٰتِ ٱلنَّعِيمِ ٣٤ أَفَنَجۡعَلُ ٱلۡمُسۡلِمِينَ كَٱلۡمُجۡرِمِينَ ٣٥ مَا لَكُمۡ كَيۡفَ تَحۡكُمُونَ ٣٦ أَمۡ لَكُمۡ كِتَٰبٞ فِيهِ تَدۡرُسُونَ ٣٧ إِنَّ لَكُمۡ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ٣٨ أَمۡ لَكُمۡ أَيۡمَٰنٌ عَلَيۡنَا بَٰلِغَةٌ إِلَىٰ يَوۡمِ ٱلۡقِيَٰمَةِ إِنَّ لَكُمۡ لَمَا تَحۡكُمُونَ ٣٩ سَلۡهُمۡ أَيُّهُم بِذَٰلِكَ زَعِيمٌ ٤٠ أَمۡ لَهُمۡ شُرَكَآءُ فَلۡيَأۡتُواْ بِشُرَكَآئِهِمۡ إِن كَانُواْ صَٰدِقِينَ ٤١﴾

৬৮:৩৪- নিশ্চয় মুত্তাকীদের জন্য তাদের রবের কাছে রয়েছে নিয়ামতপূর্ণ জান্নাত।

৬৮:৩৫- তবে কি আমরা মুসলিমদেরকে (অনুগতদেরকে) অপরাধীদের সমান গণ্য করব?

৬৮:৩৬- তোমাদের কী হয়েছে, তোমরা এ কেমন সিদ্ধান্ত দিচ্ছ?

৬৮:৩৭- তোমাদের কাছে কি কোন কিতাব আছে যাতে তোমরা অধ্যয়ন কর

৬৮:৩৮- যে, নিশ্চয় তোমাদের জন্য তাতে রয়েছে যা তোমরা পছন্দ কর?

৬৮:৩৯- অথবা তোমাদের কি আমাদের সাথে কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ এমন কোন অঙ্গীকার রয়েছে যে, তোমরা নিজেদের জন্য যা স্থির করবে তাই পাবে?

৬৮:৪০- আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন তাদের মধ্যে এ দাবির যিম্মাদার কে?

৬৮:৪১- অথবা তাদের কি (আল্লাহর সাথে) অনেক শরীক আছে? থাকলে তারা তাদের শরীকগুলোকে উপস্থিত করুক যদি তারা সত্যবাদী হয়।



ব্যাখ্যা:

কুফরী ও পাপাচার থেকে বিরত থাকে এমন মুত্তাকীদের জন্য সবচেয়ে সম্মানিত সত্তার (আল্লাহর) নিকটে যেসকল নিয়ামত ও নিরাপদ জীবিকা প্রস্তত করা হয়েছে আল্লাহ তা'আলা এবার তার বর্ণনা দিচ্ছেন। আর আল্লাহর হিকমাতের দাবি এটি হতে পারে না যে, যেসকল মুসলিমগণ তাদের রবের অনুগত, তার আদেশসমূহ পালন করে এবং তার সন্তুষ্টির অনুসরণ করে, এমন মুসলিমদেরকে তিনি সেই অপরাধীদের সমান গণ্য করবেন, যারা পাপাচার, আল্লাহর আয়াতের সাথে কুফরী করা, রসূলগণের বিরোধিতা করা এবং তার বন্ধুদের সাথে লড়াই করাতে লিপ্ত। আর যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সমান প্রতিদান দিবেন, সে খুব খারাপ মত পোষন করে। আর তার এই মত বাতিল। আর অপরাধীরা যদি এমনটি দাবি করে, তাহলে তাদের এই দাবি পক্ষে কোন দলীল নেই। এই বিষয়ে তাদের কাছে কোন কিতাব নেই যেটা তারা তিলাওয়াত করে যে, তারা জান্নাতী আর তারা যা পছন্দ ও দাবি করে তা তাদের জন্য রয়েছে।

আর আল্লাহর সাথে কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ তাদের এমন কোন অঙ্গীকার ও ওয়াদা নেই যে, তারা নিজেদের জন্য যা স্থির করেছে তাই তারা পাবে। আর তারা যা দাবি করে সেটি পাওয়ার জন্য তাদের কোন সাহায্য ও সহযোগিতাকারী নেই। যদি এতে তাদের কোন সাহায্য সহযোগিতাকারী থাকে তাহলে তারা তাদেরকে নিয়ে আসুক যদি তারা সত্যবাদী হয়। আর এটি সুবিদিত যে, এটি অসম্ভব। তাদের কোন কিতাবও নেই, নাজাতের ব্যাপারে তাদের জন্য আল্লাহর কোন অঙ্গীকারও নেই আর তাদের কোন সাহায্যকারীও নেই যারা তাদেরকে সাহায্য করতে পারে। সুতরাং জানা গেল যে, তাদের এই দাবি বাতিল।

আল্লাহ তা'আলার বাণী, ﴿سَلْهُمْ أَيُّهُم بِذَٰلِكَ زَعِيمٌ﴾ আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন তাদের মধ্যে এ দাবির যিম্মাদার কে: অর্থাৎ এই মিথ্যা দাবির পিছনে কে জিম্মাদার? কেননা কারো পক্ষেই এর জিম্মাদারী ও দায়িত্ব নেয়া সম্ভব নয়। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন,



﴿يَوۡمَ يُكۡشَفُ عَن سَاقٖ وَيُدۡعَوۡنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسۡتَطِيعُونَ ۝٤٢ خَٰشِعَةً أَبۡصَٰرُهُمۡ تَرۡهَقُهُمۡ ذِلَّةٞۖ وَقَدۡ كَانُواْ يُدۡعَوۡنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمۡ سَٰلِمُونَ ۝٤٣﴾

৬৮:৪২- স্মরণ করুন, সে দিনের কথা যেদিন পায়ের গোছা উন্মোচিত করা হবে, সেদিন তাদেরকে ডাকা হবে সিজদা করার জন্য, কিন্তু তারা সক্ষম হবে না;

৬৮:৪৩- তাদের দৃষ্টি অবনত হবে, হীনতা তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে অথচ যখন তারা নিরাপদ ছিল তখন তো তাদেরকে সিজদা করতে ডাকা হতো।

ব্যাখ্যা:

কিয়ামতের দিনে কল্পনাতীত অস্থিরতা, প্রকম্পন ও ভয়ভীতি দেখা দিবে। আর সেদিন সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ বান্দাদের মাঝে বিচার করা এবং তাদেরকে প্রতিদান দেওয়ার জন্য (তিনি সত্তাগতভাবেই) আসবেন। তারপর তিনি তার সম্মানিত পায়ের গোছা বের করবেন, যেটি কোন কিছুর সাথেই তুলনা করা যাবে না। মাখলুক বা সৃষ্টিরা আল্লাহর মহত্ব ও বড়ত্ব দেখতে পাবে যা বর্ণনা করা সম্ভব নয়। সেদিন আল্লাহ তা'আলাকে সিজদা করার জন্য আহ্বান করা হবে। মুমিনগণ যারা (দুনিয়াতে) আল্লাহকে স্বেচ্ছায় সিজদা করতো, তারা সিজদা করবে। আর পাপাচারী ও মুনাফিকরা সিজদা করার জন্য যাবে, কিন্তু তা করতে সক্ষম হবে না। তাদের পিঠ গাভীর শিং এর মতো হয়ে যাবে, যেটা তারা বাঁকাতেই পারবে না। এটিই হলো তাদের যেমন কর্ম তেমন ফল। কেননা দুনিয়াতে আল্লাহকে সিজদা করার, তার তাওহীদ ও ইবাদতের দিকে তাদেরকে ডাকা হতো, তখন তারা নিরাপদ ছিল, কোন সমস্যা ছিল না, তখন তারা তা থেকে অহংকার ও অস্বীকার করেছিল। সুতরাং সেদিন তাদের অবস্থা ও খারাপ পরিণতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাদের ওপর রাগান্বিত, তাদের জন্য আযাবের বাণী সত্য হয়েছে, সকল মাধ্যম নিশ্চিহ্ন হয়েছে, আর কিয়ামতের দিন কোন অনুশোচনা ও ওযর তাদের কোন উপকারে আসবে না। এটি অন্তরকে পাপ করা থেকে বিরত রাখে এবং যথাসম্ভব সংশোধন করাকে আবশ্যক করে। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَذَرۡنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَٰذَا ٱلۡحَدِيثِۖ سَنَسۡتَدۡرِجُهُم مِّنۡ حَيۡثُ لَا يَعۡلَمُونَ ۝٤٤ وَأُمۡلِي لَهُمۡۚ إِنَّ كَيۡدِي مَتِينٌ ۝٤٥ أَمۡ تَسۡـَٔلُهُمۡ أَجۡرٗا فَهُم مِّن مَّغۡرَمٖ مُّثۡقَلُونَ ۝٤٦ أَمۡ عِندَهُمُ ٱلۡغَيۡبُ فَهُمۡ يَكۡتُبُونَ ۝٤٧ فَٱصۡبِرۡ لِحُكۡمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلۡحُوتِ إِذۡ نَادَىٰ

وَهُوَ مَكۡظُومٞ ﴿٤٨﴾ لَّوۡلَآ أَن تَدَٰرَكَهُۥ نِعۡمَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ لَنُبِذَ بِٱلۡعَرَآءِ وَهُوَ مَذۡمُومٞ ﴿٤٩﴾ فَٱجۡتَبَٰهُ رَبُّهُۥ فَجَعَلَهُۥ مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿٥٠﴾ وَإِن يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَيُزۡلِقُونَكَ بِأَبۡصَٰرِهِمۡ لَمَّا سَمِعُواْ ٱلذِّكۡرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُۥ لَمَجۡنُونٞ ﴿٥١﴾ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكۡرٞ لِّلۡعَٰلَمِينَ ﴾

৬৮:৪৪- অতএব ছেড়ে দিন আমাকে এবং যারা এ বাণীতে মিথ্যারোপ করে তাদেরকে, আমরা তাদেরকে ক্রমে ক্রমে ধরবো এমনভাবে যে, তারা জানতে পারবে না।

৬৮:৪৫- আর আমি তাদেরকে সময় দিয়ে থাকি, নিশ্চয় আমার কৌশল অত্যন্ত বলিষ্ঠ।

৬৮:৪৬- আপনি কি তাদের কাছে পারিশ্রমিক চাচ্ছেন যে, তা তাদের কাছে দুর্বহ দণ্ড মনে হয়?

৬৮:৪৭- নাকি তাদের কাছে গায়েবের জ্ঞান আছে যে, তারা তা লিখে রাখে!

৬৮:৪৮- অতএব আপনি ধৈর্যধারণ করুন আপনার রবের নির্দেশের অপেক্ষায়, আর আপনি মাছওয়ালার মতো হবেন না, যখন তিনি দুঃখে কাতর হয়ে (আল্লাহকে) ডেকেছিল।

৬৮:৪৯- যদি তার রবের অনুগ্রহ তার কাছে না পৌঁছাত তবে তিনি লাঞ্ছিত অবস্থায় উন্মুক্ত প্রান্তরে নিক্ষিপ্ত হতেন।

৬৮:৫০- অতঃপর তার রব তাকে মনোনীত করে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করলেন।

৬৮:৫১- আর কাফিররা যখন উপদেশবাণী (কুরআন) শোনে তখন তারা যেন তাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দ্বারা আপনাকে আছড়ে ফেলবে এবং বলে, এ তো এক পাগল।

৬৮:৫২- অথচ তা তো কেবল বিশ্বজগতের জন্য উপদেশমাত্র।

ব্যাখ্যা:

আমাকে ছেড়ে দিন এবং যারা এই মহান কুরআনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তাদেরকে, কেননা তাদের প্রতিদান আমার ওপরই। আর আপনি তাদের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবেন না। ﴿سَنَسۡتَدۡرِجُهُم مِّنۡ حَيۡثُ لَا يَعۡلَمُونَ﴾ আমরা তাদেরকে ক্রমে ক্রমে ধরবো এমনভাবে যে, তারা জানতে পারবে না: আমরা তাদের সম্পদ ও সন্তান সন্ততি বৃদ্ধি করবো এবং তাদের রিযিক ও কাজকর্মও বাড়িয়ে দিবো, যাতে তারা প্রতারিত হয় এবং অকল্যাণকর বিষয়ের ওপর তারা যাতে অটল থাকে। তাদের জন্য এটি হলো আল্লাহর কৌশল। আর আল্লাহর শত্রুদের ওপর তা অত্যন্ত বলিষ্ঠ কৌশল। আর তাদের অকল্যাণ ও আযাব চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছাবে।

﴿أَمۡ تَسۡـَٔلُهُمۡ أَجۡرٗا فَهُم مِّن مَّغۡرَمٖ مُّثۡقَلُونَ﴾ আপনি কি তাদের কাছে পারিশ্রমিক চাচ্ছেন যে, তা তাদের কাছে দুর্বহ দণ্ড মনে হয়: অর্থাৎ আপনার থেকে পলায়ন করাতে এবং আপনি যা নিয়ে এসেছেন তাকে সত্যায়ন না করাতে কোন কারণ নেই। কেননা শুধুই তাদের কল্যাণের জন্য আপনি তাদেরকে শিক্ষা দেন এবং আল্লাহর দিকে আহ্বান করেন। আর এতে আপনি তাদের কাছ থেকে সম্পদ চান না, যা তাদের কাছে দুর্বহ দণ্ড মনে হবে।

﴿أَمۡ عِندَهُمُ ٱلۡغَيۡبُ فَهُمۡ يَكۡتُبُونَ﴾ নাকি তাদের কাছে গায়েবের জ্ঞান আছে যে, তারা তা লিখে রাখে: অর্থাৎ তাদের কাছে গায়েবের জ্ঞান নেই, যেই জ্ঞানের মাধ্যমে তারা জানতে পারবে যে, তারাই হকের ওপরে আছে আর তাদের জন্য আল্লাহর কাছে প্রতিদান রয়েছে। এই জ্ঞান তাদের কাছে নেই। বরং তাদের অবস্থা হলো অবাধ্য জালিমদের মতো।

সুতরাং তাদের দেয়া কষ্টে ধৈর্যধারণ করা এবং দাওয়াত চালিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই। এজন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿فَٱصۡبِرۡ لِحُكۡمِ رَبِّكَ﴾ অতএব আপনি ধৈর্যধারণ করুন আপনার রবের নির্দেশের অপেক্ষায়: অর্থাৎ সৃষ্টিগত ও শরীআতগত তার নির্দেশের অপেক্ষায়। সৃষ্টিগত নির্দেশে কষ্টদাতার ওপর ধৈর্যধারণ করতে হবে, অসন্তুষ্টি ও অস্থিরতা দেখানো যাবে না। আর শরীআতগত নির্দেশে সেই কষ্ট মেনে নিতে হবে এবং আল্লাহর আদেশের সামনে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করতে হবে।

আল্লাহ তা'আলার বাণী, ﴿وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلۡحُوتِ﴾ আর আপনি মাছওয়ালার মতো হবেন না: আর তিনি হলেন ইউনুস ইবনু মাত্তা আলাইহিস সালাম। অর্থাৎ আপনি এমন অবস্থাতে তার মতো হবেন না, যেই অবস্থাটি তাকে মাছের পেটে আটকে পড়াকে আবশ্যক করেছিল। সেটি হলো তার জাতির প্রতি ধৈর্যধারণ না করা এবং তার রবের ওপর মন খারাপ করে চলে যাওয়া। এমনকি তিনি সমুদ্রে নৌকাতে আরোহন করেন। তারপর নৌকার বোঝা বেশি হয়ে যায় তখন তারা লটারি করে যে, কাদেরকে নৌকা থেকে ফেলে দেওয়া হবে যাতে করে নৌকার বোঝা হালকা হয়। তারপর লটারিতে তারই নাম আসে। (তখন তাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হলে) একটি মাছ তাকে গিলে ফেলে। তিনি তখন নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছিলেন।

আল্লাহ তা'আলার বাণী, ﴿إِذۡ نَادَىٰ وَهُوَ مَكۡظُومٞ﴾ যখন তিনি দুঃখে কাতর হয়ে (আল্লাহকে) ডেকেছিল: অর্থাৎ তিনি মাছের পেটে আকটা পড়া অবস্থায় আল্লাহকে ডাকছিলেন অথবা তিনি দুঃখ ও চিন্তাগ্রস্থ অবস্থায় আল্লাহকে ডেকেছিলেন।

তিনি বলেছিলেন, ﴿لَّآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنتَ سُبۡحَٰنَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ﴾ আপনি ব্যতীত কোন সত্য ইলাহ নেই; আপনি কতইনা পবিত্র ও মহান, নিশ্চয়ই আমি জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছি (সূরা আল আম্বিয়া: ৮৭)।

আল্লাহ তা'আলা তার দুআ কবুল করলেন। আর মাছ পেট থেকে তাকে এক তৃণহীন প্রান্তরে নিক্ষেপ করলো, তখন তিনি ছিলেন অসুস্থ। আর আল্লাহ তা'আলা তার জন্য লাউ কুমড়া জাতীয় কাণ্ডহীন উদ্ভিদ উৎপন্ন করলেন। এজন্য আল্লাহ তা'আলা এখানে বলেন, ﴿لَّوۡلَآ أَن تَدَٰرَكَهُۥ نِعۡمَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ لَنُبِذَ بِٱلۡعَرَآءِ﴾ যদি তার রবের অনুগ্রহ তার কাছে না পৌঁছাত তবে তিনি উন্মুক্ত প্রান্তরে নিক্ষিপ্ত হতেন: অর্থাৎ শূণ্য বা বিরান প্রান্তরে নিক্ষিপ্ত হতেন।

﴿وَهُوَ مَذۡمُومٞ﴾ লাঞ্ছিত অবস্থায়: কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাকে রহমত দিয়ে ঢেকে নিলেন। ফলে মাছ তাকে সম্মানিত অবস্থায় নিক্ষেপ করলো। আর তার অবস্থা আগের চেয়েও আরো ভালো হলো।

এজন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿فَٱجۡتَبَٰهُ رَبُّهُۥ﴾ অতঃপর তার রব তাকে মনোনীত করলেন: অর্থাৎ তাকে মনোনীত ও পছন্দ করলেন এবং সকল পঙ্কিলতা থেকে তাকে পরিষ্কার করলেন।

﴿فَجَعَلَهُۥ مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ﴾ আর তাকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করলেন: যাদের আমলসমূহ, কথা, নিয়্যাত ও অবস্থা সবই সঠিক হয়। আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার রবের এই আদেশ পালন করেছেন। তিনি তার রবের আদেশে ধৈর্যধারণ করেছেন যা সৃষ্টিজগতের কারো পক্ষে সম্ভব নয়। ফলে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য উত্তম পরিণাম রেখেছিলেন। আর মুত্তাকীদের জন্য তো উত্তম পরিণাম। আর তার শত্রুরা শুধু সেটিই পেয়েছে যা তাদেরকে কষ্ট দেয়। তারা আশঙ্কা করেছিল যে, হিংসা বিদ্বেষ ও রাগের কারণে তারা তাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে নবীকে আছড়ে ফেলবে। আর কর্মের দিক দিয়ে এটি হলো তাদের সক্ষমতা অনুযায়ী সর্বোচ্চ কষ্টদান। কিন্তু আল্লাহ তা'আলাই হলেন তার রসূলের হিফাযতকারী ও সাহায্যকারী। আর মৌখিকভাবে কষ্টদান হলো, তারা তাদের মনে উদয় হওয়া অনুযায়ী অনেক কথা বলতো। কখনো তারা তাকে বলতো 'পাগল', কখনো জাদুকর, আবার কখনো কবি বলতো।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكۡرٞ لِّلۡعَٰلَمِينَ﴾ অথচ তা তো কেবল বিশ্বজগতের জন্য উপদেশমাত্র: অর্থাৎ এই সম্মানিত কুরআন ও হিকমতপূর্ণ উপদেশ হলো সারা বিশ্বজগতের জন্য উপদেশস্বরূপমাত্র, যা দিয়ে তারা তাদের দীনী ও দুনিয়াবী কল্যাণসমূহ সম্পর্কে উপদেশ নিতে পারবে।

٦٩. سورة الحاقّة وَهِيَ مَكِّيَّةٌ

৬৯. সূরা আল হাক্কাহ (মাক্কী, আয়াত ৫২)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।



﴿ٱلْحَآقَّةُ ۝١ مَا ٱلْحَآقَّةُ ۝٢ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْحَآقَّةُ ۝٣ كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌۢ بِٱلْقَارِعَةِ ۝٤ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُواْ بِٱلطَّاغِيَةِ ۝٥ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُواْ بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ۝٦ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَٰنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا ۖ فَتَرَى ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ۝٧ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّنۢ بَاقِيَةٍ ۝٨﴾



৬৯:১- নিশ্চিত সংঘটিতব্য ঘটনা।

৬৯:২- নিশ্চিত সংঘটিতব্য ঘটনা কী?

৬৯:৩- আর কিসে আপনাকে জানাবে যে, নিশ্চিত সংঘটিতব্য ঘটনা কী?

৬৯:৪- সামূদ ও ‘আদ সম্প্রদায় সজোরে আঘাতকারী (কিয়ামত) কে অস্বীকার করেছিল।

৬৯:৫- সুতরাং সামূদ সম্প্রদায়, তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল এক প্রলয়ঙ্কর গর্জন দ্বারা।

৬৯:৬- আর আদ সম্প্রদায়, তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল এক প্রচণ্ড ঠাণ্ডা ঝঞ্ঝাবায়ু দ্বারা

৬৯:৭- যা তিনি তাদের ওপর প্রবাহিত করেছিলেন সাতরাত ও আটদিন বিরামহীনভাবে; তখন আপনি উক্ত সম্প্রদায়কে দেখতেন—তারা সেখানে লুটিয়ে পড়ে আছে সারশূন্য খেজুর কাণ্ডের ন্যায়।

৬৯:৮- অতঃপর তাদের কাউকেও আপনি বিদ্যমান দেখতে পান কি?



ব্যাখ্যা:

আল হাক্কাহ কিয়ামতের একটি নাম। কেননা কিয়ামত সত্য সত্যই সৃষ্টির কাছে আসবে এবং তাতে সকল বিষয়ের বাস্তব অবস্থা ও অন্তরের গোপন বিষয়সমূহ প্রকাশ হয়ে

পড়বে। তাই বারবার উল্লেখ করার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা এই বিষয়টিকে বিরাট ও মহান করে তুলে ধরছেন। তিনি বলেন,

﴿ٱلۡحَآقَّةُ ١ مَا ٱلۡحَآقَّةُ ٢ وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا ٱلۡحَآقَّةُ ٣﴾ নিশ্চিত সংঘটিতব্য ঘটনা। নিশ্চিত সংঘটিতব্য ঘটনা কী? আর কিসে আপনাকে জানাবে যে, নিশ্চিত সংঘটিতব্য ঘটনা কি: কেননা তার বিরাট গুরুত্ব রয়েছে এবং তাতে রয়েছে খুবই আতঙ্ক।

তারপর আল্লাহ তা'আলা এর অবস্থাগুলোর মধ্যে কিছু দৃষ্টান্ত পেশ করছেন, যেগুলো দুনিয়াতেই দেখা গিয়েছে। আর সেটি হলো, যেসব অবাধ্য জাতিদের ওপর তিনি ভয়াবহ শাস্তি দিয়েছেন। তিনি বলেন, ﴿كَذَّبَتۡ ثَمُودُ﴾ সামূদ জাতি মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল: তারা হলো একটি প্রসিদ্ধ গোত্র যারা হিজর এলাকাতে বসবাস করতো। আল্লাহ তা'আলা তাদের কাছে তার রসূল সালিহ আলাইহিস সালামকে পাঠিয়েছিলেন। তারা যে শিরকের ওপর আছে তা থেকে সালিহ আলাইহিস সালাম তাদেরকে নিষেধ করেছিলেন এবং তাদেরকে তাওহীদের আদেশ করেছিলেন। কিন্তু তারা তার দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং তাকেসহ তিনি যে কিয়ামতের কথা বলেছিলেন সেগুলোকে মিথ্যারোপ করেছিলেন। আর কিয়ামতের আরেক নাম হলো 'আল ক্বরি'আহ'। কেননা কিয়ামত তার ভয়াবহ অবস্থাগুলো নিয়ে সৃষ্টির কাছে করাঘাত করবে। অনুরূপভাবে প্রথম আদ, যারা হাযরামাউত এলাকাতে বসবাস করতো, যখন আল্লাহ তা'আলা তাদের কাছে তার রসূল হূদ আলাইহিস সালামকে পাঠিয়েছিলেন। তিনি তাদেরকে এক আল্লাহর ইবাদতের দিকে আহ্বান করেছিলেন। তখন তারা তাকেসহ তিনি যে পুনরুত্থানের কথা বলেছিলেন সেগুলোকে মিথ্যারোপ করেছিল। ফলে আল্লাহ তা'আলা এই দুই জাতিকে দুনিয়াতেই শাস্তি দেওয়ার মাধ্যমে ধ্বংস করেছিলেন। ﴿فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهۡلِكُواْ بِٱلطَّاغِيَةِ﴾ সুতরাং সামূদ সম্প্রদায়, তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল এক প্রলয়ঙ্কর গর্জন দ্বারা: সেটি হলো ভীষণ ভয়ানক আওয়াজ, যার ফলে অন্তরসমূহ বিদীর্ণ হয়ে যায় এবং রূহসমূহ বেরিয়ে আসে। ফলে তারা সবাই মৃত অবস্থায় পড়ে থাকে। তাদের লাশ ও বাসস্থানগুলো ছাড়া আর কিছুই দেখা যায়নি।

﴿وَأَمَّا عَادٞ فَأُهۡلِكُواْ بِرِيحٖ صَرۡصَرٍ﴾ আর আদ সম্প্রদায়, তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল এক ঠাণ্ডা ঝঞ্ঝাবায়ু দ্বারা: প্রচণ্ড শক্তিশালী বাতাস দ্বারা, যার শব্দ বজ্রের শব্দের চেয়েও বেশি।

﴿عَاتِيَةٖ﴾ প্রচণ্ড: অর্থাৎ সেই বাতাস রক্ষক (ফেরেশতাগণের) আওতার বাহিরে, যেটি অনেক মুফাসসির বলেছেন অথবা সেই বাতাস আদ জাতির (সহ্য করার) আওতার বাহিরে এবং সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল, যেমনটি সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে।

﴿ سَخَّرَهَا عَلَيۡهِمۡ سَبۡعَ لَيَالٖ وَثَمَٰنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومٗاۖ ﴾ যা তিনি তাদের ওপর প্রবাহিত করেছিলেন সাত রাত ও আট দিন বিরামহীনভাবে: অর্থাৎ তাদের ওপর দুর্দশা ও ভয়াবহ অকল্যাণস্বরূপ, ফলে আমি তাদেরকে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করে দিলাম।

﴿فَتَرَى ٱلۡقَوۡمَ فِيهَا صَرۡعَىٰ ﴾ তখন আপনি উক্ত সম্প্রদায়কে দেখতেন যে, তারা সেখানে লুটিয়ে পড়ে আছে: ধ্বংসাপ্রাপ্ত ও মৃতবস্থায়।

﴿كَأَنَّهُمۡ أَعۡجَازُ نَخۡلٖ خَاوِيَةٖ﴾ সারশূন্য খেজুর কাণ্ডের ন্যায়: অর্থাৎ মাথা কেটে ফেলা হয়েছে এমন খেজুর গাছের কাণ্ডের মতো, যেগুলো একটার ওপর আরেকটা পড়ে আছে।

﴿فَهَلۡ تَرَىٰ لَهُم مِّنۢ بَاقِيَةٖ﴾ অতঃপর তাদের কাউকেও আপনি বিদ্যমান দেখতে পান কি: এই প্রশ্নটি হলো অস্বীকৃতি বা না সূচক অর্থে। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَجَآءَ فِرۡعَوۡنُ وَمَن قَبۡلَهُۥ وَٱلۡمُؤۡتَفِكَٰتُ بِٱلۡخَاطِئَةِ ٩ فَعَصَوۡاْ رَسُولَ رَبِّهِمۡ فَأَخَذَهُمۡ أَخۡذَةٗ رَّابِيَةً ١٠ إِنَّا لَمَّا طَغَا ٱلۡمَآءُ حَمَلۡنَٰكُمۡ فِي ٱلۡجَارِيَةِ ١١ لِنَجۡعَلَهَا لَكُمۡ تَذۡكِرَةٗ وَتَعِيَهَآ أُذُنٞ وَٰعِيَةٞ ١٢ ﴾

৬৯:৯- আর ফিরআউন, তার পূর্ববর্তীরা এবং উল্টিয়ে দেয়া জনপদ পাপাচারে লিপ্ত ছিল।

৬৯:১০- আর তারা তাদের রবের রাসূলকে অমান্য করেছিল। সুতরাং তিনি তাদেরকে অত্যন্ত কঠোরভাবে পাকড়াও করলেন।

৬৯:১১- যখন জলোচ্ছাস হয়েছিল নিশ্চয় তখন আমরা তোমাদেরকে নৌযানে আরোহণ করিয়েছিলাম,

৬৯:১২- আমরা এটা করেছি তোমাদের শিক্ষার জন্য এবং এজন্যে যে, যাতে সংরক্ষণকারী কান এটা সংরক্ষণ করে।

ব্যাখ্যা:

আদ ও সামূদ এই দুই অবাধ্য জাতির মতো আরো অনেক অবাধ্য ও সীমালঙ্ঘনকারীরা এসেছিল, যেমন মিশরের ফিরআউন, যার কাছে আল্লাহ তা'আলা তার বান্দা ও রসূল মূসা ইবনু ইমরান আলাইহিস সালামকে প্রেরণ করেন এবং তাকে অনেক স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ

দেখান, যার মাধ্যমে তারা হককে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে পারে। কিন্তু তারা জুলুম ও সীমালঙ্ঘনবশে অস্বীকার ও মিথ্যারোপ করলো। এছাড়া এর আগেও অনেক মিথ্যারোপকারী এসেছিল।

﴿وَٱلۡمُؤۡتَفِكَةَۚ﴾ উল্টিয়ে দেয়া জনপদ: সেটি হলো লূত আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়ের শহর। এরা সকলেই ছিল ﴿بِٱلۡخَاطِئَةِ﴾ পাপাচারে লিপ্ত: অর্থাৎ সীমালঙ্ঘনমূলক কাজে লিপ্ত, সেগুলো হলো কুফরী, মিথ্যা প্রতিপন্ন করা, জুলুম, অবাধ্যতা, এছাড়াও এর সাথে আরো বিভিন্ন ধরনের অশ্লীলতা ও পাপাচার।

﴿فَعَصَوۡاْ رَسُولَ رَبِّهِمۡ﴾ আর তারা তাদের রবের রাসূলকে অমান্য করেছিল: এখানে রসূল শব্দটি ইসমে জিনস। আল্লাহ তা'আলা তাদের কাছে যেই রসূলকেই পাঠিয়েছেন তাদের প্রত্যেককেই তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলকেই পাকড়াও করলেন ﴿أَخۡذَةٗ رَّابِيَةٗ﴾ অত্যন্ত কঠোরভাবে: যেই পাকড়াও সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল এবং তাতেই তোমাদের ধ্বংস হয়েছিল।

আর নূহ আলাইহিস সালামের জাতিকে পানিতে ডুবিয়ে ধ্বংস করেছিলেন, যখন পানি উপচে উঠেছিল এবং উঁচু স্থানের ওপরেও পানি উঠে গিয়েছিল, তখন তাদের পরবর্তীদের ওপরে আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ করলেন যে, তিনি তাদেরকে আরোহণ করালেন নৌযানে: অর্থাৎ নৌকাতে, তাদের বাবা ও মায়েদের পৃষ্ঠদেশে থাকার সময়ে, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা (সেই জলোচ্ছাস থেকে) মুক্তি দিয়েছিলেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহর প্রশংসা করো, তারই শুকরিয়া আদায় করো, যিনি তোমাদেরকে নাজাত দিয়েছেন আর সীমালঙ্ঘণকারীদেরকে ধ্বংস করেছেন। আর তার নিদর্শনাবলী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো, যেগুলো তার তাওহীদ বা একত্বের প্রমাণ করে। এজন্য তিনি বলেন, ﴿لِنَجۡعَلَهَا﴾ আমরা এটা করেছি: অর্থাৎ নৌযানকে করেছি, এখানে সকল নৌকাই উদ্দেশ্য।

﴿لَكُمۡ تَذۡكِرَةٗ﴾ তোমাদের শিক্ষার জন্য: এই নৌকাগুলো প্রথম তৈরি করা নৌকা এবং তার সাথে সম্পৃক্ত ঘটনার কথা তোমাদেরকে স্মরণ করাবে যে, যারা আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছিল ও তার রসূলের অনুসরণ করেছিল তাদেরকে কীভাবে এই নৌযানে আরোহণ করিয়ে নাজাত দিলেন আর এরা বাদে জমিনের সকলকেই ধ্বংস করলেন। আর কোন জিনিসের জিনস বা শ্রেণি তার মূলকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

আল্লাহ তা'আলার বাণী, ﴿وَتَعِيَهَآ أُذُنٞ وَٰعِيَةٞ﴾ আর এজন্যে যে, যাতে সংরক্ষণকারী কান এটা সংরক্ষণ করে: অর্থাৎ যাতে জ্ঞানীরা বুঝতে পারে এবং এর উদ্দেশ্য ও আয়াতের তাৎপর্য সম্পর্কে জানতে পারে।

পক্ষান্তরে যারা বিমুখ, উদাসীন ও বুদ্ধি বিচক্ষণতাহীন, তারা আল্লাহর আয়াতগুলো থেকে উপকৃত হয় না, কেননা তারা আল্লাহর আয়াতগুলো সংরক্ষণ করে না এবং সেগুলো নিয়ে চিন্তা ভাবনাও করে না। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ نَفۡخَةٞ وَٰحِدَةٞ ١٣ وَحُمِلَتِ ٱلۡأَرۡضُ وَٱلۡجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةٗ وَٰحِدَةٗ ١٤ فَيَوۡمَئِذٖ وَقَعَتِ ٱلۡوَاقِعَةُ ١٥ وَٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَهِيَ يَوۡمَئِذٖ وَاهِيَةٞ ١٦ وَٱلۡمَلَكُ عَلَىٰٓ أَرۡجَآئِهَاۚ وَيَحۡمِلُ عَرۡشَ رَبِّكَ فَوۡقَهُمۡ يَوۡمَئِذٖ ثَمَٰنِيَةٞ ١٧ يَوۡمَئِذٖ تُعۡرَضُونَ لَا تَخۡفَىٰ مِنكُمۡ خَافِيَةٞ ١٨﴾

৬৯:১৩- যখন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হবে একটি মাত্র ফুৎকার।

৬৯:১৪- আর পর্বতমালাসহ পৃথিবী (স্বস্থান থেকে) উৎক্ষিপ্ত হবে এবং মাত্র এক ধাক্কায় এগুলো চুর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে।

৬৯:১৫- ফলে সেদিন সংঘটিত হবে মহাঘটনা,

৬৯:১৬- আর আসমান বিদীর্ণ হয়ে যাবে ফলে সেদিন তা দুর্বল-বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে।

৬৯:১৭- আর ফেরেশতাগণ আসমানের প্রান্ত দেশে থাকবে এবং সেদিন আটজন ফেরেশতা আপনার রবের আরশকে তাদের ওপরে ধারণ করবে।

৬৯:১৮- সেদিন তোমাদেরকে (আল্লাহর সামনে) পেশ করা হবে এবং তোমাদের কিছুই গোপন থাকবে না।

ব্যাখ্যা:

যেহতু আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করলেন যে, তার রসূলগণকে যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল তাদের সাথে কেমন আচরণ করেছেন, তাদেরকে তিনি কেমন প্রতিদান দিয়েছেন এবং দুনিয়াতেই তাদেরকে শাস্তি দিয়েছেন আর তিনি তার রসূলগণ ও তাদের অনুমানকারীদেরকে নাজাত দিয়েছেন, তাই তিনি এখানে কিয়ামতের দিনের প্রতিদান ও আমলসমূহের পরিপূর্ণ বদলার বিষয়ে বর্ণনা দেওয়া শুরু করছেন। তিনি এখানে ভয়াবহ বিষয়সমূহের বর্ণনা দিচ্ছেন যা কিয়ামতের আগে সংঘটিত হবে। আর সর্বপ্রথম যেটি সংঘটিত হবে তা হলো ইসরাফীল আলাইহিস সালাম শিঙ্গায় ফুঁক দিবেন, যখন সকল দেহের গজিয়ে ওঠা পূর্ণ হবে।

﴿نَفۡخَةٌ وَٰحِدَةٌ﴾ একটি মাত্র ফুৎকার: তখন রূহগুলো এসে তার দেহে প্রবেশ করবে। তারপর মানুষজন বিশ্বজাহানের রবের সামনে দাঁড়িয়ে যাবে।

﴿وَحُمِلَتِ ٱلۡأَرۡضُ وَٱلۡجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةٗ وَٰحِدَةٗ﴾ আর পর্বতমালাসহ পৃথিবী (স্বস্থান থেকে) উৎক্ষিপ্ত হবে এবং মাত্র এক ধাক্কায় এগুলো চুর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে: অর্থাৎ পাহাড়সমূহ চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে এবং জমিনের সাথে মিশে একাকার হয়ে যাবে। ফলে সবকিছুই সমতল ভূমিতে পরিণত হবে যাতে কোন উঁচু নিচু থাকবে না। জমিনকে ও তার ওপর যা কিছু আছে সেগুলোকে এমনটি করা হবে। পক্ষান্তরে আসমানের বিষয়ে, সেগুলো অস্থির ও আন্দোলিত হয়ে বিদীর্ণ হয়ে পড়বে এবং তার রং পরিবর্তন হয়ে যাবে। আর সেগুলো প্রচণ্ড শক্ত ও মজবুত হওয়ার পরেও তা দুর্বল হয়ে পড়বে। এগুলো হবে শুধু এক মহান বিষয়কে সামনে রেখে যা এগুলো অশান্ত করে তুলবে এবং মহাসংকটকে সামনে রেখে যা এগুলোকে দুর্বল ও শক্তিহীন করে দিবে।

﴿وَٱلۡمَلَكُ عَلَىٰٓ أَرۡجَآئِهَاۚ﴾ আর ফেরেশতাগণ আসমানের প্রান্ত দেশে থাকবে: অর্থাৎ ফেরেশতাগণ তাদের রবের সামনে নত হয়ে এবং তার মহত্বের সামনে বিনয়ী হয়ে আসমানের প্রান্তদেশে থাকবে।

﴿وَيَحۡمِلُ عَرۡشَ رَبِّكَ فَوۡقَهُمۡ يَوۡمَئِذٖ ثَمَٰنِيَةٞ﴾ আর সেদিন আটজন ফেরেশতা আপনার রবের আরশকে তাদের ওপরে ধারণ করবে: যেই ফেরেশতাগণ প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী। এটি হবে যখন আল্লাহ তা'আলা (কিয়ামতের মাঠে) বান্দাদের মাঝে ন্যায়, ইনসাফ ও তার অনুগ্রহের সাথে বিচার করার জন্য (সত্তাগতভাবেই) আসবেন।

এজন্য তিনি বলেন, ﴿يَوۡمَئِذٖ تُعۡرَضُونَ﴾ সেদিন তোমাদেরকে পেশ করা হবে: আল্লাহর সামনে।

﴿لَا تَخۡفَىٰ مِنكُمۡ خَافِيَةٞ﴾ তোমাদের কিছুই গোপন থাকবে না: তোমাদের শরীরের, আমলসমূহের এবং বৈশিষ্ট্যসমসূহের কোন কিছুই গোপন থাকবে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা হলেন দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা। আর সেদিন বান্দাদেরকে নগ্ন পায়ে, নগ্ন দেহে ও খাতনাবিহীন অবস্থায় এমন সমতলভূমিতে একত্রিত করা হবে, যেখানে আহ্বানকারীর আহ্বান শুনা যাবে এবং দৃষ্টি দিয়েও দেখা যাবে। সেদিন তারা যা আমল করেছেন, আল্লাহ তা'আলা সেগুলোর প্রতিদান দিবেন। এজন্য তিনি প্রতিদানের পদ্ধতি বর্ণনা করে বলেন,

﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَٰبَهُۥ بِيَمِينِهِۦ فَيَقُولُ هَآؤُمُ ٱقْرَءُوا۟ كِتَٰبِيَهْ ﴿١٩﴾ إِنِّى ظَنَنتُ أَنِّى مُلَٰقٍ حِسَابِيَهْ ﴿٢٠﴾ فَهُوَ فِى عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴿٢١﴾ فِى جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿٢٢﴾ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴿٢٣﴾ كُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ هَنِيٓـًٔۢا بِمَآ أَسْلَفْتُمْ فِى ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَالِيَةِ ﴿٢٤﴾ ﴾

৬৯:১৯- তখন যাকে তার আমলনামা তার ডান হাতে দেওয়া হবে সে বলবে, 'এই নাও, আমার আমলনামা পড়ে দেখো।

৬৯:২০- আমি দৃঢ়বিশ্বাস করতাম যে, আমাকে আমার হিসেবের সম্মুখীন হতে হবে।

৬৯:২১- সুতরাং সে এক সন্তোষজনক জীবন লাভ করবে;

৬৯:২২- সুউচ্চ জান্নাতে

৬৯:২৩- যার ফলসমহ ঝুলে থাকবে নাগালের মধ্যে।

৬৯:২৪- (বলা হবে,) 'বিগত দিনসমূহে তোমরা যা অগ্রে প্রেরণ করেছো তার বিনিময়ে তোমরা তৃপ্তি সহকারে খাও ও পান কর'।

ব্যাখ্যা:

এরা হলো ভাগ্যবান, যাদেরকে তাদের আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে, তাতে তাদের ভালো আমলসমূহ থাকবে। এই আমলনামা তাদের দেয়া হবে তাদেরকে (অন্যদের থেকে) পার্থক্য করা এবং শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা বাড়ানোর জন্য। এই সময় তারা আনন্দ ও খুশিতে বলবে যে, তাকে সম্মানিত করার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তার ওপর যে অনুগ্রহ করেছেন তা যেন সৃষ্টিরা জানে। তারা বলবে, ﴿هَآؤُمُ ٱقْرَءُوا۟ كِتَٰبِيَهْ﴾ এই নাও, আমার আমলনামা পড়ে দেখো: আমার এই কিতাব নিয়ে তোমরা পড়ো। কেননা এটি জান্নাত, বিভিন্ন ধরনের সম্মান, পাপের ক্ষমা ও দোষত্রুটি ঢেকে রাখা সম্পর্কে সুসংবাদ দেয়। পুনরুত্থান ও হিসাব নিকাশের ওপরে ঈমান আনা এবং যতটা সম্ভব আমলের মাধ্যমে প্রস্তুতি গ্রহণ করার সুযোগ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা আমার ওপর যে অনুগ্রহ করেছেন সেটিই আমাকে এই অবস্থায় নিয়ে এসেছে। এজন্য সে বলবে, ﴿إِنِّى ظَنَنتُ أَنِّى مُلَٰقٍ حِسَابِيَهْ﴾ আমি দৃঢ়বিশ্বাস করতাম যে, আমাকে আমার হিসেবের সম্মুখীন হতে হবে: এখানে যন্ন বা ধারণা এর অর্থ হলো দৃঢ় বিশ্বাস করা।

﴿فَهُوَ فِي عِيشَةٖ رَّاضِيَةٖ﴾ সুতরাং সে এক সন্তোষজনক জীবন লাভ করবে: সেখানে মন যা কামনা করবে এবং যা দেখে চোখ শীতল হবে সবই থাকবে। আর তারা এতেই সন্তুষ্ট ছিল এবং এর ওপরে অন্য কিছুকে পছন্দ করেনি।

﴿فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٖ﴾ সুউচ্চ জান্নাতে: অর্থাৎ সুউচ্চ মানযিল ও প্রাসাদসমূহে।

﴿قُطُوفُهَا دَانِيَةٞ﴾ যার ফলসমূহ ঝুলে থাকবে নাগালের মধ্যে: অর্থাৎ সেখানকার বিভিন্ন ধরনের ফলমূল নিকটেই থাকবে, জান্নাতীদের জন্য সেগুলো নেয়া অতি সহজ হবে। তারা দাঁড়িয়ে, বসে এবং হেলান দেয়া অবস্থাতেও সেগুলো নিতে পারবে।

আর তাদেরকে সম্মানের জন্য বলা হবে, ﴿كُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ﴾ তোমরা খাও ও পান করো: অর্থাৎ প্রত্যেক ধরনের সুস্বাদু মজাদার খাবার ও পানীয় তোমরা খাও ও পান করো।

﴿هَنِيٓـَٔا﴾ তৃপ্তি সহকারে: অর্থাৎ কোন ধরনের বিরক্ত ও দুঃখ বেদনা ছাড়াই তোমরা পরিপূর্ণভাবে খাও ও পান করো।

এই প্রতিদান তোমরা পেয়েছো, ﴿بِمَآ أَسۡلَفۡتُمۡ فِي ٱلۡأَيَّامِ ٱلۡخَالِيَةِ﴾ ‘বিগত দিনসমূহে তোমরা যা অগ্রে প্রেরণ করেছো তার বিনিময়ে: সালাত, সিয়াম, সাদাকাহ, হাজ্জ, সৃষ্টির প্রতি ইহসান করা, আল্লাহর যিকির করা ও একমাত্র তারই অভিমুখী হওয়াসহ তোমরা যেসব সৎ আমল করেছো এবং খারাপ আমল পরিত্যাগ করেছো সেগুলোর বিনিময়ে (তোমরা এই প্রতিদান পেয়েছো)। আল্লাহ তা‘আলা আমলকে জান্নাতে প্রবেশের মাধ্যম, জান্নাতের নিয়ামত পাওয়া ও তার মাধ্যমে সৌভাগ্য অর্জনের মূল বিষয় বানিয়েছেন।

তারপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَأَمَّا مَنۡ أُوتِيَ كِتَٰبَهُۥ بِشِمَالِهِۦ فَيَقُولُ يَٰلَيۡتَنِي لَمۡ أُوتَ كِتَٰبِيَهۡ ٢٥ وَلَمۡ أَدۡرِ مَا حِسَابِيَهۡ ٢٦ يَٰلَيۡتَهَا كَانَتِ ٱلۡقَاضِيَةَ ٢٧ مَآ أَغۡنَىٰ عَنِّي مَالِيَهۡۜ ٢٨ هَلَكَ عَنِّي سُلۡطَٰنِيَهۡ ٢٩ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ٣٠ ثُمَّ ٱلۡجَحِيمَ صَلُّوهُ ٣١ ثُمَّ فِي سِلۡسِلَةٖ ذَرۡعُهَا سَبۡعُونَ ذِرَاعٗا فَٱسۡلُكُوهُ ٣٢ إِنَّهُۥ كَانَ لَا يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ ٱلۡعَظِيمِ ٣٣ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلۡمِسۡكِينِ ٣٤ فَلَيۡسَ لَهُ ٱلۡيَوۡمَ هَٰهُنَا حَمِيمٞ ٣٥ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنۡ غِسۡلِينٖ ٣٦ لَّا يَأۡكُلُهُۥٓ إِلَّا ٱلۡخَٰطِـُٔونَ ٣٧﴾

৬৯:২৫- কিন্তু যার আমলনামা তার বাম হাতে দেয়া হবে সে বলবে, 'হায়, আমাকে যদি আমার আমলনামা দেয়া না হতো'!

৬৯:২৬- আর আমি যদি না জানতাম আমার হিসেব!

৬৯:২৭- হায়! আমার মৃত্যুই যদি আমার শেষ হতো!

৬৯:২৮- আমার ধন-সম্পদ আমার কোন কাজেই আসলো না।

৬৯:২৯- 'আমার ক্ষমতাও আমার থেকে চলে গেল!

৬৯:৩০- (বলা হবে,) 'তাকে ধরো অতঃপর তাকে বেড়ি পরিয়ে দাও।'

৬৯:৩১- তারপর তোমরা তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে দগ্ধ করো।

৬৯:৩২- 'তারপর তাকে বাঁধো এমন এক শেকলে যার দৈর্ঘ্য হবে সত্তর হাত।

৬৯:৩৩- নিশ্চয় সে মহান আল্লাহর প্রতি ঈমানদার ছিল না,

৬৯:৩৪- আর মিসকীনকে খাদ্যদানে উৎসাহিত করতো না,

৬৯:৩৫- অতএব আজ এখানে তার কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু থাকবে না।

৬৯:৩৬- আর ক্ষত-নিংসৃত পুঁজ ছাড়া কোন খাদ্য থাকবে না

৬৯:৩৭- যা অপরাধী ছাড়া কেউ খাবে না।



ব্যাখ্যা:

এরা হলো হতভাগ্য। যাদেরকে তাদের খারাপ কাজের আমলনামা বাম হাতে দেয়া হবে। এই আমলনামা তাদের দেয়া হবে তাদেরকে (অন্যদের থেকে) পার্থক্য করা এবং লাঞ্ছিত ও অপমানিত করার জন্য। তখন তারা লাঞ্ছনা, চিন্তা ও উৎকণ্ঠায় বলবে, ﴿يَٰلَيۡتَنِي لَمۡ أُوتَ كِتَٰبِيَهۡ﴾ 'হায়, আমাকে যদি আমার আমলনামা দেয়া না হতো': কেননা সেটি তাকে জাহান্নামে প্রবেশের ও চিরস্থায়ী ক্ষতিগ্রস্ততার সংবাদ দিচ্ছে।

﴿وَلَمۡ أَدۡرِ مَا حِسَابِيَهۡ﴾ আর আমি যদি না জানতাম আমার হিসেব: হায়! আমি যদি মানুষের স্মৃতি থেকে একেবারেই হারিয়ে যেতাম, আমাকে যদি আবার পুনরায় জীবিত করে আমার হিসাব না নেয়া হতো! এজন্য সে বলবে,

﴿يَٰلَيۡتَهَا كَانَتِ ٱلۡقَاضِيَةَ﴾ হায়! আমার মৃত্যুই যদি আমার শেষ হতো: অর্থাৎ হায়! যদি আমার এমন মৃত্যু হতো, যাতে আবার জীবিত করা না হতো।

তারপর সে তার সম্পদ ও ক্ষমতার দিকে তাকাবে। সে দেখতে পাবে যে, সেগুলো তার জন্য ছিল শাস্তিস্বরূপ, সে আখিরাতের জন্য কিছুই অগ্রিম পাঠায়নি। আর আল্লাহর আযাব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সেগুলো বিনিময় হিসেবে দিতে চেয়েও কোন উপকার হয়নি। তখন সে বলবে, ﴿مَآ أَغۡنَىٰ عَنِّي مَالِيَهۡۜ﴾ আমার ধন-সম্পদ আমার কোন কাজেই আসলো না: দুনিয়াতেও আমার কোন উপকারে আসেনি, আর আমি যেহেতু অগ্রিম কিছুই পাঠাইনি তাই আখিরাতেও এই সম্পদ আমার কোন উপকারে আসেনি। কেননা এর উপকারের সময় শেষ হয়ে গেছে।

﴿هَلَكَ عَنِّي سُلۡطَٰنِيَهۡ﴾ 'আমার ক্ষমতাও আমার থেকে চলে গেল: সেটি হারিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। বিরাট সৈন্য বাহিনী এবং অনেক সম্মানও কোন উপকারে আসেনি। বরং এই সবকিছুই বাতাসের মতো চলে গেছে। আর এর ফলে ব্যবসা ও লাভ হারিয়ে গিয়েছে। আর এর পরিবর্তে এসেছে চিন্তা, উৎকণ্ঠা ও দুঃখ। আর তখন তাকে শাস্তি দেওয়ার আদেশ করা হবে। তখন শক্তিশালী ও কঠিন হৃদয়ের দ্বাররক্ষী ফেরেশতাদেরকে বলা হবে, ﴿خُذُوهُ فَغُلُّوهُ﴾ 'তাকে ধরো অতঃপর তাকে বেড়ি পরিয়ে দাও: অর্থাৎ তার গলায় বেড়ি পরাও, যেটি তার শ্বাসরোধ করবে।

﴿ثُمَّ ٱلۡجَحِيمَ صَلُّوهُ﴾ তারপর তোমরা তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে দগ্ধ করো: অর্থাৎ জলন্ত আগুন ও তার শিখার ওপরে তাকে উলট পালট করো।

﴿ثُمَّ فِي سِلۡسِلَةٖ ذَرۡعُهَا سَبۡعُونَ ذِرَاعٗا﴾ 'তারপর তাকে বাঁধো এমন এক শেকলে যার দৈর্ঘ্য হবে সত্তর হাত: প্রচণ্ড উত্তপ্ত জাহান্নামের শিকল দিয়ে, ﴿فَٱسۡلُكُوهُ﴾ তাকে বাধো: তাকে এমনভাবে বাধো যেন সেটি পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকে মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে এবং এতেই তাকে ঝুলিয়ে রাখা হয়। সর্বদাই এই কঠিন আযাব চলতে থাকবে। এই আযাব ও শাস্তি কতই না মন্দ!

যেই কারণে সে এই স্থানে এসেছে তা হলো, ﴿إِنَّهُۥ كَانَ لَا يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ ٱلۡعَظِيمِ﴾ নিশ্চয় সে মহান আল্লাহর প্রতি ঈমানদার ছিল না: সে ছিল কাফির, আল্লাহর রসূলগণের অবাধ্য এবং তারা যে হক নিয়ে এসেছে সেগুলোকে প্রত্যাখ্যানকারী।

﴿وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلۡمِسۡكِينِ﴾ আর মিসকীনকে খাদ্যদানে উৎসাহিত করতো না: অর্থাৎ তার অন্তরে কোন রহমত ছিল না, যা দিয়ে সে ফকীর মিসকীনদের প্রতি রহম করবে। যার ফলে সে তার সম্পদ থেকে তাদেরকে খাবার খাওয়াতো না এবং খাবার খাওয়ানোর প্রতি অন্যকেও উৎসাহিত করতো না, যেহেতু তার অন্তরে তা নিয়ন্ত্রণকারী মূল জিনিসটিই নেই। সৌভাগ্যে মূল হলো দু'টি বিষয়:

১. আল্লাহর জন্য ইখলাস বা একনিষ্ঠতা, যার মূল হলো আল্লাহর ওপর ঈমান আনা।

২. সৃষ্টির প্রতি বিভিন্ন দিক দিয়ে ইহসান করা যার সবচেয়ে বড় দিক হলো, অভাবগ্রস্থদেরকে খাবার খাওয়ানোর মাধ্যমে তাদের প্রয়োজন (ক্ষুধা) দূর করা। আর এদের কোন ইখলাসও নেই আবার কোন ইহসানও নেই। ফলে তারা যার উপযুক্ত হওয়া দরকার তা তো হয়েছেই।

﴿فَلَيۡسَ لَهُ ٱلۡيَوۡمَ هَٰهُنَا﴾ অতএব আজ এখানে তার থাকবে না: অর্থাৎ কিয়ামতের দিনে। ﴿حَمِيمٞ﴾ কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু: অর্থাৎ নিকটাত্মীয় অথবা বন্ধু যারা আল্লাহর আযাব থেকে মুক্তির জন্য অথবা আল্লাহর প্রতিদান পেয়ে সফরতা লাভ করার জন্য সুপারিশ করতে পারে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَلَا تَنفَعُ ٱلشَّفَٰعَةُ عِندَهُۥٓ إِلَّا لِمَنۡ أَذِنَ لَهُۥۚ﴾ আর আল্লাহ যাকে অনুমতি দেবেন, সে ছাড়া তার কাছে কারো সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না (সূরা সাবা: ২৩)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, ﴿مَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنۡ حَمِيمٖ وَلَا شَفِيعٖ يُطَاعُ﴾ জালিমদের জন্য কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু নেই এবং এমন কোন সুপারিশকারীও নেই, যার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে (সূরা গাফির: ১৮)।

﴿وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنۡ غِسۡلِينٖ﴾ আর ক্ষত-নিংসৃত পুঁজ ছাড়া কোন খাদ্য থাকবে না: সেটি হলো জাহান্নামীদের শরীর থেকে বের হওয়া পুঁজ, যেটি হবে অত্যন্ত গরম, খুবই দুর্গন্ধ ও খারাপ স্বাদের। এই নিকৃষ্ট খাবার শুধু তারাই খাবে ﴿إِلَّا ٱلۡخَٰطِـُٔونَ﴾ যারা অপরাধী: যারা সিরাতে মুস্তাকীম থেকে ভ্রষ্ট হয়ে জাহান্নামের রাস্তায় চলেছে। ফলে তারা এই যন্ত্রণাদায়ক আযাবের উপযুক্ত হয়েছে। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَلَآ أُقۡسِمُ بِمَا تُبۡصِرُونَ ٣٨ وَمَا لَا تُبۡصِرُونَ ٣٩ إِنَّهُۥ لَقَوۡلُ رَسُولٖ كَرِيمٖ ٤٠ وَمَا هُوَ بِقَوۡلِ شَاعِرٖۚ قَلِيلٗا مَّا تُؤۡمِنُونَ ٤١ وَلَا بِقَوۡلِ كَاهِنٖۚ قَلِيلٗا مَّا تَذَكَّرُونَ ٤٢ تَنزِيلٞ مِّن رَّبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٤٣ وَلَوۡ تَقَوَّلَ عَلَيۡنَا بَعۡضَ ٱلۡأَقَاوِيلِ ٤٤ لَأَخَذۡنَا مِنۡهُ بِٱلۡيَمِينِ ٤٥ ثُمَّ لَقَطَعۡنَا مِنۡهُ ٱلۡوَتِينَ ٤٦ فَمَا مِنكُم مِّنۡ أَحَدٍ عَنۡهُ حَٰجِزِينَ ٤٧ وَإِنَّهُۥ لَتَذۡكِرَةٞ لِّلۡمُتَّقِينَ ٤٨ وَإِنَّا لَنَعۡلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ ٤٩ وَإِنَّهُۥ لَحَسۡرَةٌ عَلَى ٱلۡكَٰفِرِينَ ٥٠ وَإِنَّهُۥ لَحَقُّ ٱلۡيَقِينِ ٥١ فَسَبِّحۡ بِٱسۡمِ رَبِّكَ ٱلۡعَظِيمِ ٥٢﴾

৬৯:৩৮- অতএব আমি কসম করছি তার, যা তোমরা দেখতে পাও,

৬৯:৩৯- এবং যা তোমরা দেখতে পাও না তারও;

৬৯:৪০- নিশ্চয় এ কুরআন এক সম্মানিত রসূলের (বাহিত) বাণী।

৬৯:৪১- আর এটা কোন কবির কথা নয়; তোমরা খুব অল্পই ঈমান পোষণ করে থাক,

৬৯:৪২- এটা কোন গণকের কথাও নয়, তোমরা অল্পই উপদেশ গ্রহণ কর।

৬৯:৪৩- এটা বিশ্বজগতের রবের কাছ থেকে নাযিলকৃত।

৬৯:৪৪- তিনি যদি আমাদের নামে কোন কথা রচনা করে চালাতে চেষ্টা করতেন,

৬৯:৪৫- তবে অবশ্যই আমি তার ডান হাত ধরে ফেলতাম,

৬৯:৪৬- তারপর অবশ্যই আমরা কেটে দিতাম তার হৃদপিণ্ডের শিরা,

৬৯:৪৭- অতঃপর তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে তাকে রক্ষা করতে পারতো।

৬৯:৪৮- আর এ কুরআন মুত্তাকীদের জন্য অবশ্যই এক উপদেশ।

৬৯:৪৯- আর আমরা অবশ্যই জানি যে, তোমাদের মধ্যে মিথ্যা আরোপকারী রয়েছে।

৬৯:৫০- আর এ কুরআন নিশ্চয়ই কাফিরদের অনুশোচনার কারণ হবে,

৬৯:৫১- আর নিশ্চয় এটা সুনিশ্চিত সত্য।

৬৯:৫২- অতএব আপনি আপনার মহান রবের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন।



ব্যাখ্যা:

আল্লাহ তা'আলা সেই সব কিছুর কসম করছেন যা সৃষ্টিরা দেখে আর যা দেখতে পায় না। সকল সৃষ্টিই এর অন্তর্ভুক্ত। এমনকি তার পবিত্র সত্তাও এর অন্তর্ভুক্ত। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করআনুল কারীমসহ যা কিছু নিয়ে এসেছেন তাতে রসূলের সত্যতা প্রকাশে আল্লাহ তা'আলা কসম করছেন। আর এই সম্মানিত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু তার রবের পক্ষ থেকে পৌঁছিয়ে থাকেন।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শত্রুরা তার ওপর যে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে থাকে যেমন তিনি কবি, জাদুকর ইত্যাদি সেগুলো থেকে আল্লাহ তা'আলা তাকে পবিত্র ঘোষণা করছেন। ঈমান না আনা ও উপদেশ গ্রহণ না করার কারণেই তারা এই কাজটি করতে পেরেছে। যদি তারা ঈমান আনতো ও উপদেশ গ্রহণ করতো, তাহলে তাদের জন্য যা উপকারী ও ক্ষতিকর সেগুলো সম্পর্কে তারা জানতে পারতো। এর অন্তর্ভুক্ত হলো, যদি তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থার দিকে দৃষ্টি দিতো এবং তার

গুণাবলি ও চরিত্র ভালোভাবে পযর্যবেক্ষণ করতো, তাহলে তাদের সামনে সূর্যের মতো স্পষ্ট হতো যে, তিনি আল্লাহ তা'আলা সত্য রসূল আর তিনি যা নিয়ে এসেছেন সেগুলো বিশ্ব জাহানের রবের নিকট থেকে নাযিল হওয়া। এটি কখনোই মানুষের কথা হতে পারে না। বরং এটি এমন কথা যেটির প্রমাণ যিনি কথা বলেছেন তার মহত্বের, তার মহান গুণাবলির, তার বান্দাদের পরিপূর্ণ লালন পালনের এবং তার বান্দাদের ওপরে থাকার। তাদের এই ধারণা আল্লাহ তা'আলা ও তার হিকমাতের সাথে মানায় না। কেননা যদি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে কিছু মিথ্যা রচনা করতেন, ﴿بَعۡضَ ٱلۡأَقَاوِيلِ﴾ কিছু মিথ্যা কথা।

﴿ لَأَخَذۡنَا مِنۡهُ بِٱلۡيَمِينِ ۝٤٥ ثُمَّ لَقَطَعۡنَا مِنۡهُ ٱلۡوَتِينَ﴾ তবে অবশ্যই আমি তার ডান হাত ধরে ফেলতাম। তারপর অবশ্যই আমরা কেটে দিতাম তার হৃদপিণ্ডের শিরা: এই শিরাটি অন্তরের সাথে যুক্ত। যদি এটি কেটে যায় তাহলে মানুষ মারা যাবে। যদি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার নামে মিথ্যা রচনা করতেন, তাহলে তিনি তাড়াতাড়ি তাকে শাস্তি দিতেন এবং তাকে খুব কঠিনভাবে পাকড়াও করতেন। কেননা আল্লাহ হলেন, হাকীম বা হিকমতওয়ালা এবং সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান। তার হিকমাতের দাবি হলো, তার ওপর মিথ্যারোপকারীকে তিনি অবকাশ দিবেন না, যে ব্যক্তি দাবি করে যে, যারা তার বিরোধিতা করে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য তাদের রক্ত ও সম্পদ হালাল করেছেন। আর সে এবং তার অনুসারীদের জন্যই শুধু নাজাতের ব্যবস্থা আর যারা তার বিরোধিতা করে তাদের জন্য রয়েছে ধ্বংস।

যেহেতু আল্লাহ তা'আলা তার রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিভিন্ন মু'জিযার মাধ্যমে সহায়তা করেছেন, তিনি যা নিয়ে এসেছেন তার সত্যতার প্রমাণে অনেক স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ দিয়েছেন, তার শত্রুদের ওপরে তাকে সাহায্য করেছেন এবং তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, সেহেতু এটিই তার রিসালাতের (সত্যতার) সবচেয়ে বড় দলীল।

আল্লাহ তা'আলার বাণী, ﴿فَمَا مِنكُم مِّنۡ أَحَدٍ عَنۡهُ حَٰجِزِينَ﴾ অতঃপর তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে তাকে রক্ষা করতে পারতো: অর্থাৎ যদি আল্লাহর তার রসূলকে ধ্বংস করতেন, তাহলে সেই রসূলও নিজেকে রক্ষা করতে পারতো না এবং অন্য কেউই তাকে আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচাতে সক্ষম হতো না।

﴿وَإِنَّهُۥ﴾ আর নিশ্চয় এটি: অর্থাৎ এই পবিত্র কুরআন।

﴿لَتَذۡكِرَةٞ لِّلۡمُتَّقِينَ﴾ মুত্তাকীদের জন্য অবশ্যই এক উপদেশ: এর মাধ্যমে তারা তাদের দীন ও দুনিয়ার কল্যাণ বিষয়ে উপদেশ গ্রহণ করতে পারে। ফলে সেগুলো তারা জেনে আমল করে। এই কুরআন তাদেরকে দীনী আকীদা বিশ্বাস, (আল্লাহকে সন্তুষ্টি করার

মতো) উত্তম চরিত্র, শারঈ বিধি বিধান সম্পর্কে উপদেশ দেয়। ফলে তারা রব্বানী আলেম, জ্ঞানী ইবাদত গুযার এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত ইমামে পরিণত হয়।

﴿وَإِنَّا لَنَعۡلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ﴾ আর আমরা অবশ্যই জানি যে, তোমাদের মধ্যে মিথ্যা আরোপকারী রয়েছে: অর্থাৎ কুরআনের প্রতি মিথ্যারোপকারী রয়েছে। এতে মিথ্যারোপকারীদের প্রতি হুমকি ও ভীতি প্রদর্শন রয়েছে। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাদের মিথ্যারোপের কারণে কঠিন শাস্তি দিবেন।

﴿وَإِنَّهُۥ لَحَسۡرَةٌ عَلَى ٱلۡكَٰفِرِينَ﴾ আর এ কুরআন নিশ্চয়ই কাফিরদের অনুশোচনার কারণ হবে: যেহেতু তারা এই কুরআনের সাথে কুফরী করেছে। তাদেরকে যা ওয়াদা করা হয়েছিল তা যখন তারা দেখতে পাবে, তখন তারা এই কুরআন থেকে হিদায়াত গ্রহণ না করার এবং এর আদেশের সামনে আত্মসমর্পণ না করার জন্য অনুশোচনা করবে। তখন তারা কোন প্রতিদান পাবে না, বরং তারা কঠিন শাস্তি ভোগ করবে এবং সকল মাধ্যম নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

﴿وَإِنَّهُۥ لَحَقُّ ٱلۡيَقِينِ﴾ আর নিশ্চয় এটা সুনিশ্চিত সত্য: অর্থাৎ সবচেয়ে ওপরের স্তরের জ্ঞান। কেননা সবচেয়ে ওপরের স্তরের জ্ঞান হলো ইয়াকীন। আর সেটি হলো এমন দৃঢ় বা মজবুত জ্ঞান যা কম্পিতও হয় না এবং চলেও যায় না।

ইয়াকীনের তিনটি স্তর আছে। প্রত্যেকটি আগের চেয়ে ওপরের স্তরে।

প্রথম: ইলমুল ইয়াকীন, সেটি হলো কোন খবর বা সংবাদ থেকে অর্জিত জ্ঞান।

দ্বিতীয়: 'আইনুল ইয়াকীন, সেটি হলো চোখে দেখার মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান।

তৃতীয়: হাক্কুল ইয়াকীন, সেটি হলো সরাসরি উপভোগ ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান। পবিত্র কুরআন হলো এই স্তরের। কেননা এতে যেসব জ্ঞান রয়েছে সেগুলো অকাট্য প্রমাণাদি দ্বারা সুদৃঢ় করা হয়েছে। আর এতে যেসব বাস্তবতা ও ঈমানী পরিচয় রয়েছে, সেগুলো যেব্যক্তি পরখ করবে তার হাক্কুল ইয়াকীন অর্জিত হবে।

﴿فَسَبِّحۡ بِٱسۡمِ رَبِّكَ ٱلۡعَظِيمِ﴾ অতএব আপনি আপনার মহান রবের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন: আল্লাহ তা'আলা তার মহত্বের সাথে যা মানায় না সেগুলো থেকে নিজেকে মুক্ত ঘোষণা করছেন। আর তিনি তার মহান, সুন্দর ও পরিপূর্ণ গুণাবলি উল্লেখ করার মাধ্যমে নিজের পবিত্রতা বর্ণনা করছেন।

সূরা আল হাক্কাহ এর তাফসীর শেষ। আল্লাহ তা'আলার পরিপূর্ণতা, অনুগ্রহ ও ইনসাফের জন্য শুরুতে ও শেষে, বাহিরে ও ভিতরে সর্বাবস্থায় সকল প্রশংসা একমাত্র তারই জন্য।

٧٠. سورة المعارج وَهِيَ مَكِّيَّةٌ

৭০. সূরা আল মা'আরিজ (মাক্কী, আয়াত ৪৪)।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।



﴿سَأَلَ سَآئِلُۢ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ۝١ لِّلْكَٰفِرِينَ لَيْسَ لَهُۥ دَافِعٌ ۝٢ مِّنَ ٱللَّهِ ذِى ٱلْمَعَارِجِ ۝٣ تَعْرُجُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِى يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُۥ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ۝٤ فَٱصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا ۝٥ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُۥ بَعِيدًا ۝٦ وَنَرَىٰهُ قَرِيبًا﴾



৭০:১- এক ব্যক্তি চাইল, সংঘটিত হোক শাস্তি যা অবধারিত

৭০:২- কাফিরদের জন্য, এটাকে প্রতিরোধ করার কেউ নেই

৭০:৩- এটা আসবে আল্লাহর নিকট হতে, যিনি সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী।

৭০:৪- ফেরেশতা এবং রূহ আল্লাহ্‌র দিকে উর্ধ্বগামী হয় এমন এক দিনে, যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর।

৭০:৫- অতএব আপনি উত্তমরূপে ধৈর্যধারণ করুন।

৭০:৬- তারা ঐ দিনকে সুদূর মনে করে।

৭০:৭- কিন্তু আমরা দেখছি তা আসন্ন।



ব্যাখ্যা:

আল্লাহ তা'আলা অবাধ্যদের অজ্ঞতা, আল্লাহর আযাবের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করা এবং অবাধ্যতাবশত উপহাস করার বিষয়টি বর্ণনা করে বলেন, ﴿سَأَلَ سَآئِلُۢ﴾ এক ব্যক্তি চাইল: এক আহ্বানকারী আহ্বান করলো এবং এক বিজয় প্রার্থনাকারী বিজয় প্রার্থনা করলো।

﴿بِعَذَابٖ وَاقِعٖ ۝١ لِّلۡكَٰفِرِينَ﴾ সংঘটিত হোক শাস্তি যা অবধারিত। কাফিরদের জন্য: কেননা কুফরী ও অবাধ্যতার কারণে তারা এর উপযুক্ত।

﴿لَيۡسَ لَهُۥ دَافِعٞ ۝٢ مِّنَ ٱللَّهِ﴾ এটাকে প্রতিরোধ করার কেউ নেই। এটা আসবে আল্লাহর নিকট হতে: যারাই এই আযাবের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করুক না কেন, এটি অবাধ্য মুশরিকদের নিকট থেকে আসবে না। এই আযাব আসার আগে কেউ সেটি প্রতিরোধ করতে পারবে না অথবা এটি এসে গেলে কেউ এটি সরাতেও পারবে না। এই আয়াতটি নাযিল হয়েছিল যখন কুরাইশ বংশের নযর ইবনুল হারিছ অথবা অন্য কোন মুশরিক আহ্বান করেছিল। সে বলেছিল,

﴿ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَٰذَا هُوَ ٱلۡحَقَّ مِنۡ عِندِكَ فَأَمۡطِرۡ عَلَيۡنَا حِجَارَةٗ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ أَوِ ٱئۡتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٖ﴾

হে আল্লাহ! এগুলো যদি আপনার কাছ থেকে সত্য হয়, তবে আমাদের ওপর আকাশ থেকে পাথর বর্ষণ করুন কিংবা আমাদের ওপর কোন মর্মন্তুদ শাস্তি নিয়ে আসুন (সূরা আল আনফাল: ৩২)।

আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অবশ্যই তাদের ওপর আযাব আপতিত হবে। হয় দুনিয়াতে ত্বড়িৎ তাদের ওপর আযাব আসবে অথবা আখিরাতে। যদি তারা আল্লাহ তা'আলাকে চিনতো এবং তার মহত্ব, বিশাল রাজত্ব এবং তার সুনাম ও গুণাবলির পরিপূর্ণতা সম্পর্কে জানতো, তাহলে তারা এই আযাবের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করতো না। বরং তারা তার সামনে আত্মসমর্পণ করতো এবং ভদ্র হতো। এজন্য আল্লাহ তা'আলা তার মহত্বের বর্ণনা দিচ্ছেন, যেটি তাদের নিকৃষ্ট কথাগুলোর বিপরীত, তিনি বলেন,

﴿ذِي ٱلۡمَعَارِجِ ۝٣ تَعۡرُجُ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيۡهِ﴾

যিনি সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী। ফেরেশতা এবং রূহ আল্লাহ্‌র দিকে উর্ধ্বগামী হয়: অর্থাৎ তিনি উচ্চ মর্যাদা, বড়ত্ব ও মহত্বের অধিকারী। তিনি সকল সৃষ্টিকে পরিচালনা করেন, যার দিকে ফেরেশতাগণ উর্ধ্বগামী হয় এবং আরো তার দিকে উর্ধ্বগামী হয় রূহ। এটি ইসমে জিনস যাতে সৎ এবং অসৎ সকল মানুষের রূহই অন্তর্ভুক্ত। এটি হয় মৃত্যুর সময়। সৎ লোকদের রূহসমূহ আল্লাহর কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। এক আসমান থেকে আরেক আসমানে যাওয়ার জন্য অনুমতি দেওয়া হয়। এভাবে সেই আসমানে এসে পৌঁছে যাতে আল্লাহ তা'আলা রয়েছেন। তখন তার রব তাকে সম্ভাষণ ও সালাম জানান আর সে আল্লাহর নৈকট্যে আনন্দিত ও প্রফুল্ল হয়। এর ফলে সে সম্মান, মর্যাদা ও প্রশংসা পায়।

তারপর আল্লাহ তা'আলা সেই দূরুত্বের কথা বর্ণনা করছেন যেই দূরত্বে ফেরেশতাগণ ও রূহসমূহ তার দিকে উর্ধ্বগামী হন। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা তাদের ওপরে উঠার জন্য

তাদের মাধ্যমকে সহজ করেছেন এবং ক্ষিপ্রতা ও দ্রুতগামী করে তাদেরকে সাহায্য করেছেন, সেহেতু তারা এক দিনেই উর্ধ্বগামী হয় অথচ ওপরে উঠা থেকে শুরু করে সেখানকার শেষ সীমা ও উর্ধ্বজগতের ফেরেশতাদের কাছে পৌঁছা পর্যন্ত স্বভাবিকভাবে সময় লাগবে পঞ্চাশ হাজার বছর। এমন এক দিনে, যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর। সুতরাং উর্ধ্বজগত ও নিম্নজগতসহ এই বিশাল বিশ্বজগত ও রাজত্ব সৃষ্টি ও পরিচালনা করেন একমাত্র তিনিই, যিনি হলেন সর্বোচ্চ, উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। তিনি তাদের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অবস্থাসমূহ জানেন। এছাড়াও তিনি তাদের স্থায়ী ও অস্থায়ী অবস্থাক্ষেত্র সম্পর্কেও জানেন। আর তিনি তাদেরকে রহমত, অনুগ্রহ ও রিযিক দান করেছেন তা তাদেরকে ঘিরে আছে। আর তাদের ওপর তার সৃষ্টিগত, শরীআতগত ও প্রতিদানগত হুকুম কার্যকর হয়। সুতরাং দুর্ভাগ্য সেই সকল লোকদের জন্য, যারা আল্লাহর মহত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ, তারা তার যথাযোগ্য মর্যাদা দেয় না। ফলে তারা (আল্লাহকে) অক্ষম ও পরীক্ষা করার জন্য আযাবের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করে। কতই না পবিত্র সেই সত্তা, যিনি হলেন হালীম বা সহনশীল, যিনি তাদেরকে অবকাশ দেন, কিন্তু তাদেরকে ছেড়ে দেন না। তারা তাকে কষ্ট দেয়, কিন্তু তিনি তাদের এই কষ্টে ধৈর্যধারণ করেন, তাদেরকে ক্ষমা করেন এবং তাদেরকে রিযিক দান করেন।

এই পবিত্র আয়াতের এটি একটি তাফসীর হতে পারে। তখন এই উর্ধ্বগমন সংঘটিত হয় দুনিয়াতেই। কেননা প্রথম দিকের আলোচনার প্রসঙ্গ এটিই প্রমাণ করে।

আবার হতে পারে এই উর্ধ্বগমন সংঘটিত হবে কিয়ামতের দিনে। আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিনে তার বান্দার সামনে তার বড়ত্ব ও মহত্বকে প্রকাশ করবেন, যেটি হলো তার পরিচয়ের সবচেয়ে বড় প্রমাণ। বান্দাগণ ফেরেশতাগণ ও রূহসমূহকে দেখবে যে, তারা আল্লাহর আদেশ ও হুকুম নিয়ে সৃষ্টির মাঝে উঠা নামা করছে, সেই দিনটি লম্বায় হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের জন্য সেটি হালকা করে দিবেন।

আল্লাহ তা'আলার বাণী, ﴿فَٱصۡبِرۡ صَبۡرٗا جَمِيلٗا﴾ অতএব আপনি উত্তমরূপে ধৈর্যধারণ করুন: অর্থাৎ আপনার জাতিকে দাওয়াত দেওয়ার সময় উত্তমরূপে ধৈর্যধারণ করবেন, আপনি তাদের প্রতি অসন্তষ্ট ও বিরক্ত হবেন না। বরং আল্লাহর আদেশের ওপর অটল থাকুন, আর আল্লাহর বান্দাদেরকে তার তাওহীদের দিকে আহ্বান করুন। আর তাদের অনুগত না হওয়া এবং আগ্রহ না থাকা যেন আপনাকে এটি থেকে (দাওয়াত দেয়া থেকে) বিরত না রাখে। কেননা দাওয়াতের ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণ করাতে অনেক কল্যাণ রয়েছে।

﴿إِنَّهُمۡ يَرَوۡنَهُۥ بَعِيدٗا ۝٦ وَنَرَىٰهُ قَرِيبٗا﴾ তারা ঐ দিনকে সুদূর মনে করে। কিন্তু আমরা দেখছি তা আসন্ন: এখানে যমীর সর্বনাম দিয়ে পুনরুত্থান দিবস উদ্দেশ্য, তারা যেদিন আযাব চেয়েছিল সেই আযাব আপতিত হবে। অর্থাৎ তাদের অবস্থা হলো পুনরুত্থান দিবসকে অস্বীকারকারীর অবস্থার মতো অর্থাৎ তাদের ওপর দুর্ভাগ্য ও নেশা বিজয়ী

হয়েছে। এমনকি তাদের সামনে যে পুনরুত্থান ও হাশর রয়েছে সেগুলোকে তারা অনেক দূরে মনে করে। অথচ আল্লাহ তা'আলা সেগুলোকে অতি নিকটে মনে করেন। কেননা তিনি অত্যন্ত দয়াশীল, সহনশীল, তিনি তাড়াতাড়ি শাস্তি দিবেন না। আর তিনি জানেন যে, সেটি অবশ্যই সংঘটিত হবে। আর প্রত্যেক যা সংঘটিত হবে, সেগুলো তো নিকটেই।

তারপর এই দিনের ভয়াবহতা এবং তাতে যা ঘটবে সেগুলো বর্ণনা করে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَوۡمَ تَكُونُ ٱلسَّمَآءُ كَٱلۡمُهۡلِ ٨ وَتَكُونُ ٱلۡجِبَالُ كَٱلۡعِهۡنِ ٩ وَلَا يَسۡـَٔلُ حَمِيمٌ حَمِيمٗا ١٠ يُبَصَّرُونَهُمۡۚ يَوَدُّ ٱلۡمُجۡرِمُ لَوۡ يَفۡتَدِي مِنۡ عَذَابِ يَوۡمِئِذِۭ بِبَنِيهِ ١١ وَصَٰحِبَتِهِۦ وَأَخِيهِ ١٢ وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِي تُـٔۡوِيهِ ١٣ وَمَن فِي ٱلۡأَرۡضِ جَمِيعٗا ثُمَّ يُنجِيهِ ١٤ كَلَّآۖ إِنَّهَا لَظَىٰ ١٥ نَزَّاعَةٗ لِّلشَّوَىٰ ١٦ تَدۡعُواْ مَنۡ أَدۡبَرَ وَتَوَلَّىٰ ١٧ وَجَمَعَ فَأَوۡعَىٰٓ ١٨﴾

৭০:৮- সেদিন আকাশ হবে গলিত ধাতুর মত

৭০:৯- এবং পর্বতসমূহ হবে রঙ্গীন পশমের মত

৭০:১০- আর অন্তরঙ্গ বন্ধু অন্তরঙ্গ বন্ধুর খোঁজ নিবে না।

৭০:১১- তাদেরকে একে অপরের দৃষ্টিগোচর করা হবে। অপরাধী সেই দিনে শাস্তির বদলে দিতে চাইবে নিজ সন্তান-সন্ততিকে।

৭০:১২- আর তার স্ত্রী ও ভাইকে,

৭০:১৩- আর তার জ্ঞাতি-গোষ্ঠীকে, যারা তাকে আশ্রয় দিত,

৭০:১৪- আর জমিনে যারা আছে তাদের সবাইকে, যাতে এটি তাকে রক্ষা করে।

৭০:১৫- কখনই নয়, নিশ্চয় এটা লেলিহান আগুন,

৭০:১৬- যা মাথার চামড়া খসিয়ে দেবে।

৭০:১৭- জাহান্নাম তাকে ডাকবে যে ব্যক্তি (সত্যের প্রতি) পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিল এবং মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল।

৭০:১৮- আর সম্পদ জমা করেছিল, অতঃপর তা সংরক্ষণ করে রেখেছিল।

ব্যাখ্যা:

﴿يَوۡمَ﴾ সেদিন : অর্থাৎ কিয়ামতের দিন। বড় বড় বিষয়সমূহ সংঘটিত হবে। ﴿تَكُونُ ٱلسَّمَآءُ كَٱلۡمُهۡلِ﴾ আকাশ হবে গলিত ধাতুর মত: আকাশ ভেঙ্গে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে আর চূড়ান্ত পর্যায়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ার কারণে সেটি হবে গলিত সীসার মতো।

﴿وَتَكُونُ ٱلۡجِبَالُ كَٱلۡعِهۡنِ﴾ আর পর্বতসমূহ হবে রঙ্গীন পশমের মত: সেটি হবে ধুনিত পশম। তারপর সেটি বিক্ষিপ্ত ধূলিকনা হয়ে হারিয়ে যাবে। এই বিরাট আকার ও মজবুত পাহাড়ের ওপর যদি এই কষ্ট ও দুর্দশা নেমে আসে, তাহলে দুর্বল বান্দাদের সম্পর্কে তোমার ধারণা কী? যেই বান্দার পিঠ পাপ ও গুণার বোঝার কারণে ভারী হয়ে গেছে। এটা কি তার জন্য উপযুক্ত নয় যে, তার অন্তর বিচ্ছিন্ন হবে ও খুব কষ্ট পাবে এবং সে অন্য সকলকেই ভুলে যাবে?

এজন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَلَا يَسۡـَٔلُ حَمِيمٌ حَمِيمٗا ۝١٠ يُبَصَّرُونَهُمۡۚ﴾ আর অন্তরঙ্গ বন্ধু অন্তরঙ্গ বন্ধুর খোঁজ নিবে না। তাদেরকে একে অপরের দৃষ্টিগোচর করা হবে: অন্তরঙ্গ বন্ধু তার বন্ধুকে দেখবে। কিন্তু তার বন্ধুর অবস্থা জিজ্ঞেস করার ইচ্ছা তার অন্তরে উদয় হবে না। সে শুধু নিজেকে নিয়েই চিন্তিত থাকবে।

﴿يَوَدُّ ٱلۡمُجۡرِمُ﴾ অপরাধী সেই দিনে চাইবে: যার ওপর আযাব অবধারিত হয়েছে।

﴿لَوۡ يَفۡتَدِي مِنۡ عَذَابِ يَوۡمِئِذِۭ بِبَنِيهِ ۝١١ وَصَٰحِبَتِهِۦ وَأَخِيهِ ۝١٢ وَفَصِيلَتِهِ﴾ শাস্তির বদলে দিতে চাইবে নিজ সন্তান-সন্ততিকে। আর তার স্ত্রী ও ভাইকে। আর তার জ্ঞাতি-গোষ্ঠীকে: অর্থাৎ নিকটাত্মীয়কে।

﴿ٱلَّتِي تُـٔۡوِيهِ﴾ যারা তাকে আশ্রয় দিত: দুনিয়াতে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী একে অন্যকে সাহায্য ও সহযোগিতা করতো। কিন্তু কিয়ামতের দিনে কেউ কারো উপকার করতে পারবে না এবং আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউ সুপারিশও করতে পারবে না। বরং আযাবের হকদার অপরাধী জমিনে যা কিছু আছে সবই মুক্তিপণ হিসেবে দিতে চাইবে, যাতে এটি তাকে রক্ষা করে। কিন্তু এটিও তার কোন উপকারে আসবে না।

﴿كَلَّآۖ﴾ কখনই নয়: অর্থাৎ তাদের জন্য কোন উপায় ও আশ্রয়স্থল নেই। যারা অন্যায় অপকর্ম করেছে তাদের ওপরেআপনার রবের বাণী সত্য প্রমাণিত হয়েছে। কেননা তারা ঈমান আনেনি। আর তাদের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের থেকে উপকার পাওয়ারও কোন আশা নেই।

﴿إِنَّهَا لَظَىٰ ۝١٥ نَزَّاعَةً لِّلشَّوَىٰ﴾ নিশ্চয় এটা লেলিহান আগুন। যা মাথার চামড়া খসিয়ে দেবে: অর্থাৎ এর আযাবের প্রচণ্ডতার কারণে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সকল অঙ্গকে খসিয়ে দিবে।

﴿تَدۡعُواْ﴾ জাহান্নাম ডাকবে: তার নিজের দিকে।

﴿مَنۡ أَدۡبَرَ وَتَوَلَّىٰ ۝١٧ وَجَمَعَ فَأَوۡعَىٰٓ﴾ সেই ব্যক্তিকে যে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিল এবং মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। আর সম্পদ জমা করেছিল, অতঃপর তা সংরক্ষণ করে রেখেছিল: অর্থাৎ যে ব্যক্তি হকের অনুসরণ করা থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিল এবং মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল, এই বিষয়ে তার কোন আগ্রহ ছিল না। আর সে একের পর এক সম্পদ জমা করেছিল আর সেগুলো সংরক্ষণ করে রেখেছিল, সেখান থেকে দান করেনি। জাহান্নাম তাদেরকে তার নিজের দিকে ডাকে আর তাদেরকে জ্বালানের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ خُلِقَ هَلُوعًا ۝١٩ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ جَزُوعًا ۝٢٠ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلۡخَيۡرُ مَنُوعًا ۝٢١ إِلَّا ٱلۡمُصَلِّينَ ۝٢٢ ٱلَّذِينَ هُمۡ عَلَىٰ صَلَاتِهِمۡ دَآئِمُونَ ۝٢٣ وَٱلَّذِينَ فِيٓ أَمۡوَٰلِهِمۡ حَقّٞ مَّعۡلُومٞ ۝٢٤ لِّلسَّآئِلِ وَٱلۡمَحۡرُومِ ۝٢٥ وَٱلَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوۡمِ ٱلدِّينِ ۝٢٦ وَٱلَّذِينَ هُم مِّنۡ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشۡفِقُونَ ۝٢٧ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمۡ غَيۡرُ مَأۡمُونٖ ۝٢٨ وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَٰفِظُونَ ۝٢٩ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ فَإِنَّهُمۡ غَيۡرُ مَلُومِينَ ۝٣٠ فَمَنِ ٱبۡتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡعَادُونَ ۝٣١ وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِأَمَٰنَٰتِهِمۡ وَعَهۡدِهِمۡ رَٰعُونَ ۝٣٢ وَٱلَّذِينَ هُم بِشَهَٰدَٰتِهِمۡ قَآئِمُونَ ۝٣٣ وَٱلَّذِينَ هُمۡ عَلَىٰ صَلَاتِهِمۡ يُحَافِظُونَ ۝٣٤ أُوْلَٰٓئِكَ فِي جَنَّٰتٖ مُّكۡرَمُونَ ۝٣٥﴾

৭০:১৯- নিশ্চয় মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে অস্থির মনা করে।

৭০:২০- যখন বিপদ তাকে স্পর্শ করে সে হয় হা-হুতাশকারী।

৭০:২১- আর যখন কল্যাণ তাকে স্পর্শ করে সে হয় অতি কৃপণ;

৭০:২২- তবে সালাত আদায়কারীগণ ছাড়া

৭০:২৩- যারা তাদের সালাতের ক্ষেত্রে নিয়মিত।

৭০:২৪- আর যাদের সম্পদে নির্ধারিত হক রয়েছে।

৭০:২৫- প্রার্থী এবং বঞ্চিতদের।

৭০:২৬- আর যারা প্রতিদান দিবসকে সত্য বলে বিশ্বাস করে।

৭০:২৭- আর যারা তাদের রবের শাস্তি সম্পর্কে ভীত-সন্ত্রস্ত

৭০:২৮- নিশ্চয় তাদের রবের শাস্তি হতে নিঃশঙ্ক থাকা যায় না;

৭০:২৯- আর যারা নিজেদের যৌনাঙ্গসমূহের হিফাযতকারী

৭০:৩০- তাদের স্ত্রী অথবা অধিকারভুক্ত দাসী ছাড়া, এতে তারা নিন্দনীয় হবে না।

৭০:৩১- তবে কেউ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা হবে সীমালঙ্ঘনকারী

৭০:৩২- আর যারা তাদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী

৭০:৩৩- আর যারা তাদের সাক্ষ্যসমূহে অটল

৭০:৩৪- আর যারা তাদের সালাতের হিফাযত করে

৭০:৩৫- তারাই সম্মানিত হবে জান্নাতসমূহে।

ব্যাখ্যা:

এটি হলো মানুষের সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য যে, সে অস্থির মনা। এই অস্থির মনার ব্যাখ্যা হলো, ﴿إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ جَزُوعًا﴾ যখন বিপদ তাকে স্পর্শ করে সে হয় হা-হুতাশকারী: যদি তার কাছে দারিদ্র অথবা কোন রোগ আসে অথবা সম্পদ বা পরিবার পরিজন বা সন্তান সন্ততিসহ প্রিয়জনদের কেউ চলে যায়, তাহলে সে অস্থির হয়ে পড়ে। আর সে আল্লাহর ফায়সালাতে ধৈর্যধারণ করে না এবং সন্তুষ্ট প্রকাশ করে না।

﴿وَإِذَا مَسَّهُ ٱلۡخَيۡرُ مَنُوعًا﴾ আর যখন কল্যাণ তাকে সম্পর্শ করে সে হয় অতি কৃপণ: আল্লাহ তা'আলা তাকে যা দিয়েছেন সেখান থেকে সে দান করে না আর আল্লাহর নিয়ামতসমূহ ও অনুগ্রহের জন্য তার শুকরিয়া আদায় করে না। অতএব সে দুঃখ দুর্দশার সময়ে অস্থির হয়ে পড়ে আর সুখ স্বচ্ছলতার সময় কৃপণ হয়ে পড়ে।

﴿ إِلَّا ٱلۡمُصَلِّينَ﴾ তবে সালাত আদায়কারীগণ ছাড়া: এই বৈশিষ্ট্যগুলো যাদের মধ্যে আছে। যখন তাদেরকে কল্যাণ স্পর্শ করে, তখন তারা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে এবং আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে যা দিয়েছেন সেখান থেকে তারা দান করে। আর যখন তাদেরকে অকল্যাণ স্পর্শ করে, তখন তারা ধৈর্যধারণ করে এবং নেকীর আশা করে।

তাদের বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿ٱلَّذِينَ هُمۡ عَلَىٰ صَلَاتِهِمۡ دَآئِمُونَ﴾ যারা তাদের সালাতের ক্ষেত্রে নিয়মিত: অর্থাৎ যারা সালাতের ওয়াক্ত, শর্তসমূহ এবং সালাতকে পূর্ণতাদানকারী বিষয়সমূহ পালন করার মাধ্যমে সালাতে নিয়মিত। এরা তাদের মতো নয়, যারা সালাত আদায় করে না অথবা এক ওয়াক্ত বাদ দিয়ে আরেক ওয়াক্তে করে অথবা ত্রুটিপূর্ণভাবে আদায় করে।

﴿وَٱلَّذِينَ فِيٓ أَمۡوَٰلِهِمۡ حَقّٞ مَّعۡلُومٞ﴾ আর যাদের সম্পদে নির্ধারিত হক রয়েছে: যাকাত ও সাদাকাহর।

﴿لِّلسَّآئِلِ﴾ প্রার্থী: যে অন্যের কাছে চায়।

﴿وَٱلۡمَحۡرُومِ﴾ আর বঞ্চিতদের: সে হলো মিসকীন, যে অন্য মানুষের কাছে চায় না, যাতে তাকে দেয়া যায়, আবার তাকে দেখে বুঝাও যায় না যাতে তাকে দান করা যায়।

﴿وَٱلَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوۡمِ ٱلدِّينِ﴾ আর যারা প্রতিদান দিবসকে সত্য বলে বিশ্বাস করে: প্রতিদান ও পুনরুত্থানসহ অন্যান্য বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা যে খবর দিয়েছেন এবং তার রসূলগণ যে খবর দিয়েছেন সেগুলোর প্রতি তারা ঈমান আনে ও দৃঢ় বিশ্বাস করে। ফলে তারা আখিরাতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে এবং তার জন্য প্রচেষ্টা চালায়। বিচার দিবসের প্রতি ঈমান আনতে হলে আবশ্যক বিষয় হলো রসূলগণের প্রতি ঈমান আনা এবং তারা যেসব কিতাব নিয়ে এসেছেন সেগুলোর ওপর ঈমান আনা।

﴿وَٱلَّذِينَ هُم مِّنۡ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشۡفِقُونَ﴾ আর যারা তাদের রবের শাস্তি সম্পর্কে ভীত-সন্ত্রস্ত: তারা ভীত সন্ত্রস্ত হওয়ার কারণে যেসব বিষয়গুলো আল্লাহর আযাবের নিকটবর্তী করে সেগুলোকে তারা পরিত্যাগ করে।

﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمۡ غَيۡرُ مَأۡمُونٖ﴾ নিশ্চয় তাদের রবের শাস্তি হতে নিঃশঙ্ক থাকা যায় না: এটি হলো সেই আযাব যাকে ভয় করা হয়।

﴿وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَٰفِظُونَ﴾ আর যারা নিজেদের যৌনাঙ্গসমূহের হিফাযতকারী: তারা হারামভাবে সহবাস করে না, যেমন ব্যভিচার, সমকামিতা, পায়খানার রাস্তা দিয়ে অথবা হায়িয অবস্থায় সহবাস করা ইত্যাদি। যাদের দিকে তাকানো ও স্পর্শ করা হারাম, তারা তাদের দিকে তাকানো ও স্পর্শ করা থেকেও নিজেকে হিফাযত করে। আর তারা সেসব হারাম মাধ্যমকেও পরিত্যাগ করে, যেগুলো অশ্লীল কাজের দিকে আহ্বান করে।

﴿ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ فَإِنَّهُمۡ غَيۡرُ مَلُومِينَ﴾ তাদের স্ত্রী অথবা অধিকারভুক্ত দাসী ছাড়া, এতে তারা নিন্দনীয় হবে না: সে স্থানে সহবাস করাতে যেখান দিয়ে সহবাস করলে সন্তান হবে (অর্থাৎ লজ্জাস্থান দিয়ে)।

﴿فَمَنِ ٱبۡتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ﴾ তবে কেউ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে: অর্থাৎ স্ত্রী ও অধিকারভুক্ত দাসী ছাড়া অন্যকে কামনা করলে।

﴿فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡعَادُونَ ﴾ তারা হবে সীমালঙ্ঘনকারী: অর্থাৎ তারা আল্লাহ যা হালাল করেছেন সেটি বাদ দিয়ে হারামের দিকে অতিক্রমকারী। এই আয়াতটি প্রমাণ করে যে, মুত'আ বিবাহ হারাম। কেননা সেটি উদ্দীষ্ট স্ত্রী নয় এবং দাসীও নয়।

﴿وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِأَمَٰنَٰتِهِمۡ وَعَهۡدِهِمۡ رَٰعُونَ﴾ আর যারা তাদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী: অর্থাৎ যারা সেগুলো রক্ষা করে এবং সেগুলো পালন করতে প্রচেষ্টা করে। এতে সকল ধরনের আমানত অন্তর্ভুক্ত, যেগুলো বান্দা ও তার রবের মাঝে রয়েছে যেমন গোপন দায়িত্ব যেগুলো আল্লাহ ছাড়া আর কেউ অবগত নয়। এছাড়া সেই আমানতগুলোও এর অন্তর্ভুক্ত যেগুলো বান্দার ও সৃষ্টির মাঝে রয়েছে। অনুরূপভাবে এর অন্তর্ভুক্ত হলো সেই প্রতিশ্রুতি যার ওপর আল্লাহ তা'আলা প্রতিজ্ঞা করেছিলেন এবং বান্দারাও যার ওপর প্রতিজ্ঞা করেছিল। এই প্রতিজ্ঞা সম্পর্কে বান্দাকে জিজ্ঞেস করা হবে যে, সে কি এটি পরিপূর্ণভাবে পালন করেছিল নাকি এটি প্রত্যাখ্যান ও খিয়ানত করে এটি পালন করেনি?

﴿وَٱلَّذِينَ هُم بِشَهَٰدَٰتِهِمۡ قَآئِمُونَ﴾ আর যারা তাদের সাক্ষ্যসমূহে অটল: তারা যা জানে সে ব্যতীত তার থেকে বাড়িয়ে, কমিয়ে বা কোন কিছু গোপণ করে সাক্ষ্য দেয় না। আর এই সাক্ষ্য প্রদানে তারা কোন নিকটাত্মীয় বা কোন বন্ধুর পক্ষাবলম্বন করে না। আর এতে তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَ لِلَّهِۚ﴾ আর তোমরা আল্লাহর জন্য সঠিক সাক্ষ্য দিবে (সূরা আত তালাক: ২)। তিনি আরো বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلۡقِسۡطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوۡ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمۡ أَوِ ٱلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَۚ﴾

হে মুমিনগণ! তোমরা ন্যায়বিচারে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহর সাক্ষীস্বরূপ; যদিও তা তোমাদের নিজেদের বা পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয় (সূরা আন নিসা: ১৩৫)।

﴿وَٱلَّذِينَ هُمۡ عَلَىٰ صَلَاتِهِمۡ يُحَافِظُونَ﴾ আর যারা তাদের সালাতের হিফাযত করে: অর্থাৎ যারা সর্বোত্তমভাবে নিয়মিতভাবে সালাত আদায় করে।

﴿أُوْلَٰٓئِكَ﴾ তারাই: এই সকল গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিরাই, ﴿فِي جَنَّٰتٖ مُّكۡرَمُونَ﴾ সম্মানিত হবে জান্নাতসমূহে: অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এমন সম্মান ও স্থায়ী নিয়ামত দান করবেন যা অন্তর কামনা করে, এবং চক্ষু যেগুলোতে শীতল হয়, আর তারা সেখানে স্থায়ী হবে।

মোটকথা, আল্লাহ তা'আলা এই পরিপূর্ণ গুণাবলি ও উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে সৌভাগ্যবান লোকদের বর্ণনা দিচ্ছেন। সেগুলো (সেই গুণাবলি) হলো, শারীরিক ইবাদত যেমন সালাত এবং তাতে নিয়মিত হওয়া, অন্তরের আমল যেমন আল্লাহর ভয় যেটি সকল কল্যাণ নিয়ে আসে, আর্থিক ইবাদত, উপকারী আকীদা, উত্তম চরিত্র, আল্লাহর ও তার সৃষ্টির সাথে সর্বোত্তম পদ্ধতিতে মুআমালাত, যেমন তাদের প্রতি ইনসাফ করা, প্রতিশ্রুতি পুরা করা এবং আল্লাহ তা'আলা যা অপছন্দ করে সেখান থেকে লজ্জাস্থানকে হিফাযত করার মাধ্যমে পরিপূর্ণ চারিত্রিক নিষ্কলুষতা অর্জন করা। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَمَالِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قِبَلَكَ مُهۡطِعِينَ ٣٦ عَنِ ٱلۡيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ ٣٧ أَيَطۡمَعُ كُلُّ ٱمۡرِيٕٖ مِّنۡهُمۡ أَن يُدۡخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٖ ٣٨ كَلَّآۖ إِنَّا خَلَقۡنَٰهُم مِّمَّا يَعۡلَمُونَ ٣٩﴾

৭০:৩৬- কাফিরদের কী হলো যে, তারা আপনার দিকে ছুটে আসছে,

৭০:৩৭- ডান ও বাম দিক থেকে, দলে দলে

৭০:৩৮- তাদের প্রত্যেকে কি এ প্রত্যাশা করে যে, তাকে প্রবেশ করানো হবে প্রাচুর্যময় জান্নাতে?

৭০:৩৯- কখনো নয়, আমরা তাদেরকে যা থেকে সৃষ্টি করেছি তা তারা জানে।

ব্যাখ্যা:

কাফিরদের প্রতারিত হওয়ার বিষয়টি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿فَمَالِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قِبَلَكَ مُهۡطِعِينَ﴾ কাফিরদের কী হলো যে, তারা আপনার দিকে ছুটে আসছে: দ্রুত এগিয়ে আসছে।

﴿عَنِ ٱلۡيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ﴾ ডান ও বাম দিক থেকে, দলে দলে: বিচ্ছিন্ন ও বিভিন্ন দলবদ্ধভাবে। প্রত্যেকেই নিজের কাছে আছে তাতেই আনন্দিত।

﴿أَيَطۡمَعُ كُلُّ ٱمۡرِيٕٖ مِّنۡهُمۡ أَن يُدۡخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٖ﴾ তাদের প্রত্যেকে কি এ প্রত্যাশা করে যে, তাকে প্রবেশ করানো হবে প্রাচুর্যময় জান্নাতে: কোন মাধ্যমটি তাদেরকে এই আশা জাগালো, অথচ বিশ্ব জাহানের রবের সাথে কুফরী ও অস্বীকার করা ছাড়া নিজেদের জন্য অগ্রিম কিছুই পাঠায়নি। এজন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿كَلَّآۖ﴾ কখনো নয়: অর্থাৎ বিষয়টি তাদের ইচ্ছানুযায়ী হবে না এবং তারা যা কামনা করে তা তাদের শক্তিবলেও পাবে না।

﴿إِنَّا خَلَقۡنَٰهُم مِّمَّا يَعۡلَمُونَ﴾ আমরা তাদেরকে যা থেকে সৃষ্টি করেছি তা তারা জানে: অর্থাৎ সজোরে প্রবাহিত পানি থেকে, যা বের হয় মেরুদন্ড ও বুকের হাড়ের মধ্য থেকে। ফলে তারা হলো দুর্বল। তারা নিজেদের কল্যাণ, অকল্যাণ, জীবন, মরণ ও পুনরুত্থান কোনটিরই মালিক নয়। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন,



﴿فَلَآ أُقۡسِمُ بِرَبِّ ٱلۡمَشَٰرِقِ وَٱلۡمَغَٰرِبِ إِنَّا لَقَٰدِرُونَ ٤٠ عَلَىٰٓ أَن نُّبَدِّلَ خَيۡرٗا مِّنۡهُمۡ وَمَا نَحۡنُ بِمَسۡبُوقِينَ ٤١ فَذَرۡهُمۡ يَخُوضُواْ وَيَلۡعَبُواْ حَتَّىٰ يُلَٰقُواْ يَوۡمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ٤٢ يَوۡمَ يَخۡرُجُونَ مِنَ ٱلۡأَجۡدَاثِ سِرَاعٗا كَأَنَّهُمۡ إِلَىٰ نُصُبٖ يُوفِضُونَ ٤٣ خَٰشِعَةً أَبۡصَٰرُهُمۡ تَرۡهَقُهُمۡ ذِلَّةٞۚ ذَٰلِكَ ٱلۡيَوۡمُ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ ٤٤﴾



৭০:৪০- অতএব আমি শপথ করছি উদয়াচলসমূহ এবং অস্তাচলসমূহের রবের যে, অবশ্যই আমরা সক্ষম

৭০:৪১- তাদের চাইতে উত্তমদেরকে তাদের স্থলে নিয়ে আসতে এবং আমরা অক্ষম নই।

৭০:৪২- অতএব তাদেরকে বাক-বিতণ্ডা ও খেল-তামাশায় মত্ত থাকতে দিন- যে দিনের প্রতিশ্রুতি তাদেরকে দেয়া হয় তার সম্মুখীন হওয়ার আগ পর্যন্ত।

৭০:৪৩- সেদিন তারা দ্রুতবেগে কবর থেকে বের হবে, মনে হবে তারা কোন লক্ষ্যস্থলের দিকে ধাবিত হচ্ছে

৭০:৪৪- অবনত চোখে। লাঞ্ছনা তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে! এটিই সেদিন যার ওয়াদা তাদেরকে দেয়া হয়েছিল।



ব্যাখ্যা:

উদয়াচলসমূহ এবং অস্তাচলসমূহে সূর্য, চন্দ্র ও তারকারাজি থাকার কারণে আল্লাহ তা'আলা সেগুলোর কসম করছেন, যেহেতু সেগুলোতে রয়েছে পুনরুত্থান বিষয়ে স্পষ্ট নিদর্শন, আর সেগুলো প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তাদের (কাফিরদের) চাইতে তাদের স্থলে আরো উত্তমদেরকে আনতে পারবেন, অথচ তারা সেগুলো দেখতেই পাচ্ছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ (আর আমরা সক্ষম) তোমাদেরকে এমন আকৃতিতে সৃষ্টি করতে যা তোমরা জানো না (সূরা আল ওয়াকিয়াহ: ৬১)।

﴿وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ﴾ আর আমরা অক্ষম নই: কেউ আমাদেরকে ছাড়িয়ে যেতে ও অক্ষম করতে সক্ষম হবে না, যখন আমরা তাদেরকে আবার পুনরায় ফিরিয়ে আনার ইচ্ছা করবো। যেহেতু পুনরুত্থান ও প্রতিদান সুনিশ্চিত, আর তারা তাদের মিথ্যা আর আল্লাহর আয়াতের সামনে অনুগত না হওয়াতেই অটল,

সুতরাং ﴿فَذَرْهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ﴾ তাদেরকে বাক-বিতণ্ডা ও খেল-তামাশায় মত্ত থাকতে দিন: তারা বাতিল কথাবার্তা ও নষ্ট আকীদা নিয়ে বাক বিতণ্ডা করুক, তাদের দীন নিয়ে খেল তামাশা করুক, এবং খাওয়া দাওয়া, পানাহার ও উপভোগ করুক।

﴿حَتَّىٰ يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ﴾ যে দিনের প্রতিশ্রুতি তাদেরকে দেয়া হয় তার সম্মুখীন হওয়ার আগ পর্যন্ত: কেননা আল্লাহ তা'আলা সেই দিনে তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন কঠিন ও মাস্তি ও কষ্ট, যেটি হলো তাদের বাক বিতণ্ডা ও খেল তামাশার পরিনতি।

তারপর আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির অবস্থার কথা বর্ণনা করছেন, যখন তারা সেই দিনে উপস্থিত হবে, যেই দিন সম্পর্কে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। তিনি বলেন, ﴿يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ سِرَاعًا﴾ সেদিন তারা দ্রুতবেগে কবর থেকে বের হবে: অর্থাৎ আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে সেদিকে তারা দ্রুত ধাববান হবে।

﴿كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِضُونَ﴾ মনে হবে তারা কোন লক্ষ্যস্থলের দিকে ধাবিত হচ্ছে: অর্থাৎ মনে হবে তারা কোন লক্ষ্যের দিকে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। সেই আহ্বানকারীর

অবাধ্যতা করতে এবং তার আহ্বান থেকে অন্য দিকে যেতে তারা সক্ষম হবে না। বরং তারা লাঞ্ছিত ও পরাজিত অবস্থায় বিশ্ব জাহানের রবের সামনে দাঁড়ানোর জন্যে চলে আসবে।

﴿خَٰشِعَةً أَبۡصَٰرُهُمۡ تَرۡهَقُهُمۡ ذِلَّةٞۚ﴾ অবনত চোখে। লাঞ্ছনা তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে: কেননা তাদের লাঞ্ছনা ও উদ্বেগ তাদের অন্তরকে দখল করে ফেলেছে এবং তাতে প্রভাব বিস্তার করেছে। ফলে তাদের দৃষ্টি অবনত, তাদের নড়া চড়াও থেমে গেছে এবং তাদের আওয়াজও শেষ হয়ে গেছে।

এটিই হলো অবস্থা ও পরিণতি। আর এটিই সেই দিন ﴿ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ﴾ যার ওয়াদা তাদেরকে দেয়া হয়েছিল: আর আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে।

٧١. سورة نوح وهي مكية

৭১. সূরা নূহ (মাক্কী, আয়াত ২৮)

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

﴿إِنَّآ أَرۡسَلۡنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوۡمِهِۦٓ أَنۡ أَنذِرۡ قَوۡمَكَ مِن قَبۡلِ أَن يَأۡتِيَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٞ ١ قَالَ يَٰقَوۡمِ إِنِّي لَكُمۡ نَذِيرٞ مُّبِينٌ ٢ أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ٣ يَغۡفِرۡ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمۡ وَيُؤَخِّرۡكُمۡ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمًّىۚ إِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخَّرُۚ لَوۡ كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٤ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوۡتُ قَوۡمِي لَيۡلٗا وَنَهَارٗا ٥ فَلَمۡ يَزِدۡهُمۡ دُعَآءِيٓ إِلَّا فِرَارٗا ٦ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوۡتُهُمۡ لِتَغۡفِرَ لَهُمۡ جَعَلُوٓاْ أَصَٰبِعَهُمۡ فِيٓ ءَاذَانِهِمۡ وَٱسۡتَغۡشَوۡاْ ثِيَابَهُمۡ وَأَصَرُّواْ وَٱسۡتَكۡبَرُواْ ٱسۡتِكۡبَارٗا ٧ ثُمَّ إِنِّي دَعَوۡتُهُمۡ جِهَارٗا ٨ ثُمَّ إِنِّيٓ أَعۡلَنتُ لَهُمۡ وَأَسۡرَرۡتُ لَهُمۡ إِسۡرَارٗا ٩ فَقُلۡتُ ٱسۡتَغۡفِرُواْ رَبَّكُمۡ إِنَّهُۥ كَانَ غَفَّارٗا ١٠ يُرۡسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيۡكُم مِّدۡرَارٗا ١١ وَيُمۡدِدۡكُم بِأَمۡوَٰلٖ وَبَنِينَ وَيَجۡعَل لَّكُمۡ جَنَّٰتٖ وَيَجۡعَل لَّكُمۡ أَنۡهَٰرٗا ١٢

مَّا لَكُمۡ لَا تَرۡجُونَ لِلَّهِ وَقَارٗا ١٣ وَقَدۡ خَلَقَكُمۡ أَطۡوَارًا ١٤ أَلَمۡ تَرَوۡاْ كَيۡفَ خَلَقَ ٱللَّهُ
سَبۡعَ سَمَٰوَٰتٖ طِبَاقٗا ١٥ وَجَعَلَ ٱلۡقَمَرَ فِيهِنَّ نُورٗا وَجَعَلَ ٱلشَّمۡسَ سِرَاجٗا ١٦ وَٱللَّهُ
أَنۢبَتَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِ نَبَاتٗا ١٧ ثُمَّ يُعِيدُكُمۡ فِيهَا وَيُخۡرِجُكُمۡ إِخۡرَاجٗا ١٨ وَٱللَّهُ جَعَلَ
لَكُمُ ٱلۡأَرۡضَ بِسَاطٗا ١٩ لِّتَسۡلُكُواْ مِنۡهَا سُبُلٗا فِجَاجٗا ٢٠ قَالَ نُوحٞ رَّبِّ إِنَّهُمۡ عَصَوۡنِي
وَٱتَّبَعُواْ مَن لَّمۡ يَزِدۡهُ مَالُهُۥ وَوَلَدُهُۥٓ إِلَّا خَسَارٗا ٢١ وَمَكَرُواْ مَكۡرٗا كُبَّارٗا ٢٢ وَقَالُواْ لَا
تَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمۡ وَلَا تَذَرُنَّ وَدّٗا وَلَا سُوَاعٗا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسۡرٗا ٢٣ وَقَدۡ أَضَلُّواْ
كَثِيرٗاۖ وَلَا تَزِدِ ٱلظَّٰلِمِينَ إِلَّا ضَلَٰلٗا ٢٤ مِّمَّا خَطِيٓـَٔاتِهِمۡ أُغۡرِقُواْ فَأُدۡخِلُواْ نَارٗا فَلَمۡ يَجِدُواْ
لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَارٗا ٢٥ وَقَالَ نُوحٞ رَّبِّ لَا تَذَرۡ عَلَى ٱلۡأَرۡضِ مِنَ ٱلۡكَٰفِرِينَ دَيَّارًا
٢٦ إِنَّكَ إِن تَذَرۡهُمۡ يُضِلُّواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓاْ إِلَّا فَاجِرٗا كَفَّارٗا ٢٧ رَّبِّ ٱغۡفِرۡ لِي
وَلِوَٰلِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيۡتِيَ مُؤۡمِنٗا وَلِلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتِۖ وَلَا تَزِدِ ٱلظَّٰلِمِينَ إِلَّا تَبَارٗا
٢٨

৭১:১- নিশ্চয় আমরা নূহকে তার সম্প্রদায়ের প্রতি পাঠিয়েছিলাম এ নির্দেশসহ যে, আপনি আপনার সম্প্রদায়কে সতর্ক করুন তাদের প্রতি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আসার আগে।

৭১:২- তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য স্পষ্ট সতর্ককারী

৭১:৩- এ বিষয়ে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাঁর তাকওয়া অবলম্বন করো, আর আমার আনুগত্য করো।

৭১:৪- তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন এবং তোমাদেরকে এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দেবেন। নিশ্চয় আল্লাহ কর্তৃক নির্দিষ্ট সময় উপস্থিত হলে তা বিলম্বিত করা হয় না; যদি তোমরা এটা জানতে!

৭১:৫- তিনি বললেন, হে আমার রব! আমি তো আমার সম্প্রদায়কে দিনরাত আহ্বান করেছি।

৭১:৬- ‘অতঃপর আমার আহ্বান কেবল তাদের পলায়নই বাড়িয়ে দিয়েছে’।

৭১:৭- 'আর যখনই আমি তাদেরকে আহ্বান করেছি 'যেন আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেন', তারা নিজেদের কানে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দিয়েছে, নিজেদেরকে পোশাকে আবৃত করেছে, (অবাধ্যতায়) অনড় থেকেছে এবং খুবই ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছে'।

৭১:৮- 'তারপর আমি তাদেরকে প্রকাশ্যে আহ্বান করেছি।

৭১:৯- অতঃপর তাদেরকে আমি প্রকাশ্যে এবং অতি গোপনেও আহ্বান করেছি।

৭১:১০- অতঃপর বলেছি, তোমাদের রবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো, নিশ্চয় তিনি মহাক্ষমাশীল।

৭১:১১- তিনি তোমাদের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত করবেন,

৭১:১২- তিনি তোমাদেরকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা সমৃদ্ধ করবেন এবং তোমাদের জন্য স্থাপন করবেন বহু বাগান ও প্রবাহিত করবেন নদী-নালা।

৭১:১৩- তোমাদের কী হলো যে, তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের পরওয়া করছ না!

৭১:১৪- অথচ তিনিই তোমাদেরকে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেছেন

৭১:১৫- তোমরা কি লক্ষ্য করনি যে, আল্লাহ কীভাবে সাত আসমান স্তরে স্তরে বিন্যস্ত করে সৃষ্টি করেছেন?

৭১:১৬- আর সেখানে চাঁদকে স্থাপন করেছেন আলোকরূপে ও সূর্যকে স্থাপন করেছেন প্রদীপরূপে।

৭১:১৭- আল্লাহ তোমাদেরকে উদ্ভূত করেছেন মাটি হতে

৭১:১৮- তারপর তাতে তিনি তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেবেন এবং পরে নিশ্চিতভাবে বের করে নিবেন,

৭১:১৯- আর আল্লাহ তোমাদের জন্য জমিনকে বিস্তৃত করেছেন

৭১:২০- যাতে তোমরা সেখানে প্রশস্ত পথে চলাফেরা করতে পারো

৭১:২১- নূহ বলেছিলেন, হে আমার রব! আমার সম্প্রদায় তো আমাকে অমান্য করেছে এবং অনুসরণ করেছে এমন লোকের যার ধন-সম্পদ ও সন্তানসন্ততি তার ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করেনি।

৭১:২২- আর তারা ভয়ানক ষড়যন্ত্র করেছে

৭১:২৩- এবং বলেছে, তোমরা কখনো পরিত্যাগ করো না তোমাদের উপাস্যদেরকে; পরিত্যাগ করো না ওয়াদ, সুওয়া'আ, ইয়াগূছ, ইয়াউক ও নাসরকে।

৭১:২৪- 'বস্তুত তারা অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে, আর (হে আল্লাহ) আপনি জালিমদেরকে ভ্রষ্টতা ছাড়া আর কিছুই বাড়াবেন না'।

৭১:২৫- তাদের অপরাধের জন্য তাদেরকে নিমজ্জিত করা হয়েছিল এবং পরে তাদেরকে প্রবেশ করানো হয়েছিল আগুনে, অতঃপর তারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকেও সাহায্যকারী পায়নি।

৭১:২৬- আর নূহ বললো, 'হে আমার রব! জমিনের ওপর কোন কাফিরকে অবশিষ্ট রাখবেন না।

৭১:২৭- 'আপনি যদি তাদেরকে অবশিষ্ট রাখেন তবে তারা আপনার বান্দাদেরকে পথভ্রষ্ট করবে এবং দুরাচারী ও কাফির ছাড়া অন্য কারো জন্ম দেবে না'।

৭১:২৮- হে আমার রব! আপনি ক্ষমা করুন আমাকে, আমার পিতামাতাকে এবং যারা মুমিন হয়ে আমার ঘরে প্রবেশ করে তাদেরকে এবং মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে; আর জালিমদের শুধু ধ্বংসই বৃদ্ধি করুন।



ব্যাখ্যা:

আল্লাহ তা'আলা এই সূরাতে নূহ আলাইহিস সালামের ঘটনা ছাড়া আর কারো ঘটনা বর্ণনা করেননি। কেননা তিনি তার জাতির কাছে দীর্ঘদিন ছিলেন, তাদেরকে বারবার তাওহীদের দিকে আহ্বান করেছেন এবং শিরক থেকে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করছেন যে, তিনি নূহ আলাইহিস সালামকে তার জাতির কাছে পাঠিয়েছিলেন তাদের প্রতি রহমতস্বরূপ, আল্লাহর কঠিন শাস্তি থেকে তাদেরকে সতর্ক করা এবং কুফরীর ওপর অটল থাকার বিষয়ে ভীতিপ্রদর্শন করার জন্য। কেননা এগুলোর ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে স্থায়ীভাবে ধ্বংস করে দিবেন এবং তাদেরকে স্থায়ী আযাব দিবেন। নূহ আলাইহিস সালাম আল্লাহর এই আদেশ মেনে চলেছিলেন এবং তা পালনে দ্রুত অগ্রসর হয়েছিলেন।

তিনি বলেছিলেন, ﴿يَٰقَوۡمِ إِنِّي لَكُمۡ نَذِيرٞ مُّبِينٌ﴾ হে আমার সম্প্রদায়! নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য স্পষ্ট সতর্ককারী: অর্থাৎ এটি একেবারে সুস্পষ্ট সতর্কবাণী। তিনি তাদেরকে যা থেকে সতর্ক করেছিলেন, এই সতর্কবাণী না মানলে তার পরিণতি এবং কিসের মাধ্যমে নাজাত পাওয়া যাবে এগুলো তিনি স্পষ্টভাবে বলেছিলেন। তিনি তাদেরকে মূল কথার বর্ণনা দিয়েছিলেন এবং সেটির আদেশ করেছিলেন।

তিনি বলেছিলেন, ﴿أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ﴾ তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাঁর তাকওয়া অবলম্বন করো: এটি হলো তাওহীদ ও ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহকে এক সাব্যস্ত করা এবং শিরক, তার রাস্তা ও মাধ্যমগুলো থেকে দূরে থাকা। যখন তারা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করবে, আল্লাহ তা'আলা তখন তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। আর যখন

তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন, তখন তারা আযাব থেকে মুক্তি পাবে এবং আল্লাহর প্রতিদান পেয়ে সফলতা লাভ করবে।

﴿وَيُؤَخِّرۡكُمۡ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمًّىۚ﴾ আর তোমাদেরকে এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দেবেন: অর্থাৎ এই জগতেই তোমাদেরকে উপভোগ করতে দিবেন এবং নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোমাদেরকে মৃত্যু দিবেন না। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার ফায়সালা ও নির্ধারণ অনুযায়ী এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোমাদের এই দুনিয়াতে অবস্থানকালীন সময়ে তিনি তোমাদেরকে উপভোগ করতে দিবেন। এই ভোগের সামগ্রী স্থায়ী নয়। কেননা মৃত্যু অবশ্যই আসবে। এজন্য তিনি বলেন,

﴿إِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخَّرُۚ لَوۡ كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ﴾ নিশ্চয় আল্লাহ কর্তৃক নির্দিষ্ট সময় উপস্থিত হলে তা বিলম্বিত করা হয় না; যদি তোমরা এটা জানতে: তাহলে কখনোই তোমরা আল্লাহর সাথে কুফরী করতে না, হকের সাথে অবাধ্যতা করতে না। তারা নূহ আলাইহিস সালামের এই দাওয়াতকে গ্রহণ করেনি এবং তার আদেশের সামনেও অনুগত হয়নি। তাই তিনি তার রবের কাছে অভিযোগ করে বলছেন,

﴿رَبِّ إِنِّي دَعَوۡتُ قَوۡمِي لَيۡلٗا وَنَهَارٗا ۝ فَلَمۡ يَزِدۡهُمۡ دُعَآءِيٓ إِلَّا فِرَارٗا﴾ হে আমার রব! আমি তো আমার সম্প্রদায়কে দিনরাত আহ্বান করেছি। 'অতঃপর আমার আহ্বান কেবল তাদের পলায়নই বাড়িয়ে দিয়েছে': অর্থাৎ হক থেকে পলায়ন ও বিমুখ হওয়াই বৃদ্ধি করেছে। এর ফলে কোন উপকার হয়নি। কেননা দাওয়াতের উপকার হলো পুরো উদ্দেশ্য বা তার কিছু উদ্দেশ্য অর্জিত হওয়া।

﴿وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوۡتُهُمۡ لِتَغۡفِرَ لَهُمۡ﴾ 'আর যখনই আমি তাদেরকে আহ্বান করেছি 'যেন আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেন': অর্থাৎ তারা যেন (আমার দাওয়াতে) সাড়া দান করে। যখন তারা সাড়া দিবে, তখন আপনি তাদেরকে ক্ষমা করবেন, এটি শুধুই তাদের কল্যাণের জন্যই, কিন্তু তারা বাতিলের প্রতি অটল থেকে এবং হক থেকে পলায়ন করার মাধ্যমে আমার দাওয়াতে সাড়া দেওয়া থেকে অস্বীকৃতি জানিয়েছে।

﴿جَعَلُوٓاْ أَصَٰبِعَهُمۡ فِيٓ ءَاذَانِهِمۡ﴾ তারা নিজেদের কানে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দিয়েছে: নূহ আলাইহিস সালাম তাদেরকে যা বলছেন, তা শোনা থেকে সতর্ক থাকার জন্য। ﴿وَٱسۡتَغۡشَوۡاْ ثِيَابَهُمۡ﴾ নিজেদেরকে পোশাকে আবৃত করেছে: হককে অপছন্দ ও ঘৃণা করার কারণে তারা নিজেদেরকে পোশাক দ্বারা ঢেকে নিয়েছে।

﴿وَأَصَرُّواْ﴾ (অবাধ্যতায়) অনড় থেকেছে: অর্থাৎ কুফরী ও অনিষ্টর ওপর।

﴿وَٱسۡتَكۡبَرُواْ ٱسۡتِكۡبَارٗا﴾ আর খুবই ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছে': হকের সাথে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছে। এর ফলে তাদের অনিষ্ট আরো বেড়ে গেছে এবং কল্যাণ তাদের থেকে দূরে চলে গেছে।

﴿ ثُمَّ إِنِّي دَعَوۡتُهُمۡ جِهَارٗا ﴾ 'তারপর আমি তাদেরকে প্রকাশ্যে আহ্বান করেছি: অর্থাৎ তাদের সকলকে শুনিয়ে আহ্বান করেছি।

﴿ثُمَّ إِنِّيٓ أَعۡلَنتُ لَهُمۡ وَأَسۡرَرۡتُ لَهُمۡ إِسۡرَارٗا ﴾ অতঃপর তাদেরকে আমি প্রকাশ্যে এবং অতি গোপনেও আহ্বান করেছি: এই সবগুলোই হলো (তাদের হিদায়াতের প্রতি) আগ্রহ ও হিতাকাঙ্ক্ষীতা। যেভাবেই উদ্দেশ্য অর্জিত হওয়া সম্ভব বলে তিনি মনে করেছেন সেভাবেই তিনি তাদের কাছে গিয়েছেন।

﴿فَقُلۡتُ ٱسۡتَغۡفِرُواْ رَبَّكُمۡ﴾ অতঃপর বলেছি, তোমাদের রবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো: অর্থাৎ তোমরা যে পাপের ওপর আছো সেটাকে পরিত্যাগ করো এবং সেগুলো থেকে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো।

﴿إِنَّهُۥ كَانَ غَفَّارٗا﴾ নিশ্চয় তিনি মহাক্ষমাশীল: যে ব্যক্তি তাওবা করে ও ক্ষমাপ্রার্থনা করে তার জন্য তিনি মহাক্ষমাশীল। গুনাহ ক্ষমা করা এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট হলো, প্রতিদান দেওয়া ও আযাব থেকে রক্ষা করা এগুলো বর্ণনা করার মাধ্যমে তিনি তাদেরকে উৎসাহিত করছেন। এছাড়া তিনি তাদেরকে দুনিয়ার ত্বড়িৎ কল্যাণ সম্পর্কে বর্ণনা দেওয়ার মাধ্যমেও তাদেরকে উৎসাহিত করছেন। তিনি বলেন, ﴿يُرۡسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيۡكُم مِّدۡرَارٗا﴾ তিনি তোমাদের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত করবেন: ধারাবাহিকভাবে বৃষ্টিপাত করবেন, যার মাধ্যমে তিনি গিরিপথ ও নিম্নভূমিকে সিক্ত করেন এবং জমিন ও বান্দাদেরকে জীবিত করেন।

﴿وَيُمۡدِدۡكُم بِأَمۡوَٰلٖ وَبَنِينَ﴾ তিনি তোমাদেরকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা সমৃদ্ধ করবেন: তিনি তোমাদের সম্পদ ও সন্তান সন্ততি বাড়িয়ে দিবেন, যার মাধ্যমে দুনিয়াতে যা তোমরা চাও সেগুলো পেতে পারো।

﴿وَيَجۡعَل لَّكُمۡ جَنَّٰتٖ وَيَجۡعَل لَّكُمۡ أَنۡهَٰرٗا﴾ আর তোমাদের জন্য স্থাপন করবেন বহু বাগান ও প্রবাহিত করবেন নদী-নালা: দুনিয়ার ভোগসম্ভার ও কাংখিত জিনিসগুলোর এটি হলো সর্বশ্রেষ্ঠ।

﴿مَّا لَكُمۡ لَا تَرۡجُونَ لِلَّهِ وَقَارٗا ﴾ তোমাদের কী হলো যে, তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের পরওয়া করছ না: অর্থাৎ কেন তোমরা আল্লাহর মহত্বকে ভয় করছো না এবং তোমাদের কাছে কেন আল্লাহর মর্যাদা নেই?

﴿وَقَدۡ خَلَقَكُمۡ أَطۡوَارًا﴾ অথচ তিনিই তোমাদেরকে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেছেন: এক সৃষ্টির পরে আরেক সৃষ্টি। প্রথমে মায়ের পেটে, তারপর দুগ্ধপান অবস্থায়, তারপর শিশু বয়স, তারপর কৈশোর, তারপর যুবক, তারপর সৃষ্টির শেষ স্তরে পৌঁছে যাওয়া। সৃষ্টি করা ও এই অসাধারণ পরিচালনা যিনি একাই করেন, ইবাদত ও তাওহীদ একমাত্র তার জন্যই সাবস্ত করা আবশ্যক। সৃষ্টির সূচনার কথা বর্ণনা করার মাধ্যমে পুনরুত্থান বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হচ্ছে। সেটি হলো, যিনি তাদেরকে অস্তিত্বহীনতা থেকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি আবার তাদের মৃত্যর পরে তাদেরকে জীবিত করতে সক্ষম।

তিনি তাদের কাছে আসমান সৃষ্টি করেও দলীল পেশ করছেন যেই আসমান সৃষ্টি হলো মানুষ সৃষ্টির চেয়েও বড়। তিনি বলেন, ﴿أَلَمۡ تَرَوۡاْ كَيۡفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبۡعَ سَمَٰوَٰتٖ طِبَاقٗا﴾ তোমরা কি লক্ষ্য করনি যে, আল্লাহ কীভাবে সাত আসমান সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে বিন্যস্ত করে: অর্থাৎ এক আসমানের ওপরে আরেক আসমান।

﴿وَجَعَلَ ٱلۡقَمَرَ فِيهِنَّ نُورٗا﴾ আর সেখানে চাঁদকে স্থাপন করেছেন আলোকরূপে: জমিনবাসীদের জন্য।

﴿وَجَعَلَ ٱلشَّمۡسَ سِرَاجٗا﴾ আর সূর্যকে স্থাপন করেছেন প্রদীপরূপে: এই আয়াতে এগুলো সৃষ্টির বিশলতা সম্পর্কে নির্দেশনা রয়েছে। এছাড়া চন্দ্র ও সূর্যের বিশাল উপকারিতার বিষয়েও নির্দেশনা রয়েছে, যেটি আল্লাহ তা'আলার বিশাল রহমত ও অনুগ্রহকেই প্রমাণ করে। সুতরাং মহান ও দয়াবান আল্লাহ তা'আলাই হলেন সম্মান করা, ভালাবাসা, ইবাদত, ভয় ও আশা আকাংখা করার একমাত্র হকদার।

﴿وَٱللَّهُ أَنۢبَتَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِ نَبَاتٗا﴾ আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে উদ্ভূত করেছেন মাটি হতে: যখন তিনি তোমাদের পিতা আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করেছিলেন, এমন অবস্থায় তোমরা তার পৃষ্ঠদেশে ছিলে।

﴿ثُمَّ يُعِيدُكُمۡ فِيهَا﴾ তারপর তাতে তিনি তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেবেন: মৃত্যুর সময়।

﴿وَيُخۡرِجُكُمۡ إِخۡرَاجٗا﴾ আর পরে নিশ্চিতভাবে বের করে নিবেন: পুনরুত্থান ও হাশরের জন্য। সুতরাং তিনিই হলেন জীবন, মরণ ও পুনরুত্থানের মালিক।

﴿وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ ٱلۡأَرۡضَ بِسَاطٗا﴾ আর আল্লাহ তোমাদের জন্য জমিনকে বিস্তৃত করেছেন: অর্থাৎ বিস্তৃত ও প্রস্তুত করেছেন যাতে তা দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়।

﴿لِّتَسۡلُكُواْ مِنۡهَا سُبُلٗا فِجَاجَا ﴾ যাতে তোমরা সেখানে প্রশস্ত পথে চলাফেরা করতে পারো: যদি তিনি জমিনকে বিস্তৃত না করতেন, তাহলে এটি সম্ভব ছিল না। বরং তাদের পক্ষে চাষাবাদ করা বৃক্ষ রোপণ করা এবং জমিনের বুকে স্থিরভাবে থাকাও সম্ভব হতো না।

﴿قَالَ نُوحٞ ﴾ নূহ বলেছিলেন: তার রবের কাছে অভিযোগ করে যে, এই কথা ও উপদেশ তাদের কোন উপকারে আসেনি এবং তাদের জন্য লাভজনক হয়নি।

﴿إِنَّهُمۡ عَصَوۡنِي﴾ আমার সম্প্রদায় তো আমাকে অমান্য করেছে: যে বিষয়ে আমি তাদেরকে আদেশ করেছি তাতে তারা অমান্য করেছে।

﴿وَٱتَّبَعُواْ مَن لَّمۡ يَزِدۡهُ مَالُهُۥ وَوَلَدُهُۥٓ إِلَّا خَسَارٗا﴾ আর অনুসরণ করেছে এমন লোকের যার ধন-সম্পদ ও সন্তানসন্ততি তার ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করেনি: অর্থাৎ তারা হিতাকাঙ্খী রসূলের অবাধ্যতা করেছে যিনি তাদেরকে কল্যাণের পথ দেখান। আর তারা এমন সম্ভ্রান্ত ও নেতাদের অনুসরণ করেছে যাদের ধনসম্পদ ও সন্তান সন্ততি তাদের শুধু ক্ষতিই অর্থাৎ ধ্বংসই বৃদ্ধি করেছে। তাহলে যারা তাদের অনুগত ও অনুসরণ করে তাদের অবস্থা কেমন হবে?

﴿وَمَكَرُواْ مَكۡرٗا كُبَّارٗا﴾ আর তারা ভয়ানক ষড়যন্ত্র করেছে: অর্থাৎ তারা হকের বিরোধিতায় অনেক বড় ও ভয়াবহ ষড়যন্ত্র করেছিল।

﴿وَقَالُواْ﴾ আর তারা বলেছিল: তাদের সামনে শিরককে সুসজ্জিত করে তুলে ধরে সেদিকে আহ্বান করে তারা বলেছিল, ﴿لَا تَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمۡ﴾ তোমরা কখনো পরিত্যাগ করো না তোমাদের উপাস্যদেরকে: তারা যে শিরকের ওপর আছে সেটির পক্ষেই থাকার জন্য তাদেরকে তারা আহ্বান জানালো। আরো আহ্বান জানালো যাতে তাদের পূর্বপুরুষরা যার ওপর ছিল সেটিকে পরিত্যাগ না করে। তারপর তারা তাদের মাবুদদের নাম নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করে বললো, ﴿وَلَا تَذَرُنَّ وَدّٗا وَلَا سُوَاعٗا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسۡرٗا ﴾ আর তোমরা পরিত্যাগ করো না ওয়াদ, সুওয়া'আ, ইয়াগূছ, ইয়াউক ও নাসরকে: এগুলো হলো সৎ ব্যক্তিদের নাম। যখন তারা মারা গেল, তখন শয়তান তাদের সম্প্রদায়ের কাছে সেই ব্যক্তিদের মূর্তি বানানোর বিষয়টিকে সুসজ্জিত করে তুলে ধরলো। এতে তাদের ধারণা ছিল যে, যখন তারা সেই ব্যক্তিদেরকে দেখবে, তখন তারা ইবাদতে আরো উৎসাহিত হয়। তারপর যখন অনেক দিন অতিবাহিত হলো এবং এই প্রজন্মের পরে আরেক প্রজন্ম আসলো, তখন শয়তান তাদেরকে বললো যে, তোমাদের পূর্বপুরুষরা এদেরই (এই সৎ বান্দাদেরই) ইবাদত করতো, এদেরকেই মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করতো এবং এদের

মাধ্যমেই বৃষ্টি চাইতো। তখন তারা তাদেরই (এই সৎ বান্দাদের) ইবাদত করা শুরু করলো। এজন্য তাদের নেতৃস্থানীয় লোকজন তাদের অনুসারীদেরকে নির্দেশ দিচ্ছে যে, তারা যেন এই দেবতাদের ইবাদতকে পরিত্যাগ না করে।

﴿وَقَدۡ أَضَلُّواْ كَثِيرٗاۖ﴾ বস্তুত তারা অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে: অর্থাৎ এই নেতৃস্থানীয় ও সম্ভ্রান্ত লোকজন তাদের দাওয়াতের মাধ্যমে অনেককেই পথভ্রষ্ট করেছে।

﴿وَلَا تَزِدِ ٱلظَّٰلِمِينَ إِلَّا ضَلَٰلٗا﴾ আর (হে আল্লাহ) আপনি জালিমদেরকে ভ্রষ্টতা ছাড়া আর কিছুই বাড়াবেন না: আমি তাদেরকে হকের সাথে দাওয়াত দেওয়ার ফলেও যদি তারা পথভ্রষ্ট হয়, তাহলে সেটি কোন কল্যাণের কারণে। পক্ষান্তরে তাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের দাওয়াতের মাধ্যমে শুধু তাদের পথভ্রষ্টতাই বৃদ্ধি পায়। সুতরাং তাদের জন্য সফলতা ও উপকারিতার আর কোন স্থান নেই। এজন্য আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য দুনিয়াতে ও আখিরাতের আযাব ও শাস্তির কথা বর্ণনা করেছেন।

তিনি বলেন, ﴿مِّمَّا خَطِيٓـَٰتِهِمۡ أُغۡرِقُواْ﴾ তাদের অপরাধের জন্য তাদেরকে নিমজ্জিত করা হয়েছিল: সমুদ্রে নিমজ্জিত করা হয়েছিল যেটি তাদেরকে চারিদিক থেকে ঘিরে ধরেছিল।

﴿فَأُدۡخِلُواْ نَارٗا﴾ আর পরে তাদেরকে প্রবেশ করানো হয়েছিল আগুনে: তাদের শরীরগুলো (সমুদ্রে) ডুবলো। আর তাদের আত্মাগুলো জাহান্নামের আগুনে দগ্ধ হলো। এই সব কিছু হলো তাদের পাপের কারণে, যেই পাপের বিষয়ে তাদের নবী নূহ আলাইহিস সালাম তাদের নিকট এসে সতর্ক করেছিলেন। আর তিনি তাদেরকে পাপের খারাপ ফলাফল ও পরিণতি সম্পর্কে বলেছিলেন। কিন্তু তিনি যা বলেছিলেন সেগুলোকে তারা প্রত্যাখ্যান করেছিল, এমনকি তাদের ওপর শাস্তি এসে পড়লো।

﴿فَلَمۡ يَجِدُواْ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَارٗا﴾ অতঃপর তারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকেও সাহায্যকারী পায়নি: যারা তাদেরকে সাহায্য করতে পারে, যখন আল্লাহর আদেশ এসে পড়েছিল আর আল্লাহর নির্ধারণ ও ফায়সালার বিরোধিতা করতেও কেউ সক্ষম ছিল না।

﴿وَقَالَ نُوحٞ رَّبِّ لَا تَذَرۡ عَلَى ٱلۡأَرۡضِ مِنَ ٱلۡكَٰفِرِينَ دَيَّارًا﴾ আর নূহ বললো, 'হে আমার রব! জমিনের ওপর কোন কাফিরকে অবশিষ্ট রাখবেন না: যারা জমিনে চলাফেরা করবে। এর পিছনে কারণ উল্লেখ করে তিনি বলেন,

﴿إِنَّكَ إِن تَذَرۡهُمۡ يُضِلُّواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓاْ إِلَّا فَاجِرٗا كَفَّارًا﴾

আপনি যদি তাদেরকে অবশিষ্ট রাখেন তবে তারা আপনার বান্দাদেরকে পথভ্রষ্ট করবে এবং দুরাচারী ও কাফির ছাড়া অন্য কারো জন্ম দেবে না: তাদের অবশিষ্ট থাকাটা তাদের

এবং অন্যদের জন্য শুধুই অকল্যাণকর। নূহ আলাইহিস সালাম শুধু এটি বলেছিলেন। যেহেতু তিনি তাদের সাথে অনেক মিশেছেন এবং তাদের আখলাক চরিত্র দেখেছেন, সেহেতু তিনি তাদের আমলের পরিণাম সম্পর্কেও জানতে পেরেছেন। কোন সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ তা'আলা তার দুআ কবুল করেছেন। ফলে তিনি তাদের (কাফিরদের) সকলকেই ডুবিয়ে দিলেন এবং নূহ আলাইহিস সালাম ও তার সাথী মুমিনদের নাজাত দিলেন।

﴿رَّبِّ ٱغۡفِرۡ لِي وَلِوَٰلِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيۡتِيَ مُؤۡمِنٗا﴾ হে আমার রব! আপনি ক্ষমা করুন আমাকে, আমার পিতামাতাকে এবং যারা মুমিন হয়ে আমার ঘরে প্রবেশ করে তাদেরকে: তাদের বেশি হক থাকার জন্য এবং তাদের সাথে আগে সদ্ব্যবহার করার জন্য তাদের কথা খাসভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তারপর তিনি ব্যাপকভাবে দুআ করে বলেন,

﴿وَلِلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتِۗ وَلَا تَزِدِ ٱلظَّٰلِمِينَ إِلَّا تَبَارٗا﴾

আর (ক্ষমা করুন) মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে; আর জালিমদের শুধু ধ্বংসই বৃদ্ধি করুন: ক্ষতিগ্রস্ততা, ধ্বংস ও বিনাশ।

٧٢. سورة الجنّ وَهِيَ مَكِّيَّةٌ

৭২. সূরা আল জিন (মাক্কী, আয়াত ২৮)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ ٱلْجِنِّ فَقَالُوٓاْ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا ۝١ يَهْدِيٓ إِلَى ٱلرُّشْدِ فَـَٔامَنَّا بِهِۦ ۖ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَآ أَحَدًا ۝٢﴾

৭২:১- বলুন, 'আমার প্রতি ওহী নাযিল হয়েছে যে, জিনদের একটি দল মনোযোগের সাথে শুনেছে অতঃপর বলেছে, আমরা তো এক বিস্ময়কর কুরআন শুনেছি,

৭২:২- যা সত্যের দিকে হিদায়াত করে; ফলে আমরা এতে ঈমান এনেছি। আর আমরা কখনো আমাদের রবের সাথে কাউকে শরীক করব না।

ব্যাখ্যা:

﴿قُلْ﴾ বলুন: হে রসূল! আপনি মানুষদেরকে বলুন।

﴿أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ ٱلْجِنِّ﴾ 'আমার প্রতি ওহী নাযিল হয়েছে যে, জিনদের একটি দল মনোযোগের সাথে শুনেছে: আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তার রসূলের দিকে ফিরিয়ে দিয়েছেন যাতে তারা তার আয়াত শুনতে পারে। এর মাধ্যমে যাতে তাদের ওপর দলীল-প্রমাণ কায়েম হয়, তাদের ওপর নিয়ামত পরিপূর্ণ হয় এবং তারা তাদের জাতির কাছে সতর্ককারী হয়। আল্লাহ তা'আলা তার নবীকে আদেশ করছেন, তিনি যেন মানুষদের কাছে তাদের ঘটনা বর্ণনা করেন। সেটি হলো, যখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে উপস্থিত হয়েছিল, ﴿فَقَالُوٓاْ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا﴾ তখন তারা বলেছিল, তোমরা মনোযোগ সহকারে শুনো। যখন তারা মনোযোগ সহকারে শুনলো, তখন সেই আয়াতের অর্থ তারা উপলব্ধি করলো এবং তার হাকীকত তাদের অন্তরে পৌঁছালো। অতঃপর তারা বলেছে, আমরা তো শুনেছি এক বিস্ময়কর কুরআন: অর্থাৎ খুবই আশ্চর্যকর ও মহিমান্বিত কুরআন।

﴿يَهۡدِيٓ إِلَى ٱلرُّشۡدِ﴾ যা সত্যের দিকে হিদায়াত করে: রুশদ হলো ব্যাপক শব্দ। প্রত্যেক যেগুলো মানুষকে তার দীন ও দুনিয়ার কল্যাণ সম্পর্কে দিক নির্দেশনা দেয় তাকেই রুশদ বলা হয়।

﴿ فَـَٔامَنَّا بِهِۦۖ وَلَن نُّشۡرِكَ بِرَبِّنَآ أَحَدٗا ﴾ ফলে আমরা এতে ঈমান এনেছি। আর আমরা কখনো আমাদের রবের সাথে কাউকে শরীক করব না: তারা ঈমানের তাকওয়াকে একত্রিত করেছে। সকল সৎ আমলসমূহ ঈমানের অন্তর্ভুক্ত আর সকল অসৎ কাজ পরিত্যাগ করা হলো তাকওয়ার অন্তর্ভুক্ত। যেই কারণ তাদেরকে ঈমানের দিকে আহ্বান করে সেটি হলো, তারা কুরআনের পথনির্দেশ থেকে যা শিখেছে এবং তাতে যে কল্যাণ, উপকারিতা ও অকল্যাণ থেকে দূরে থাকার বিষয়গুলো রয়েছে সেগুলো। কেনান এটি হলো মহান আয়াত এবং অকাট্য দলীল সেই ব্যক্তির জন্য, যে ব্যক্তি এটি দিয়ে আলোকিত হয় এবং এর হিদায়াত অনুযায়ী চলে। এটিই হলো উপকারী ঈমান, যেটি সকল কল্যাণকর বিষয়ের সন্ধান দেয় এবং যেটি কুরআনের হিদায়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত। পক্ষান্তরে উপকার, লালনপালন ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বসহ এরকম কিছুর ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত ঈমান এর বিপরীত। কেননা এটি হলো তাকলীদের ওপর প্রতিষ্ঠিত ঈমান, যাতে রয়েছে সংশয় সন্দেহ ও অনেক বাধার আশঙ্কা। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَأَنَّهُۥ تَعَٰلَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا ٱتَّخَذَ صَٰحِبَةٗ وَلَا وَلَدٗا ۝٣ وَأَنَّهُۥ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى ٱللَّهِ شَطَطٗا ۝٤ وَأَنَّا ظَنَنَّآ أَن لَّن تَقُولَ ٱلۡإِنسُ وَٱلۡجِنُّ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبٗا ﴾

৭২:৩- আর নিশ্চয়ই আমাদের রবের মর্যাদা সমুচ্চ; তিনি গ্রহণ করেননি কোন সঙ্গিনী এবং না কোন সন্তান।

৭২:৪- আর আমাদের মধ্যকার নির্বোধেরা আল্লাহ্ সম্বন্ধে খুবই অবান্তর কথা বার্তা বলতো।

৭২:৫- অথচ আমরা মনে করতাম মানুষ এবং জিন আল্লাহ সম্পর্কে কখনো মিথ্যা বলবে না।

ব্যাখ্যা:

﴿وَأَنَّهُۥ تَعَٰلَىٰ جَدُّ رَبِّنَا﴾ আর নিশ্চয়ই আমাদের রবের মর্যাদা সমুচ্চ: অর্থাৎ তার মহত্ব অনেক উর্ধ্বে এবং তার নামসমূহ পবিত্র।

﴿مَا ٱتَّخَذَ صَٰحِبَةً وَلَا وَلَدًا﴾ তিনি গ্রহণ করেননি কোন সঙ্গিনী এবং না কোন সন্তান: সেই জিনেরা আল্লাহর মহত্ব ও বড়ত্ব সম্পর্কে জেনেছিল, যার মাধ্যমে তারা সেই মিথ্যা দাবি সম্পর্কে জানতে পেরেছিল, যারা দাবি করে যে, আল্লাহ তা'আলার স্ত্রী অথবা সন্তান রয়েছে। কেননা প্রতিটি পরিপূর্ণ গুণাবলিতে আল্লাহ তা'আলার রয়েছে মহত্ব ও পরিপূর্ণতা। আর স্ত্রী ও সন্তান গ্রহণ করাটা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। কেননা সেটি পরিপূর্ণ অমুকাপেক্ষীতার বিপরীত।

﴿وَأَنَّهُۥ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى ٱللَّهِ شَطَطًا﴾ আর আমাদের মধ্যকার নির্বোধেরা আল্লাহ্ সম্বন্ধে খুবই অবান্তর কথা বার্তা বলতো: অর্থাৎ হকের বাহিরে অন্যায় ও সীমা অতিক্রমকারী কথা বার্তা। তার নির্বুদ্ধিতা ও দুর্বল বিবেকের কারণেই তারা এমনটি বলতো। নইলে তারা যদি প্রশান্ত ও গম্ভীর হতো, তাহলে কোনটা বলা মানাসই সেটি তারা বুঝতে পারতো।

﴿وَأَنَّا ظَنَنَّآ أَن لَّن تَقُولَ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا﴾ অথচ আমরা মনে করতাম মানুষ এবং জিন আল্লাহ সম্পর্কে কখনো মিথ্যা বলবে না: অর্থাৎ আমরা এর আগে প্রতারিত ছিলাম। জিন ও মানুষদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ও সম্ভ্রান্তরা আমাদেরকে প্রতারিত করেছে। আমরা তাদের ওপর ভালো ধারণা পোষণ করেছিলাম। আর আমরা মনে করেছিলাম যে, তারা আল্লাহর ওপর মিথ্যারোপ করতে সাহস পাবে না। এজন্য আমরা তাদের পথেই ছিলাম। আজকে আমাদের সামনে হক স্পষ্ট হয়ে গেল, ফলে আমরা সেদিকে ফিরে আসলাম এবং তার সামনে অনুগত হলাম। আর হিদায়াতের বিরোধী কোন মানুষের কথাকেই আমরা পরোয়া করিনি। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَأَنَّهُۥ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ ٱلْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ۝٦ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا۟ كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ ٱللَّهُ أَحَدًا ۝٧﴾

৭২:৬- আর নিশ্চয় কতিপয় মানুষ কতিপয় জিনের আশ্রয় নিত, ফলে তারা তাদের অহংকার বাড়িয়ে দিয়েছিল।

৭২:৭- আর নিশ্চয় তারা ধারণা করেছিল যেমন তোমরা ধারণা করেছো যে, আল্লাহ কাউকে কখনই পুনরুত্থিত করবেন না।



ব্যাখ্যা:

মানুষরা জিনদের ইবাদত করতো এবং ভয় ভীতির সময় তারা জিনদের কাছেই আশ্রয় চাইতো। এর ফলে মানুষরা জিনদের সীমালঙ্ঘন ও অহংকারকে বাড়িয়ে দিতো। (এটি তখনই হতো) যখন জিনেরা দেখতো যে, মানুষরা তাদের ইবাদত করছে। আবার হতে পারে, এই ওয়াও সর্বনাম দিয়ে জিনদেরকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অর্থাৎ জিনেরা মানুষদের ভয় ভীতি বাড়িযে দিতো, যখন তারা দেখতো যে, মানুষরা তাদের কাছে আশ্রয় চাইছে। তারা এমনটি করতো যাতে মানুষরা তাদের আশ্রয় নেওয়ার জন্য তাদের শরনাপন্ন হয়। মানুষরা যখন কোন ভীতিকর উপত্যকতাতে অবতরণ করতো, তখন তারা বলতো, এই জনপদের নির্বোধদের থেকে আমরা এর সর্দারের কাছে আশ্রয় চাই।

﴿وَأَنَّهُمْ ظَنُّواْ كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ ٱللَّهُ أَحَدًا﴾ আর নিশ্চয় তারা ধারণা করেছিল যেমন তোমরা ধারণা করেছো যে, আল্লাহ কাউকে কখনই পুনরুত্থিত করবেন না: যখনই তারা পণরুত্থানকে অস্বীকার করেছে, তখনই তারা শিরক ও সীমালঙ্ঘনের দিকে অগ্রসর হয়েছে। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন,



﴿وَأَنَّا لَمَسْنَا ٱلسَّمَآءَ فَوَجَدْنَٰهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ۝٨ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَٰعِدَ لِلسَّمْعِ ۖ فَمَن يَسْتَمِعِ ٱلْـَٰٔنَ يَجِدْ لَهُۥ شِهَابًا رَّصَدًا ۝٩﴾



৭২:৮- আর আমরা আকাশের তথ্য সংগ্রহ করতে চেয়েছিলাম কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম কঠোর প্রহরী ও উল্কাপিণ্ড দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ।

৭২:৯- আর আমরা আগে আকাশের বিভিন্ন ঘাঁটিতে সংবাদ শুনার জন্য বসতাম। কিন্তু এখন কেউ সংবাদ শুনতে চাইলে সে তার ওপর নিক্ষেপের জন্য প্রস্তুত জলন্ত উল্কাপিণ্ডের সম্মুখীন হয়।



ব্যাখ্যা:

﴿وَأَنَّا لَمَسْنَا ٱلسَّمَآءَ﴾ আর আমরা আকাশের তথ্য সংগ্রহ করতে চেয়েছিলাম: অর্থাৎ আমরা সেখানে আসলাম এবং তা পরীক্ষা করলাম। ﴿فَوَجَدْنَٰهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا﴾ কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম আকাশ পরিপূর্ণ কঠোর প্রহরী দ্বারা: আকাশের প্রান্তদেশে পৌঁছতে এবং তার নিকটবর্তী হওয়া থেকে বাধা দিতে।

﴿وَشُهُبًا﴾ আর উল্কাপিণ্ড : যেই চুপিসারে শোনার চেষ্টা করে তার ওপরই সেই উল্কাপিণ্ড নিক্ষেপ করা হয়। কিন্ত পূর্বে এমনটি ছিল না। আমরা আকাশের খবর শোনার জন্য সেখানে পৌঁছতে পারতাম।

﴿وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَٰعِدَ لِلسَّمْعِ﴾ আর আমরা আগে আকাশের বিভিন্ন ঘাঁটিতে সংবাদ শুনার জন্য বসতাম: ফলে আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী আমরা আকাশের খবর নিতে পারতাম।

﴿فَمَن يَسْتَمِعِ ٱلْـَٰٔنَ يَجِدْ لَهُۥ شِهَابًا رَّصَدًا﴾ কিন্তু এখন কেউ সংবাদ শুনতে চাইলে সে তার ওপর নিক্ষেপের জন্য প্রস্তুত জলন্ত উল্কাপিণ্ডের সম্মুখীন হয়: অর্থাৎ তাকে ধ্বংস ও পুড়িয়ে ফেলার জন্য প্রস্তুতকৃত উল্কাপিণ্ড। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এবং বিরাট খবর। আর জিনেরা দৃঢ়ভাবে বলেছে যে, আল্লাহ তা'আলা এই জমিনে বিশাল কোন ঘটনা ঘটানোর ইচ্ছা করেছেন, সেটি ভালোও হতে পারে আবার মন্দও হতে পারে। এজন্য তারা বলছে,



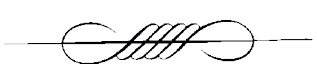
﴿وَأَنَّا لَا نَدْرِىٓ أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِى ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴿١٠﴾ وَأَنَّا مِنَّا ٱلصَّٰلِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَٰلِكَ ۖ كُنَّا طَرَآئِقَ قِدَدًا ﴿١١﴾ وَأَنَّا ظَنَنَّآ أَن لَّن نُّعْجِزَ ٱللَّهَ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُۥ هَرَبًا ﴿١٢﴾﴾



৭২:১০- 'আর নিশ্চয় আমরা জানি না, জমিনে যারা রয়েছে তাদের জন্য অকল্যাণ চাওয়া হয়েছে, নাকি তাদের রব তাদের ব্যাপারে মঙ্গল চেয়েছেন'।

৭২:১১- 'আর নিশ্চয় আমাদের কতিপয় সৎকর্মশীল এবং কতিপয় এর ব্যতিক্রম। আমরা ছিলাম বিভিন্ন মত ও পথে বিভক্ত'।

৭২:১২- আর আমরা বুঝতে পেরেছি যে, আমরা জমিনে আল্লাহকে অপারগ করতে পারবো না এবং পালিয়েও তাকে ব্যর্থ করতে পারবো না।



ব্যাখ্যা:

﴿وَأَنَّا لَا نَدۡرِيٓ أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلۡأَرۡضِ أَمۡ أَرَادَ بِهِمۡ رَبُّهُمۡ رَشَدٗا﴾ আর নিশ্চয় আমরা জানি না, জমিনে যারা রয়েছে তাদের জন্য অকল্যাণ চাওয়া হয়েছে, নাকি তাদের রব তাদের ব্যাপারে মঙ্গল চেয়েছেন': অবশ্যই এটা নাহয় ওটা হতে হবে। কেননা তারা এমন কিছু দেখেছে যা তাদের কাছে আশ্চর্যকর মনে হয়েছে। ফলে তারা তাদের বুদ্ধি দিয়েই বুঝে ফেলেছে যে, এটি আল্লাহ তা'আলাই চেয়েছেন এবং তিনিই এটি জমিনে ঘটানোর ইচ্ছা করেছেন। এই আয়াতে তাদের শিষ্টাচারের বর্ণনা রয়েছে। কেননা তারা কল্যাণকে আল্লাহর দিকে সম্পৃক্ত করেছে, আর অকল্যাণের ক্ষেত্রে, আল্লাহর সাথে শিষ্টাচার রক্ষার্থে তারা কর্তাকে উল্লেখ করেনি।

﴿وَأَنَّا مِنَّا ٱلصَّٰلِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَٰلِكَۖ﴾ 'আর নিশ্চয় আমাদের কতিপয় সৎকর্মশীল এবং কতিপয় এর ব্যতিক্রম: অর্থাৎ ফাসিক, পাপী ও কাফির।

﴿كُنَّا طَرَآئِقَ قِدَدٗا﴾ আমরা ছিলাম বিভিন্ন মত ও পথে বিভক্ত': অর্থাৎ বিভিন্ন দলে বিভক্ত। প্রত্যেক দল নিজেদের কাছে যা আছে তা নিয়েই আনন্দিত।

﴿وَأَنَّا ظَنَنَّآ أَن لَّن نُّعۡجِزَ ٱللَّهَ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَلَن نُّعۡجِزَهُۥ هَرَبًا﴾ আর আমরা বুঝতে পেরেছি যে, আমরা জমিনে আল্লাহকে অপারগ করতে পারবো না এবং পালিয়েও তাকে ব্যর্থ করতে পারবো না: অর্থাৎ এখন আমাদের সামনে আল্লাহ তা'আলার পরিপূর্ণ ক্ষমতা আর আমাদের পরিপূর্ণ অক্ষমতা স্পষ্ট হয়ে উঠলো। আমাদের কপালগুলো আপনার হাতে। আর জমিনে আমরা তাকে অপারগ করতে পারবো না। আর আমরা যদি পালিয়ে যায় এবং তার ক্ষমতা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার মাধ্যমগুলো গ্রহণের মাধ্যমে প্রচেষ্টা চালাই, তবুও তাকে আমরা ব্যর্থ করতে পারবো না। কেননা তার কাছে ছাড়া আর কোন আশ্রয়স্থল নেই। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَأَنَّا لَمَّا سَمِعۡنَا ٱلۡهُدَىٰٓ ءَامَنَّا بِهِۦۖ فَمَن يُؤۡمِنۢ بِرَبِّهِۦ فَلَا يَخَافُ بَخۡسٗا وَلَا رَهَقٗا ١٣ وَأَنَّا مِنَّا ٱلۡمُسۡلِمُونَ وَمِنَّا ٱلۡقَٰسِطُونَۖ فَمَنۡ أَسۡلَمَ فَأُوْلَٰٓئِكَ تَحَرَّوۡاْ رَشَدٗا ١٤ وَأَمَّا ٱلۡقَٰسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبٗا ١٥﴾

৭২:১৩- আর আমরা যখন হিদায়াতের বাণী শুনলাম, তখন তাতে ঈমান আনলাম। সুতরাং যে ব্যক্তি তার রবের প্রতি ঈমান আনে তার কোন ক্ষতি ও কোন অন্যায়ের আশংকা থাকবে না।

৭২:১৪- আর আমাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক আছে মুসলিম আর কিছু সংখ্যক আছে সীমালঙ্ঘনকারী; অতঃপর যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে তারা সুচিন্তিতভাবে সত্য পথ বেছে নিয়েছে।

৭২:১৫- আর যারা সীমালঙ্ঘনকারী তারা তো হয়েছে জাহান্নামের ইন্ধন।



ব্যাখ্যা:

﴿وَأَنَّا لَمَّا سَمِعۡنَا ٱلۡهُدَىٰٓ﴾ আর আমরা যখন হিদায়াতের বাণী শুনলাম: সেটি হলো পবিত্র কুরআন, যেটি সিরাতে মুস্তকিমের দিকে হিদায়াত দান করে। আর যখন আমরা তার হিদায়াত ও নির্দেশনা বুঝলাম, তখন সেটি আমাদের অন্তরকে প্রভাবিত করলো। ফলে ﴿ءَامَنَّا بِهِۦۖ﴾ তখন তাতে ঈমান আনলাম: তারপর মুমিনদেরকে যেটি উৎসাহিত করবে সেটি তারা বর্ণনা করে বললো, ﴿فَمَن يُؤۡمِنۢ بِرَبِّهِۦ﴾ সুতরাং যে ব্যক্তি তার রবের প্রতি ঈমান আনে: সত্য ঈমান।

﴿فَلَا يَخَافُ بَخۡسٗا وَلَا رَهَقٗا﴾ তার কোন ক্ষতি ও কোন অন্যায়ের আশংকা থাকবে না: অর্থাৎ কোন কমতি, সীমালঙ্ঘন এবং কষ্টের কোন আশাংকা থাকবে না। যখন সে অনিষ্ট থেকে নিরাপদ হবে, তখন তার কল্যাণ অর্জিত হবে। সুতরাং ঈমান হলো এমন একটি মাধ্যম, যেটি সকল ধরনের কল্যাণ নিয়ে আসে এবং অনিষ্টকে দূর করে।

﴿وَأَنَّا مِنَّا ٱلۡمُسۡلِمُونَ وَمِنَّا ٱلۡقَٰسِطُونَۖ﴾ আর আমাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক আছে মুসলিম আর কিছু সংখ্যক আছে সীমালঙ্ঘনকারী: অর্থাৎ অত্যাচারী এবং সিরাতে মুস্তাকীমকে পরিত্যাগকারী।

﴿فَمَنۡ أَسۡلَمَ فَأُوْلَٰٓئِكَ تَحَرَّوۡاْ رَشَدٗا﴾ অতঃপর যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে তারা সুচিন্তিতভাবে সত্য পথ বেছে নিয়েছে: অর্থাৎ তারা সঠিক পথ লাভ করেছে, যেই পথ তাদেরকে জান্নাত ও তার নিয়ামতে পৌঁছে দিবে।

﴿وَأَمَّا ٱلۡقَٰسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبٗا﴾ আর যারা সীমালঙ্ঘনকারী তারা তো হয়েছে জাহান্নামের ইন্ধন: এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের ওপর জুলুম নয়, বরং এটি হলো তাদের আমলের প্রতিদান। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَأَلَّوِ ٱسۡتَقَٰمُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسۡقَيۡنَٰهُم مَّآءً غَدَقٗا ١٦ لِّنَفۡتِنَهُمۡ فِيهِۚ وَمَن يُعۡرِضۡ عَن ذِكۡرِ رَبِّهِۦ يَسۡلُكۡهُ عَذَابٗا صَعَدٗا ١٧﴾

৭২:১৬- আর তারা যদি সত্য পথে প্রতিষ্ঠিত থাকত তবে অবশ্যই তাদেরকে আমরা প্রচুর পানি পান করাতাম।

৭২:১৭- যাতে আমি তা দিয়ে তাদেরকে পরীক্ষা করতে পারি। আর যে তার রবের স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাকে তিনি কঠিন আযাবে প্রবেশ করাবেন।

ব্যাখ্যা:

﴿وَأَلَّوِ ٱسۡتَقَٰمُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسۡقَيۡنَٰهُم مَّآءً غَدَقٗا﴾ আর তারা যদি সত্য পথে প্রতিষ্ঠিত থাকত তবে অবশ্যই তাদেরকে আমরা প্রচুর পানি পান করাতাম: অর্থাৎ তৃপ্তি ও আনন্দ সহকারে পানি পান করাতাম। এটি থেকে তাদেরকে শুধুই তাদের জুলুম ও সীমালঙ্ঘন বাধা দিলো।

﴿ لِّنَفۡتِنَهُمۡ فِيهِۚ ﴾ যাতে আমি তা দিয়ে তাদেরকে পরীক্ষা করতে পারি: অর্থাৎ যাতে তাদেরকে পরীক্ষা ও যাচাই করতে পারি, যাতে করে মিথ্যাবাদী থেকে সত্যবাদী প্রকাশ পায়।

﴿وَمَن يُعۡرِضۡ عَن ذِكۡرِ رَبِّهِۦ يَسۡلُكۡهُ عَذَابٗا صَعَدٗا﴾ আর যে তার রবের স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাকে তিনি কঠিন আযাবে প্রবেশ করাবেন: অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখ হবে, সেটি হলো তার কিতাব (কুরআন), সে সেই কিতাবের অনুসরণ করে না এবং তার অনুগত হয় না, বরং সে তা থেকে উদাসীন ও অমনোযোগী থাকে, আল্লাহ তা'আলা তাকে ভয়ানক ও কঠিন আযাবে প্রবেশ করাবেন। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَأَنَّ ٱلۡمَسَٰجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدۡعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدٗا ١٨﴾

৭২:১৮- আর নিশ্চয় মসজিদসমূহ আল্লাহরই জন্য। কাজেই আল্লাহর সাথে তোমরা অন্য কাউকে ডেকো না।



ব্যাখ্যা:

﴿وَأَنَّ ٱلۡمَسَٰجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدۡعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدٗا﴾ আর নিশ্চয় মসজিদসমূহ আল্লাহরই জন্য। কাজেই আল্লাহর সাথে তোমরা অন্য কাউকে ডেকো না: অর্থাৎ ইবাদত (সেটি হলো সৎ আমলসমূহ যেমন সালাত, সিয়াম ইত্যাদি) অথবা চাওয়া (আল্লাহর কাছে দুআকারীর কোন কিছু চাওয়া) কোন ক্ষেত্রেই আল্লাহর সাথে তোমরা অন্য কাউকে ডেকো না। মাসজিদগুলো হলো ইবাদতের সবচেয়ে বড় স্থান, সেগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আল্লাহ তা'আলার ইখলাস, তার মহত্বের সামনে বিনয়ী হওয়া এবং তার প্রভাব প্রতিপত্তির সামনে নত হওয়ার ওপর ভিত্তি করে। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন,



﴿وَأَنَّهُۥ لَمَّا قَامَ عَبۡدُ ٱللَّهِ يَدۡعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيۡهِ لِبَدٗا ١٩﴾



৭২:১৯- আর নিশ্চয় যখন আল্লাহর বান্দা তাঁকে ডাকার জন্য দাঁড়াল, তখন তারা তার কাছে ভিড় জমাল।



ব্যাখ্যা:

﴿وَأَنَّهُۥ لَمَّا قَامَ عَبۡدُ ٱللَّهِ يَدۡعُوهُ﴾ আর নিশ্চয় যখন আল্লাহর বান্দা তাঁকে ডাকার জন্য দাঁড়াল: অর্থাৎ যখন তিনি আল্লাহর কাছে কোন কিছু চাওয়ার, তার ইবাদত করার এবং কুরআন তিলাওয়াত করার জন্য দাঁড়ালেন, তখন তিনি যে হিদায়াত নিয়ে এসেছেন তা শোনার আগ্রহে, জিনদের সংখ্যাধিক্য থাকার ফলে তারা জমাটবদ্ধ ও ভিড় জমালো।

তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন,



﴿قُلۡ إِنَّمَآ أَدۡعُواْ رَبِّي وَلَآ أُشۡرِكُ بِهِۦٓ أَحَدٗا ٢٠ قُلۡ إِنِّي لَآ أَمۡلِكُ لَكُمۡ ضَرّٗا وَلَا رَشَدٗا ٢١ قُلۡ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدٞ وَلَنۡ أَجِدَ مِن دُونِهِۦ مُلۡتَحَدًا ٢٢ إِلَّا بَلَٰغٗا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَٰلَٰتِهِۦۚ وَمَن يَعۡصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَإِنَّ لَهُۥ نَارَ جَهَنَّمَ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ٢٣﴾

৭২:২০- বলুন, আমি তো কেবল আমার রবকেই ডাকি এবং তার সঙ্গে কাউকেও শরীক করি না।

৭২:২১- বলুন, নিশ্চয় আমি তোমাদের কোন অকল্যাণ ও কল্যাণের মালিক নই।

৭২:২২- বলুন, আল্লাহর পাকড়াও হতে কেউই আমাকে রক্ষা করতে পারবে না এবং আল্লাহ ছাড়া আমি কখনো কোন আশ্রয় পাব না

৭২:২৩- শুধু আল্লাহর পক্ষ থেকে পৌঁছানো এবং তাঁর রিসালাতের বাণী প্রচারই আমার দায়িত্ব। আর যে-কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করে তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে।

ব্যাখ্যা:

﴿قُلْ﴾ বলুন: হে রসূল! আপনি যার দিকে আহ্বান করেন তার হাকীকত স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে তাদেরকে বলুন।

﴿إِنَّمَآ أَدْعُواْ رَبِّي وَلَآ أُشْرِكُ بِهِۦٓ أَحَدًا﴾ আমি তো কেবল আমার রবকেই ডাকি এবং তার সঙ্গে কাউকেও শরীক করি না: অর্থাৎ আমি তার একত্বে বিশ্বাসী, তিনি ছাড়া সত্যিকারের কোন মাবুদ নেই। আর তিনি ছাড়া অন্য সকল মাবুদ ও মূর্তিকে এবং তাকে বাদ দিয়ে মুশরিকরা যেসব মাবুদ গ্রহণ করেছে তাদেরকে সকলকেই পরিত্যাগ করি।

﴿قُلْ إِنِّي لَآ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا﴾ বলুন, নিশ্চয় আমি তোমাদের কোন অকল্যাণ ও কল্যাণের মালিক নই: কেননা আমিতো শুধু বান্দা। আমার কোন ক্ষমতা ও পরিচালনাতে কোন অংশ নেই।

﴿قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدٌ﴾ বলুন, আল্লাহর পাকড়াও হতে কেউই আমাকে রক্ষা করতে পারবে না: অর্থাৎ আমি কারো কাছেই সাহায্য চাই না যে, সে আমাকে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করবে। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই যদি কোন কল্যাণ অকল্যাণের মালিক না হয়, আল্লাহ তা'আলা তার কোন অনিষ্ট করার ইচ্ছা করলে, সেখান থেকে তিনি যদি নিজেকে রক্ষা করতে না পারেন, তাহলে অন্যান্য সৃষ্টিরা তো কখনোই তা করতে সক্ষম হবে না।

﴿وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِۦ مُلْتَحَدًا﴾ আর আল্লাহ ছাড়া আমি কখনো কোন আশ্রয় পাবো না: অর্থাৎ আশ্রয়স্থল ও সাহায্যকারী।

﴿إِلَّا بَلَٰغًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَٰلَٰتِهِۦ﴾ শুধু আল্লাহর পক্ষ থেকে পৌঁছানো এবং তাঁর রিসালাতের বাণী প্রচারই আমার দায়িত্ব: অর্থাৎ মানুষের ওপর আমার কোন বিশেষত্ব নেই। তবে আল্লাহ তা'আলা তার রিসালাত পৌঁছানোর জন্য এবং তার দিকে সৃষ্টিকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য আমাকে নির্দিষ্ট করেছেন। আর এর মাধ্যমেই মানুষের ওপর দলীল-প্রমাণ কায়েম হবে।

﴿وَمَن يَعۡصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَإِنَّ لَهُۥ نَارَ جَهَنَّمَ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ٢٣﴾ আর যে-কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করে তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে: এখানে অমান্য করা দিয়ে উদ্দেশ্য হলো কুফরীর মাধ্যমে অমান্য করা, যেমনটি অন্য স্পষ্ট নছ এটিকে (কুফরীর সাথে) শর্তারোপ করেছে।

পক্ষান্তরে শুধু অমান্য করাই স্থায়ীভাবে জাহান্নামী হওয়াকে আবশ্যক করে না, যেমনটি কুরআনের আয়াতসমূহ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনেক হাদীস, সালাফ ও এই উম্মতের ইমামদের ইজমা এটিই প্রমাণ করে। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿حَتَّىٰٓ إِذَا رَأَوۡاْ مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعۡلَمُونَ مَنۡ أَضۡعَفُ نَاصِرٗا وَأَقَلُّ عَدَدًا ٢٤﴾

৭২:২৪- অবশেষে যখন তারা তা প্রত্যক্ষ করবে, যে সম্পর্কে তাদেরকে সাবধান করা হয়েছিল। তখন তারা জানতে পারবে যে, সাহায্যকারী হিসেবে কে অধিকতর দুর্বল এবং সংখ্যায় কারা সবচেয়ে কম।

ব্যাখ্যা:

﴿حَتَّىٰٓ إِذَا رَأَوۡاْ مَا يُوعَدُونَ﴾ অবশেষে যখন তারা তা প্রত্যক্ষ করবে, যে সম্পর্কে তাদেরকে সাবধান করা হয়েছিল: অর্থাৎ যখন তারা স্বচক্ষে তা দেখবে এবং তা সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হবে, ﴿فَسَيَعۡلَمُونَ﴾ তখন তারা জানতে পারবে যে: সেই সময়ে তারা বাস্তবিকভাবে জানতে পারবে যে, ﴿مَنۡ أَضۡعَفُ نَاصِرٗا وَأَقَلُّ عَدَدًا﴾ সাহায্যকারী হিসেবে কে অধিকতর দুর্বল এবং সংখ্যায় কারা সবচেয়ে কম: যখন অন্য কেউ তাদের সাহায্য করতে পারবে না এবং তারা নিজেরাও নিজেদেরকে সাহায্য করতে পারবে না। প্রথম যেভাবে তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছিল সেভাবেই একাকী করে তাদেরকে আবার জীবিত করা হবে। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلۡ إِنۡ أَدۡرِيٓ أَقَرِيبٞ مَّا تُوعَدُونَ أَمۡ يَجۡعَلُ لَهُۥ رَبِّيٓ أَمَدًا ٢٥ عَٰلِمُ ٱلۡغَيۡبِ فَلَا يُظۡهِرُ عَلَىٰ غَيۡبِهِۦٓ أَحَدًا ٢٦ إِلَّا مَنِ ٱرۡتَضَىٰ مِن رَّسُولٖ فَإِنَّهُۥ يَسۡلُكُ مِنۢ بَيۡنِ يَدَيۡهِ وَمِنۡ خَلۡفِهِۦ رَصَدًا ٢٧ لِّيَعۡلَمَ أَن قَدۡ أَبۡلَغُواْ رِسَٰلَٰتِ رَبِّهِمۡ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيۡهِمۡ وَأَحۡصَىٰ كُلَّ شَيۡءٍ عَدَدَۢا ٢٨﴾

৭২:২৫- বলুন, 'আমি জানি না তোমাদেরকে যার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, তা কি নিকটবর্তী নাকি এর জন্য আমার রব কোন দীর্ঘ মেয়াদ নির্ধারণ করবেন'।

৭২:২৬- তিনিই গায়েবী বিষয়ের জ্ঞানী, তিনি তাঁর গায়েবের জ্ঞান কারও কাছে প্রকাশ করেন না

৭২:২৭- তার মনোনীত রসূল ছাড়া। সে ক্ষেত্রে আল্লাহ তাঁর রাসূলের সামনে এবং পিছনে প্রহরী নিয়োজিত করেন

৭২:২৮- যাতে তিনি প্রকাশ করেন যে, অবশ্যই তারা তাদের রবের রিসালাত পৌঁছে দিয়েছেন। আর তাদের কাছে যা আছে তা তিনি জ্ঞানে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন এবং তিনি প্রতিটি বস্তু গণনা করে হিসেব রেখেছেন।

ব্যাখ্যা:

﴿قُلۡ﴾ বলুন: অর্থাৎ তারা যদি জিজ্ঞেস করে, তাহলে আপনি তাদেরকে বলুন। তারা বলে যে, সেই ওয়াদা (কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার ওয়াদা) কবে আসবে? আপনি বলুন,

﴿إِنۡ أَدۡرِيٓ أَقَرِيبٞ مَّا تُوعَدُونَ أَمۡ يَجۡعَلُ لَهُۥ رَبِّيٓ أَمَدًا﴾ 'আমি জানি না তোমাদেরকে যার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, তা কি নিকটবর্তী নাকি এর জন্য আমার রব কোন দীর্ঘ মেয়াদ নির্ধারণ করবেন: এর জ্ঞান তো একমাত্র আল্লাহ তা'আলার নিকটে।

﴿عَٰلِمُ ٱلۡغَيۡبِ فَلَا يُظۡهِرُ عَلَىٰ غَيۡبِهِۦٓ أَحَدًا﴾ তিনিই গায়েবী বিষয়ের জ্ঞানী, তিনি তাঁর গায়েবের জ্ঞান কারও কাছে প্রকাশ করেন না: অর্থাৎ সৃষ্টির কারো কাছেই প্রকাশ করেন না। বরং গোপনীয় ও গায়েবের বিষয়সমূহের জ্ঞান একমাত্র তারই কাছে।

﴿إِلَّا مَنِ ٱرۡتَضَىٰ مِن رَّسُولٖ﴾ তার মনোনীত রসূল ছাড়া: তার হিকমাতের দাবিতে যতটুকু জানানো প্রয়োজন ততটুকুই তিনি তার রসূলকে জানান। এর কারণ হলো, রসূলগণ অন্যান্যদের মতো নয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এমনভাবে সাহায্য করেছেন যেভাবে তিনি সৃষ্টির অন্য কাউকে সাহায্য করেন না। আর তিনি তাদের কাছে ওহী করেছেন সেগুলো সেভাবে পৌঁছানো পর্যন্ত তার হিফাযত করেছেন। সেখানে শয়তান কোনই ক্ষতি করতে পারেনি, কোন কিছু বাড়াতেও পারেনি আবার কোন কিছু কমতি করতেও পারেনি। এজন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَإِنَّهُۥ يَسۡلُكُ مِنۢ بَيۡنِ يَدَيۡهِ وَمِنۡ خَلۡفِهِۦ رَصَدٗا﴾ সে ক্ষেত্রে আল্লাহ তাঁর রাসূলের সামনে এবং পিছনে প্রহরী নিয়োজিত করেন: আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী তারা তাকে হিফাযত করে।

﴿لِّيَعۡلَمَ أَن قَدۡ أَبۡلَغُواْ رِسَٰلَٰتِ رَبِّهِمۡ﴾ যাতে তিনি প্রকাশ করেন যে, অবশ্যই তারা তাদের রবের রিসালাত পৌঁছে দিয়েছেন: তাদের জন্য তিনি যেসব মাধ্যমগুলো তৈরি করেছিলেন সেগুলোর দ্বারা।

﴿وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيۡهِمۡ﴾ আর তাদের কাছে যা আছে তা তিনি জ্ঞানে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন: অর্থাৎ তাদের কাছে যা আছে, তারা যা গোপণ করে এবং যা প্রকাশ করে সেই সবগুলোই তিনি জ্ঞানে পরিবেষ্টন করে আছেন।

﴿وَأَحۡصَىٰ كُلَّ شَيۡءٍ عَدَدَۢا﴾ আর তিনি প্রতিটি বস্তু গণনা করে হিসেব রেখেছেন।

এই সূরাতে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। সেগুলো হলো,

১. জিনের অস্তিত্ব বিদ্যমান। আর তারাও শরীআতের দায়িত্বপ্রাপ্ত, আদেশ নিষেধের আওতাভুক্ত, তাদের আমলসমূহেরও প্রতিদান দেওয়া হবে, যেমনটি এই সূরাতে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।

২. আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমনভাবে মানুষদের প্রতি প্রেরিত রসূল, ঠিক তেমনই তিনি জিনদের প্রতিও প্রেরিত রসূল। কেননা আল্লাহ তা'আলা একদল জিনদেরকে তার রসূলের দিকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন যাতে করে রসুলের প্রতি যা ওহী করা হয়েছে সেগুলো তারা শুনতে পারে এবং পরে তাদের জাতির কাছে সেগুলো পৌঁছাতে পারে।

৩. জিনদের বুদ্ধি ও হক সম্পর্কে তাদের জ্ঞান। আর কুরআনের হিদায়াত বাস্তবায়ন করা এবং তাদের সম্বোধনে উত্তম আদবই তাদেরকে ঈমান আনার দিকে নিয়ে এসেছে।

৪. আল্লাহ তা'আলার তার রসূলের তত্ত্বাবধান করা এবং তিনি যা নিয়ে এসেছেন তা হিফাযত করা। যেখানে তার নবুওয়তের সূচনাতে আসমান তারকারাজি দ্বারা সংরক্ষিত ছিল, সেই স্থানগুলো থেকে শায়তানরা পলায়ন করেছিল আর সেখানে ওৎ পেতে থাকা তাদের জন্য খুবই কষ্টদায়ক হয়েছিল। আর আল্লাহ তা'আলা জমিন ও তার অধিবাসীদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন যার যথাযথ মূল্য দেওয়া সম্ভব নয়। আর আল্লাহ তা'আলা এর মাধ্যমে জমিনবাসীদের কল্যাণ চেয়েছেন। তিনি তার দীন, বিধি বিধান এবং তার পরিচয় জমিনে প্রকাশ করতে চেয়েছেন, যার দ্বারা অন্তরসমূহ প্রফুল্ল হয়, জ্ঞানীরা আনন্দিত হয়, ইসলামের নিদর্শনসমূহ প্রকাশ পায় এবং প্রতিমা মূর্তির ইবাদতকারীরা পরাভূত হয়।

৫. রসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণের জন্য জিনদের প্রচণ্ড আগ্রহ। আর সেজন্য রসূলের কাছে তাদের একত্রিত হওয়া।

৬. এই সূরাতে তাওহীদের আদেশ ও শিরক থেকে নিষেধের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং সৃষ্টির অবস্থাও বর্ণনা করা হয়েছে। আর সৃষ্টির কেউই এক অনু পরিমাণও ইবাদত পাওয়ার হকদার নয়। কেননা রসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কারো উপকার ও অপকার করার মালিক নন, বরং তিনি নিজেরই উপকার ও অপকারের মালিক নন, তখন এটি থেকে জানা যায় যে, সৃষ্টির সকলেই এরকমই। সুতরাং ভুল ও জুলুমের অন্তর্ভুক্ত হলো, সৃষ্টির কোন কিছুকে আল্লাহর সাথে মাবুদ হিসেবে সাব্যস্ত করা।

৭. গায়েবের জ্ঞানসমূহ একমাত্র আল্লাহ তা'আলার কাছেই রয়েছে। সেগুলো সৃষ্টির কেউই জানে না। তবে তিনি যদি সেই গায়েবের জ্ঞানের কোন কিছু দেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট করেন, (সেই ব্যক্তিই শুধু ততটুকু জানতে পারে যতটুকু আল্লাহ তাকে জানিয়েছেন)।

٧٣. سورة المزّمّل وَهِيَ مَكِّيَّةٌ

৭৩. সূরা আল মুযযাম্মিল (মাক্কী, আয়াত ২০)।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।



﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ ۝١ قُمِ ٱلَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ۝٢ نِّصْفَهُۥٓ أَوِ ٱنقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ۝٣ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا ۝٤ إِنَّا سَنُلْقِى عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ۝٥ إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلَّيْلِ هِىَ أَشَدُّ وَطْـًٔا وَأَقْوَمُ قِيلًا ۝٦ إِنَّ لَكَ فِى ٱلنَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ۝٧ وَٱذْكُرِ ٱسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ۝٨ رَّبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ فَٱتَّخِذْهُ وَكِيلًا ۝٩ وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَٱهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا ۝١٠ وَذَرْنِى وَٱلْمُكَذِّبِينَ أُو۟لِى ٱلنَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا ۝١١﴾

৭৩:১- হে চাদরাবৃত!

৭৩:২- রাতে সালাতে দাঁড়াও কিছু অংশ ছাড়া।

৭৩:৩- অর্ধরাত্রি কিংবা তার চাইতে কিছুটা কম।

৭৩:৪- অথবা তার চাইতে একটু বেশি। আর স্পষ্টভাবে ধীরে ধীরে কুরআন তিলাওয়াত কর।

৭৩:৫- নিশ্চয় আমরা আপনার প্রতি অতিভারী বাণী নাযিল করছি।

৭৩:৬- নিশ্চয় রাত-জাগরণ আত্মসংযমের জন্য অধিকতর প্রবল এবং স্পষ্ট বলার জন্য অধিকতর উপযোগী।

৭৩:৭- নিশ্চয় দিনের বেলায় আপনার জন্য রয়েছে দীর্ঘ কর্মব্যস্ততা।

৭৩:৮- আর আপনি আপনার রবের নাম স্মরণ করুন এবং তার প্রতি একনিষ্ঠভাবে নিমগ্ন হোন।

৭৩:৯- তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের রব, তিনি ছাড়া কোন সত্য ইলাহ নেই; অতএব তাকেই আপনি কর্মবিধায়করূপে গ্রহণ করুন।

৭৩:১০- আর তারা যা বলে, তাতে আপনি ধৈর্যধারণ করুন এবং সুন্দরভাবে তাদেরকে পরিহার করে চলুন।

৭৩:১১- আর ছেড়ে দিন আমাকে ও বিলাস সামগ্রীর অধিকারী মিথ্যারোপকারীদেরকে; এবং কিছু কালের জন্য তাদেরকে অবকাশ দিন।



ব্যাখ্যা:

মুযযাম্মিল মুদ্দাসসিরের মতোই। এর অর্থ হলো চাদরাবৃত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বৈশিষ্ট্য হয়েছিল, যখন আল্লাহ তা'আলা তাকে রিসালাত দিয়ে সম্মানিত করেছিলেন এবং জীবরীল আলাইহিস সালামকে তার কাছে পাঠিয়ে ওহী নাযিলের সূচনা করেছিলেন। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই সময় এমন কিছু দেখলেন, যা পূর্বে দেখেননি। আর এতে রসূলগণ ছাড়া আর কারো পক্ষে স্থির থাকা সম্ভব নয়। এই ওহীর সূচনাতে তার ভীষণ কষ্ট হলো, যখন তিনি জিবরীল আলাইহিস সালামকে দেখলেন। তারপর তিনি তার পরিবারের কাছে এসে বললেন, আমাকে চাদর দিয়ে আবৃত করো, আমাকে চাদর দিয়ে আবৃত করো। এসময় তার ঘাড়ের শিরাগুলো কাপছিল। তারপর (পরবর্তীতে) জিবরীল আলাইহি সালাম তার কাছে এসে বললেন, আপনি পড়ুন। তখন তিনি বললেন, আমি তো পড়তে পারি না। তখন জিবরীল আলাইহিস সালাম তাকে জোরে চাপ দিলেন, এতে তার ভীষণ কষ্ট হলো। আর তিনি তাকে বারবার পড়ানোর চেষ্টা করলেন। অবশেষে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়তে সক্ষম হলেন। তারপর আল্লাহ তা'আলা তার মধ্যে দৃঢ়তার সঞ্চার করলেন এবং ধারাবাহিকভাবে ওহী নাযিল করলেন। অবশেষে তিনি এমন স্তরে পৌঁছলেন, যেখানে কোন রসূল পৌঁছাতে পারেনি।

সুবহানাল্লাহ! তার নবুওয়াতের সূচনা ও শেষের মধ্যে কতই না ব্যবধান! এজন্য আল্লাহ তা'আলা তাকে এই বৈশিষ্ট্য দিয়ে সম্বোধন করছেন, যেই বৈশিষ্ট্যে তাকে প্রথমবার পেয়েছিলেন।

আল্লাহ তা'আলা তার নবীকে তার (আল্লাহর) নিজের সাথে সংশ্লিষ্ট ইবাদতের আদেশ করছেন। তারপর তার শত্রুদের পক্ষ থেকে দেয়া কষ্টের ওপর ধৈর্যধারণের আদেশ করছেন। তারপর তিনি তাকে তার দিকে দাওয়াতের বিষয়টি প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করার আদেশ করছেন। তারপর এখানে তিনি সবচেয়ে উত্তম সময়ে রাতে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ইবাদত করার আদেশ করছেন, সেটি হলো সালাত। তার রহমতের অন্তর্ভুক্ত হলো, তিনি সারারাত দাঁড়িয়ে সালাত আদায়ের আদেশ দেননি। বরং তিনি বলেছেন, ﴿قُمِ ٱلَّيۡلَ إِلَّا قَلِيلٗا﴾ রাতে সালাতে দাঁড়ান, কিছু অংশ ছাড়া:

তারপর এর পরিমাণ নির্ধারণ করে তিনি বলেন, ﴿ نِّصۡفَهُۥٓ أَوِ ٱنقُصۡ مِنۡهُ قَلِيلًا﴾ অর্ধরাত্রি কিংবা তার চাইতে কিছুটা কম: অর্থাৎ অর্ধরাত্রির কিছু কম। সেটি হলো রাত্রির এক-তৃতীয়াংশ বা অনুরূপ।

﴿ أَوۡ زِدۡ عَلَيۡهِ﴾ অথবা তার চাইতে একটু বেশি: অর্থাৎ অর্ধরাত্রির চেয়ে বেশি। সেটি হলো রাত্রির দুই-তৃতীয়াংশ বা অনুরূপ।

﴿وَرَتِّلِ ٱلۡقُرۡءَانَ تَرۡتِيلًا﴾ আর স্পষ্টভাবে ধীরে ধীরে কুরআন তিলাওয়াত করুন: কেননা ধীরে ধীরে কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করা যায়, এর মাধ্যমে অন্তর আন্দোলিত হয়, আল্লাহর আয়াত দিয়ে ইবাদত হয় এবং এর জন্য পরিপূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করা যায়। আর তিনি বলেন,

﴿ إِنَّا سَنُلۡقِي عَلَيۡكَ قَوۡلٗا ثَقِيلًا﴾ নিশ্চয় আমরা আপনার প্রতি অতিভারী বাণী নাযিল করছি: অর্থাৎ আমরা আপনার ওপর এই অতিভারী কুরআন নাযিল করছি যা মহান অর্থ ও বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন। যার রয়েছে এই বৈশিষ্ট্য, এটি উপযুক্ত যে, তার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে, তা ধীরে ধীরে তিলাওয়াত করতে হবে এবং তাতে যা রয়েছে সেগুলো নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করতে হবে।

তারপর রাত্রে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করার আদেশের পিছনে হিকমত বর্ণনা করে তিনি বলেন, ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلَّيۡلِ﴾ নিশ্চয় রাত-জাগরণ: অর্থাৎ ঘুম থেকে উঠে তাতে সালাত আদায় করা, ﴿ هِيَ أَشَدُّ وَطۡئٗا وَأَقۡوَمُ قِيلًا﴾ আত্মসংযমের জন্য অধিকতর প্রবল এবং স্পষ্ট বলার জন্য অধিকতর উপযোগী: অর্থাৎ কুরআনের উদ্দেশ্য অর্জনে অধিকতর উপযোগী। সেই কুরআন তিলাওয়াতে অন্তর ও জবান একত্র থাকে, কর্মব্যস্ততা কম থাকে, যা বলে তা বুঝা যায় এবং সকল বিষয় সঠিক হয়। পক্ষান্তরে দিনের বিষয়টি এর বিপরীত। তাতে এই উদ্দেশ্য অর্জিত হয় না। এজন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَارِ سَبۡحٗا طَوِيلٗا﴾ নিশ্চয় দিনের বেলায় আপনার জন্য রয়েছে দীর্ঘ কর্মব্যস্ততা: অর্থাৎ আপনার প্রয়োজন ও জীবন যাপনের জন্য চলাফেরা করতে হয়, যেটি আপনার অন্তরকে ব্যস্ত রাখে এবং পরিপূর্ণভাবে অবকাশ পায় না।

﴿وَٱذۡكُرِ ٱسۡمَ رَبِّكَ﴾ আর আপনি আপনার রবের নাম স্মরণ করুন: এতে সকল প্রকার যিকিরই অন্তর্ভুক্ত।

﴿ وَتَبَتَّلۡ إِلَيۡهِ تَبۡتِيلٗا﴾ আর তার প্রতি একনিষ্ঠভাবে নিমগ্ন হোন: অর্থাৎ আপনি আল্লাহর প্রতি নিমগ্ন হোন। আর আল্লাহর প্রতি নিমগ্ন হওয়া এবং একমাত্র তারই অভিমুখী হওয়া

হলো, সৃষ্টির থেকে অন্তরকে বিচ্ছিন্ন করা, আল্লাহর ভালোবাসা, যেগুলো তার নিকটবর্তী করে এবং তার সন্তুষ্টির কাছে নিয়ে যায় সেগুলো দিয়ে নিজেকে গুণান্বিত করা,

﴿رَبُّ ٱلۡمَشۡرِقِ وَٱلۡمَغۡرِبِ﴾ তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের রব: এটি হলো ইসমে জিনস, সকল উদয়াস্থল ও অস্তাচল এর অন্তর্ভুক্ত। তিনি সকল উদয়াস্থল ও অস্তাচল, তাতে যে আলো রয়েছে এবং উর্ধ্ব ও নিম্ন জগতের মধ্যে যেগুলো কল্যাণকর সেই সকল কিছুর রব। একমাত্র তিনিই সকল কিছুর রব, সেগুলো সৃষ্টিকারী এবং পরিচালনাকারী।

﴿لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ﴾ তিনি ছাড়া কোন সত্য ইলাহ নেই: উচ্চ মর্যাদার অধিকারী সেই সত্তা ছাড়া আর কেউ সত্যিকারের মাবুদ নেই। যিনি হলেন একমাত্র হকদার যে, ভালোবাসা, সম্মান ও মর্যাদা তার জন্যই করা হবে। এজন্য তিনি বলেন, ﴿فَٱتَّخِذۡهُ وَكِيلٗا﴾ অতএব তাকেই আপনি কর্মবিধায়করূপে গ্রহণ করুন: অর্থাৎ আপনার সকল বিষয়ে তাকেই হিফাযতকারী ও পরিচালনাকারী হিসেবে গ্রহণ করুন।

আল্লাহ তা'আলা খাসভাবে সালাতের এবং ব্যাপকভাবে যিকিরের আদেশ করলেন। আর এতে বোঝা বহনে এবং অনেক ভারী আমল করার জন্য বান্দার অনেক শক্তি অর্জিত হবে। তারপর তিনি তার রসূলের অবাধ্যতাকারী এবং তাকে ও তিনি যা নিয়ে এসেছেন সেটিকে গালিগালাজকারীরা যা বলে তাতে ধৈর্যধারণের আদেশ করছেন। আর আল্লাহর আদেশের ওপর অটল থাকতে বলেছেন যাতে কোন বাধাদানকারী তাকে বিরত রাখতে না পারে। আর তাদেরকে উত্তমভাবে পরিহার করার আদেশ করছেন। সেটি হলো, যেখানে কল্যাণের স্বার্থে পরিহার করা প্রয়োজন সেখানে তাদেরকে পরিহার করা যাতে কোন কষ্ট নেই। সুতরাং তাদেরকে পরিহার করবে এবং তাদেরকে এবং তাদের কষ্টদায়ক কথাবার্তাকে এড়িয়ে চলবে। আর তাদের সাথে উত্তম পন্থায় বিতর্ক করার আদেশ করছেন।

﴿وَذَرۡنِي وَٱلۡمُكَذِّبِينَ﴾ আর ছেড়ে দিন আমাকে ও মিথ্যারোপকারীদেরকে: অর্থাৎ আমাকে ও তাদেরকে ছেড়ে দিন। অচিরেই আমি তাদের থেকে প্রতিশোধ নিবো। তাদেরকে অবকাশ দিলেও আমি তাদেরকে ছেড়ে দেবো না।

আল্লাহ তা'আলার বাণী, ﴿أُوْلِي ٱلنَّعۡمَةِ﴾ বিলাস সামগ্রীর অধিকারী: অর্থাৎ নিয়ামত ও প্রাচুর্যের অধিকারী, আল্লাহ তা'আলা তাদের রিযিকে প্রশস্ততা দান করার ফলে এবং তার অনুগ্রহ থেকে তাদেরকে সহায়তা করার কারণে তারা বাড়াবাড়ি করে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿كَلَّآ إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ لَيَطۡغَىٰٓ ۝٦ أَن رَّءَاهُ ٱسۡتَغۡنَىٰٓ﴾ কখনোই নয়, নিশ্চয় মানুষ সীমালঙ্ঘন করে। কারণ সে নিজেকে অমুখাপেক্ষী মনে করে (সূরা আল আলাক: ৬)।

তারপর আল্লাহর তা'আলার নিকটে যে শাস্তি রয়েছে তার ভীতিপ্রদর্শন করে তিনি বলেন,



﴿إِنَّ لَدَيۡنَآ أَنكَالٗا وَجَحِيمٗا ١٢ وَطَعَامٗا ذَا غُصَّةٖ وَعَذَابًا أَلِيمًا ١٣ يَوۡمَ تَرۡجُفُ ٱلۡأَرۡضُ وَٱلۡجِبَالُ وَكَانَتِ ٱلۡجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا ١٤﴾



৭৩:১২- নিশ্চয় আমাদের কাছে আছে শৃংখলসমূহ ও প্রজ্বলিত আগুন,

৭৩:১৩- আর আছে এমন খাদ্য, যা গলায় আটকে যায় এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

৭৩:১৪- যেদিন জমিন ও পর্বতমালা প্রকম্পিত হবে এবং পাহাড়গুলো চলমান বালুকারাশিতে পরিণত হবে।



ব্যাখ্যা:

নিশ্চয় আমাদের কাছে আছে, ﴿أَنكَالٗا﴾ শৃংখলসমূহ: অর্থাৎ কঠিন শাস্তি, যেটি আমরা তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি, যারা সর্বদাই পাপকাজ করতে থাকে।

﴿وَجَحِيمٗا﴾ আর প্রজ্বলিত আগুন: অর্থাৎ জ্বলন্ত আগুন।

﴿وَطَعَامٗا ذَا غُصَّةٖ﴾ আর আছে এমন খাদ্য, যা গলায় আটকে যায়: এটি হবে তিক্ততা, কুৎসিত আকৃতি, খুবই খারাপ স্বাদ, ও অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত হওয়ার কারণে।

﴿وَعَذَابًا أَلِيمًا﴾ আর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি: অর্থাৎ খুবই কষ্টদায়ক ও মর্মন্তুদ।

﴿يَوۡمَ تَرۡجُفُ ٱلۡأَرۡضُ وَٱلۡجِبَالُ﴾ যেদিন জমিন ও পর্বতমালা প্রকম্পিত হবে: ভীষণ ভীতিকর অবস্থার করণে।

﴿وَكَانَتِ ٱلۡجِبَالُ﴾ আর পাহাড়গুলো: এমন সুদৃঢ় ও মজবুত পাহাড়গুলো, ﴿كَثِيبًا مَّهِيلًا﴾ চলমান বালুকারাশিতে পরিণত হবে: অর্থাৎ বিক্ষিপ্ত বালুকারাশির মতো হবে। তারপর সেগুলো হারিয়ে গিয়ে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণার মতো হবে। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন,



﴿إِنَّآ أَرۡسَلۡنَآ إِلَيۡكُمۡ رَسُولٗا شَٰهِدًا عَلَيۡكُمۡ كَمَآ أَرۡسَلۡنَآ إِلَىٰ فِرۡعَوۡنَ رَسُولَۖ ١٥ فَعَصَىٰ فِرۡعَوۡنُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذۡنَٰهُ أَخۡذٗا وَبِيلٗا ١٦﴾



৭৩:১৫- নিশ্চয় আমরা তোমাদের জন্য স্বাক্ষীস্বরূপ তোমাদের কাছে রাসূল পাঠিয়েছি যেমনিভাবে ফির'আউনের কাছে রাসূল পাঠিয়েছিলাম।

৭৩:১৬- কিন্তু ফিরআউন সে রাসূলকে অমান্য করেছিল, ফলে আমরা তাকে অত্যন্ত শক্তভাবে পাকড়াও করেছিলাম।



ব্যাখ্যা:

আল্লাহ তা'আলা বলছেন যে, এই নিরক্ষর, আরবী, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী নবীকে পাঠানোর জন্য তোমরা তোমাদের রবের প্রশংসা করো, যেই নবী তার উম্মতের ওপর তাদের আমলসমূহের সাক্ষী। আর তোমরা আল্লাহরই শুকরিয়া আদায় করো এবং এই মহা নিয়ামতের মর্যাদা দাও। আর কুফরী করা ও তোমাদের রসূলের অবাধ্যতা করা থেকে তোমরা সাবধান হও। নইলে তোমরা ফিরআউনের মতো হয়ে যাবে। যখন আল্লাহ তা'আলা তার কাছে মূসা ইবনু ইমরান আলাইহিস সালামকে পাঠিয়েছিলেন। তিনি তাকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করলেন এবং তাকে তাওহীদের আদেশ করলেন। কিন্তু সে মূসা আলাইহিস সালামকে সত্য বলে মেনে নেয়নি, বরং তার অবাধ্যতা করেছে। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাকে খুবই শক্তভাবে পাকড়াও করলেন। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন,



﴿فَكَيۡفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرۡتُمۡ يَوۡمٗا يَجۡعَلُ ٱلۡوِلۡدَٰنَ شِيبًا ١٧ ٱلسَّمَآءُ مُنفَطِرُۢ بِهِۦۚ كَانَ وَعۡدُهُۥ مَفۡعُولًا ١٨﴾



৭৩:১৭- অতএব তোমরা যদি কুফরী কর, তাহলে তোমরা সেদিন কীভাবে আত্মরক্ষা করবে যেদিন কিশোরদেরকে বৃদ্ধে পরিণত করবে।

৭৩:১৮- সে-দিন আসমান হবে বিদীর্ণ, তাঁর প্রতিশ্রুতি অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে।



ব্যাখ্যা:

কিয়ামতের দিনে কীভাবে তোমরা নাজাত ও মুক্তি পাবে, যেদিনের ব্যাপারটি খুবই ভয়াবহ এবং বিপদ খুবই বেশি, যাতে কিশোররা বৃদ্ধে পরিণত হবে, বিশাল জড়ো বস্তুগুলো গলে যাবে, আকাশ বিদীর্ণ হবে এবং তারকারাজি বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে।

﴿كَانَ وَعۡدُهُۥ مَفۡعُولًا﴾ তাঁর প্রতিশ্রুতি অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে: অর্থাৎ অবশ্যই সেটি সংঘটিত হবে, আর তাতে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন,



﴿إِنَّ هَٰذِهِۦ تَذۡكِرَةٞۖ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِۦ سَبِيلًا ١٩﴾



৭৩:১৯- নিশ্চয় এটা এক উপদেশ, অতএব যে চায় সে তার রবের দিকে পথ অবলম্বন করুক!



ব্যাখ্যা:

আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিনের অবস্থা ও ভয়াবহতা সম্পর্কে যে খবর দিলেন সেটি হলো এক উপদেশ। এখান থেকে মুত্তকীরা উপদেশ গ্রহণ করে এবং মুমিনগণ পাপ করা থেকে বিরত হয়। অতএব যে চায় সে তার রবের দিকে পথ অবলম্বন করুক: অর্থাৎ এমন পথ যেটা তার রবের কাছে পৌঁছে দিবে। আর এটি হবে তার শরীআতের অনুসরণ করার মাধ্যমে। কেননা নিশ্চয় তিনি স্পষ্টভাবে সবকিছু বর্ণনা করেছেন। এই আয়াত প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের (নিজের ইচ্ছাতেই) কাজ করার শক্তি ও সক্ষমতা দান করেছেন। জাবরিয়্যারা যেমনটি বলে বিষয়টি তেমন নয়। তারা বলে যে, বান্দাদের কাজ তাদের ইচ্ছা ব্যতীতই হয়। এটি কুরআন ও হাদীসের বিরোধী এবং বিবেকেরও বিরোধী।

তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন,



﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعۡلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدۡنَىٰ مِن ثُلُثَيِ ٱلَّيۡلِ وَنِصۡفَهُۥ وَثُلُثَهُۥ وَطَآئِفَةٞ مِّنَ ٱلَّذِينَ مَعَكَۚ وَٱللَّهُ يُقَدِّرُ ٱلَّيۡلَ وَٱلنَّهَارَۚ عَلِمَ أَن لَّن تُحۡصُوهُ فَتَابَ عَلَيۡكُمۡۖ فَٱقۡرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلۡقُرۡءَانِۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرۡضَىٰ وَءَاخَرُونَ يَضۡرِبُونَ فِي ٱلۡأَرۡضِ يَبۡتَغُونَ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ وَءَاخَرُونَ يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِۖ فَٱقۡرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنۡهُۚ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ

وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَقۡرِضُواْ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًاۚ وَمَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّنۡ خَيۡرٖ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيۡرٗا وَأَعۡظَمَ أَجۡرٗاۚ وَٱسۡتَغۡفِرُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٢٠ ﴾



৭৩:২০- নিশ্চয় আপনার রব জানেন যে, আপনি সালাতে দাঁড়ান কখনো রাতের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ, কখনো অর্ধাংশ এবং কখনো এক-তৃতীয়াংশ এবং আপনার সঙ্গে যারা আছে তাদের একটি দলও দাঁড়ায়। আর আল্লাহই দিন ও রাতের পরিমাণ নির্ধারণ করেন। তিনি জানেন যে, তোমরা এটা পুরোপুরি পালন করতে পারবে না। তাই আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করলেন। কাজেই কুরআন থেকে যতটুকু সহজ ততটুকু পড়ো, আল্লাহ জানেন যে, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়বে, আর কেউ কেউ আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ সন্ধানে দেশ ভ্রমণ করবে এবং কেউ কেউ আল্লাহর পথে লড়াইয়ে লিপ্ত হবে। কাজেই তোমরা কুরআন হতে যতটুকু সহজসাধ্য ততটুকু পড়ো। আর তোমরা সালাত কায়েম করো, যাকাত প্রদান করো এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও। তোমরা তোমাদের নিজেদের জন্য ভালো যা কিছু অগ্রিম পাঠাবে তোমরা তা আল্লাহর কাছে পাবে। আর তা উৎকৃষ্টতর এবং পুরস্কার হিসেবে মহত্তর। আর তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।



ব্যাখ্যা:

আল্লাহ তা'আলা এই সূরার শুরুতেই বর্ণনা করেছেন যে, তিনি তার রসূলকে অর্ধেক রাত বা এক-তৃতীয়াংশ বা দুই তৃতীয়াংশ ধরে সালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। আর আসল হলো বিধি বিধানের ক্ষেত্রে তার উম্মতও এর অন্তর্ভুক্ত। তাই এখানে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করছেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার সাথে মুমিনদের একটি দল এই আদেশ পালন করেছেন। যেহেতু রাতের এই আদিষ্ট সময় তালাশ করা মানুষের জন্য কষ্টকর, তাই এখানে তিনি বর্ণনা করছেন যে, তাদের জন্য এটি খুবই সহজ করে দিয়েছেন। তিনি বলেন, ﴿وَٱللَّهُ يُقَدِّرُ ٱلَّيۡلَ وَٱلنَّهَارَۚ ﴾ আর আল্লাহই দিন ও রাতের পরিমাণ নির্ধারণ করেন: অর্থাৎ দিন ও রাতের পরিমাণ, কতটুকু অতিবাহিত হয়েছে আর কতটুকু বাকি আছে সেগুলো আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন।

﴿عَلِمَ أَن لَّن تُحۡصُوهُ﴾ তিনি জানেন যে, তোমরা এটা পুরোপুরি পালন করতে পারবে না: অর্থাৎ কম বেশি করা ছাড়া তোমরা সঠিক পরিমাণ জানতে পারবে না। কেননা এতে বাড়তি মনোযোগ ও গুরুত্বের প্রয়োজন আছে। তাই তিনি তোমাদের জন্য এটি হালকা

করেছেন। আর তোমাদের জন্য যতটকু সহজ হয় সেই পরিমাণ সময়েই সালাতের আদেশ করছেন, হোক সেটি সেই পরিমাণের চেয়ে কম বা বেশি।

﴿فَٱقۡرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلۡقُرۡءَانِۚ﴾ কাজেই কুরআন থেকে যতটুকু সহজ ততটুকু পড়ো: অর্থাৎ যতটুকু তোমরা জানো এবং যতটুকুতে তোমাদের কোন কষ্ট না হয়। এজন্য রাতে সালাত আদায়কারীকে আদেশ করা হয়েছে যে, প্রফুল্ল বা প্রাণবন্ত থাকা পর্যন্ত সে সালাত আদায় করবে। যখন দুর্বলতা বা অলসতা বা তন্দ্রা আসবে, তখন সে যেন আরাম করে। সে যেন ধীর স্থির ও আরামের সাথে সালাত আদায় করে।

তারপর আল্লাহ তা'আলা এই হালকা করার কিছু উপযুক্ত কারণ বর্ণনা করছেন। তিনি বলেন, ﴿عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرۡضَىٰ﴾ আল্লাহ জানেন যে, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়বে: তখন রাতের দুই-তৃতীয়াংশ বা অর্ধেক বা এক-তৃতীয়াংশ সময় ধরে সালাত আদায় করা তাদের জন্য কষ্টদায়ক হয়ে পড়বে। সুতরাং অসুস্থ ব্যক্তি তার সাধ্য অনুযায়ী সালাত আদায় করবে। আর অসুস্থ ব্যক্তিকে কষ্টকর অবস্থাতে এই সালাত আদায় করার আদেশও করা হয়নি। বরং নফল সালাত যদি তার জন্য কষ্টদায়ক হয় তাহলে সে সেই সালাত ত্যাগ করবে। আর সুস্থ অবস্থায় যে আমল করতো তার প্রতিদান (আমল না করেও) পাবে।

﴿وَءَاخَرُونَ يَضۡرِبُونَ فِي ٱلۡأَرۡضِ يَبۡتَغُونَ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ﴾ আর কেউ কেউ আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ সন্ধানে দেশ ভ্রমন করবে: অর্থাৎ আল্লাহ জানেন যে, তোমাদের মধ্যে মুসাফির থাকবে যারা ব্যবসার জন্য ভ্রমণ করবে, যাতে তারা সৃষ্টির থেকে অমুখাপেক্ষী হয় এবং অন্যের কাছে হাত পাততে না হয়। অর্থাৎ মুসাফিরের জন্য হালকা করাই উপযুক্ত। তাই তার জন্য ফরয সালাতেও হালকা করা হয়েছে। এক ওয়াক্তে দুই সালাত জমা করা এবং চার রাকআত বিশিষ্ট সালাতে কসর করা তার জন্য বৈধ।

অনুরূপভাবে, ﴿وَءَاخَرُونَ يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِۖ فَٱقۡرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنۡهُۚ﴾ আরো কেউ কেউ আল্লাহর পথে লড়াইয়ে লিপ্ত হবে। কাজেই তোমরা কুরআন হতে যতটুকু সহজসাধ্য ততটুকু পড়ো: আল্লাহ তা'আলা দুই ধরনের হালকা করার কথা বর্ণনা করছেন। সেটি হলো,

(১) সুস্থ ও মুকিম ব্যক্তির জন্য হালকা করা, তা হলো, সে তার প্রফুল্ল বা প্রাণবন্তের দিকে লক্ষ্য রাখবে, সময় তালাশ করাতে তার ওপর কোন বোঝা চাপানো হয়নি। বরং সে সালাতের জন্য উত্তম সময় তালাশ করবে। আর সেটি হলো প্রথম অর্ধেক রাত পরে রাতের এক-তৃতীয়াংশ।

(২) অসুস্থ ও মুসাফিরের জন্য হালকা করা, হোক সেই সফর কোন ব্যবসার জন্য অথবা জিহাদ বা যুদ্ধ বা হাজ্জ বা উমরাহসহ অন্যান্য ইবাদতের জন্য সফর। তিনি তাদের

প্রতি এমনভাবে লক্ষ্য রেখেছেন যাতে তাদের ওপর কোন বাঝা না হয়। সুতরাং সকল প্রশংসা ও গুণগান একমাত্র আল্লাহর জন্যই, যিনি এই উম্মতের জন্য তার দীনে কোন সংকীর্ণতা রাখেননি। বরং তিনি তার শরীআতকে সহজ করেছেন। তিনি তার বান্দাদের অবস্থাসমূহ, তাদের দীনী, দুনিয়াবী ও শারীরিক কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রেখেছেন।

তারপর তিনি তার বান্দাদেরকে দু'টি ইবাদতের আদেশ করছেন, যেই ইবাদত দু'টি হলো সকল ইবাদতের মূল। সেগুলো হলো, সালাত কায়েম করা, যেটি ছাড়া দীন টিকে থাকতে পারে না। আর যাকাত প্রদান করা যেটি হলো ঈমানের দলীল আর এর মাধ্যমেই ফকীর মিসকীনদেরকে সহযোগিতা করা হয়। এজন্য তিনি বলেন,

﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ﴾ আর তোমরা সালাত কায়েম করো: অর্থাৎ সালাতের রুকুনসমূহ, শর্তসমুহ ও তাকে পরিপূর্ণতাদানকারী বিষয়গুলো পালন করার মাধ্যমে সালাত কায়েম করো।

﴿وَأَقْرِضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ আর আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও: অর্থাৎ সৎ নিয়্যাতে, সন্তষ্টচিত্তে এবং পবিত্র সম্পদ থেকে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাকে উত্তম ঋণ প্রদান করো। ফরয সাদাকাহ এবং নফল সাদাকাহ এর অন্তর্ভুক্ত। তারপর ব্যাপকভাবে কল্যাণকর কাজের প্রতি উৎসাহিত করে তিনি বলেন,

﴿وَمَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا﴾

তোমরা তোমাদের নিজেদের জন্য ভালো যা কিছু অগ্রিম পাঠাবে তোমরা তা আল্লাহর কাছে পাবে। আর তা উৎকৃষ্টতর এবং পুরস্কার হিসেবে মহত্তর: সৎ কাজের প্রতিদান দশ গুণ থেকে সাতশ গুণ পর্যন্ত, এছাড়া এর চেয়েও আরো বেশি। আর জেনে রাখা প্রয়োজন যে, এই জগতের এক অনু পরিমাণ সৎ আমলের প্রতিদান হবে দুনিয়া এবং তাতে যেসব নিয়ামত ও ভোগের সামগ্রী আছে সেগুলোর চেয়েও অনেক গুণে উত্তম। এই দুনিয়ার জীবনে কল্যাণ ও নেকীর কাজ আখিরাতের জীবনের কল্যাণের মূল উৎস, শস্যস্বরূপ এবং মূলভিত্তি। হায় আফসোস! সেই সময়ের জন্য, যেই সময় উদাসীনতায় কেটে গেছে। হায় আফসোস! সেই সময়ের জন্য, যেই সময় সৎ আমল ছাড়াই কেটে গেছে। হায় আফসোস! সেই অন্তরের জন্য, যেই অন্তরে তার সৃষ্টিকর্তার উপদেশে কোন প্রভাব পড়েনি এবং তার প্রতি কোন আগ্রহও জন্মায়নি, যিনি তাদের নিজেদের চেয়েও তাদের প্রতি বেশি দয়াবান।

﴿وَٱسْتَغْفِرُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ আর তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু: আনুগত্য ও কল্যাণকর কাজের প্রতি উৎসাহিত করার পরে ক্ষমা প্রার্থনার আদেশের মধ্যে একটি বড় উপকারিতা রয়েছে। আর তা হলো, বান্দাকে যার আদেশ করা হয় তাতে সে ঘাটতি থেকে মুক্ত নয়। হয় সে আমলটাই করতে

পারবে না অথবা করলেও ঘাটতির সাথে করবে। তাই তিনি তাদেরকে ক্ষমা প্রার্থনার মাধ্যমে সেটির ঘাটতি পূরণের আদেশ করছেন। কেননা বান্দা দিন রাত পাপ করে। আল্লাহ তা'আলা যদি তাকে তার রহমত ও ক্ষমা দিয়ে ঢেকে না দেন, তাহলে সে ধ্বংস হয়ে যাবে।

٧٤. سورة المدّثّر وَهِيَ مَكِّيَّةٌ.

৭৪. সূরা আল-মুদ্দাসসির (মাক্কী, আয়াত ৫৬)।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمُدَّثِّرُ ۝١ قُمْ فَأَنذِرْ ۝٢ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۝٣ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۝٤ وَٱلرُّجْزَ فَٱهْجُرْ ۝٥ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ ۝٦ وَلِرَبِّكَ فَٱصْبِرْ ۝٧﴾

৭৪:১- হে চাদরাবৃত!

৭৪:২- উঠুন, অতঃপর সতর্ক করুন

৭৪:৩- আর আপনার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করুন।

৭৪:৪- আর আপনার পোশাক পরিচ্ছদ পবিত্র করুন।

৭৪:৫- আর অপবিত্রতা বর্জন করুন।

৭৪:৬- আর বেশি পাওয়ার প্রত্যাশায় দান করবেন না।

৭৪:৭- আর আপনার রবের জন্যেই ধৈর্যধারণ করুন।

ব্যাখ্যা:

পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, মুযযাম্মিল ও মুদ্দাসসিরের অর্থ একই (তা হলো চাদরাবৃত)। আল্লাহ তা'আলা তার রসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইবাদতে কছিরাহ [القاصرة]

(এমন ইবাদতসমূহ যেগুলোর উপকারিতা শুধু ইবাদতকারীর মধ্যেই সীমিত থাকে, যেমন সালাত, সিয়াম ইত্যাদি) এবং ইবাদতে মুতাআদ্দিয়াহ [المتعدية] (এমন ইবাদতসমূহ যেগুলোর উপকারিতা শুধু ইবাদতকারীর মধ্যেই সীমিত থাকে না, বরং অন্যরাও সেই ইবাদত দিয়ে উপকৃত হয়, যেমন সৎ কাজের আদেশ, জিহাদ ইত্যাদি) এই দুই ধরনের ইবাদতেই পরিশ্রম করার আদেশ করেছিলেন। আরো তিনি তাকে তার জাতির পক্ষ থেকে দেয়া কষ্টে ধৈর্যধারণের আদেশ করেছিলেন। এখানে তিনি তাকে প্রকাশ্যে দাওয়াত দেয়ার ও সতর্ক করার আদেশ করছেন। তিনি বলেন, ﴿قُمۡ﴾ উঠুন: অর্থাৎ আগ্রহ ও প্রচেষ্টার সাথে উঠুন।

﴿فَأَنذِرۡ﴾ অতঃপর সতর্ক করুন: অর্থাৎ মানুষদেরকে কথা ও কাজের মাধ্যমে সতর্ক করুন, যাতে এর মাধ্যমে উদ্দেশ্য অর্জিত হয় এবং যাদেরকে সতর্ক করা হচ্ছে তাদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়, যাতে করে তারা সহজেই (তাদের খারাপ স্বভাব) পরিত্যাগ করে।

﴿وَرَبَّكَ فَكَبِّرۡ﴾ আর আপনার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করুন: অর্থাৎ তাওহীদের মাধ্যমে তার মহত্ব বর্ণনা করুন। আর তাদেরকে সতর্ক করার দ্বারা আপনার উদ্দেশ্য যেন হয় আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং বান্দারাও যাতে আল্লাহকে সম্মান করে ও তার ইবাদত করে।

﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرۡ﴾ আর আপনার পোশাক পরিচ্ছদ পবিত্র করুন: হতে পারে এখানে পোশাক পরিচ্ছদ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সকল আমলসমূহ, আর পবিত্রকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সেগুলো খালেছকরণ, সর্বোত্তমভাবে সেগুলো সম্পন্ন করা, সেই আমলগুলো বাতিল ও নষ্টকারী বিষয়গুলো থেকে পবিত্র করা। আর আমলগুলোতে ঘাটতি আনে এমন বিষয়সমূহ যেমন রিয়া, মুনাফিকী, আত্মঅহমিকা, অহংকার ও উদাসীনতাসহ যেগুলো থেকে দূরে থাকতে বান্দাকে আদেশ করা হয়েছে সেগুলো থেকে দূরে থাকার মাধ্যমে আমলসমূহকে পবিত্র করা।

আবার এতে নাজাসাত থেকে পোশাক পরিচ্ছদকে পবিত্র করাও অন্তর্ভুক্ত। কেননা এটি হলো আমলের জন্য পরিপূর্ণ পবিত্রতা, বিশেষভাবে সালাতের জন্য, যার বিষয়ে অনেক আলেম বলেছেন যে, নাজাসাত দূর করা সালাতের শর্তসমূহের অন্যতম।

আবার হতে পারে যে, এই পোশাক পরিচ্ছদ দিয়ে প্রচলিত পোশাক পরিচ্ছদই উদ্দেশ্য। আর সর্বদাই সেগুলো সকল ধরনের নাজাসাত থেকে পবিত্র রাখার আদেশ করা হয়েছে, বিশেষভাবে সালাতে প্রবেশের সময়। যেহেতু বাহ্যিকভাবে পবিত্র থাকার আদেশ করা হয়েছে, সুতরাং সেটি অভ্যন্তরীণ পবিত্রতারই অন্তর্ভুক্ত।

﴿وَٱلرُّجۡزَ فَٱهۡجُرۡ﴾ আর অপবিত্রতা বর্জন করুন: হতে পারে এই অপবিত্রতা দিয়ে প্রতিমা মূর্তি উদ্দেশ্য, যেগুলোকে আল্লাহর সাথে ইবাদত করা হয়। আল্লাহ তা'আলা তার নবীকে

সেগুলো পরিত্যাগ করতে এবং সেগুলোর দিকে সম্পৃক্ত করে এমন কথা ও কাজ থেকে মুক্ত ঘোষণা করার আদেশ করছেন। আবার হতে পারে এই অপবিত্রতা দিয়ে সকল খারাপ কথা ও কাজ উদ্দেশ্য। তখন এই আদেশটি হবে ছোট বড়, বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সকল পাপ পরিত্যাগের আদেশ। আর শিরক ও তার নিম্ন পর্যায়ের পাপসমূহও এর অন্তর্ভুক্ত।

﴿وَلَا تَمۡنُن تَسۡتَكۡثِرُ﴾ আর বেশি পাওয়ার প্রত্যাশায় দান করবেন না: অর্থাৎ আপনি মানুষদেরকে যেসব দীনী ও দুনিয়াবী নিয়ামতসমূহ দিয়েছেন সেগুলো তাদের কাছে উল্লেখ করে তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিবেন না। কেননা এর ফলে তাদের ওপর এই নিয়ামতকে আপনি বেশি মনে করবেন এবং এই ইহসানের মাধ্যমে তাদের ওপর আপনার শ্রেষ্ঠত্ব আছে বলে আপনি মনে করবেন। বরং যতটা সম্ভব মানুষের প্রতি ইহসান করুন আর তাদের কাছে আপনার ইহসানের কথা ভুলে যান। আর আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে এই ইহসানের প্রতিদানের আশা করবেন না এবং আপনি যার ওপর ইহসান করেছেন তাকে এবং অন্যদেরকে একই স্তরে রাখুন।

আবার বলা হয়ে থাকে যে, এর অর্থ হলো, অধিক বেশি প্রতিদান দিক এই উদ্দেশ্যে আপনি কাউকে কোন কিছু দিবেন না। তখন সেটি শুধু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য খাস হয়ে যায়।

﴿وَلِرَبِّكَ فَٱصۡبِرۡ﴾ আর আপনার রবের জন্যেই ধৈর্যধারণ করুন: অর্থাৎ আপনার ধৈর্যের জন্য নেকীর আশা রাখুন এবং এর দ্বারা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য করুন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার রবের এই আদেশ মেনে চলেছেন এবং দ্রুত সেটি পালন করেছেন। তিনি মানুষদেরকে সতর্ক করেছেন, স্পষ্ট আয়াতসমূহের দ্বারা তিনি তাদের কাছে আল্লাহর সকল দাবি এবং তার সম্মান ও বড়ত্বের বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন। আর আল্লাহকে সম্মান করার প্রতি তিনি সৃষ্টিদেরকে আহ্বান করেছেন, সাথে সাথে তিনি নিজে তার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ আমলসমূহকে সকল খারাপী থেকে পবিত্র করেছেন এবং মূর্তি ও মূতির ইবাদতকারী, শিরক ও মুশরিকসহ যেগুলো আল্লাহ থেকে দূরবর্তী করে সেগুলো তিনি বর্জন করেছেন। আর আল্লাহর অনুগ্রহের পরে মানুষের ওপর তার অনেক অনুগ্রহ রয়েছে। কিন্তু তিনি তাদের কাছে এর কোন প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতা দাবি করেননি। আর তিনি আল্লাহর জন্য পরিপূর্ণভাবে ধৈর্যধারণ করেছেন। আল্লাহর আনুগত্যে, তার নাফরমানী থেকে এবং কষ্টদায়ক নির্ধারণে এই সকল ক্ষেত্রেই তিনি ধৈর্যধারণ করেছেন। এমনকি অবশেষে তিনি দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ রসূলগণকেও ছাড়িয়ে গিয়েছেন। তার এবং তাদের ওপর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সালাত ও সালাম নাযিল হোক। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَإِذَا نُقِرَ فِي ٱلنَّاقُورِ ۝٨ فَذَٰلِكَ يَوۡمَئِذٖ يَوۡمٌ عَسِيرٌ ۝٩ عَلَى ٱلۡكَٰفِرِينَ غَيۡرُ يَسِيرٖ ۝١٠﴾



৭৪:৮- অতঃপর যখন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে

৭৪:৯- আর সেদিন হবে কঠিন দিন।

৭৪:১০- যা কাফিরদের জন্য সহজ নয়।



ব্যাখ্যা:

কবর থেকে দাঁড়ানোর জন্য এবং পুনরুত্থান ও হাশরে একত্রিত করার জন্য যখন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, ﴿فَذَٰلِكَ يَوۡمَئِذٖ يَوۡمٌ عَسِيرٌ﴾ আর সেদিন হবে কঠিন দিন: তার ভয়াবহতা ও কঠিন অবস্থা অনেক বেশি হওয়ার জন্য।

﴿عَلَى ٱلۡكَٰفِرِينَ غَيۡرُ يَسِيرٖ﴾ যা কাফিরদের জন্য সহজ নয়: কেননা তারা সকল ধরনের কল্যাণ থেকে নিরাশ হয়ে যাবে এবং নিজেদের ধ্বংস ও বিনাশের বিষয়ে নিশ্চিত হবে। এখান থেকে বুঝা যায় যে, সেদিন মুমিনগণের জন্য খুব সহজ হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿يَقُولُ ٱلۡكَٰفِرُونَ هَٰذَا يَوۡمٌ عَسِرٞ﴾ কাফিররা বলবে, এটি বড়ই কঠিন দিন (সূরা আল ক্বমার: ৮)। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন,



﴿ذَرۡنِي وَمَنۡ خَلَقۡتُ وَحِيدٗا ۝١١ وَجَعَلۡتُ لَهُۥ مَالٗا مَّمۡدُودٗا ۝١٢ وَبَنِينَ شُهُودٗا ۝١٣ وَمَهَّدتُّ لَهُۥ تَمۡهِيدٗا ۝١٤ ثُمَّ يَطۡمَعُ أَنۡ أَزِيدَ ۝١٥ كَلَّآۖ إِنَّهُۥ كَانَ لِأٓيَٰتِنَا عَنِيدٗا ۝١٦ سَأُرۡهِقُهُۥ صَعُودًا ۝١٧﴾



৭৪:১১- ছেড়ে দিন আমাকে ও যাকে আমি সৃষ্টি করেছি একাকী অবস্থায়।

৭৪:১২- আর আমি তাকে দিয়েছি বিপুল ধন-সম্পদ

৭৪:১৩- এবং নিত্যসঙ্গী পুত্রগণ

৭৪:১৪- আর তাকে দিয়েছি স্বাচ্ছন্দ জীবনের প্রচুর উপকরণ

৭৪:১৫- এর পরও সে কামনা করে যে, আমি তাকে আরও বেশি দেই

৭৪:১৬- কখনো নয়, সে তো আমাদের নিদর্শনসমূহের বিরুদ্ধাচারী।

৭৪:১৭- অচিরেই আমি তাকে (জাহান্নামের পিচ্ছিল পাথরে) আরোহণ করতে বাধ্য করবো।



ব্যাখ্যা:

হকের বিরোধী এবং আল্লাহ ও তার রসূলের বিরুদ্ধে সংগ্রামকারী ওয়ালীদ ইবনুল মুগীরাহ সম্পর্কে এই আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তার এমনভাবে নিন্দা করছেন যেভাবে তিনি অন্য কারো নিন্দা করেননি। এটি হলো তার প্রতিদান যে ব্যক্তি হকের বিরোধিতা করে ও তাকে ছুড়ে ফেলে। তার জন্য দুনিয়াতেই রয়েছে লাঞ্ছনা আর আখিরাতের আযাব তো আরো বেশি লাঞ্ছনাকর।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا﴾ ছেড়ে দিন আমাকে ও যাকে আমি সৃষ্টি করেছি একাকী অবস্থায়: অর্থাৎ তাকে আমি কোন সম্পদ ও পরিবার পরিজন ছাড়াই একাকী করে সৃষ্টি করেছি। তারপর সর্বদাই তাকে লালিত পালিত করেছি এবং তাকে সেগুলো দিয়েছি।

﴿وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّمْدُودًا﴾ আর আমি তাকে দিয়েছি বিপুল ধন-সম্পদ: অর্থাৎ অনেক সম্পদ।

﴿وَبَنِينَ شُهُودًا﴾ আর তাকে দিয়েছি নিত্যসঙ্গী পুত্রগণ: অর্থাৎ সর্বদাই তার কাছে উপস্থিত। সর্বদাই সে তাদের থেকে উপকৃত হয়েছে , তাদেরকে দিয়ে তার প্রয়োজন পুরা করেছে এবং তাদের থেকে সাহায্য পেয়েছে।

﴿وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا﴾ আর তাকে দিয়েছি স্বাচ্ছন্দ জীবনের প্রচুর উপকরণ: দুনিয়ার ও তার মাধ্যমগুলোকে তার জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত করেছি। এমনকি তার দাবিকৃত বিষয়গুলো তার সামনে নত হয়েছে এবং তার মন যা চেয়েছে সেগুলো সে পেয়েছে। ﴿ثُمَّ﴾ এর পরও: এই প্রচুর নিয়ামতের পরেও, ﴿يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ﴾ সে কামনা করে যে, আমি তাকে আরও বেশি দেই: সে কামনা করে যে, যেভাবে সে দুনিয়ার নিয়ামত পেয়েছে সেভাবেই সে যেন আখিরাতের নিয়ামতও পায়।

﴿كَلَّا﴾ কখনো নয়: অর্থাৎ সে যেমন কামনা করে বিষয়টি তেমন নয়। বরং বিষয়টি তার ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যের বিপরীত। এর কারণ হলো, ﴿إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا﴾ সে তো আমাদের নিদর্শনসমূহের বিরুদ্ধাচারী: সে নিদর্শনসমূহ জানার পরে তা অস্বীকার করেছে। তাকে হকের দিকে আহ্বান করা হয়েছে কিন্তু সে তার সামনে নত হয়নি। আর সে শুধু

হককে উপেক্ষা করা ও তার থেকে বিমুখ হওয়াতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং সে তার বিরূদ্ধে সংগ্রাম করেছে এবং তা বাতিল প্রমাণ করাতে প্রচেষ্টা চালিয়েছে।

এজন্য আল্লাহ তা'আলা তার সম্পর্কে বলেন,

﴿ إِنَّهُۥ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ﴿١٨﴾ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿١٩﴾ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿٢٠﴾ ثُمَّ نَظَرَ ﴿٢١﴾ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ﴿٢٢﴾ ثُمَّ أَدْبَرَ وَٱسْتَكْبَرَ ﴿٢٣﴾ فَقَالَ إِنْ هَٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ ﴿٢٤﴾ إِنْ هَٰذَآ إِلَّا قَوْلُ ٱلْبَشَرِ ﴿٢٥﴾ سَأُصْلِيهِ سَقَرَ ﴿٢٦﴾ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا سَقَرُ ﴿٢٧﴾ لَا تُبْقِى وَلَا تَذَرُ ﴿٢٨﴾ لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ ﴿٢٩﴾ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ﴿٣٠﴾ وَمَا جَعَلْنَآ أَصْحَٰبَ ٱلنَّارِ إِلَّا مَلَٰٓئِكَةً ۙ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِيمَٰنًا وَلَا يَرْتَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْكَٰفِرُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا ۚ كَذَٰلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ ۚ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ۚ وَمَا هِىَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ ﴿٣١﴾ ﴾

৭৪:১৮- সে তো চিন্তা করলো এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো।

৭৪:১৯- সুতরাং ধ্বংস হোক সে! কেমন করে সে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো!

৭৪:২০- তারপরও ধ্বংস হোক সে! কেমন করে সে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলো!

৭৪:২১- তারপর সে তাকাল।

৭৪:২২- তারপর সে ভ্রূকুঞ্চিত করলো ও মুখ বিকৃত করলো।

৭৪:২৩- তারপর সে পিছন ফিরল এবং অহংকার করলো।

৭৪:২৪- অতঃপর সে বললো, এ তো লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত জাদু ভিন্ন আর কিছু নয়।

৭৪:২৫- এ তো মানুষেরই কথা,

৭৪:২৬- অচিরেই আমি তাকে দগ্ধ করব 'সাকার' এ

৭৪:২৭- আর আপনাকে কিসে জানাবে 'সাকার' কী?

৭৪:২৮- এটা অবশিষ্টও রাখবে না এবং ছেড়েও দেবে না।

৭৪:২৯- এটা তো চামড়া পুড়িয়ে কালো করে দেবে,

৭৪:৩০- 'সাকার'-এর তত্ত্বাবধানে রয়েছে ঊনিশজন প্রহরী।

৭৪:৩১- আর আমরা তো জাহান্নামের প্রহরী কেবল ফেরেশতাদেরকেই করেছি; কাফিরদের পরীক্ষাস্বরূপই আমরা তাদের এ সংখ্যা উল্লেখ করেছি যাতে কিতাবপ্রাপ্তদের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে, আর যারা ঈমান এনেছে তাদের ঈমান বেড়ে যায়। আর কিতাবপ্রাপ্তারা ও মুমিনরা সন্দেহ পোষণ না করে। আর যেন এর ফলে যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা ও কাফিররা বলে, আল্লাহ্ এ (সংখ্যার) উপমা (উল্লেখ করা) দ্বারা কি ইচ্ছা করেছেন? এভাবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছে পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছে হেদায়াত করেন। আর আপনার রবের বাহিনী সম্পর্কে তিনি ছাড়া কেউ জানে না। আর জাহান্নামের এ বর্ণনা তো মানুষের জন্য এক উপদেশ মাত্র।

ব্যাখ্যা:

﴿إِنَّهُۥ فَكَّرَ﴾ সে তো চিন্তা করলো: অর্থাৎ নিজে নিজে সে চিন্তা করলো।

﴿وَقَدَّرَ﴾ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো: যে বিষয়ে সে চিন্তা করলো সে অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিলো, যাতে সে এমন কথা বলে যেই কথাতে কুরআন বাতিল প্রমাণ হয়।

﴿فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۝١٩ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ﴾ সুতরাং ধ্বংস হোক সে! কেমন করে সে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো! তারপরও ধ্বংস হোক সে! কেমন করে সে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলো: কেননা সে এমন বিষয়ের সিদ্ধান্ত নিলো যা তার আয়ত্তের মধ্যে নয়। আর সে এমন কাজ করার ইচ্ছা করেছে যেটি সে এবং তার মতো কেউই করতে পারবে না।

﴿ثُمَّ نَظَرَ﴾ তারপর সে তাকাল: যা বললো সেদিকে।

﴿ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ﴾ তারপর সে ভ্রকুঞ্চিত করলো ও মুখ বিকৃত করলো: হককে অবজ্ঞা ও ঘৃণা করে।

﴿ثُمَّ أَدْبَرَ﴾ তারপর সে পিছন ফিরল: অর্থাৎ মুখ ফিরিয়ে নিলো।

﴿وَٱسْتَكْبَرَ﴾ এবং অহংকার করলো: তার কথা, কাজ ও চিন্তাগত প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ সে বললো,

﴿فَقَالَ إِنۡ هَٰذَآ إِلَّا سِحۡرٞ يُؤۡثَرٌ ٢٤ إِنۡ هَٰذَآ إِلَّا قَوۡلُ ٱلۡبَشَرِ﴾

এ তো লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত জাদু ভিন্ন আর কিছু নয়। এ তো মানুষেরই কথা:

অর্থাৎ এটি আল্লাহর কথা নয়। বরং এটি মানুষের কথা। আর এটি উত্তম মানুষেরও কথা নয়। বরং এটি তাদের মধ্যকার পাপাচারী, নিকৃষ্ট ও মিথ্যাবাদী জাদুকরের কথা। তার জন্য দুর্ভোগ! সে সঠিক থেকে কত দূরে! আর সে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার কত উপযুক্ত!

মস্তিষ্কে কীভাবে এই চিন্তা আসে অথবা কীভাবে মানুষের মন এই কল্পনা করতে পারে যে, সবচেয়ে উচ্চমানের ও শ্রেষ্ঠ কথা, মহান, মর্যাদাবান ও সম্মানিত রবের কথা দরিদ্র ও ত্রুটিপূর্ণ মাখলুকের কথার মতো হবে? আবার কীভাবে এই মিথ্যাবাদী ও অবাধ্য ব্যক্তি প্রথম সৃষ্টিকারী ও পুনরায় সৃষ্টিকারী আল্লাহর কথাকে এই বিশেষণ লাগাতে সাহস পায়? সুতরাং তার একমাত্র পাওনা হলো কঠিন ও ভয়াবহ আযাব ও শাস্তি। এজন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿سَأُصۡلِيهِ سَقَرَ ٢٦ وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا سَقَرُ ٢٧ لَا تُبۡقِي وَلَا تَذَرُ﴾

অচিরেই আমি তাকে দগ্ধ করব 'সাকার' এ। আর আপনাকে কিসে জানাবে 'সাকার' কী? এটা অবশিষ্টও রাখবে না এবং ছেড়েও দেবে না: অর্থাৎ এর তীব্রতার কারণে আযাবপ্রাপ্ত ব্যক্তির কোন কিছুকে ছাড়বে না। বরং সর্বত্র এই আযাব পৌঁছবে।

﴿لَوَّاحَةٞ لِّلۡبَشَرِ﴾ এটা তো চামড়া পুড়িয়ে কালো করে দেবে: অর্থাৎ এই আযাব তাদেরকে দগ্ধ করবে এবং তাদের চামড়া পুড়িয়ে দিবে এবং এর গরম ও শীতলতার তীব্রতা তাদেরকে অস্থির করে তুলবে।

﴿عَلَيۡهَا تِسۡعَةَ عَشَرَ﴾ 'সাকার'-এর তত্ত্বাবধানে রয়েছে ঊনিশজন প্রহরী: অর্থাৎ ফেরেশতাগণের মধ্য থেকে এর প্রহরী হিসেবে উনিশজন ফেরেশতা থাকবে। তারা হবে অত্যন্ত কঠোর হৃদয়ের, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে যা আদেশ করেন সেগুলোর তারা অবাধ্য হয় না। আর তাদেরকে যা আদেশই করা হয় সেটিই তারা পালন করে।

﴿وَمَا جَعَلۡنَآ أَصۡحَٰبَ ٱلنَّارِ إِلَّا مَلَٰٓئِكَةٗۙ﴾ আর আমরা তো জাহান্নামের প্রহরী কেবল ফেরেশতাদেরকেই করেছি: তাদের শক্তি ও সক্ষমতার কারণে।

﴿وَمَا جَعَلۡنَا عِدَّتَهُمۡ إِلَّا فِتۡنَةٗ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ﴾ কাফিরদের পরীক্ষাস্বরূপই আমরা তাদের এ সংখ্যা উল্লেখ করেছি: হতে পারে এটি দিয়ে উদ্দেশ্য হলো, (আমরা এই সংখ্যা উল্লেখ

করেছি) তাদের আযাব ও শাস্তির জন্য এবং যাতে তাদের শাস্তি আরো বেড়ে যায়। কেননা আযাবকে ফিতনা হিসেবেও নামকরণ করা হয়।

যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿يَوۡمَ هُمۡ عَلَى ٱلنَّارِ يُفۡتَنُونَ﴾ যেদিন তাদেরকে আগুনে শাস্তি দেয়া হবে (সূরা আয যারিয়াত: ১৩)।

আবার হতে পারে এটি দিয়ে উদ্দেশ্য হলো, আমরা তোমাদের কাছে তাদের সংখ্যা বর্ণনা করলাম শুধু এই জন্য যে, যাতে করে আমরা জানতে পারি, কে তা সত্যায়ন করে আর কে তা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। এর পরে যা বর্ণনা করা হচ্ছে সেটিই এই অর্থকে প্রমাণ করে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿ لِيَسۡتَيۡقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ وَيَزۡدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِيمَٰنٗا ﴾ যাতে কিতাবপ্রাপ্তদের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে, আর যারা ঈমান এনেছে তাদের ঈমান বেড়ে যায়: আহলে কিতাবদের নিকটে যা রয়েছে তার অনুরূপ যখন হবে, তখন তাদের দৃঢ় বিশ্বাস আরো বেড়ে যাবে। আর আল্লাহ তা'আলা যখনই কোন আয়াত নাযিল করেন, তখনই মুমিনগণ তাতে ঈমান আনে এবং তাকে সত্যায়ন করে। ফলে এতে তাদের ঈমান বেড়ে যায়।

﴿وَلَا يَرۡتَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَ﴾ আর যাতে কিতাবপ্রাপ্তারা ও মুমিনরা সন্দেহ পোষণ না করে: অর্থাৎ যাতে তাদের থেকে সংশয় সন্দেহ দূর হয়ে যায়। এটি হলো একটি মহান উদ্দেশ্য, যাতে শুধু জ্ঞানীরাই মনোযোগ দেয়। আর সেটি হলো দীনের প্রতিটি মাসআলাতে এবং হকের বিপরীতে আসা সংশয় সন্দেহ দূর করার মাধ্যমে সর্বদাই ঈমান ও ইয়াকীন বাড়ানোর জন্য প্রচেষ্টা চালানো। আল্লাহ তা'আলা তার রসূলের ওপর যা নাযিল করেছেন সেটিকে তিনি এই বিরাট উপকার অর্জনকারী এবং সত্যবাদী থেকে মিথ্যাবাদীদেরকে পৃথককারী বানিয়েছেন।

এজন্য তিনি বলেন, ﴿ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٞ﴾ আর যেন এর ফলে যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে: অর্থাৎ সংশয়, সন্দেহ ও মুনাফিকীর ব্যাধি আছে তারা ও কাফিররা বলে, ﴿ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلٗاۚ﴾ আল্লাহ্ এ (সংখ্যার) উপমা (উল্লেখ করা) দ্বারা কী ইচ্ছা করেছেন: তারা হতবুদ্ধিতা ও সন্দেহের বশীভূত হয়ে এবং আল্লাহর আয়াতসমূহের সাথে কুফরীর কারণে এমনটি বলে। অথচ এটি আল্লাহ যাকে হিদায়াত দিতে চান তার জন্য হিদায়াত এবং যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করতে চান তার জন্য ভ্রষ্টতা। এজন্য তিনি বলেন, ﴿كَذَٰلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآءُ وَيَهۡدِي مَن يَشَآءُۚ﴾ এভাবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছে পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছে হিদায়াত করেন: আল্লাহ যাকে হিদায়াত করেন, তিনি যা তার রসূলের ওপর নাযিল করেছেন সেটিকে তিনি সেই ব্যক্তির জন্য রহমত ও ঈমান বৃদ্ধির মাধ্যম বানান। আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন, তিনি যা তার রসূলের ওপর নাযিল করেছেন

সেটিকে তিনি সেই ব্যক্তির জন্য দুর্ভাগ্য, হতবুদ্ধিতা এবং অন্ধকার বাড়ানোর মাধ্যম বানান। সুতরাং আবশ্যক হলো, আল্লাহ ও তার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে খবর দিয়েছেন সেগুলো আনুগত্যের সাথে গ্রহণ করা। কেননা তিনি ছাড়া ফেরেশতা ও অন্যদের মধ্য থেকে তোমার রবের বাহিনীর সংখ্যা আর কেউ জানেন না। যখন তোমরা তার বাহিনী সম্পর্কে অজ্ঞ, আর মহাজ্ঞানী ও সূক্ষ্মদর্শী আল্লাহ তা'আলাই তোমাদেরকে তার খবর দিচ্ছেন, সুতরাং তোমাদের জন্য আবশ্যক হলো, কোন ধরনের সংশয় সন্দেহ করা ছাড়াই সেই খবরকে সত্যায়ন করা।

﴿ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكۡرَىٰ لِلۡبَشَرِ﴾ আর এ বর্ণনা তো মানুষের জন্য এক উপদেশ মাত্র: এই ওয়াজ ও উপদেশ দিয়ে খেল তামাশা করা উদ্দেশ্য নয়। বরং এটি দিয়ে শুধু উদ্দেশ্য হলো, মানুষ এখান থেকে উপদেশ গ্রহণ করবে এবং যাতে তার কল্যাণ সেটি সে করবে এবং যাতে তার অকল্যাণ সেটি সে পরিত্যাগ করবে। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿كَلَّا وَٱلۡقَمَرِ ٣٢ وَٱلَّيۡلِ إِذۡ أَدۡبَرَ ٣٣ وَٱلصُّبۡحِ إِذَآ أَسۡفَرَ ٣٤ إِنَّهَا لَإِحۡدَى ٱلۡكُبَرِ ٣٥ نَذِيرٗا لِّلۡبَشَرِ ٣٦ لِمَن شَآءَ مِنكُمۡ أَن يَتَقَدَّمَ أَوۡ يَتَأَخَّرَ ٣٧ كُلُّ نَفۡسِۭ بِمَا كَسَبَتۡ رَهِينَةٌ ٣٨ إِلَّآ أَصۡحَٰبَ ٱلۡيَمِينِ ٣٩ فِي جَنَّٰتٖ يَتَسَآءَلُونَ ٤٠ عَنِ ٱلۡمُجۡرِمِينَ ٤١ مَا سَلَكَكُمۡ فِي سَقَرَ ٤٢ قَالُواْ لَمۡ نَكُ مِنَ ٱلۡمُصَلِّينَ ٤٣ وَلَمۡ نَكُ نُطۡعِمُ ٱلۡمِسۡكِينَ ٤٤ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلۡخَآئِضِينَ ٤٥ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوۡمِ ٱلدِّينِ ٤٦ حَتَّىٰٓ أَتَىٰنَا ٱلۡيَقِينُ ٤٧ فَمَا تَنفَعُهُمۡ شَفَٰعَةُ ٱلشَّٰفِعِينَ ٤٨ فَمَا لَهُمۡ عَنِ ٱلتَّذۡكِرَةِ مُعۡرِضِينَ ٤٩ كَأَنَّهُمۡ حُمُرٞ مُّسۡتَنفِرَةٞ ٥٠ فَرَّتۡ مِن قَسۡوَرَةِۭ ٥١ بَلۡ يُرِيدُ كُلُّ ٱمۡرِيٕٖ مِّنۡهُمۡ أَن يُؤۡتَىٰ صُحُفٗا مُّنَشَّرَةٗ ٥٢ كَلَّاۖ بَل لَّا يَخَافُونَ ٱلۡأٓخِرَةَ ٥٣ كَلَّآ إِنَّهُۥ تَذۡكِرَةٞ ٥٤ فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُۥ ٥٥ وَمَا يَذۡكُرُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُۚ هُوَ أَهۡلُ ٱلتَّقۡوَىٰ وَأَهۡلُ ٱلۡمَغۡفِرَةِ ٥٦﴾

৭৪:৩২- কখনোই না, চাঁদের শপথ,

৭৪:৩৩- শপথ রাতের, যখন তার অবসান ঘটে,

৭৪:৩৪- শপথ প্রভাতকালের, যখন তা আলোকোজ্জ্বল হয়

৭৪:৩৫- নিশ্চয় জাহান্নাম ভয়াবহ বিপদসমূহের অন্যতম,

৭৪:৩৬- মানুষের জন্য সতর্ককারীস্বরূপ

৭৪:৩৭- তোমাদের মধ্যে যে অগ্রসর হতে চায় কিংবা যে পিছিয়ে পড়তে চায় তার জন্য।

৭৪:৩৮- প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের দায়ে আবদ্ধ

৭৪:৩৯- কিন্তু ডান দিকের লোকেরা নয়।

৭৪:৪০- বাগ-বাগিচার মধ্যে তারা একে অপরকে জিজ্ঞেস করবে

৭৪:৪১- অপরাধীদের সম্পর্কে,

৭৪:৪২- তোমাদেরকে কিসে 'সাকার'-এ নিক্ষেপ করেছে?

৭৪:৪৩- তারা বলবে, আমরা সালাত আদায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না।

৭৪:৪৪- আর আমরা অভাবগ্রস্থকে খাদ্য দান করতাম না

৭৪:৪৫- এবং আমরা অনর্থক আলাপকারীদের সাথে বেহুদা আলাপে মগ্ন থাকতাম।

৭৪:৪৬- আর আমরা প্রতিদান দিবসে মিথ্যারোপ করতাম,

৭৪:৪৭- অবশেষে আমাদের কাছে মৃত্যু আগমন করে।

৭৪:৪৮- ফলে সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের কোন উপকার করবে না।

৭৪:৪৯- অতঃপর তাদের কী হয়েছে যে, তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় উপদেশ হতে?

৭৪:৫০- তারা যেন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পলায়নরত একপাল বন্য গাধা

৭৪:৫১- যারা সিংহের ভয়ে পলায়ন করেছে।

৭৪:৫২- বরং তাদের মধ্যকার প্রত্যেকেই কামনা করে যে, তাকে একটি উন্মুক্ত গ্রন্থ দেয়া হোক।

৭৪:৫৩- কখনো নয়; বরং তারা আখিরাতকে ভয় করে না।

৭৪:৫৪- কখনো নয়! এটিতো উপদেশ মাত্র।

৭৪:৫৫- অতএব যার ইচ্ছে সে তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করুক।

৭৪:৫৬- আর আল্লাহর ইচ্ছে ছাড়া কেউ উপদেশ গ্রহণ করতে পারে না; তিনিই যোগ্য যে, একমাত্র তারই তাকওয়া অবলম্বন করা হবে, আর তিনিই ক্ষমা করার অধিকারী।



ব্যাখ্যা:

﴿كَلَّا﴾ কখনোই না: এর অর্থ হলো অবশ্যই অথবা জেনে রেখো। তারপর আল্লাহ তা'আলা শপথ করছেন চাঁদের, রাত শেষ হওয়ার সময়ের এবং প্রভাতকালের

আলোকোজ্জ্বল হওয়া সময়ের। কেননা উল্লিখিত এই বিষয়গুলো আল্লাহ তা'আলার বিরাট নিদর্শনসমূহ রয়েছে, যেগুলো আল্লাহ তা'আলা পরিপূর্ণ ক্ষমতা, হিকমত, বিশাল ক্ষমতা, দয়া এবং জ্ঞানের মাধ্যমে সবকিছুকে পরিবেষ্টন করার বিষয়গুলোই প্রমাণ করে। আল্লাহ তা'আলার বাণী, ﴿إِنَّهَا﴾ নিশ্চয় সেটি: অর্থাৎ জাহান্নাম।

﴿ لَإِحۡدَى ٱلۡكُبَرِ﴾ ভয়াবহ বিপদসমূহের অন্যতম: অর্থাৎ সেটি ভয়াবহ বিপদসমূহ এবং ভয়ংকর বিষয়সমূহের একটি। যেহেতু আমরা তোমাদেরকে সেটি সম্পর্কে অবহিত করলাম এবং তোমাদেরও সেই বিষয়ে অন্তর্দৃষ্টি রয়েছে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অগ্রসর হতে চায়, সে এমন আমল করুক যেগুলো তার রবের নিকটবর্তী করে দিবে, তার রবের সন্তুষ্টি কাছে নিয়ে যাবে এবং সম্মানিত গৃহে তাকে নিয়ে যাবে। আর যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং যা আল্লাহ তা'আলা ভালোবাসেন ও যাতে সন্তুষ্ট হন সেগুলো থেকে যে ব্যক্তি পিছিয়ে পড়তে চায়, সে পাপ কাজ করুক এবং এমন কাজ করুক যা তাকে জাহান্নামের নিকটবর্তী করে দিবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَقُلِ ٱلۡحَقُّ مِن رَّبِّكُمۡۖ فَمَن شَآءَ فَلۡيُؤۡمِن وَمَن شَآءَ فَلۡيَكۡفُرۡۚ إِنَّآ أَعۡتَدۡنَا لِلظَّٰلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمۡ سُرَادِقُهَاۚ وَإِن يَسۡتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءٖ كَٱلۡمُهۡلِ يَشۡوِي ٱلۡوُجُوهَۚ بِئۡسَ ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتۡ مُرۡتَفَقٗا﴾

আর বলুন, সত্য আসে তোমাদের রবের নিকট থেকে। সুতরাং যার ইচ্ছা সে ঈমান আনুক আর যার ইচ্ছা সে কুফরী করুক। নিশ্চয় আমরা জালিমদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি আগুন, যার বেষ্টনী তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। তারা পানীয় চাইলে তাদেরকে দেয়া হবে গলিত ধাতুর ন্যায় পানীয়, যা তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে। এটি কতই না নিকৃষ্ট পানীয় আর জাহান্নাম কত নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল (সূরা আল কাহাফ: ২৯)।

﴿كُلُّ نَفۡسِۭ بِمَا كَسَبَتۡ ﴾ প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের দায়ে: অর্থাৎ খারাপ ও মন্দ আমলসমূহের দায়ে।

﴿رَهِينَةٌ﴾ আবদ্ধ: তার প্রচেষ্টায় বন্দী, যা তার ঘাড়ে সংযুক্ত করে দেয়া হয়েছে এবং গলায় বেড়ি হিসেবে পরিয়ে দেয়া হয়েছে, যার কারণে তার জন্য আযাব আবশ্যক হয়েছে।

﴿إِلَّآ أَصۡحَٰبَ ٱلۡيَمِينِ ﴾ কিন্তু ডান দিকের লোকেরা নয়: কেননা তারা আবদ্ধ নয়। বরং তারা মুক্ত এবং আনন্দিত।

﴿فِي جَنَّٰتٖ يَتَسَآءَلُونَ ۝ عَنِ ٱلۡمُجۡرِمِينَ ﴾ বাগ-বাগিচার মধ্যে তারা একে অপরকে জিজ্ঞেস করবে। অপরাধীদের সম্পর্কে: সেই জান্নাতে যেখানে তাদের কাংক্ষিত সকল

কিছুই পাবে এবং পরিপূর্ণ আরাম এবং প্রশান্তি থাকবে। এমন পরিস্থিতিতে তারা পরস্পর জিজ্ঞেসাবাদ করবে। আলোচনা করতে করতে তারা অপরাধীদের সম্পর্কে আলোচনা করবে যে, অপরাধীরা কোন অবস্থাতে এসে পৌঁছেছে? আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে যে ওয়াদা দিয়েছিলেন তা কি তারা পেয়েছে? জান্নাতীরা একে অন্যকে বলবে, তোমরা কি তাদেরকে উকি মেরে দেখবে? তখন তারা অপরাধীদেরকে জাহান্নামের মাঝখানে আযাবপ্রাপ্ত অবস্থায় দেখতে পাবে। তখন জান্নাতীরা সেই অপরাধীদেরকে বলবে, ﴿مَا سَلَكَكُمۡ فِي سَقَرَ﴾ তোমাদেরকে কিসে 'সাকার'-এ নিক্ষেপ করেছে: অর্থাৎ কোন জিনিসটি তোমাদেরকে এখানে প্রবেশ করালো এবং কোন পাপের কারণে তোমরা এর উপযুক্ত হয়ে গেলে? ﴿قَالُواْ لَمۡ نَكُ مِنَ ٱلۡمُصَلِّينَ ۝٤٣ وَلَمۡ نَكُ نُطۡعِمُ ٱلۡمِسۡكِينَ﴾ তারা বলবে, আমরা সালাত আদায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না। আর আমরা অভাবগ্রস্থকে খাদ্য দান করতাম না: অর্থাৎ মা'বুদ আল্লাহ তা'আলার প্রতি তাদের কোন ইখলাস এবং ইহসান ছিল না এবং অভাবগ্রস্থ সৃষ্টিদের প্রতি তাদের কোন উপকারও ছিল না।

﴿وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلۡخَآئِضِينَ﴾ আর আমরা অনর্থক আলাপকারীদের সাথে বেহুদা আলাপে মগ্ন থাকতাম: অর্থাৎ আমরা বাতিল নিয়ে মগ্ন থাকতাম এবং সেই বাতিল দিয়েই হকের বিপক্ষে ঝগড়া করতাম।

﴿ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوۡمِ ٱلدِّينِ﴾ আর আমরা প্রতিদান দিবসে মিথ্যারোপ করতাম: এটি হলো বাতিল নিয়ে মগ্ন থাকার ফল, তাহলো হককে মিথ্যারোপ করা। আর সবচেয়ে বড় হকগুলোর অন্তর্ভুক্ত হলো বিচার দিবস, যেটি হলো আমলসমূহের প্রতিদান এবং সকল সৃষ্টির সামনে আল্লাহ তা'আলার রাজত্ব ও ফায়সালা প্রকাশিত হওয়ার স্থান। কিন্তু আমাদের আমল সেই বাতিল মাযহাবের ওপরই অটল ছিলো।

﴿حَتَّىٰٓ أَتَىٰنَا ٱلۡيَقِينُ﴾ অবশেষে আমাদের কাছে মৃত্যু আগমন করে: যখন তারা কুফরীর ওপরই মারা গেল, তখন তাদের সকল ছল চাতুরি শেষ হয়ে গেল এবং তাদের সামনের আশা আকাংক্ষার দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

﴿فَمَا تَنفَعُهُمۡ شَفَٰعَةُ ٱلشَّٰفِعِينَ﴾ ফলে সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের কোন উপকার করবে না: কেননা সুপারিশকারীরা তো শুধু তাদের জন্যই সুপারিশ করবে, যাদের ওপর আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট থাকবেন। কিন্তু এদের আমলসমূহ আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। আল্লাহ তা'আলা বিরোধিতাকারীদের পরিণাম এবং তাদের সাথে কী করা হবে সেগুলো বর্ণনা করার পরে জীবিত আছে এমন বিরোধিতাকারীদেরকে তিরস্কার এবং নিন্দা করে বলেন, ﴿فَمَا لَهُمۡ عَنِ ٱلتَّذۡكِرَةِ مُعۡرِضِينَ﴾ অতঃপর তাদের কী হয়েছে যে, তারা মুখ

ফিরিয়ে নেয় উপদেশ হতে: অর্থাৎ তারা সেই উপদেশ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে এবং তা থেকে উদাসীন থাকে? ﴿كَأَنَّهُمْ﴾ তারা যেন: অর্থাৎ উপদেশ থেকে ভীষণভাবে পলায়ন করাতে তারা যেন, ﴿حُمُرٌ مُّسْتَنفِرَةٌ﴾ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পলায়নরত একপাল বন্য গাধা: অর্থাৎ বন্য গাধা, যারা একে অন্যের থেকে (ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে) পলায়ন করে। ফলে তাদের দৌঁড়ের গতি আরো বেড়ে যায়।

﴿فَرَّتْ مِن قَسْوَرَةٍ﴾ যারা সিংহের ভয়ে পলায়ন করেছে: অর্থাৎ যারা শিকারকারী অথবা তীর নিক্ষেপকারী থেকে পলায়ন করছে অথবা সিংহসহ অনুরূপ প্রাণী থেকে পলায়ন করছে। এটি হলো হক থেকে পলায়ন করার সবচেয়ে বড় উদাহরণ। এমন ধরনের পলায়ন এবং বিমুখতার পরেও তারা বড় ধরনের দাবি করে,

﴿بَلْ يُرِيدُ كُلُّ ٱمْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُؤْتَىٰ صُحُفًا مُّنَشَّرَةً﴾

বরং তাদের মধ্যকার প্রত্যেকেই কামনা করে যে, তাকে একটি উন্মুক্ত গ্রন্থ দেয়া হোক: যেই গ্রন্থটি আকাশ থেকে নাযিল হবে। সে দাবি করে যে, এটি ছাড়া সে হকের সামনে অনুগত হবে না। অথচ সে মিথ্যা বলেছে। কেননা যদিও সকল ধরনের নিদর্শনও আসে তবুও তারা যন্তণাদায়ক আযাব দেখা পর্যন্ত ঈমান আনবে না। আর তাদের সামনে তো স্পষ্ট নিদর্শনাবলী এসেছে যেগুলো হককে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে। যদি তাদের মাঝে কোন কল্যাণ থাকতো, তাহলে অবশ্যই তারা ঈমান আনতো। এজন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿كَلَّا﴾ কখনো নয়: অর্থাৎ তারা যা দাবি করছে তা তাদেরকে দিবো না। আর এর দ্বারা তাদের শুধুই উদ্দেশ্য হলো আল্লাহকে অক্ষম প্রমাণিত করা।

﴿بَل لَّا يَخَافُونَ ٱلْآخِرَةَ﴾ বরং তারা আখিরাতকে ভয় করে না: যদি তারা আখিরাতকে ভয় করতো, তাহলে তাদের থেকে এমন কাজ হতো না।

﴿كَلَّآ إِنَّهُۥ تَذْكِرَةٌ﴾ কখনো নয়! এটিতো উপদেশ মাত্র: সর্বনামটি হয় এই সূরাকে বুঝাবে অথবা এতে যে উপদেশ রয়েছে তাকে বুঝাবে।

﴿فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُۥ﴾ অতএব যার ইচ্ছে সে তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করুক: কেননা তিনি রাস্তা বর্ণনা করে দিয়েছেন এবং দলীল স্পষ্ট করেছেন।

﴿وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ﴾ আর আল্লাহর ইচ্ছে ছাড়া কেউ উপদেশ গ্রহণ করতে পারে না: কেননা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা কার্যকর হবেই। সেখান থেকে ছোট বড় কোন কিছুই বেরিয়ে যেতে পারে না। এই আয়াতে ক্বাদারিয়্যাদের খণ্ডন রয়েছে, যারা বান্দার কাজগুলোকে আল্লাহর ইচ্ছার অধীন করে না। এই আয়াতে জাবরিয়্যাদেরও খণ্ডন রয়েছে,

যারা দাবি করে যে, বান্দার কোন ইচ্ছা নেই এবং প্রকৃত অর্থে তাদের কোন কাজও নেই। বরং তারা তাদের কাজের ওপর মাজবুর বা বাধ্য। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতে বান্দাদের জন্য প্রকৃত অর্থে ইচ্ছা ও কাজ সাব্যস্ত করছেন। আর বান্দাদের ইচ্ছা ও কাজকে আল্লাহ তা'আলা তার ইচ্ছার অধীন করেছেন।

﴿ هُوَ أَهۡلُ ٱلتَّقۡوَىٰ وَأَهۡلُ ٱلۡمَغۡفِرَةِ﴾ তিনিই যোগ্য যে, একমাত্র তারই তাকওয়া অবলম্বন করা হবে, আর তিনিই ক্ষমা করার অধিকারী: অর্থাৎ তিনিই একমাত্র যোগ্য যে, একমাত্র তারই তাকওয়া অবলম্বন করা হবে এবং একমাত্র তারই ইবাদত করা হবে। কেননা তিনিই ইলাহ, একমাত্র যার জন্যই ইবাদত করা উচিত। আর যে ব্যক্তি তাকওয়া অবলম্বন করবে এবং তার সন্তুষ্টির অনুসরণ করবে তাকে ক্ষমা করার একমাত্র তিনিই অধিকার রাখেন।

٧٥. سورة القيمة وَهِيَ مَكِّيَّةٌ

৭৫. সূরা আল কিয়ামাহ (মাক্কী, আয়াত ৪০)

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

﴿لَآ أُقۡسِمُ بِيَوۡمِ ٱلۡقِيَٰمَةِ ۝١ وَلَآ أُقۡسِمُ بِٱلنَّفۡسِ ٱللَّوَّامَةِ ۝٢ أَيَحۡسَبُ ٱلۡإِنسَٰنُ أَلَّن نَّجۡمَعَ عِظَامَهُۥ ۝٣ بَلَىٰ قَٰدِرِينَ عَلَىٰٓ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُۥ ۝٤ بَلۡ يُرِيدُ ٱلۡإِنسَٰنُ لِيَفۡجُرَ أَمَامَهُۥ ۝٥ يَسۡـَٔلُ أَيَّانَ يَوۡمُ ٱلۡقِيَٰمَةِ ۝٦﴾

৭৫:১- আমি শপথ করছি কিয়ামতের দিনের

৭৫:২- আমি আরো শপথ করছি তিরস্কারকারী আত্মার।

৭৫:৩- মানুষ কি মনে করে যে, আমরা কখনোই তার অস্থিসমূহ একত্র করতে পারবো না?

৭৫:৪- অবশ্যই হ্যাঁ, আমরা তার আঙ্গুলের আগা পর্যন্ত পুনর্বিন্যস্ত করতে সক্ষম।

৭৫:৫- বরং মানুষ তার ভবিষ্যতেও পাপাচার করতে চায়।

৭৫:৬- সে প্রশ্ন করে, কখন কিয়ামতের দিন আসবে?



ব্যাখ্যা:

এখানে ﴿لَآ﴾ শব্দটি না বোধক অর্থে ব্যবহৃত হয়নি এবং এটি অতিরিক্তও নয়। বরং এটি নিয়ে আসা হয়েছে বাক্যের সূচনা করার জন্য এবং এর পরবর্তী বক্তব্যকে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য। আর শপথের সাথে এটি অনেক বেশি ব্যবহার হওয়ার জন্য এটি দিয়ে বাক্যের সূচনা করাতে আশ্চর্যের কিছু নেই, যদিও মূলগতভাবে এটি বাক্য সূচনা করার জন্য আসে না।

এই স্থানে যেটি দিয়ে শপথ করা হয়েছে, সেটির ওপরেই আসলে শপথ করা হয়েছে, তা হলো, মৃত্যুর পরে পুনরায় জীবিত করা এবং মানুষদের কবর থেকে বের হয়ে আবার দাঁড়ানো। তারপর তাদের রব আল্লাহ তাআলা তাদের মাঝে বিচার করা পর্যন্ত তারা অপেক্ষা করবে।

﴿وَلَآ أُقۡسِمُ بِٱلنَّفۡسِ ٱللَّوَّامَةِ﴾ **আমি আরো শপথ করছি তিরস্কারকারী আত্মার:** তা হলো ভালো মন্দ সকল নফস। এখানে তিরস্কারকারী বলে নামকরণ করা হয়েছে। কারণ তা বেশি বেশি ইতস্তত করে, নিজেকে তিরস্কার করে এবং একই অবস্থাতে অটল থাকে না। আবার মৃত্যুর সময় যা আমল করেছে সেজন্য সে নিজেকে তিরস্কার করে। বরং মুমিন ব্যক্তির থেকে দুনিয়াতে যে শিথীলতা হয় অথবা বিভিন্ন হক আদায় করাতে ঘাটতি হয় অথবা যে গাফলতি হয়, সেগুলোর জন্য সে নিজেকে তিরস্কার করে। এখানে আল্লাহ তাআলা প্রতিদান দিয়ে শপথ করেছেন, প্রতিদানের ওপর শপথ করেছেন এবং সাথে সাথে যারা প্রতিদানের হকদার তাদের দিয়েও শপথ করেছেন।

এর সাথে সাথে আল্লাহ তাআলা বর্ণনা করছেন যে, কিছু অবাধ্য ব্যক্তিরা কিয়ামতের দিনকে মিথ্যারোপ করে। তিনি বলেন, ﴿أَيَحۡسَبُ ٱلۡإِنسَٰنُ أَلَّن نَّجۡمَعَ عِظَامَهُۥ﴾ **মানুষ কি মনে করে যে, আমরা কখনোই তার অস্থিসমূহ একত্র করতে পারবো না:** অর্থাৎ মৃত্যুর পরে তার অস্থিসমূহ একত্র করতে পারবো না। যেমনটি আল্লাহ তাআলা অন্য আয়াতে বলেন, ﴿ قَالَ مَن يُحۡيِ ٱلۡعِظَٰمَ وَهِيَ رَمِيمٞ﴾ সে বলে, কে অস্থিতে প্রাণ সঞ্চার করবে? যখন তা পচে গলে যাবে? (সূরা ইয়াসীন ৩৬:৭৮)। সে তার অজ্ঞতা ও সীমালঙ্ঘনের কারণে দেহের মূল ভিত্তি হাড়কে আবার সৃষ্টি করাতে আল্লাহর ক্ষমতাকে অসম্ভব মনে করে। আল্লাহ তাআলা তার প্রতিউত্তর দিয়ে বলেন, ﴿بَلَىٰ قَٰدِرِينَ عَلَىٰٓ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُۥ﴾ **অবশ্যই হ্যাঁ, আমরা তার আঙ্গুলের আগা পর্যন্ত পুনর্বিন্যস্ত করতে সক্ষম:** অর্থাৎ আঙ্গুলের অগ্রভাগ ও সেগুলোর হাড়সমূহকেও পুনর্বিন্যস্ত করতে সক্ষম, যেটি শরীরের প্রতিটি অঙ্গ

আবার পুনরায় সৃষ্টি করাকে আবশ্যক করে। কেননা যখন আঙ্গুলের অগ্রভাগ আবার সৃষ্টি হবে, তখন পুরো শরীরের সৃষ্টিও পরিপূর্ণ হবে। তার আল্লাহর ক্ষমতাকে অস্বীকার করাটা দলীলের ঘাটতি নয়। বরং তার পক্ষ থেকে এমন অস্বীকার সংঘটিত হওয়ার কারণ হলো, তার ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য হলো ভবিষ্যতে মৃত্যুর পরে পুনরায় জীবিত হওয়াকে অস্বীকার করা। فجور হলো, ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বলা। তারপর আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের অবস্থা বর্ণনা করে বলেন,

﴿فَإِذَا بَرِقَ ٱلۡبَصَرُ ۝٧ وَخَسَفَ ٱلۡقَمَرُ ۝٨ وَجُمِعَ ٱلشَّمۡسُ وَٱلۡقَمَرُ ۝٩ يَقُولُ ٱلۡإِنسَٰنُ يَوۡمَئِذٍ أَيۡنَ ٱلۡمَفَرُّ ۝١٠ كَلَّا لَا وَزَرَ ۝١١ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوۡمَئِذٍ ٱلۡمُسۡتَقَرُّ ۝١٢ يُنَبَّؤُاْ ٱلۡإِنسَٰنُ يَوۡمَئِذِۭ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ۝١٣ بَلِ ٱلۡإِنسَٰنُ عَلَىٰ نَفۡسِهِۦ بَصِيرَةٞ ۝١٤ وَلَوۡ أَلۡقَىٰ مَعَاذِيرَهُۥ ۝١٥﴾

৭৫:৭- যখন চোখ স্থির হয়ে যাবে

৭৫:৮- এবং চাঁদ হয়ে পড়বে কিরণহীন

৭৫:৯- আর যখন সূর্য ও চাঁদকে একত্র করা হবে

৭৫:১০- সে-দিন মানুষ বলবে, আজ পালাবার স্থান কোথায়?

৭৫:১১- কখনোই নয়, কোন আশ্রয়স্থল নেই।

৭৫:১২- সেদিন আপনার রবেরই কাছেই হবে অবস্থান স্থল।

৭৫:১৩- সেদিন মানুষকে অবহিত করা হবে সে কী আগে পাঠিয়েছে ও কী পিছনে রেখে গেছে।

৭৫:১৪- বরং মানুষ নিজের সম্পর্কে সম্যক অবগত

৭৫:১৫- যদিও সে নানা অজুহাত পেশ করে থাকে।

ব্যাখ্যা:

অর্থাৎ যখন কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে, তখন ভীষণ ভয়ে চোখ স্থির হয়ে যাবে এবং অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবে। ফলে নিজেদের দিকে তারা দৃষ্টি ফিরাবে না। যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَٰرُ ﴿٤٢﴾ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِى رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ۖ وَأَفْـِٔدَتُهُمْ هَوَآءٌ ﴿٤٣﴾ ﴾

আল্লাহ তাআলা জালিমদেরকে সেদিন পর্যন্ত অবকাশ দেন যেদিন তাদের চক্ষু হবে স্থির। ভীত-বিহ্বল চিত্তে ওপরের দিকে তাকিয়ে তারা ছুটোছুটি করবে, নিজেদের প্রতি তাদের দৃষ্টি ফিরবে না এবং তাদের অন্তর হবে শূন্য (সূরা ইবরাহীম: ৪২-৪৩)।

﴿وَخَسَفَ ٱلْقَمَرُ﴾ **আর চাঁদ হয়ে পড়বে কিরণহীন:** চাঁদের আলো ও প্রভাব শেষ হয়ে যাবে।

﴿وَجُمِعَ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ﴾ **আর যখন সূর্য ও চাঁদকে একত্র করা হবে:** আল্লাহ তাআলা তাদের সৃষ্টি করার পর থেকে তারা একত্র হয়নি। কিন্তু আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তাদেরকে একত্রিত করে দিবেন, চন্দ্রকে কিরণহীন করে দিবেন এবং সূর্যকে গুটিয়ে দিবেন। তারপর এই দু'টিকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন, যাতে করে বান্দারা দেখতে পায় যে, সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর অধীনস্থ বান্দা এবং যাতে করে সূর্য ও চন্দ্রের পুজারীরা জানতে পারে যে, তারা মিথ্যাবাদী ছিল।

﴿يَقُولُ ٱلْإِنسَٰنُ﴾ **সে-দিন মানুষ বলবে:** অর্থাৎ যখন তারা এই ভয়ংকর উত্তেজনাপূর্ণ অবস্থা দেখবে, তখন তারা বলবে, আজ পালাবার স্থান কোথায়: আমাদের ওপর যা আপতিত হয়েছে তা থেকে মুক্তি ও নিষ্কৃতির উপায় কোথায়?

﴿ كَلَّا لَا وَزَرَ ﴾ **কখনোই নয়, কোন আশ্রয়স্থল নেই:** আল্লাহ তাআলা ছাড়া কারো কোন আশ্রয়স্থল নেই।

﴿إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ ٱلْمُسْتَقَرُّ﴾ **সেদিন আপনার রবেরই কাছেই হবে অবস্থান স্থল:** অর্থাৎ সকল বান্দার আশ্রয়স্থল একমাত্র আপনার রবের নিকটেই। এই স্থান থেকে কারো পক্ষে নিজেকে আত্মগোপন করা অথবা পালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। বরং অবশ্যই সেখানে দাঁড়াতে হবে, যাতে করে প্রত্যেকের আমল অনুযায়ী প্রতিদান দেওয়া হয়। এজন্য আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿يُنَبَّؤُا۟ ٱلْإِنسَٰنُ يَوْمَئِذٍۭ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ﴾ **সেদিন মানুষকে অবহিত করা হবে সে কী আগে পাঠিয়েছে ও কী পিছনে রেখে গেছে:** অর্থাৎ ভালো মন্দ, পরের- আগের সকল আমল তাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হবে। আর তাদেরকে যেই খবরগুলো জানিয়ে দেওয়া হবে, সেগুলো তারা অস্বীকার করতে পারবে না।

﴿بَلِ ٱلْإِنسَٰنُ عَلَىٰ نَفْسِهِۦ بَصِيرَةٌ﴾ **বরং মানুষ নিজের সম্পর্কে সম্যক অবগত:** অর্থাৎ সে নিজেই প্রত্যক্ষদর্শী ও হিসাবনিকাশকারী। যদিও সে নানা অজুহাত পেশ করে থাকে:

কিন্তু সেই অজুহাতগুলো গ্রহণ করা হবে না এবং সেই অজুহাতগুলো বান্দার আমলের সামনে টিকবে না। ফলে বান্দা তা স্বীকার করবে। যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿ٱقۡرَأۡ كِتَٰبَكَ كَفَىٰ بِنَفۡسِكَ ٱلۡيَوۡمَ عَلَيۡكَ حَسِيبٗا﴾ তুমিই তোমার কিতাব পাঠ করো। আজ তুমি নিজেই তোমরা হিসাব নিকাশের জন্য যথেষ্ট (সূরা আল ইসরা: ১৪)।

বান্দা অস্বীকার করলেও অথবা তার আমলের কারণে অজুহাত পেশ করলেও তার এই অস্বীকার ও অজুহাত কোন কাজে আসবে না। কেননা তার বিপক্ষে তার শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সাক্ষ্য দিবে। আর তার অবকাশ চাওয়ার সময়ও শেষ হয়ে গেছে। ফলে তাও কোন উপকারে আসবে না।

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿فَيَوۡمَئِذٖ لَّا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَعۡذِرَتُهُمۡ وَلَا هُمۡ يُسۡتَعۡتَبُونَ﴾ সুতরাং যারা জুলুম করেছে সেদিন তাদের ওযর আপত্তি তাদের কোন কাজে আসবে না এবং তাদেরকে তিরস্কৃত হওয়ার (মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের) সুযোগও দেয়া হবে না (সূরা আর রূম: ৫৭)। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন,



﴿لَا تُحَرِّكۡ بِهِۦ لِسَانَكَ لِتَعۡجَلَ بِهِۦٓ ١٦ إِنَّ عَلَيۡنَا جَمۡعَهُۥ وَقُرۡءَانَهُۥ ١٧ فَإِذَا قَرَأۡنَٰهُ فَٱتَّبِعۡ قُرۡءَانَهُۥ ١٨ ثُمَّ إِنَّ عَلَيۡنَا بَيَانَهُۥ ١٩﴾



৭৫:১৬- তাড়াতাড়ি ওহী আয়ত্ত করার জন্য আপনি আপনার জিহ্বাকে দ্রুত সঞ্চালন করবেন না।

৭৫:১৭- নিশ্চয় এর সংরক্ষণ ও পাঠ করাবার দায়িত্ব আমাদেরই।

৭৫:১৮- কাজেই যখন আমরা তা পাঠ করি আপনি সে পাঠের অনুসরণ করুন,

৭৫:১৯- তারপর তার বর্ণনার দায়িত্ব নিশ্চিতভাবে আমাদেরই।



ব্যাখ্যা:

জিবরাইল আলাইহিস সালাম যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে ওহী নিয়ে এসে তিলাওয়াত করা শুরু করতেন, তখন তার তিলাওয়াত শেষ হওয়ার আগেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাড়াহুড়া করতেন এবং জিবরাইল আলাইহিস সালামের তিলাওয়াতের সাথে সাথেই তিলাওয়াত করতেন। আল্লাহ তাআলা তাকে এটি

থেকে নিষেধ করে বলেন, ﴿وَلَا تَعۡجَلۡ بِٱلۡقُرۡءَانِ مِن قَبۡلِ أَن يُقۡضَىٰٓ إِلَيۡكَ وَحۡيُهُۥۖ﴾ আর আপনার প্রতি আল্লাহর ওহী সম্পূর্ণ হওয়ার আগে আপনি কুরআন পাঠে তাড়াহুড়া করবেন না (সুরা ত্ব-হা: ১১৪)।

আর আল্লাহ তাআলা এখানে বলেন, ﴿لَا تُحَرِّكۡ بِهِۦ لِسَانَكَ لِتَعۡجَلَ بِهِۦٓ﴾ **তাড়াতাড়ি ওহী আয়ত্ত করার জন্য আপনি আপনার জিহ্বাকে দ্রুত সঞ্চালন করবেন না:** তারপর আল্লাহ তাআলা এর দায়িত্ব নিলেন যে, তিনি অবশ্যই এর হিফাযত করবেন ও এটিকে তিলাওয়াত করাবেন এবং এটিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরে সংরক্ষন করবেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿إِنَّ عَلَيۡنَا جَمۡعَهُۥ وَقُرۡءَانَهُۥ﴾ **নিশ্চয় এর সংরক্ষণ ও পাঠ করাবার দায়িত্ব আমাদেরই:** আপনার অন্তরে আগ্রহ হওয়ার কারণ হলো, যাতে তা হারিয়ে না যায় এবং আপনি ভুলে না যান। কিন্তু যখন আল্লাহ তাআলা আপনার জন্য এটি সংরক্ষন করার দায়িত্ব নিলেন, তখন এমনটি করার আর কোন প্রয়োজন নেই।

﴿فَإِذَا قَرَأۡنَٰهُ فَٱتَّبِعۡ قُرۡءَانَهُۥ﴾ **কাজেই যখন আমরা তা পাঠ করি আপনি সে পাঠের অনুসরণ করুন:** অর্থাৎ যখন আল্লাহ তাআলা আপনার ওপর যা ওহী করেছেন তা জিবরীল আলাইহিস সালাম তিলাওয়াত করা শেষ করেন, তখন তিনি যা তিলাওয়াত করলেন, আপনি তার অনুসরণ করুন।

﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيۡنَا بَيَانَهُۥ﴾ **তারপর তার বর্ণনার দায়িত্ব নিশ্চিতভাবে আমাদেরই:** অর্থাৎ সেগুলোর অর্থ বর্ণনার দায়িত্ব আমাদেরই। আল্লাহ তাআলা সেগুলোর শব্দ ও অর্থ উভয়টিই সংরক্ষণের ওয়াদা করলেন। আর এটি হলো সর্বোচ্চ ধরনের সংরক্ষণ। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার রবের শেখানো আদব মেনে চলেন। তারপর থেকে জিবরীল আলাইহিস সালাম যখন কুরআন তিলাওয়াত করতেন, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুপ থাকতেন। জিবরীল আলাইহিস সালাম তিলাওয়াত শেষ করলে, তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিলাওয়াত করতেন।

এই আয়াতে জ্ঞানার্জনে আদবের কথা বর্ণিত হয়েছে। সেটি হলো, শিক্ষক যেই মাসআলা শুরু করবেন, সেটি শেষ করার আগে যেন ছাত্র তাড়াহুড়া না করে। তারপর শিক্ষক যখন সেটি শেষ করবেন, তখন যেখানে বুঝতে সমস্যা মনে হবে, ছাত্র তা জিজ্ঞেস করবে। অনুরূপভাবে আলোচনার শুরুতেই যদি প্রতিউত্তরযোগ্য অথবা পছন্দনীয় কোন কথা থাকে, তাহলে সেই আলোচনা শেষ করার আগে তার প্রতিউত্তর করতে অথবা সেটি গ্রহণ করতে তাড়াহুড়া করবে না। কারণ, যাতে করে এর মাধ্যমে শিক্ষকের আলোচনাতে যেই হক বা বাতিল রয়েছে সেটি স্পষ্ট হয়ে যায় এবং যাতে ছাত্র এমনভাবে শিক্ষকের কথা বুঝে, যার মাধ্যমে তার প্রতিউত্তর করতে পারে।

এই আয়াতে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উম্মতের জন্য যেমন ওহীর শব্দ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন, ঠিক তেমনই তিনি সেগুলোর অর্থও স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন,



﴿كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ ۝٢٠ وَتَذَرُونَ ٱلْأَخِرَةَ ۝٢١ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ۝٢٢ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ۝٢٣ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ ۝٢٤ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ۝٢٥﴾



৭৫:২০- কখনো না, বরং তোমরা দুনিয়ার জীবনকে ভালোবাস

৭৫:২১- আর তোমরা আখেরাতকে উপেক্ষা কর।

৭৫:২২- সেদিন কোন কোন মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে,

৭৫:২৩- তারা তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে।

৭৫:২৪- আর কোন কোন মুখমণ্ডল হয়ে পড়বে বিবর্ণ,

৭৫:২৫- আশংকা করবে যে, এক ধ্বংসকারী বিপর্যয় তাদের ওপর আপতিত হবে।



ব্যাখ্যাঃ

অর্থাৎ যেই কারণে তোমরা গাফিল হয়ে আছো এবং আল্লাহর উপদেশ থেকে বিমুখ হয়ে আছো, তার কারণ হলো, ﴿تُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ﴾ **তোমরা দুনিয়ার জীবনকে ভালোবাসঃ** আর তোমরা দুনিয়া, তার সুখ শান্তি অর্জন করার জন্য খুবই প্রচেষ্টা কর এবং আখিরাতের ওপর দুনিয়াকে অগ্রাধিকার দাও। যার ফলে আখিরাতের জন্য আমল করা তোমরা ছেড়ে দিয়েছো। কারণ দুনিয়া, তার নিয়ামতসমূহ ও সুখ শান্তি তাৎক্ষনিক। আর মানুষ তাৎক্ষনিক জিনিসের ভালোবাসাতে আসক্ত। আর আখিরাতে যে স্থায়ী নিয়ামত রয়েছে তা তো পরে আসবে। এজন্য তোমরা তা থেকে গাফিল হয়ে আছো এবং তা পরিত্যাগ করেছো, মনে হয় যেন তোমাদেরকে তার জন্য সৃষ্টিই করা হয়নি এবং এই জগতই মনে হয় স্থায়ী জগত, যার জন্য তোমাদের মূল্যবান সময় তোমরা নষ্ট করছো এবং এই জগতের জন্য দিন রাত প্রচেষ্টা করছো। কিন্তু প্রকৃত বিষয়টি তোমাদের সম্পূর্ণ বিপরীত হবে এবং সেখানে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে। পক্ষান্তরে যদি তোমরা দুনিয়ার ওপরে আখিরাতকে অগ্রাধিকার দাও এবং দূরদর্শী, বিবেকবান মানুষের মতো পরিণামের দিকে দৃষ্টি দাও, তাহলে তোমরা অবশ্যই সফল হবে, এমন সফলতা লাভ করবে যাতে কোন ক্ষতি থাকবে না এবং যাতে কোন দুর্ভাগ্যতা থাকবে না। তারপর আল্লাহ তাআলা

আখিরাতে মানুষদের অবস্থা ও সেখানে তাদের বিভিন্ন স্তরভেদ হওয়ার বর্ণনা দেওয়ার মাধ্যমে আখিরাতকে অগ্রাধিকার দেওয়ার দিকে আহ্বান করে এমন বিষয়গুলো বর্ণনা করছেন। আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার ওপরে আখিরাতকে অগ্রাধিকার দানকারী মানুষদের প্রতিদানের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ﴾ **সেদিন কোন কোন মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে:** অর্থাৎ মুখমণ্ডল অনেক সুন্দর ও চমৎকার হবে। তাদের অন্তরে নিয়ামত, উজ্জ্বলতা ও রুহের আনন্দ থাকার কারণে মুখমণ্ডলে উজ্জ্বলতা ও আলো প্রকাশ পাবে।

﴿إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ **তারা তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে:** তারা তাদের রবের দিকে তাদের স্তরভেদে তাকিয়ে থাকবে। তাদের কেউ কেউ প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যাতে তাদের রবকে দেখবে। আবার কেউ কেউ প্রতি জুমুআতে একবার দেখবে। তারা তাদের রবের সম্মানিত চেহারা ও সৌন্দর্যতা উপভোগ করবে, যার মত আর কোন কিছুই নেই। যখন তারা আল্লাহ তাআলাকে দেখবে, তখন তারা যে নেয়ামতের মধ্যে আছে এবং তারা সুখ শান্তিতে রয়েছে, আনন্দে সেগুলো সব তারা ভুলে যাবে, যেটি বর্ণনা করা সম্ভব নয়। আর তাদের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হয়ে যাবে। যার ফলে তাদের সৌন্দর্য আরো বেড়ে যাবে। আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদেরকে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত করেন।

পক্ষান্তরে আখিরাতের ওপরে দুনিয়াকে অগ্রাধিকার দানকারীদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ﴾ **আর কোন কোন মুখমণ্ডল হয়ে পড়বে বিবর্ণ:** অর্থাৎ তাদের মুখমণ্ডল মলিন, বিষন্ন অবনত ও লাঞ্ছিত হয়ে পড়বে।

﴿تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ﴾ **আশংকা করবে যে, এক ধ্বংসকারী বিপর্যয় তাদের** ওপর **আপতিত হবে:** অর্থাৎ ভয়াবহ ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। একারণে তাদের চেহারাসমূহ পরিবর্তন হয়ে যাবে এবং বিবর্ণ হয়ে পড়বে। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿كَلَّآ إِذَا بَلَغَتِ ٱلتَّرَاقِيَ ﴿٢٦﴾ وَقِيلَ مَنْۜ رَاقٖ ﴿٢٧﴾ وَظَنَّ أَنَّهُ ٱلْفِرَاقُ ﴿٢٨﴾ وَٱلْتَفَّتِ ٱلسَّاقُ بِٱلسَّاقِ ﴿٢٩﴾ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ ٱلْمَسَاقُ ﴿٣٠﴾ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ ﴿٣١﴾ وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴿٣٢﴾ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ يَتَمَطَّيٰٓ ﴿٣٣﴾ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ﴿٣٤﴾ ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰٓ ﴿٣٥﴾ أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَٰنُ أَن يُتْرَكَ سُدًى ﴿٣٦﴾ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ﴿٣٧﴾ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ ﴿٣٨﴾ فَجَعَلَ مِنْهُ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنثَىٰٓ ﴿٣٩﴾ أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يُحْۦِيَ ٱلْمَوْتَىٰ ﴿٤٠﴾ ﴾

৭৫:২৬- কখনই না, যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হবে।

৭৫:২৭- এবং বলা হবে, কেউ ঝাড়ফুঁককারী আছে কি?

৭৫:২৮- তখন সে দৃঢ়-বিশ্বাস করে নেবে, এটাই তার বিদায়ের সময়।

৭৫:২৯- আর পায়ের গোছার সঙ্গে পায়ের গোছা জড়িয়ে যাবে।

৭৫:৩০- সেদিন আপনার রবের কাছেই সকলকে হাঁকিয়ে নেয়া হবে।

৭৫:৩১- সে বিশ্বাস করেনি এবং সালাতও আদায় করেনি।

৭৫:৩২- বরং সে মিথ্যারোপ করেছিল এবং মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল।

৭৫:৩৩- তারপর সে তার পরিবার পরিজনের কাছে চলে গিয়েছিল অহংকার করে

৭৫:৩৪- দুর্ভোগ তোমার জন্য, দুর্ভোগ!

৭৫:৩৫- আবার দুর্ভোগ তোমার জন্য, দুর্ভোগ!

৭৫:৩৬- মানুষ কি মনে করে যে, তাকে এমনি ছেড়ে দেয়া হবে?

৭৫:৩৭- সে কি বীর্যের স্খলিত শুক্রবিন্দু ছিল না?

৭৫:৩৮- অতঃপর সে রক্তপিন্ডে পরিণত হয়। তারপর আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেন এবং সুঠাম করেন।

৭৫:৩৯- অতঃপর তিনি তা থেকে সৃষ্টি করেন জোড়ায় জোড়ায় পুরুষ ও নারী।

৭৫:৪০- তবুও কি সে স্রষ্টা মৃতকে পুনর্জীবিত করতে সক্ষম নন?



ব্যাখ্যাঃ

আল্লাহ তাআলা মুমূর্ষ ব্যক্তির মৃত্যুর সময়ের অবস্থা বর্ণনা করে তার বান্দাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন। যখন মুমূর্ষ ব্যক্তির রূহ কণ্ঠাগত হয় অর্থাৎ সেই হাড়ের নিকটে আসে, যেটি গলাকে পরিবেষ্টন করে রাখে, তখন তার কষ্ট চরমে পৌঁছে। আর সে তখন সকল ধরনের মাধ্যম তালাশ করে এবং মনে করে যে, এর মাধ্যমে তার আরোগ্য হবে ও সে আরাম পাবে। এজন্য আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَقِيلَ مَنْ ۜ رَاقٍ﴾ **আর বলা হবে, কেউ ঝাড়ফুঁককারী আছে কিঃ** অর্থাৎ কেউ কি আছে, যে তাকে ঝাড়ফুঁক দিবে? কেননা প্রচলিত বাহ্যিক মাধ্যমগুলোর আশা শেষ হয়ে গেছে, এখন একমাত্র ইলাহী মাধ্যম ছাড়া আর অন্য কোন মাধ্যম অবশিষ্ট নেই। কিন্তু আল্লাহ তাআলার ফায়সালা ও নির্ধারণ যখন এসে যায়, তখন সেটিকে দূর করার আর কেউ থাকে না।

﴿وَظَنَّ أَنَّهُ ٱلۡفِرَاقُ﴾ **তখন সে দৃঢ়-বিশ্বাস করে নেবে, এটাই তার বিদায়ের সময়:** অর্থাৎ দুনিয়া থেকে বিদায়ের সময়।

﴿وَٱلۡتَفَّتِ ٱلسَّاقُ بِٱلسَّاقِ﴾ **আর পায়ের গোছার সঙ্গে পায়ের গোছা জড়িয়ে যাবে:** অর্থাৎ সকল বিপদ একত্রিত হবে এবং তার কষ্ট অনেক জটিল ও কঠিন আকার ধারন করবে। এখানে উদ্দেশ্য হলো, যেই শরীরের সাথে সর্বদাই ছিল, সেটি বের হবে এবং তাকে আল্লাহ তাআলার দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যাতে তার আমলসমূহের প্রতিদান দেওয়া হয় এবং তাকে সেই আমলগুলোর স্বীকার করানো হয়। এটি হলো হুমকি, যা আল্লাহ তাআলা বর্ণনা করলেন। আল্লাহ তাআলা যাতে অন্তরসমূহের মুক্তি সেই দিকে পরিচালিত করছেন এবং যেখানে তাদের ধ্বংস রয়েছে সেখান থেকে তাদেরকে ভীতিপ্রদর্শন করছেন। কিন্তু এই আয়াতসমূহ অবাধ্যদের কোন উপকারে আসে না। বরং তারা তাদের সীমালঙ্ঘন, কুফরী ও অবাধ্যতার ওপর অটল থাকে।

﴿فَلَا صَدَّقَ﴾ **সে বিশ্বাস করেনি:** অর্থাৎ সে আল্লাহ, তার ফেরেশতাগণ, তার কিতাবসমূহ, তার রসূলগণ, আখিরাতের দিবস ও তাকদীরের ভালো মন্দের ওপর ঈমান আনেনি।

﴿وَلَا صَلَّىٰ ٣١ وَلَٰكِن كَذَّبَ﴾ **আর সালাতও আদায় করেনি। বরং সে মিথ্যারোপ করেছিল:** সেগুলো সত্যায়ন করার বদলে সে হককে মিথ্যারোপ করেছিল।

﴿وَتَوَلَّىٰ﴾ **আর মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল:** অর্থাৎ আদেশ ও নিষেধ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। সাথে সাথে সে তার রবকে ভয় না করে, তার থেকে সে নিশ্চিন্ত ছিল।

বরং ﴿ذَهَبَ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦ يَتَمَطَّىٰٓ﴾ সে **তার পরিবার পরিজনের কাছে চলে গিয়েছিল অহংকার করে:** এই বিষয়ে তার কোন পরোয়া ছিল না। তাই আল্লাহ তাআলা তাকে হুমকি দিয়ে বলছেন, ﴿أَوۡلَىٰ لَكَ فَأَوۡلَىٰ ٣٤ ثُمَّ أَوۡلَىٰ لَكَ فَأَوۡلَىٰٓ﴾ **দুর্ভোগ তোমার জন্য, দুর্ভোগ! আবার দুর্ভোগ তোমার জন্য, দুর্ভোগ:** এগুলো হলো ভীতিপ্রদর্শনমূলক বাক্য। বারবার ভীতিপ্রদর্শন করার জন্য বাক্যকে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। তারপর আল্লাহ তাআলা মানুষের প্রথম সৃষ্টির কথা বর্ণনা করছেন। তিনি বলেন, ﴿أَيَحۡسَبُ ٱلۡإِنسَٰنُ أَن يُتۡرَكَ سُدًى﴾ **মানুষ কি মনে করে যে, তাকে এমনি ছেড়ে দেয়া হবে:** অর্থাৎ তাকে কোন আদেশ নিষেধ করা হবে না এবং কোন প্রতিদান ও শাস্তি দেওয়া হবে না? এটি হলো বাতিল ধারণা এবং আল্লাহ সম্পর্কে এমন ধারণা, যেটি তার হিকমতের সাথে মানায় না।

﴿أَلَمۡ يَكُ نُطۡفَةٗ مِّن مَّنِيّٖ يُمۡنَىٰ ٣٧ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةٗ فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ﴾ **সে কি বীর্যের স্খলিত শুক্রবিন্দু ছিল না? অতঃপর সে রক্তপিন্ডে পরিণত হয়। তারপর আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেন এবং সুঠাম করেন:** অর্থাৎ সুদৃঢ় ও সুঠাম করেন।

﴿فَجَعَلَ مِنۡهُ ٱلزَّوۡجَيۡنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلۡأُنثَىٰٓ ٣٩ أَلَيۡسَ ذَٰلِكَ﴾ **অতঃপর তিনি তা থেকে সৃষ্টি করেন জোড়ায় জোড়ায় পুরুষ ও নারী। তবুও কি সে স্রষ্টা:** যিনি মানুষকে সৃষ্টি করলেন এবং বিভিন্ন স্তর পার করিয়ে তাকে এমন অবস্থাতে নিয়ে আসলেন, ﴿بِقَٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يُحۡۧيَ ٱلۡمَوۡتَىٰ﴾ **তিনি কি মৃতকে পুনর্জীবিত করতে সক্ষম নন:** হ্যাঁ, অবশ্যই। নিশ্চয় তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান।

٧٦. سورة الإنسان هِيَ مَكِّيَّةٌ

৭৬. সূরা আল ইনসান (মাক্কী, আয়াত ৩১)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

﴿هَلۡ أَتَىٰ عَلَى ٱلۡإِنسَٰنِ حِينٞ مِّنَ ٱلدَّهۡرِ لَمۡ يَكُن شَيۡـٔٗا مَّذۡكُورًا ١ إِنَّا خَلَقۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ مِن نُّطۡفَةٍ أَمۡشَاجٖ نَّبۡتَلِيهِ فَجَعَلۡنَٰهُ سَمِيعَۢا بَصِيرًا ٢ إِنَّا هَدَيۡنَٰهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرٗا وَإِمَّا كَفُورًا ٣﴾

৭৬:১- কালপ্রবাহে মানুষের ওপর কি এমন এক সময় আসেনি যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিল না

৭৬:২- আমরা তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিলিত শুক্রবিন্দু থেকে, আমরা তাকে পরীক্ষা করবো; তাই আমরা তাকে করেছি শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন।

৭৬:৩- নিশ্চয় আমরা তাকে পথ নির্দেশ দিয়েছি, হয় সে কৃতজ্ঞ হবে অথবা হবে অকৃতজ্ঞ।



ব্যাখ্যা:

আল্লাহ তাআলা এই সম্মানিত সূরাতে মানুষের প্রথম অবস্থা এবং মধ্যম ও শেষ অবস্থা বর্ণনা করেছেন। তিনি বর্ণনা করেছেন যে, মানুষকে অস্তিত্বে নিয়ে আসার আগে তার ওপর এক দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়েছে। তখন তার কোন অস্তিত্ব ছিল না এবং সে উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিল না।

তারপর আল্লাহ তাআলা তাকে সৃষ্টি করার ইচ্ছা করলেন। তিনি তার পিতা আদমকে মাটি থেকে সৃষ্টি করলেন। তারপর তার বংশধরের মাঝে ধারাবাহিকতা রাখলেন ﴿مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ﴾ **মিলিত শুক্রবিন্দু থেকে:** অর্থাৎ অতি তুচ্ছ ঘৃণ্য পানি থেকে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿نَبْتَلِيهِ﴾ **আমরা তাকে পরীক্ষা করবো:** অর্থাৎ এর মাধ্যমে আমরা তাকে পরীক্ষা করবো। যাতে আমরা প্রকাশ করে দেই যে, সে তার প্রথম অবস্থার দিকে লক্ষ্য করে শিক্ষা নেয় নাকি প্রথম অবস্থার কথা ভুলে গিয়ে নিজেই নিজেকে ধোকা দেয়?

আল্লাহ তাআলা তাকে সৃষ্টি করে তাকে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ শক্তি দান করলেন, যেমন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহ। আল্লাহ তাআলা সেগুলোতে পরিপূর্ণতা দান করলেন এবং সেগুলোকে সুস্থ ও ত্রুটিমুক্ত করলেন, যাতে করে মানুষ এগুলোর মাধ্যমে তার উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে সক্ষম হয়।

তারপর আল্লাহ তাআলা তাদের নিকটে তার রসূলগণকে পাঠালেন এবং তার কিতাবসমূহ নাযিল করলেন। আর আল্লাহ তাআলা তার দিকে পৌঁছানোর রাস্তার পথনির্দেশ দিলেন এবং সেদিকে উৎসাহিত করলেন। আর তার নিকটে পৌঁছালে সেখানে কী প্রতিদান রয়েছে সেটিও বর্ণনা করলেন।

তারপর তিনি ধ্বংসের পথ সম্পর্কে বর্ণনা করলেন এবং তা থেকে ভীতি প্রদর্শন করলেন। আর যারা ধ্বংসের পথে চলে তাদের জন্য কী শাস্তি রয়েছে সেটিও তিনি বর্ণনা করলেন। আল্লাহ তাআলা এর মাধ্যমে মানুষকে পরীক্ষা করেন। ফলে মানুষ দুই ভাগে ভাগ হয়ে পড়ে। একভাগ মানুষ আল্লাহ তাআলার নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করে এবং আল্লাহ তাআলা যেই হকসমূহ পালন করতে বলেছেন সেগুলো সে পালন করে। আর আরেকদল আল্লাহ তাআলার নিয়ামতের অকৃতজ্ঞ হয়। আল্লাহ তাআলা তার ওপর যেই দীনী ও দুনিয়াবী নিয়ামত দান করেছেন, সেগুলো সে প্রত্যাখ্যান করে ও তার রবের সাথে কুফরী করে এবং ধ্বংসের পথে চলে। তারপর প্রতিদানের সময় দুই দলের অবস্থা বর্ণনা করে

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿إِنَّآ أَعۡتَدۡنَا لِلۡكَٰفِرِينَ سَلَٰسِلَا۠ وَأَغۡلَٰلٗا وَسَعِيرًا ۝٤ إِنَّ ٱلۡأَبۡرَارَ يَشۡرَبُونَ مِن كَأۡسٖ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ۝٥ عَيۡنٗا يَشۡرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفۡجِيرًا ۝٦ يُوفُونَ بِٱلنَّذۡرِ وَيَخَافُونَ يَوۡمٗا كَانَ شَرُّهُۥ مُسۡتَطِيرٗا ۝٧ وَيُطۡعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ مِسۡكِينٗا وَيَتِيمٗا وَأَسِيرًا ۝٨ إِنَّمَا نُطۡعِمُكُمۡ لِوَجۡهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمۡ جَزَآءٗ وَلَا شُكُورًا ۝٩ إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوۡمًا عَبُوسٗا قَمۡطَرِيرٗا ۝١٠ فَوَقَىٰهُمُ ٱللَّهُ شَرَّ ذَٰلِكَ ٱلۡيَوۡمِ وَلَقَّىٰهُمۡ نَضۡرَةٗ وَسُرُورٗا ۝١١ وَجَزَىٰهُم بِمَا صَبَرُواْ جَنَّةٗ وَحَرِيرٗا ۝١٢ مُّتَّكِـِٔينَ فِيهَا عَلَى ٱلۡأَرَآئِكِۖ لَا يَرَوۡنَ فِيهَا شَمۡسٗا وَلَا زَمۡهَرِيرٗا ۝١٣ وَدَانِيَةً عَلَيۡهِمۡ ظِلَٰلُهَا وَذُلِّلَتۡ قُطُوفُهَا تَذۡلِيلٗا ۝١٤ وَيُطَافُ عَلَيۡهِم بِـَٔانِيَةٖ مِّن فِضَّةٖ وَأَكۡوَابٖ كَانَتۡ قَوَارِيرَاْ ۝١٥ قَوَارِيرَاْ مِن فِضَّةٖ قَدَّرُوهَا تَقۡدِيرٗا ۝١٦ وَيُسۡقَوۡنَ فِيهَا كَأۡسٗا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا ۝١٧ عَيۡنٗا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلۡسَبِيلٗا ۝١٨ * وَيَطُوفُ عَلَيۡهِمۡ وِلۡدَٰنٞ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيۡتَهُمۡ حَسِبۡتَهُمۡ لُؤۡلُؤٗا مَّنثُورٗا ۝١٩ وَإِذَا رَأَيۡتَ ثَمَّ رَأَيۡتَ نَعِيمٗا وَمُلۡكٗا كَبِيرًا ۝٢٠ عَٰلِيَهُمۡ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضۡرٞ وَإِسۡتَبۡرَقٞۖ وَحُلُّوٓاْ أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٖ وَسَقَىٰهُمۡ رَبُّهُمۡ شَرَابٗا طَهُورًا ۝٢١ إِنَّ هَٰذَا كَانَ لَكُمۡ جَزَآءٗ وَكَانَ سَعۡيُكُم مَّشۡكُورًا ۝٢٢﴾

৭৬:৪- নিশ্চয় আমরা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি শেকল, গলার বেড়ি ও লেলিহান আগুন।

৭৬:৫- নিশ্চয় সৎকর্মশীলরা পান করবে এমন পানপাত্র থেকে যার মিশ্রণ হবে কাফূর।

৭৬:৬- এমন এক ঝর্ণা যা থেকে আল্লাহর বান্দাগণ পান করবে, তারা এটিকে যথা ইচ্ছা প্রবাহিত করবে।

৭৬:৭- তারা মানত পূর্ণ করে এবং সে দিনের ভয় করে, যে দিনের অকল্যাণ হবে ব্যাপক।

৭৬:৮- আর তারা (আল্লাহর প্রতি অথবা খাদ্যের প্রতি) মহব্বত থাকা সত্ত্বেও অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম ও বন্দীকে খাবার দান করে,

৭৬:৯- এবং বলে, শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমরা তোমাদেরকে খাবার দান করি, আমরা তোমাদের কাছ থেকে প্রতিদান চাই না, কৃতজ্ঞতাও নয়।

৭৬:১০- নিশ্চয় আমরা আশংকা করি আমাদের রবের কাছ থেকে এক ভীতিপ্রদ ভয়ংকর দিনের।

৭৬:১১- সুতরাং সেই দিবসের অকল্যাণ থেকে আল্লাহ তাদের রক্ষা করলেন এবং তাদের প্রদান করলেন উজ্জ্বলতা ও উৎফুল্লতা।

৭৬:১২- আর তারা যে ধৈর্যধারণ করেছিল তার পরিণামে তিনি তাদেরকে জান্নাত ও রেশমী বস্ত্রের পুরস্কার প্রদান করবেন।

৭৬:১৩- তারা সেখানে সুউচ্চ আসনে হেলান দিয়ে আসীন থাকবে। তারা সেখানে দেখবে না অতিশয় গরম, আর দেখবে না অত্যধিক শীত।

৭৬:১৪- আর তাদের ওপর সন্নিহিত থাকবে গাছের ছায়া এবং তার ফলমূলের থোকাসমূহ সম্পূর্ণরূপে তাদের আয়ত্তাধীন করা হবে।

৭৬:১৫- আর তাদের ওপর ঘুরে ঘুরে পরিবেশন করা হবে রৌপ্যপাত্রে এবং স্ফটিক-স্বচ্ছ পানপাত্রে

৭৬:১৬- রূপার স্ফটিক পাত্রে, তারা তা পরিমাণ মতো পূর্ণ করবে।

৭৬:১৭- সেখানে তাদেরকে পান করানো হবে পাত্রভরা আদা-মিশ্রিত সুরা।

৭৬:১৮- জান্নাতের এমন এক প্রস্রবণের, যার নাম হবে সালসাবীল।

৭৬:১৯- আর তাদের ওপর প্রদক্ষিণ করবে চির কিশোরগণ, যখন আপনি তাদেরকে দেখবেন তখন মনে করবেন তারা যেন বিক্ষিপ্ত মুক্তা।

৭৬:২০- আর আপনি যখন সেখানে দেখবেন, দেখতে পাবেন স্বাচ্ছন্দ্য এবং বিশাল রাজ্য।

৭৬:২১- তাদের আবরণ হবে সূক্ষ্ম সবুজ রেশম ও স্থূল রেশম, আর তারা অলংকৃত হবে রৌপ্য নির্মিত কংকনে, আর তাদের রব তাদেরকে পান করাবেন পবিত্র পানীয়।

৭৬:২২- নিশ্চয় এটা তোমাদের পুরস্কার; আর তোমাদের কর্মপ্রচেষ্টা ছিল প্রসংশাযোগ্য।



ব্যাখ্যা:

অর্থাৎ নিশ্চয় যারা আল্লাহর সাথে কুফরী করবে, তার রাসূলগণকে মিথ্যারোপ করবে এবং আল্লাহর অবাধ্যতা করার দুঃসাহসিকতা দেখাবে, তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি ﴿سَلَاسِلَ﴾ **শেকল:** অর্থাৎ জাহান্নামের আগুনের শেকল। যেমন আল্লাহ তাআলা অন্যত্র

বলেন, ﴿ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ﴾ তারপর তাকে এমন এক শেকলে বাধো, যার দৈর্ঘ্য হবে সত্তর হাত (আল হাক্কাহ: ৩২)।

আরো প্রস্তুত রেখেছি ﴿وَأَغْلَالًا﴾ **গলার বেড়ি:** যা দিয়ে তাদের হাত থেকে গলা পর্যন্ত শক্ত করে বাধা হবে। ﴿وَسَعِيرًا﴾ **এবং লেলিহান আগুন:** অর্থাৎ এমন আগুন, যা তাদের দেহকে জ্বালাবে এবং তা পুড়িয়ে দিবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ﴾ যখনই তাদের চামড়াগুলো পুড়ে যাবে, তখন তার স্থানে নতুন চামড়া দিয়ে দেবো, যাতে তারা শাস্তি ভোগ করে (সূরা আন নিসা: ৫৬)। তাদের এই আযাব সর্বদাই চলে থাকবে। আর তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে।

পক্ষান্তরে ﴿الْأَبْرَارَ﴾ **সৎকর্মশীল:** তারা হলো, যাদের অন্তরে আল্লাহর ভালোবাসা ও তার সম্পর্কে জানা, এবং উত্তম চরিত্র থাকার কারণে সেই অন্তরগুলো পবিত্র, ফলে তাদের তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহও সৎ হয়। আর তারা তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে সৎ কাজে নিয়োজিত রাখে।

আল্লাহ তাআলা তাদের সম্পর্কে বলেন, ﴿يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ﴾ **তারা পান করবে এমন পানপাত্র থেকে:** তারা পান করবে এমন সুস্বাদু পানীয়, যাতে কর্পূর মিশ্রিত থাকবে, যাতে তা ঠান্ডা হয় এবং তার ঝাঝ আর না থাকে। এই কাফূর যা দুনিয়াতেও পাওয়া যায়, তা খুবই সুস্বাদু, যা সকল ধরনের নোংরা ও ময়লা থেকে মুক্ত থাকবে। কেননা আল্লাহ তাআলা যেসবের নাম বর্ণনা করেছেন যে, সেগুলো জান্নাতে থাকবে, কিন্তু সেগুলো দুনিয়াতেও পাওয়া যায়, দুনিয়াতে সেগুলোর যে ত্রুটি থাকে, সেগুলোর কোন ত্রুটিই আখিরাতে থাকবে না। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ (٢٨) وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ (٢٩) ﴾

তারা থাকবে এমন উদ্যানে, যাতে আছে কাঁটাহীন বরইগাছ, এবং কাদি ভরা কলা গাছ (সূরা আল ওয়াকিয়াহ: ২৭-২৮)।

তিনি আরো বলেন, ﴿وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ﴾ (মুত্তাকীদের জন্য রয়েছে) পবিত্রা স্ত্রীগণ (সূরা আলে ইমরান: ১৫)।

তিনি আরো বলেন, ﴿لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴾ তাদের রবের নিকটে তাদের জন্য রয়েছে শান্তির আবাস (সূরা আল আনআম: ১২৭)।

তিনি আরো বলেন, ﴿وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ﴾ সেখানে মন যা চায় এবং যাতে চক্ষু তৃপ্ত পায় এমন সবকিছুই থাকবে (সূরা আয যুখরুফ: ৭১)।

﴿عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ﴾ **এমন এক ঝর্ণা যা থেকে আল্লাহর বান্দাগণ পান করবে:** সেই সুস্বাদু পানপাত্র দিয়ে তারা পান করবে। তা শেষ হওয়ার ভয় তারা করবে না। বরং তা কখনোই শেষ হবে না। আর সেই ঝর্ণা সর্বদাই প্রবাহিত হতে থাকবে। আল্লাহর বান্দাগণ যেখানে ইচ্ছা ও যেভাবে ইচ্ছা তা প্রবাহিত করবে। তারা যদি চায়, তাহলে পুষ্পিত বাগানগুলোর দিকে প্রবাহিত করবে, অথবা যদি চায়, তাহলে সৌন্দর্যমন্ডিত প্রাসাদ ও বাসস্থানের দিকে প্রবাহিত করবে, অথবা যেই দিকে তারা ইচ্ছা করবে সেই দিকেই প্রবাহিত করতে পারবে।

এই সূরার শুরুতে আল্লাহ তাআলা তাদের কিছু আমলের বর্ণনা দিয়েছেন। তারপর এখানে তিনি বলছেন, ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ﴾ **তারা মানত পূর্ণ করে:** অর্থাৎ যেসব মানত ও প্রতিজ্ঞা তারা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজেদের ওপর আবশ্যক করে নিয়েছে সেগুলোকে তারা পুরা করে। যখন তারা মানত পুরা করে, অথচ তা তাদের ওপর ফরয ছিল না, বরং তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর তা আবশ্যক করে নিয়েছে, সুতরাং যেগুলো মূলগতভাবে ফরয কাজ সেগুলো পালন করাতে তারা আরো বেশি তৎপর হয়।

﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ﴾ **আর তারা সে দিনের ভয় করে, যে দিনের অকল্যাণ হবে ব্যাপক:** অর্থাৎ সেই অকল্যাণ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়বে। তারা ভয় করে যে, সেই কল্যাণ যেন তাদেরকে পেয়ে না বসে। যার ফলে এই কল্যাণ আসতে পারে তার সবগুলো মাধ্যমকেই তারা পরিত্যাগ করে।

আর তারা এর প্রতি মহব্বত থাকা সত্ত্বেও খাবার দান করে: অর্থাৎ তারা সম্পদ ও খাবারের প্রতি আসক্তি থাকার পরেও তারা নিজেদের ভালোবাসার ওপরে আল্লাহ তাআলার ভালোবাসাকে প্রাধান্য দেয়। আর যাদের খাবার বেশি প্রয়োজন তাদেরকে খাবার দান করার দিকে তারা মনোযোগ দেয়। তারা হলো, ﴿مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾ **অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম ও বন্দীকে খাবার দান করে:**

তারা খরচ করা ও খাবার দান করার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টিকে কামনা করে এবং তারা তাদের জবান দিয়ে বলেন, ﴿إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا﴾ **শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমরা তোমাদেরকে খাবার দান করি, আমরা তোমাদের কাছ থেকে প্রতিদান চাই না, কৃতজ্ঞতাও নয়:** অর্থাৎ আমরা সম্পদের মাধ্যমে কোন প্রতিদানও চাই না, আবার কথার মাধ্যমে কোন প্রশংসাও চাই না।

﴿إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا﴾ **নিশ্চয় আমরা আশংকা করি আমাদের রবের কাছ থেকে এক ভয়ংকর দিনের:** অর্থাৎ ভীষণ বিষন্ন ও অনিষ্টকর দিনের।

﴿قَمْطَرِيرًا﴾ **সংকটময়:** অর্থাৎ কষ্টসাধ্য ও সংকটাপূর্ণ।

﴿فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ﴾ **সুতরাং সেই দিবসের অকল্যাণ থেকে আল্লাহ তাদের রক্ষা করলেন:** ফলে সেই মহাভীতি তাদেরকে চিন্তান্বিত করবে না এবং ফেরেশতাগণ তাদেরকে অভ্যর্থনা করবে এ বলে যে, এ তোমাদের সেই দিন যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেওয়া হতো।

﴿وَلَقَّاهُمْ﴾ **এবং তাদের প্রদান করলেন:** অর্থাৎ তাদেরকে দিয়ে সম্মানিত করলেন, ﴿نَضْرَةً﴾ **উজ্জ্বলতা:** অর্থাৎ তাদের চেহারাতে উজ্জ্বলতা ﴿وَسُرُورًا﴾ **এবং উৎফুল্লতা:** অর্থাৎ তাদের অন্তরে উৎফুল্লতা। এখানে আল্লাহ তাআলা তাদের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় নিয়ামতের কথাই বর্ণনা করলেন।

﴿وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا﴾ **আর তারা যে ধৈর্যধারণ করেছিল তার পরিণামে তিনি তাদেরকে প্রদান করবেন:** অর্থাৎ আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য তাদেরকে প্রদান করবেন। তারা যথাসম্ভব আমল করেছে, আল্লাহর অবাধ্যতাকে পরিত্যাগ করেছে এবং তাকদীরের কষ্টদায়ক বিষয়ের ওপর ধৈর্যধারণ করেছে। যার ফলে তারা সেগুলোতে অসন্তুষ্ট হয়নি। তাই আল্লাহ তাআলা তাদেরকে প্রদান করবেন ﴿جَنَّةً﴾ **জান্নাত:** যাতে রয়েছে সকল ধরনের নিয়ামত এবং যা সকল ধরনের পঙ্কিলতা ও নোংরামী থেকে মুক্ত।

﴿وَحَرِيرًا﴾ **এবং রেশমী বস্ত্র:** যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেন, সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমের (সূরা আল হাজ্জ: ২৩)। আল্লাহ তাআলা রেশমী কাপড়কে নির্দিষ্ট করলেন। এর সম্ভাব্য কারণ, এটি হলো বাহ্যিক পোশাক, যা পোশাক পরিধানকারীর উচ্চ অবস্থাকে প্রমাণ করে।

﴿مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ﴾ **তারা সেখানে সুউচ্চ আসনে হেলান দিয়ে আসীন থাকবে:** اتكاء হলো, বিলাসবহুল অবস্থাতে এবং শান্তি ও নিরাপদে হেলান দিয়ে বসে থাকা। আর أرائك হলো, এমন বিছানা, যা সুসজ্জিত কাপড় দিয়ে সজ্জিত করা থাকে।

﴿لَا يَرَوْنَ فِيهَا﴾ **তারা সেখানে দেখবে না:** অর্থাৎ জান্নাতে তারা দেখবে না।

﴿شَمْسًا﴾ **অতিশয় গরম:** যে গরম তাদের ক্ষতি করতে পারে এমন গরম তারা দেখবে না।

﴿وَلَا زَمْهَرِيرًا﴾ **আর দেখবে না অত্যধিক শীতঃ** অর্থাৎ প্রচণ্ড শীত তারা দেখবে না। বরং সর্বদাই তার বিস্তৃত ছায়াতে থাকবে, যাতে থাকবে না কোন গরম, আবার থাকবে না কোন ঠান্ডা। যার ফলে তাদের শরীর অত্যন্ত আনন্দ পাবে এবং ঠান্ডা বা গরমের কারণে কোন কষ্ট পাবে না।

﴿وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا﴾ **আর তাদের ওপর সন্নিহিত থাকবে গাছের ছায়া এবং তার ফলমূলের থোকাসমূহ সম্পূর্ণরূপে তাদের আয়ত্তাধীন করা হবেঃ** অর্থাৎ যে ব্যক্তি ফল খেতে চাইবে, তার জন্য ফলগুলোকে তার নিকটবর্তী করা হবে, যাতে সে দাঁড়িয়ে বা বসে বা শুয়ে থেকে সেগুলো পেতে পারে।

আর জান্নাতীদের সামনে খাদেম ও কিশোররা ঘোরাফেরা করবে

﴿بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا (١٥) قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ﴾

রৌপ্যপাত্র নিয়ে এবং স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ পানপাত্র নিয়ে। রূপার স্ফটিক পাত্রেঃ অর্থাৎ সেই পাত্র হবে রূপার তৈরি। আর সেটি হবে স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ। আর এটি হলো, আশ্চর্যকর জিনিস যে, সেটি পুরু রৌপ্যের হওয়ার পরেও তা হবে স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ।

﴿قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا﴾ **তারা তা পরিমাণ মতো পূর্ণ করবেঃ** অর্থাৎ তারা তাদের তৃষ্ণা নিবারণের পরিমাণ মোতাবেক পূর্বের পাত্রগুলোকে পূর্ণ করবে, বেশিও হবে না আবার কমও হবে না। কেননা যদি বেশি হয়, তাহলে তাদের মজা কমে যাবে, আর যদি কম হয়, তাহলে তো তাদের তৃষ্ণাই নিবারণ হবে না। সম্ভবত এটি দিয়ে উদ্দেশ্য হলো, জান্নাতবাসীগণ তাদের চাহিদা অনুযায়ী অন্তর দিয়ে এগুলোকে নির্ধারণ করবে। ফলে তারা অন্তর দিয়ে যা নির্ধারণ করবে, সেটিই তাদের কাছে এসে যাবে।

﴿وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا﴾ **আর সেখানে তাদেরকে পান করানো হবে পাত্রভরাঃ** অর্থাৎ জান্নাতে তাদেরকে এমন পাত্রে পান করানো হবে, যেটি সুমধুর সরাবে পূর্ণ করা থাকবে।

﴿كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا﴾ **আদা-মিশ্রিত সুরাঃ** যাতে তার স্বাদ আরো ভালো হয় এবং সুগন্ধিময় হয়।

﴿عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا﴾ **জান্নাতের এমন এক প্রস্রবণের, যার নাম হবে সালসাবীলঃ** এই প্রস্রবণের সুমিষ্ট পানীয়, তার স্বাদ ও সৌন্দর্যের জন্য এটিকে এই নামে নামকরণ করা হয়েছে।

﴿وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ﴾ **আর তাদের ওপর প্রদক্ষিণ করবেঃ** অর্থাৎ জান্নাতীদের সামনে তাদের খাবার, পানীয় ও খাদেমদের মাঝে প্রদক্ষিণ করবে, ﴿وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ﴾ **চির কিশোরগণঃ**

জান্নাতে স্বায়ীভাবে থাকার জন্যই তাদেরকে তৈরি করা হয়েছে। তারা কখনো পরিবর্তন হবে না এবং তারা বড়ও হবে না। আর তারা হবে অত্যন্ত সুন্দর।

﴿إِذَا رَأَيْتَهُمْ﴾ **যখন আপনি তাদেরকে দেখবেন:** যে, তারা জান্নাতীদের খিদমাত করাতে ছুটাছুটি করছে, ﴿حَسِبْتَهُمْ﴾ **তখন আপনি মনে করবেন:** তাদের সৌন্দর্যতা দেখে, ﴿لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا﴾ **তারা যেন বিক্ষিপ্ত মুক্তা:** এটি হলো জান্নাতীদের উপভোগের অন্তর্ভুক্ত যে, তাদের খাদেম হবে চির কিশোরগণ, যাদেরকে দেখলেই জান্নাতীরা আনন্দিত হবে, কোন ধরনের কষ্ট ছাড়াই নিরাপদে তারা তাদের বাসস্থানে প্রবেশ করবে, তারা যা আনতে বলবে ও তাদের মন যা চাইবে তাই চলে আসবে।

﴿وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ﴾ **আর আপনি যখন সেখানে দেখবেন:** অর্থাৎ জান্নাতবাসীরা জান্নাতে যে নিয়ামতের মাঝে থাকবে, তা যদি আপনি পর্যবেক্ষণ করেন, তাহলে,

﴿رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا﴾

দেখতে পাবেন স্বাচ্ছন্দ্য এবং বিশাল রাজ্য: আপনি তাদের প্রত্যেকের নিকটে পাবেন, উঁচু, জাকজমকপূর্ণ প্রাসাদ ও বাসস্থান, যা বর্ণনা করা সম্ভব নয়, তার নিকটে থাকবে সৌন্দর্যমন্ডিত বাগানসমূহ, আয়ত্তাধীন ও সুস্বাদু ফলমূল, প্রবাহিত নহরসমূহ, আশ্চর্যজনক গৃহ, আনন্দদায়ক পাখিসমূহ, যেগুলো তার অন্তর চায় এবং যাতে তার অন্তর আনন্দিত হয়। এছাড়াও তার নিকটে থাকবে স্ত্রীগণ, যারা হবে অত্যন্ত সুন্দর, যাদের রয়েছে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যতা, যাতে তার অন্তর আনন্দ ও খুশিতে ভরে উঠবে। আর তার চারপাশে থাকবে চিরকিশোররা এবং খাদেমরা, যাতে সে আরাম ও প্রশান্তি পাবে, তার জীবনের উপভোগ ও আনন্দ পূর্ণতা পাবে।

তারপর সবচেয়ে বড় ও শ্রেষ্ঠ নিয়ামত হলো, দয়ালু আল্লাহ তাআলার দর্শন লাভ করা, তার সম্বোধন শুনতে পারা, তার নিকটবর্তী হওয়া, তাঁর সন্তুষ্টি পেয়ে আনন্দ লাভ করা এবং জান্নাতে চিরস্থায়ী হওয়া। এর ফলে তারা যে নিয়ামতের মধ্যে আছে তা আরো বেড়ে যাবে। সুতরাং কতই না পবিত্র সেই সত্তা, যিনি রাজাধিরাজ, স্পষ্ট সত্য, যার ধনভান্ডার কখনো শেষ হয় না, তার কল্যাণ কখনো কমে না। তাঁর গুণাবলির যেমন কোন শেষ নেই, তেমনই তার অনুগ্রহ ও ইহসানেরও কোন শেষ নেই।

﴿عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ﴾ **তাদের আবরণ হবে সূক্ষ্ম সবুজ রেশম ও স্থূল রেশম:** অর্থাৎ তাদেরকে আচ্ছাদিত করবে চিকন ও মোটা সবুজ রেশমের কাপড়, যেগুলো হলো সবচেয়ে উঁচু মানের রেশম। سُنْدُس হলো, মোটা রেশম আর إستبرق হলো চিকন রেশম।

﴿وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ﴾ **আর তারা অলংকৃত হবে রৌপ্য নির্মিত কংকনেঃ** অর্থাৎ তাদের হাতে অলংকার হিসেবে থাকবে রৌপ্যের বালা, তারা পুরুষ হোক বা নারী হোক। এটি হলো আল্লাহ তাআলার ওয়াদা, যেই ওয়াদা তিনি তাদেরকে দিয়েছেন। আর আল্লাহর ওয়াদা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। কেননা আল্লাহর চেয়ে কথায় বেশি সত্যবাদী আর কেউ নেই।

﴿وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا﴾ **আর তাদের রব তাদেরকে পান করাবেন পবিত্র পানীয়ঃ** অর্থাৎ কোন দিক থেকেই তাতে কোন ময়লা থাকবে না। আর সেটি জান্নাতীদের পেটে যে ময়লা ও কষ্টদায়ক কিছু রয়েছে সেগুলোকে পবিত্র করে দিবে।

﴿إِنَّ هَذَا﴾ **নিশ্চয় এটাঃ** অর্থাৎ এই বিপুল প্রতিদান ও উত্তম দান।

﴿لَكُمْ جَزَاءً﴾ **তোমাদের পুরস্কারঃ** অর্থাৎ তোমরা যেসব আমল অগ্রে প্রেরণ করেছো তার জন্য এটি তোমাদের পুরস্কার।

﴿وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا﴾ **আর তোমাদের কর্মপ্রচেষ্টা ছিল প্রসংশাযোগ্যঃ** তার জন্য আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে স্থায়ী নিয়ামত দিয়েছেন, যা কোন সংখ্যায় সীমাবদ্ধ করা সম্ভব নয়। তারপর আল্লাহ তাআলা জান্নাতের নিয়ামতসমূহ বর্ণনা করে বলেন,

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًا ﴿٢٣﴾ فَٱصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْ كَفُورًا ﴿٢٤﴾ وَٱذْكُرِ ٱسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٢٥﴾ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَٱسْجُدْ لَهُۥ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ هَٰٓؤُلَآءِ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ﴿٢٧﴾ نَّحْنُ خَلَقْنَٰهُمْ وَشَدَدْنَآ أَسْرَهُمْ ۖ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَآ أَمْثَٰلَهُمْ تَبْدِيلًا ﴿٢٨﴾ إِنَّ هَٰذِهِۦ تَذْكِرَةٌ ۖ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِۦ سَبِيلًا ﴿٢٩﴾ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٠﴾ يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِى رَحْمَتِهِۦ ۚ وَٱلظَّٰلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًۢا ﴿٣١﴾﴾

৭৬:২৩- নিশ্চয় আমরা আপনার প্রতি কুরআন নাযিল করেছি ক্রমে ক্রমে।

৭৬:২৪- কাজেই আপনি ধৈর্যের সাথে আপনার রাবের নির্দেশের প্রতীক্ষা করুন এবং তাদের মধ্য থেকে কোন পাপিষ্ঠ বা কাফিরের আনুগত্য করবেন না।

৭৬:২৫- আর আপনার রবের নাম স্মরণ করুন সকালে ও সন্ধ্যায়।

৭৬:২৬- আর রাতের কিছু অংশে তাঁর প্রতি সিজদাবনত হোন আর রাতের দীর্ঘ সময় তার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন।

৭৬:২৭- নিশ্চয় তারা ভালোবাসে দুনিয়ার জীবনকে আর তারা তাদের সামনের কঠিন দিনকে উপেক্ষা করে চলে।

৭৬:২৮- আমরা তাদেরকে সৃষ্টি করেছি এবং তাদের গঠন সুদৃঢ় করেছি। আর আমরা যখন ইচ্ছে করব তাদের স্থানে তাদের মত (কাউকে) দিয়ে পরিবর্তন করে দেব।

৭৬:২৯- নিশ্চয় এটা এক উপদেশ, অতএব যে ইচ্ছে করে সে যেন তার রবের দিকে পথ গ্রহণ করে।

৭৬:৩০- আর তোমরা ইচ্ছে করতে সক্ষম হবে না যদি না আল্লাহ ইচ্ছে করেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

৭৬:৩১- যাকে ইচ্ছা তিনি স্বীয় রহমতে প্রবেশ করান এবং জালিমদের জন্য তিনি প্রস্তুত রেখেছেন যন্ত্রণাদায়ক আযাব।



ব্যাখ্যা:

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا﴾ **নিশ্চয় আমরা আপনার প্রতি কুরআন নাযিল করেছি ক্রমে ক্রমে:** এতে রয়েছে আল্লাহর ওয়াদা, সতর্কবাণী ও বান্দা যা প্রয়োজন সেই সবগুলোর বর্ণনা। এখানে আরো আল্লাহর আদেশ ও বিধানসমূহ পরিপূর্নভাবে পালন করা এবং তা কার্যকর করার জন্য প্রচেষ্টা চালানোর আদেশ করা হয়েছে এবং এর ওপর ধৈর্যধারণ করার আদেশ করা হয়েছে।

এজন্য আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا﴾ **কাজেই আপনি ধৈর্যের সাথে আপনার রাবের নির্দেশের প্রতীক্ষা করুন এবং তাদের মধ্য থেকে কোন পাপিষ্ঠ বা কাফিরের আনুগত্য করবেন না:** অর্থাৎ আপনি আল্লাহ তাআলার সৃষ্টিগত বিধানের ওপর ধৈর্যধারণ করুন, তাতে অসন্তোষ হবেন না, আর আপনি আল্লাহ তাআলার শরীআতগত বিধানের ওপরও ধৈর্যধারণ করুন, তার ওপর অটল থাকুন এবং কোন বাধাদানকারী যেন আপনাকে বাধা দিতে না পারে।

﴿وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ﴾ **আপনি আনুগত্য করবেন না:** কোন অবাধ্যতাকারীর, যারা আপনাকে বাধা দিতে চায়, ﴿آثِمًا﴾ **এবং কোন পাপাচারীর:** অর্থাৎ কোন পাপী ও অবাধ্যতাকারীর। ﴿كَفُورًا﴾ **এবং কোন কাফিরের:** কেননা অবশ্যই কাফির ও পাপচারীর আনুগত্য হবে

কোন পাপকাজে। কারণ তারা শুধু তাদের প্রবৃত্তি যা চায়, সেই অনুযায়ীই আদেশ করে। যেহেতু আল্লাহর তাআলার ইবাদত করলে ও বেশি বেশি তাকে স্মরণ করলে ধৈর্যধারণে সহযোগী হয়, তাই আল্লাহ তাআলা এর আদেশ করে বলেন, ﴿وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ **আর আপনার রবের নাম স্মরণ করুন সকালে ও সন্ধ্যায়:** অর্থাৎ দিনের প্রথম ভাগে ও শেষ ভাগে। এই সময়ে ফরয সালাতসমূহ আদায় করা, এর সাথে নফল আমলসমূহ, যিকির, তাসবীহ, তাহলীল ও তাকবীর পাঠ করাও এর অন্তর্ভুক্ত।

﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ﴾ **আর রাতের কিছু অংশে তাঁর প্রতি সিজদাবনত হোন:** অর্থাৎ আল্লাহর জন্য আপনি বেশি বেশি সিজদা করুন। আর এটি বেশি বেশি সালাত আদায় করা ছাড়া হয় না।

﴿وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا﴾ **আর রাতের দীর্ঘ সময় তার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন:** এই সাধারণ আদেশকে শর্তযুক্ত করা হয়েছে, আল্লাহ তাআলার এই বাণী দিয়ে,

﴿يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (١) قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا (٢) نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا (٣) أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا (٤)﴾

হে চাদর আবৃত। রাতে সালাতে দাঁড়ান, কিছু অংশ ছাড়া, অর্ধেক রাত বা তার চেয়েও কিছু কম অথবা তার চেয়েও বেশি। আর আপনি স্পষ্টভাবে ধীরে ধীরে কুরআন তিলাওয়াত করুন (সূরা আল মযাম্মিল: ১-৪)।

﴿إِنَّ هَؤُلَاءِ﴾ **নিশ্চয় তারা:** হে রাসূল! আপনি তাদের সামনে আয়াতসমূহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করার পরেও যারা আপনাকে মিথ্যারোপ করে, তাদেরকে আশান্বিত করা ও ভীতি প্রদর্শন করার পরেও যাদের এগুলো কোনই উপকারে আসে না, বরং তারা সর্বদাই দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দেয় এবং তাতেই তারা প্রশান্ত থাকে, ﴿وَيَذَرُونَ﴾ **আর তারা উপেক্ষা করে চলে:** অর্থাৎ তারা আমল করাকে পরিত্যাগ করে ও অবহেলা করে।

﴿وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا﴾ **তাদের সামনের কঠিন দিনকে:** সেটি হলো কিয়ামতের দিন, যার পরিমাণ হলো, তোমাদের গণনা মতে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ﴾ কাফিররা বলবে, এটি বড়ই কঠিন দিন (সূরা আল কামার: ৮)। মনে হয় যেন, তাদেরকে শুধু দুনিয়ার জন্য ও তাতে থাকার জন্যই তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

তারপর আল্লাহ তাআলা তাদেরকে পুনরায় জীবিত করা সম্পর্কে বিবেকগত দলীল দিয়ে দলীল পেশ করছেন। সেই দলীল হলো, প্রথমবার সৃষ্টি করা। তিনি বলেন,

﴿نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ﴾ **আমরা তাদেরকে সৃষ্টি করেছিঃ** তাদেরকে অস্তিত্বহীনতা থেকে অস্তিত্বে নিয়ে এসেছি।

﴿وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ﴾ **এবং তাদের গঠন সুদৃঢ় করেছিঃ** স্নায়ু, শিরা এবং বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ শক্তি দিয়ে তাদের গঠন সুদৃঢ় করেছি, এমনকি তাদের শরীরের গঠন পরিপূর্ণ হয়েছে এবং তারা যা ইচ্ছা তা করতে সক্ষম হয়েছে। যেই সত্তা তাদেরকে এই অবস্থাতে নিয়ে এসেছেন, তিনি তাদের মৃত্যুর পরে প্রতিদান দেওয়ার জন্য আবার তাদেরকে পুনরায় জীবিত করতে সক্ষম। যেই সত্তা তাদেরকে বিভিন্ন স্তর পার করিয়ে এই জগতে নিয়ে এসেছেন, সেই সত্তার জন্য মানায় না যে, তিনি তাদেরকে আদেশ নিষেধ, প্রতিদান শাস্তি না দিয়ে তাদেরকে এমনিই ছেড়ে দিবেন। এজন্য আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا﴾ **আর আমরা তাদের স্থানে তাদের মত (কাউকে) দিয়ে পরিবর্তন করে দেবঃ** অর্থাৎ পুনরায় জীবিত করার জন্য আবার আরেকবার সৃষ্টি করবো, আর তোমাদেরকে আবার ফিরিয়ে দিবো, আর তারা নিজেরা তাদের মতোই হবে।

﴿إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ﴾ **নিশ্চয় এটা এক উপদেশঃ** মুমিনরা তা দিয়ে উপদেশ গ্রহণ করে। তারা এই ভীতি প্রদর্শন ও আশান্বিত করা থেকে উপকৃত হয়।

﴿فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا﴾ **অতএব যে ইচ্ছে করে সে যেন তার রবের দিকে পথ গ্রহণ করেঃ** অর্থাৎ সে যেন এমন পথ গ্রহণ করে, যেটি আল্লাহর দিকে পৌঁছে দেয়। আল্লাহ তাআলা হক ও হিদায়াতকে স্পষ্ট করেন। তারপর মানুষকে সেই হিদায়াতের পথে চলা অথবা সেই পথ থেকে দূরে সরে যাওয়ার ইখতিয়ার দিয়েছেন। কিন্তু সাথে সাথে মানুষের ওপর দলীল-প্রমাণও কায়েম করেছেন।

﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ **আর তোমরা ইচ্ছে করতে সক্ষম হবে না যদি না আল্লাহ ইচ্ছে করেনঃ** আল্লাহ তাআলার ইচ্ছাই কার্যকর হবে।

﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ **নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়ঃ** হিদায়াতপ্রাপ্তদের হিদায়াত পাওয়া ও বিভ্রান্তদের বিভ্রান্ত হওয়ার পিছনে আল্লাহর হিকমত রয়েছে।

﴿يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ﴾ **যাকে ইচ্ছা তিনি স্বীয় রহমতে প্রবেশ করানঃ** তিনি তার অনুগ্রহ করার জন্য যাকে ইচ্ছা নির্দিষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৌভাগ্যের মাধ্যমগুলোর তাওফীক দান করেন ও সেই রাস্তাগুলোর দিকে হিদায়াত দান করেন।

﴿وَالظَّٰلِمِينَ﴾ **আর জালিমরা:** যারা হিদায়াতের ওপর দুর্ভাগ্যতাকে পছন্দ করেছে, ﴿أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ **তাদের জন্য তিনি প্রস্তুত রেখেছেন যন্ত্রণাদায়ক আযাব:** তাদের জুলুম ও সীমালঙ্ঘনের কারণে।

٧٧. سورة المرسلات وَهِيَ مَكِّيَّةٌ

৭৭. সূরা আল মুরসালাত (মাক্কী, আয়াত ৫০)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

﴿وَٱلْمُرْسَلَٰتِ عُرْفًا ۝١ فَٱلْعَٰصِفَٰتِ عَصْفًا ۝٢ وَٱلنَّٰشِرَٰتِ نَشْرًا ۝٣ فَٱلْفَٰرِقَٰتِ فَرْقًا ۝٤ فَٱلْمُلْقِيَٰتِ ذِكْرًا ۝٥ عُذْرًا أَوْ نُذْرًا ۝٦ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَٰقِعٌ ۝٧ فَإِذَا ٱلنُّجُومُ طُمِسَتْ ۝٨ وَإِذَا ٱلسَّمَآءُ فُرِجَتْ ۝٩ وَإِذَا ٱلْجِبَالُ نُسِفَتْ ۝١٠ وَإِذَا ٱلرُّسُلُ أُقِّتَتْ ۝١١ لِأَىِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ ۝١٢ لِيَوْمِ ٱلْفَصْلِ ۝١٣ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ۝١٤ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۝١٥﴾

৭৭:১- শপথ কল্যাণস্বরূপ প্রেরিত (ফেরেশতার),

৭৭:২- আর প্রবল বেগে প্রবাহিত (ফেরেশতার)।

৭৭:৩- শপথ (মেঘমালা ও বৃষ্টি) বিক্ষিপ্তকারী (ফেরেশতার),

৭৭:৪- অতঃপর সুস্পষ্টরূপে পার্থক্যকারীর,

৭৭:৫- অতঃপর তাদের, যারা মানুষের অন্তরে উপদেশ পৌঁছে দেয়

৭৭:৬- ওযর আপত্তি দূর করার অথবা সতর্ক করার জন্য

৭৭:৭- নিশ্চয় তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা অবশ্যম্ভাবী।

৭৭:৮- যখন তারকারাজি আলোহীন হবে।

৭৭:৯- আর যখন আকাশ বিদীর্ণ করা হবে

৭৭:১০- আর যখন পর্বতমালা চূর্ণবিচূর্ণ করা হবে,

৭৭:১১- আর যখন রাসূলগনকে নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত করা হবে

৭৭:১২- কোন দিনের জন্য এসব স্থগিত করা হয়েছে?

৭৭:১৩- বিচার দিনের জন্য।

৭৭:১৪- আর আপনাকে কিসে জানাবে বিচার দিন কী?

৭৭:১৫- সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদের জন্য।



ব্যাখ্যা:

এখানে আল্লাহ তাআলা পুনরায় জীবিত করা ও আমলসমূহের প্রতিদান দেওয়ার জন্য কল্যাণস্বরূপ প্রেরিতদের শপথ করলেন। কল্যাণস্বরূপ প্রেরিতগণ হলেন ফেরেশতাগণ, যাদেরকে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টিগত বিভিন্ন কাজে ও বিশ্বজগত পরিচালনা করার জন্য প্রেরণ করে থাকেন এবং শরীআতগত বিভিন্ন কাজ ও তার রাসূলগণের নিকটে ওহী নিয়ে আসার জন্য প্রেরণ করে থাকেন।

﴿عُرْفًا﴾ দিয়ে প্রেরিতদের অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে। অর্থাৎ তাদেরকে কল্যাণ ও হিকমত দিয়েই প্রেরণ করা হয়, কোন অকল্যাণ দিয়ে বা অযথা প্রেরণ করা হয় না।

﴿فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا﴾ **আর শপথ প্রবল বেগে প্রবাহিতদের:** এখানেও ফেরেশতাগণ উদ্দেশ্য, যাদেরকে আল্লাহ তাআলা তার আদেশ দ্রুত কার্যকর করার জন্য প্রেরণ করে থাকেন। তার আদেশসমূহ কার্যকর করার জন্য দ্রুত আসাটা প্রবল বেগে প্রবাহিত বায়ুর মতো। عَاصِفَات হলো, প্রবল বাতাস, যেই বাতাস প্রবল বেগে প্রবাহিত হয়।

﴿وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا﴾ **আর শপথ বিক্ষিপ্তকারী বা পুনরায় জীবিতকারীর:** হতে পারে এটি দিয়ে ফেরেশতাগণ উদ্দেশ্য, তাদেরকে যা ছড়িয়ে দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তা তারা ছড়িয়ে দেয়। অথবা হতে পারে এটি দিয়ে মেঘ উদ্দেশ্য। কেননা মেঘের মাধ্যমে (বৃষ্টি দিয়ে) আল্লাহ তাআলা জমিনকে জীবিত করেন। অর্থাৎ মৃত জমিনকে আল্লাহ তাআলা আবার জীবিত করেন।

﴿فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا﴾ **অতঃপর তাদের, যারা মানুষের অন্তরে উপদেশ** পৌঁছে **দেয়:** এখানেও ফেরেশতাগণ উদ্দেশ্য। কেননা তারা মহান আদেশসমূহ পৌঁছে দেয়, যেটি হলো যিকির। এটির মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তার বান্দাদের ওপর রহম করেন এবং তাদের

কিসে উপকার ও কল্যাণ রয়েছে তা তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেন। আবার ফেরেশতাগণ রাসূলগণের নিকটেও উপদেশ পৌঁছে দেন।

﴿عُذۡرًا أَوۡ نُذۡرًا﴾ **ওযর আপত্তি দূর করার অথবা সতর্ক করার জন্য:** অর্থাৎ মানুষের ওযর আপত্তি দূর করার জন্য ও সতর্ক সাবধান করার জন্য। এর মাধ্যমে সামনে যে ভীতিকর বিষয়গুলো রয়েছে সেগুলো থেকে মানুষকে সতর্ক করা হয় এবং তাদের ওযর আপত্তি ছিন্ন করা হয়। যার ফলে আল্লাহর নিকটে তাদের পক্ষে আর কোন দলীল থাকে না।

﴿إِنَّمَا تُوعَدُونَ﴾ **নিশ্চয় তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে:** অর্থাৎ পুরনায় জীবিত করা ও আমলসমূহের প্রতিদান, ﴿لَوَٰقِعٞ﴾ **তা অবশ্যম্ভাবী:** অবশ্যই তা ঘটবে, এতে কোন সংশয় সন্দেহ নেই।

যখন সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হবে, তখন এই বিশ্বজগতের অবস্থা পরিবর্তন হয়ে যাবে এবং ভয়ংকর অবস্থার তৈরি হবে, যা দেখে অন্তরসমূহ অস্থির হয়ে পড়বে এবং তাদের দুঃখ কষ্ট তীব্র আকার ধারণ করবে। সেই সময় তারকাসমূহ আলোহীন হয়ে পড়বে। অর্থাৎ সেগুলো তাদের স্বস্থানে আর থাকবে না, পাহাড়সমূহ চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে। ফলে সেগুলো বিক্ষিপ্ত ধুলিকণার মতো হয়ে যাবে। আর জমিন সমতল ভুমিতে পরিণত হবে, সেখানে কোন উঁচু নিচু থাকবে না। এটি এমন দিন, যেই দিনেই রসূলগণকে নিয়ে এসে তাদের ও তাদের উম্মতদের মাঝে ফায়সালা করার জন্য সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। এজন্য আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿لِأَيِّ يَوۡمٍ أُجِّلَتۡ﴾ **কোন দিনের জন্য এসব স্থগিত করা হয়েছে:** এখানে প্রশ্ন দিয়ে উদ্দেশ্য হলো, এই দিনের বিশালতা, গুরুত্ব ও ভীতিকর অবস্থা বর্ণনা করা। তারপর আল্লাহ তাআলা এর উত্তর দিয়ে বলেন, ﴿لِيَوۡمِ ٱلۡفَصۡلِ﴾ **বিচার দিনের জন্য:** অর্থাৎ সৃষ্টিদের একে অন্যের মাঝে বিচার করা হবে এমন দিনের জন্য। আর প্রত্যেকের হিসাব হবে আলাদা আলাদাভাবে। তারপর এই দিনের মিথ্যারোপকারীদেরকে ভীতিপ্রদর্শন করে আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَيۡلٞ يَوۡمَئِذٖ لِّلۡمُكَذِّبِينَ﴾ **সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদের জন্য:** অর্থাৎ তাদের জন্য দুর্ভোগ, তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি ও মন্দ প্রত্যাবর্তনস্থল। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সংবাদ দিচ্ছেন ও তাদের জন্য শপথ করছেন। কিন্তু তারা তাকে সত্যায়ন করেনি। যার ফলে তারা ভয়ংকর শাস্তির উপযুক্ত হয়ে পড়েছে। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَلَمۡ نُهۡلِكِ ٱلۡأَوَّلِينَ ١٦ ثُمَّ نُتۡبِعُهُمُ ٱلۡأٓخِرِينَ ١٧ كَذَٰلِكَ نَفۡعَلُ بِٱلۡمُجۡرِمِينَ ١٨ وَيۡلٞ يَوۡمَئِذٖ لِّلۡمُكَذِّبِينَ﴾



৭৭:১৬- আমরা কি পূর্ববর্তীদেরকে ধ্বংস করিনি?

৭৭:১৭- তারপর আমরা পরবর্তীদেরকে তাদের অনুগামী করি।

৭৭:১৮- অপরাধীদের সাথে আমরা এরূপই করে থাকি।

৭৭:১৯- সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদের জন্য।



ব্যাখ্যা:

অর্থাৎ পূর্ববর্তী মিথ্যারোপকারীদেরকে কি আমরা ধ্বংস করিনি? তারপর পরবর্তীদের মধ্যে যারা মিথ্যারোপ করেছে তাদেরকেও পূর্ববর্তীদের মতো ধ্বংস করেছি। এটি হলো সকল অপরাধীদের সাথে আল্লাহ তাআলার চিরন্তন রীতি। সুতরাং তোমরা যা দেখছো ও শুনছো তা থেকে কেন উপদেশ গ্রহণ করছো না?

﴿وَيۡلٌ يَوۡمَئِذٖ لِّلۡمُكَذِّبِينَ﴾ **সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদের জন্য:** অর্থাৎ সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ, শাস্তি ও দৃষ্টান্ত দেখার পরেও যারা মিথ্যারোপ করে তাদের জন্য দুর্ভোগ।

তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন,



﴿أَلَمۡ نَخۡلُقكُّم مِّن مَّآءٖ مَّهِينٖ ٢٠ فَجَعَلۡنَٰهُ فِي قَرَارٖ مَّكِينٍ ٢١ إِلَىٰ قَدَرٖ مَّعۡلُومٖ ٢٢ فَقَدَرۡنَا فَنِعۡمَ ٱلۡقَٰدِرُونَ ٢٣ وَيۡلٞ يَوۡمَئِذٖ لِّلۡمُكَذِّبِينَ ٢٤﴾



৭৭:২০- আমরা কি তোমাদেরকে তুচ্ছ পানি হতে সৃষ্টি করিনি?

৭৭:২১-তারপর আমরা তা রেখেছি নিরাপদ আধারে

৭৭:২২- এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত,

৭৭:২৩- অতঃপর আমরা পরিমাপ করেছি, সুতরাং আমরা কত উত্তম পরিমাপকারী!

৭৭:২৪- সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদের জন্য।



ব্যাখ্যা:

অর্থাৎ হে আদম সন্তান! আমরা কি তোমাদেরকে সৃষ্টি করিনি ﴿مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ﴾ **তুচ্ছ পানি হতেঃ** অর্থাৎ একেবারে তুচ্ছ পানি থেকে, যা বের হয় মেরুদণ্ড ও পাজরের হাড়ের মধ্য থেকে। এমনকি আল্লাহ তাআলা সেটিকে রেখেছেন, ﴿فِي قَرَارٍ مَكِينٍ﴾ **নিরাপদ আধারেঃ** সেটি হলো রেহেম বা জরায়ুতে। সেখানে তা থাকে এবং বড় হয়।

﴿إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ﴾ **এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্তঃ** অর্থাৎ নির্ধারিত সময় পর্যন্ত।

﴿فَقَدَرْنَا﴾ **অতঃপর আমরা পরিমাপ করেছিঃ** অর্থাৎ সেই ভ্রুনকে এই অন্ধকারের মধ্যে নির্ধারণ করেছি ও লালিত পালিত করেছি। আর আল্লাহ তাআলা সেটিকে পরিবর্তন করেছেন শুক্র থেকে রক্তপিন্ডে, তারপর সেটিকে গোশত পিন্ডে, তারপর শরীরে পরিবর্তন করেছেন। তারপর তাতে তিনি রূহ ফুঁকে দিয়েছেন। আবার কেউ কেউ এর আগেই মৃত্যুবরণ করেছে।

﴿فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ﴾ **সুতরাং আমরা কত উত্তম পরিমাপকারীঃ** অর্থাৎ এতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কত উত্তম পরিমাপকারী! যেখানে তার পরিমাপটা হয়েছে হিকমত অনুযায়ী এবং সেটি প্রশংসার উপযুক্ত।

﴿ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ **আর সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদের জন্যঃ** আল্লাহ তাআলা তাদের সামনে নিদর্শনসমূহ স্পষ্ট করার পরে এবং তাদেরকে দৃষ্টান্ত ও প্রমাণসমূহ দেখানোর পরেও যারা মিথ্যারোপ করে তাদের জন্য দুর্ভোগ। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ أَلَمْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا ﴿٢٥﴾ أَحْيَآءً وَأَمْوَٰتًا ﴿٢٦﴾ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَٰسِيَ شَٰمِخَٰتٍ وَأَسْقَيْنَٰكُم مَّآءً فُرَاتًا ﴿٢٧﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٨﴾ ﴾

৭৭:২৫- আমরা কি জমিনকে সৃষ্টি করিনি ধারণকারীরূপে,

৭৭:২৬- জীবিত ও মৃতের জন্য?

৭৭:২৭- আর আমরা তাতে স্থাপন করেছি সুদৃঢ় উচ্চ পর্বতমালা এবং তোমাদেরকে পান করিয়েছি সুপেয় পানি।

৭৭:২৮- সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদের জন্য।

ব্যাখ্যা:

অর্থাৎ জমিনকে তোমাদের কল্যাণে অনুগত করে দেওয়ার মাধ্যমে আমরা কি তোমাদের ওপর অনুগ্রহ করিনি? আমরা জমিনকে তোমাদের জন্য ধারণকারীরূপে বানিয়েছি। ﴿أَحْيَاءً﴾ **জীবিতদের:** তাদের বাড়ি ঘরে ﴿وَأَمْوَاتًا﴾ **আর মৃতের জন্য:** তাদের কবরসমূহে। ঘর বাড়ি ও প্রাসাদ যেমন বান্দাদের ওপর আল্লাহ তাআলার নিয়ামত ও অনুগ্রহ, ঠিক তেমনই কবরসমূহ তাদের জন্য আল্লাহ রহমত ও তাদের আবরণের ব্যবস্থা, যাতে তাদের শরীরসমূহ হিংস্র প্রাণীসহ অন্যান্য কিছু থেকে নিরাপদ থাকে।

﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ﴾ **আর আমরা তাতে স্থাপন করেছি সুদৃঢ় উচ্চ পর্বতমালা:** অর্থাৎ এমন পাহাড় যেগুলো জমিনকে স্থির করে রাখে, যাতে করে জমিন এর অধিবাসীদেরকে নিয়ে নড়াচড়া না করে। আল্লাহ তাআলা সুদৃঢ় ও লম্বা পাহাড়সমূহ দিয়ে এই জমিনকে স্থির করে রাখেন।

﴿وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا﴾ **আর তোমাদেরকে পান করিয়েছি সুপেয় পানি:** আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন,

﴿أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ (٦٨) أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ (٦٩) لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ (٧٠)﴾

তোমরা যে পানি পান কর, সে সম্পর্কে তোমরা চিন্তা করেছো কি? তোমরা কি সেটা মেঘ হতে নামিয়ে আন, না আমরা সেটা বর্ষণ করি? আমরা ইচ্ছে করলে তা লবণাক্ত করে দিতে পারি। তবুও কেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না?

﴿وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ **আর সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদের জন্য:** একমাত্র আল্লাহ তাআলা তাদেরকে বিশেষভাবে নিয়ামত দান করেছেন। সেগুলো তাদেরকে দেখানোর পরেও সেই নিয়ামতের বিনিময়ে তারা মিথ্যারোপ করেছে। একারণে তাদের জন্য দুর্ভোগ।

তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ ٱنطَلِقُوٓاْ إِلَىٰ مَا كُنتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ ۝٢٩ ٱنطَلِقُوٓاْ إِلَىٰ ظِلّٖ ذِي ثَلَٰثِ شُعَبٖ ۝٣٠ لَّا ظَلِيلٖ وَلَا يُغۡنِي مِنَ ٱللَّهَبِ ۝٣١ إِنَّهَا تَرۡمِي بِشَرَرٖ كَٱلۡقَصۡرِ ۝٣٢ كَأَنَّهُۥ جِمَٰلَتٞ صُفۡرٞ ۝٣٣ وَيۡلٞ يَوۡمَئِذٖ لِّلۡمُكَذِّبِينَ ۝٣٤﴾

৭৭:২৯- তোমরা যাতে মিথ্যারোপ করতে, চলো তারই দিকে।

৭৭:৩০- চলো তিন শাখাবিশিষ্ট আগুনের ছায়ার দিকে,

৭৭:৩১- যে ছায়া শীতল নয় এবং যা রক্ষা করে না অগ্নিশিখা হতে,

৭৭:৩২- নিশ্চয় জাহান্নাম উৎক্ষেপণ করবে প্রাসাদসম বৃহৎ স্ফুলিংগ

৭৭:৩৩- তা যেন পীতবর্ণ উটের শ্রেণী

৭৭:৩৪- সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদের জন্য।



ব্যাখ্যা:

এই দুর্ভোগ প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে মিথ্যাবাদী অপরাধীদের জন্য। কিয়ামতের দিনে তাদেরকে বলা হবে যে, ﴿انْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ﴾ **তোমরা যাতে মিথ্যারোপ করতে, চলো তারই দিকে:** তারপর এর ব্যাখ্যায় বলা হচ্ছে যে,

﴿انْطَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ﴾

চলো তিন শাখাবিশিষ্ট আগুনের ছায়ার দিকে: অর্থাৎ জাহান্নামের আগুনের ছায়ার দিকে, যেই আগুন তিন শাখাতে বিভক্ত হবে, যেই আগুন একের পর এক তার কাছে আসবে।

﴿لَا ظَلِيلٍ﴾ **যে ছায়া শীতল নয়:** তাতে কোন আরাম ও শান্তি থাকবে না।

﴿وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ﴾ **আর যা রক্ষা করে না অগ্নিশিখা হতে:** বরং আগুনের শিখা ডান, বামসহ চারিদিক থেকে তাকে পরিবেষ্টন করে নিবে। যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ﴾

তাদের জন্য থাকবে তাদের ওপরের দিকে আগুনের আচ্ছাদন এবং নিচের দিকেও আচ্ছাদন (সূরা আয-যুমার: ১৬)।

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,

﴿لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ﴾

তাদের শয্যা হবে জাহান্নামের এবং তাদের ওপরের আচ্ছাদনও। আর এভাবেই আমরা জালিমদেরকে প্রতিফল দেবো (সূরা আল আরাফ: ৪১)।

তারপর আল্লাহ তাআলা এই ভয়াবহ আগুনের বর্ণনা দিচ্ছেন, যেটি প্রমাণ করে যে, সেই আগুন হবে ভয়াবহ, বীভৎস ও দেখতে অনেক খারাপ।

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ﴾ **নিশ্চয় জাহান্নাম উৎক্ষেপণ করবে প্রাসাদসম বৃহৎ স্ফুলিংগঃ** সেটি হে কালো বর্ণের, যাতে পীতবর্ণ মিশ্রিত থাকবে। এটি প্রমাণ করে যে, সেই আগুনের ভয়াবহ হওয়া ও বীভৎস হওয়ার কারণে তা হবে অন্ধকার অর্থাৎ কালো, দেখতে হবে খুবই খারাপ, আর হবে অত্যন্ত গরম। আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে সেখান থেকে এবং তার নিকটবর্তী করে এমন আমলসমূহ থেকে আশ্রয় চাই।

﴿وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ **সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদের জন্যঃ**

তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿هَٰذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ﴿٣٥﴾ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ﴿٣٦﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٧﴾ هَٰذَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ۖ جَمَعْنَٰكُمْ وَٱلْأَوَّلِينَ ﴿٣٨﴾ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ ﴿٣٩﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٠﴾﴾

৭৭:৩৫- এটা এমন দিন যেদিন তারা কথা বলবে না।

৭৭:৩৬- আর তাদেরকে অজুহাত পেশ করার অনুমতিও দেয়া হবে না।

৭৭:৩৭- সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদের জন্য।

৭৭:৩৮- এটাই ফায়সালার দিন, আমরা একত্র করেছি তোমাদেরকে এবং পূর্ববর্তীদেরকে।

৭৭:৩৯- অতঃপর তোমাদের কোন কৌশল থাকলে তা প্রয়োগ কর আমার বিরুদ্ধে।

৭৭:৪০- সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদের জন্য।

ব্যাখ্যাঃ

অর্থাৎ মিথ্যারোপকারীদের জন্য এই ভয়ংকর ও কঠিন দিনে অত্যন্ত ভয়াবহ ও ভীতিকর অবস্থার জন্য তারা কথা বলতে পারবে না।

﴿وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ﴾ **আর তাদেরকে অজুহাত পেশ করার অনুমতিও দেয়া হবে নাঃ** আর তারা যদি অজুহাত পেশ করে, তবুও তা গ্রহণ করা হবে না।

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴾ সুতরাং যারা জুলুম করেছে সেদিন তাদের ওযর-আপত্তি তাদের কোন কাজে আসবে না এবং তাদেরকে তিরস্কৃত হওয়ার (মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের) সুযোগও দেয়া হবে না।

﴿ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ﴾ **এটাই ফায়সালার দিন, আমরা একত্র করেছি তোমাদেরকে এবং পূর্ববর্তীদেরকে:** অর্থাৎ একত্র করেছি তোমাদের মাঝে ফায়সালা করার জন্য এবং সৃষ্টিদের মাঝে বিচার করার জন্য।

﴿ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ﴾ **অতঃপর যদি তোমাদের কোন কৌশল থাকে:** তোমরা যদি আমার রাজত্ব থেকে বেরিয়ে যেতে পারো এবং তার মাধ্যমে আমার আযাব থেকে মুক্তি পেতে পারো, তাহলে ﴿فَكِيدُونِ ﴾ **তা প্রয়োগ করো আমার বিরুদ্ধে:** অর্থাৎ এতে তোমাদের কোন শক্তি ও ক্ষমতা নেই। যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يَامَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ ﴾

হে জ্বিন ও মানুষ সম্প্রদায়! আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সীমা তোমরা যদি অতিক্রম করতে পার, তাহলে অতিক্রম করো, কিন্তু কোন শক্তি ব্যতিরেকে তোমরা তা অতিক্রম করতে পারবে না (সূরা আর-রহমান: ৩৩)।

সেই দিনে জালিমদের কৌশলগুলো বাতিল হয়ে যাবে এবং তাদের ষড়যন্ত্রগুলো হারিয়ে যাবে। আর তারা আল্লাহ তাআলার আযাবের সামনে আত্মসমর্পন করবে ও মিথ্যারোপ করাতে তাদের সামনে তাদের মিথ্যা স্পষ্ট হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴾ **সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদের জন্য।**

তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِى ظِلَٰلٍ وَعُيُونٍ ﴿٤١﴾ وَفَوَٰكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٤٢﴾ كُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ هَنِيٓـًٔۢا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٤٤﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٥﴾﴾

৭৭:৪১- নিশ্চয় মুত্তাকীরা থাকবে ছায়ায় ও ঝর্ণাবহুল স্থানে,

৭৭:৪২- আর নিজেদের আকাংখা অনুযায়ী ফলমূল-এর মধ্যে।

৭৭:৪৩- তোমাদের কর্মের পুরস্কারস্বরূপ তোমরা তৃপ্তির সাথে পানাহার কর।

৭৭:৪৪- এভাবে আমরা সৎকর্মশীলদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি।

৭৭:৪৫- সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদের জন্য।



ব্যাখ্যা:

আল্লাহ তাআলা মিথ্যারোপকারীদের শাস্তির কথা বর্ণনা করার পরে সৎকর্মশীলদের প্রতিদানের কথা বর্ণনা করছেন। তিনি বলেন, ﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ﴾ **নিশ্চয় মুত্তাকীরা:** অর্থাৎ যারা মিথ্যারোপ করা থেকে বেঁছে থাকে এবং তাদের কথা, কাজ ও আমলের মাধ্যমে সত্যায়ন করে। আর এমনটি তখনই হয়, যখন তারা ফরয আমলসমূহ পালন করে ও হারাম বিষয়গুলো থেকে বিরত থাকে।

﴿ فِي ظِلَالٍ ﴾ **থাকবে ছায়ায়:** অর্থাৎ তারা থাকবে মনোমুগ্ধকর, সুন্দর বিভিন্ন ধরনের গাছের ছায়াতে।

﴿وَعُيُونٍ﴾ **আর ঝর্ণাবহুল স্থানে:** সালসাবীল ও বিশুদ্ধ পানির ঝর্ণাসমূহে।

﴿وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ﴾ **আর নিজেদের আকাংখা অনুযায়ী ফলমূল এর মধ্যে:** অর্থাৎ অনেক উৎকৃষ্ট ফলমূল এর মধ্যে। আর তাদেরকে বলা হবে, ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا﴾ **তোমরা খাও ও পান করো:** সুস্বাদু খাবার ও পানীয় থেকে।

﴿هَنِيئًا﴾ **তৃপ্তির সাথে:** কোন ধরনের কষ্ট ও বাধা ছাড়াই তোমরা খাও ও পান করো। তৃপ্তি পূর্ণ হয় না, যতক্ষণ না খাবার ও পানীয় সকল ধরনের ত্রুটি ও কমতি থেকে মুক্ত হয় এবং যতক্ষণ না দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, এই খাবার ও পানীয় কখনো শেষ হবে না।

﴿بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ **তোমরা যেই আমল করতে তার পুরস্কারস্বরূপ:** তোমাদের আমলসমূহ হলো এই স্থায়ী নিয়ামতে পৌঁছানোর একটি মাধ্যম। অনুরূপভাবে প্রত্যেক যেই ব্যক্তি সুন্দরভাবে আল্লাহর ইবাদত করে , আল্লাহ তাআলাও তার ওপর ইহসান করেন। এজন্য তিনি বলেন, ﴿ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴾ **এভাবে আমরা সৎকর্মশীলদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি:** এই নিয়ামত হারিয়ে যাওয়া ছাড়া তাদের জন্য যদি আর কোন দুর্ভোগ না থাকতো, তাহলে এটিই তাদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ও বঞ্চিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট হতো। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿كُلُواْ وَتَمَتَّعُواْ قَلِيلًا إِنَّكُم مُّجۡرِمُونَ ٤٦ وَيۡلٞ يَوۡمَئِذٖ لِّلۡمُكَذِّبِينَ ٤٧ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱرۡكَعُواْ لَا يَرۡكَعُونَ ٤٨ وَيۡلٞ يَوۡمَئِذٖ لِّلۡمُكَذِّبِينَ ٤٩ فَبِأَيِّ حَدِيثِۭ بَعۡدَهُۥ يُؤۡمِنُونَ ٥٠﴾

৭৭:৪৬- তোমরা খাও এবং ভোগ করে নাও অল্প কিছুদিন, তোমরা তো অপরাধী।

৭৭:৪৭- সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদের জন্য।

৭৭:৪৮- যখন তাদেরকে বলা হয় রুকু কর, তখন তারা রুকু করে না।

৭৭:৪৯- সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদের জন্য।

৭৭:৫০- সুতরাং কুরআনের পরিবর্তে আর কোন বাণীর প্রতি তারা ঈমান আনবে?

ব্যাখ্যা:

মিথ্যারোপকারীদের জন্য এটি হলো হুমকি ও ভীতিপ্রদর্শন। তারা দুনিয়া সুস্বাদু খাবার খায় ও পান করে এবং আল্লাহর আনুগত্য থেকে গাফিল থাকে, সুতরাং তারাই হলো অপরাধী। তাই অপরাধীরা যার উপযুক্ত, তারাও তারই উপযুক্ত। তাদের এই ভোগসম্ভার হারিয়ে যাবে এবং তাদের জন্য শুধু কষ্টই অবশিষ্ট থাকবে। তাদের অপরাধের অন্তর্ভুক্ত হলো, যখন তাদেরকে সালাতের আদেশ করা হতো, যেটি হলো সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ইবাদত, যখন তাদেরকে বলা হয় যে, ﴿ٱرۡكَعُواْ﴾ **তোমরা রুকু করো:** তখন তারা তা থেকে বিরত থাকে। এর চেয়ে বড় পাপ আর কী হতে পারে? আর চেয়ে মিথ্যারোপ আর কীসে বাড়তে পারে?

﴿وَيۡلٞ يَوۡمَئِذٖ لِّلۡمُكَذِّبِينَ﴾ **সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদের জন্য:** তাদের জন্য দুর্ভোগ যে, তাদের জন্য তাওফীকের দরজাগুলোকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং সকল ধরনের কল্যাণ থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করা হয়েছে। কেননা তারা এই পবিত্র কুরআনকে মিথ্যারোপ করেছে, যেই কুরআন হলো সর্বাবস্থাতে সবচেয়ে সত্য ও ইয়াকীন সমৃদ্ধ কিতাব।

﴿فَبِأَيِّ حَدِيثِۭ بَعۡدَهُۥ يُؤۡمِنُونَ﴾ **সুতরাং কুরআনের পরিবর্তে আর কোন বাণীর প্রতি তারা ঈমান আনবে:** তারা কি বাতিলের ওপর ঈমান আনবে, যাতে বিশেষ কোন আলোচনা নেই, দলীল থাকা তো অনেক দূরের বিষয়, নাকি তারা স্পষ্ট মিথ্যাবাদী প্রত্যেক মুশরিকের কথার ওপর ঈমান আনবে?

আর স্পষ্ট আলোর পরে একমাত্র ঘন অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই নেই। আর যেই সত্যের সত্যতার বিষয়ে দলীল প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তারপর স্পষ্ট মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই নেই।

সুতরাং তাদের জন্য ধ্বংস! কিসে তাদেরকে অন্ধ করে রাখলো? তাদের জন্য দুর্ভোগ, তারা কতই না ক্ষতিগ্রস্ত ও হতভাগা!

আমরা আল্লাহ তাআলার নিকটে ক্ষমা ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করি। নিশ্চয় তিনি দাতা ও দয়ালু।

٧٨. سورة النّبأ وَهِيَ مَكِّيَّةٌ

৭৮. সূরা আন নাবা (মাক্কী, আয়াত ৪০)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ (١) عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ (٢) الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ (٣) كَلَّا سَيَعْلَمُونَ (٤) ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ (٥)﴾

৭৮:১- কোন বিষয় সম্পর্কে তারা পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করছে?

৭৮:২- মহাসংবাদটির বিষয়ে,

৭৮:৩- যে বিষয়ে তারা মতানৈক্য করছে।

৭৮:৪- কখনো না, তারা অচিরেই জানতে পারবে;

৭৮:৫- আবার বলি কখনো না, তারা অচিরেই জানতে পারবে।

ব্যাখ্যা:

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার আয়াতসমূহে মিথ্যারোপকারীরা কোন বিষয় নিয়ে পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করছে? তারপর তারা যেই বিষয় নিয়ে পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করছে তা বর্ণনা

করে আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ (٢) الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ﴾ **মহাসংবাদটির বিষয়ে, যে বিষয়ে তারা মতানৈক্য করছে:** অর্থাৎ সেই মহা সংবাদ সম্পর্কে, যে বিষয়ে তাদের মতভেদ অনেক দীর্ঘ হয়েছে, মিথ্যারোপ করা ও তা অসম্ভব মনে করার দিক থেকে তাদের মতভেদ ছড়িয়ে পড়েছে। অথচ সেই খবরটি এমন সত্য, যাতে কোন সন্দেহ সংশয় প্রবেশ করতে পারে না। কিন্তু রবের সাক্ষাতকে মিথ্যারোপকারীদের সামনে সকল নিদর্শন আসলেও যন্ত্রণাদায়ক আযাব দেখা পর্যন্ত তারা কখনোই এতে ঈমান আনবে না।

এজন্য আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿كَلَّا سَيَعْلَمُونَ (٤) ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ﴾ **কখনো না, তারা অচিরেই জানতে পারবে। আবার বলি, কখনো না, তারা অচিরেই জানতে পারবে:** অর্থাৎ যখন তাদের কাছে আযাব চলে আসবে, তখন তারা যে মিথ্যার ওপর ছিল তা তারা জানতে পারবে, যখন তাদেরকে জাহান্নামের আগুনের দিকে ধাক্কিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে এবং তাদেরকে বলা হবে, ﴿هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ﴾ এটিই সেই আগুন, যাকে তোমরা মিথ্যারোপ করতে (সূরা আত তূর: ১৪)।

তারপর আল্লাহ তাআলা তার নিয়ামতসমূহের বর্ণনা দিচ্ছেন এবং সেই দলীলগুলোর বর্ণনা দিচ্ছেন, যেগুলো রসূলগণ যে খবর দিয়েছেন সেগুলোর সত্যতাকে প্রমাণ করে। তারপর আল্লাহ তাআলা বলেন,



﴿ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا (٦) وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا (٧) وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا (٨) وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا (٩) وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا (١٠) وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا (١١) وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا (١٢) وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا (١٣) وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا (١٤) لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا (١٥) وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا (١٦)﴾



৭৮:৬- আমরা কি জমিনকে বিছানাস্বরূপ করিনি?

৭৮:৭- আর পর্বতসমূহকে পেরেক?

৭৮:৮- আর আমরা সৃষ্টি করেছি তোমাদেরকে জোড়ায় জোড়ায়,

৭৮:৯- আর তোমাদের ঘুমকে করেছি বিশ্রাম

৭৮:১০- আর রাতকে আবরণস্বরূপ করেছি,

৭৮:১১- আর দিনকে করেছি জীবিকা আহরণের সময়,

৭৮:১২- আর আমরা নির্মাণ করেছি তোমাদের ওপরে সুদৃঢ় সাত আকাশ

৭৮:১৩- আর আমরা সৃষ্টি করেছি উজ্জ্বল একটি প্রদীপ।

৭৮:১৪- আর আমরা মেঘমালা থেকে প্রচুর পানি বর্ষণ করেছি।

৭৮:১৫- যাতে তা দ্বারা আমরা উৎপন্ন করি শস্য, উদ্ভিদ,

৭৮:১৬- আর ঘন উদ্যানসমূহ।



ব্যাখ্যা:

অর্থাৎ আমরা কি তোমাদেরকে অনেক বিরাট বিরাট নিয়ামত দান করিনি? তোমাদের জন্য জমিনকে বানিয়েছি ﴿مِهَادًا﴾ **বিছানাস্বরূপ:** তোমাদের জন্য এবং চাষাবাদ, বসবাস ও রাস্তাঘাটসহ তোমাদের অন্যান্য কল্যাণে সেটিকে প্রস্তুত করেছি।

﴿وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا﴾ **আর পর্বতসমূহকে করেছি পেরেক:** যেটি জমিনকে ধরে রাখে, যাতে করে তোমাদেরকে নিয়ে এই জমিন নড়াচড়া না করে।

﴿وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا﴾ **আর আমরা সৃষ্টি করেছি তোমাদেরকে জোড়ায় জোড়ায়:** অর্থাৎ একই শ্রেণির মধ্যে পুরুষ ও নারীরূপে, যাতে করে একে অন্যের কাছে শান্তি পায়, তাদের মাঝে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি হয় এবং তাদের থেকে তাদের সন্তান সন্ততি তৈরি হয়। এই নিয়ামতের মধ্যে রয়েছে বিবাহের আনন্দ।

﴿وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا﴾ **আর তোমাদের ঘুমকে করেছি বিশ্রাম:** অর্থাৎ তোমাদের জন্য আরামস্বরূপ এবং তোমাদের কাজকর্ম বন্ধকারীরূপে, যেই কাজকর্ম চলতেই থাকলে তোমাদের শরীরের ক্ষতি হতো। তাই আল্লাহ তাআলা রাত বানিয়েছেন এবং মানুষকে ঘুম দিয়েছেন, যাতে করে তাদের জন্য ক্ষতিকর কাজকর্ম বন্ধ হয় এবং তাদের আরাম হয়।

﴿وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا﴾ **আর আমরা নির্মাণ করেছি তোমাদের ওপরে সুদৃঢ় সাত আকাশ:** অর্থাৎ খুবই শক্তিশালী ও শক্ত করে সাত আসমান বানিয়েছি। আল্লাহ তাআলা তার কুদরতের মাধ্যমে সেগুলোকে ধরে রাখেন, সেগুলোকে জমিনের ছাদস্বরূপ বানিয়েছেন, সেগুলোতে তাদের জন্য রয়েছে অনেক উপকার। এজন্য আল্লাহ তাআলা সেগুলোর উপকারের মধ্যে সূর্যের উপকারিতা বর্ণনা করে বলেন, ﴿وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا﴾

আর আমরা সৃষ্টি করেছি উজ্জ্বল একটি প্রদীপ: এটিকে প্রদীপ বলে বর্ণনা করার কারণ হলো, এর আলোর নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া, যেটি হলো সৃষ্টির জন্য অত্যন্ত জরুরী বিষয়। আর প্রদীপে রয়েছে উত্তাপ এবং অনেক ধরনের কল্যাণ।

﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا﴾ **আর আমরা মেঘমালা থেকে প্রচুর পানি বর্ষণ করেছিঃ** অর্থাৎ অনেক বেশি পানি বর্ষণ করি।

﴿لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا﴾ **যাতে তা দ্বারা আমরা উৎপন্ন করি শস্যঃ** যেমন গম, যব, ভুট্টা, চাউলসহ যেগুলো আদমসন্তান ভক্ষণ করে।

﴿وَنَبَاتًا﴾ **আর উদ্ভিদঃ** এতে সকল ধরনের উদ্ভিদই অন্তর্ভুক্ত, যেগুলো আল্লাহ তাআলা গবাদিপশুর খাবার হিসেবে সৃষ্টি করেছেন।

﴿وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا﴾ **আর ঘন উদ্যানসমূহঃ** এমন ঘন বাগানসমূহ, যাতে রয়েছে সকল ধরনের সুস্বাদু ফলমূল।

যেই সত্তা তোমাদেরকে এই বিরাট নিয়ামতগুলো দান করেছেন, যেগুলো পরিমাপ করা এবং গণনা করা সম্ভব নয়, কীভাবে তোমরা তার সাথে কুফরী করছো এবং মৃত্যুর পর জীবিত হওয়া সম্পর্কে যা সংবাদ দিয়েছেন সেগুলোকে কীভাবে তোমরা মিথ্যারোপ করছো? আবার কীভাবে তোমরা সেই নিয়ামতগুলো দিয়ে তার অবাধ্যতা করছো ও সেই নিয়ামতগুলোকে অস্বীকার করছো? তারপর আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا (١٧) يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا (١٨) وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا (١٩) وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا (٢٠) إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا (٢١) لِلطَّاغِينَ مَآبًا (٢٢) لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا (٢٣) لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا (٢٤) إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا (٢٥) جَزَاءً وِفَاقًا (٢٦) إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا (٢٧) وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا (٢٨) وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا (٢٩) فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا (٣٠)﴾

৭৮:১৭- নিশ্চয় ফায়সালার দিন নির্ধারিত আছে।

৭৮:১৮- সেদিন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে তখন তোমরা দলে দলে আসবে

৭৮:১৯- আর আকাশ উন্মুক্ত করা হবে, ফলে তা হবে বহু দ্বারবিশিষ্ট।

৭৮:২০- আর পর্বতসমূহকে চলমান করা হবে, ফলে সেগুলো মরীচিকা হয়ে যাবে।

৭৮:২১- নিশ্চয় জাহান্নাম ওৎ পেতে রয়েছে।

৭৮:২২- সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য প্রত্যাবর্তনস্থলরূপে।

৭৮:২৩- সেখানে তারা যুগ যুগ ধরে অবস্থান করবে।

৭৮:২৪- সেখানে তারা কোন শীতলতা আস্বাদন করবে না এবং না কোন পানীয়।

৭৮:২৫- ফুটন্ত পানি ও পুঁজ ছাড়া

৭৮:২৬- উপযুক্ত প্রতিফলস্বরূপ।

৭৮:২৭- নিশ্চয় তারা কখনো হিসেবের আশা করতো না,

৭৮:২৮- আর তারা আমাদের আয়াতসমূহকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেছিল।

৭৮:২৯- আর সবকিছুই আমরা সংরক্ষণ করেছি লিখিতভাবে।

৭৮:৩০- সুতরাং তোমরা স্বাদ গ্রহণ কর। আর আমি তো কেবল তোমাদের আযাবই বৃদ্ধি করবো।



ব্যাখ্যা:

মিথারোপকারীরা যেই কিয়ামত সম্পর্কে পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করছে এবং অবাধ্যরা যেটিকে অস্বীকার করে সেই কিয়ামতের দিনে কী হবে আল্লাহ তাআলা তার বর্ণনা দিচ্ছেন। সেই কিয়ামতের দিন হবে মহান একটি দিন। আর আল্লাহ তাআলা সেটিকে সৃষ্টিদের জন্য নির্ধারিত করেছেন।

﴿ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا ﴾ **সেদিন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে তখন তোমরা দলে দলে আসবে:** সেদিন এমন ভয়াবহ ও ভীতিকর কিছু ঘটবে, যার কারণে শিশুরা বৃদ্ধ হয়ে যাবে, অন্তরসমূহ প্রকম্পিত হয়ে যাবে। পাহাড়সমূহ চলমান হয়ে যাবে, এমনকি তা বিক্ষিপ্ত ধুলিতে পরিণত হবে। আসমান বিদীর্ণ হবে, এমনকি তার অনেক দরজা হবে, আর আল্লাহ তাআলা তার বিধান অনুযায়ী সৃষ্টিদের মাঝে ফায়সালা করবেন, যাতে কোন জুলুম থাকবে না। জাহান্নামের আগুন প্রজ্জলিত করা থাকবে, যেটিকে আল্লাহ তাআলা প্রস্তুত করে রেখেছেন সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য, আর তাদের জন্য আবাস ও প্রত্যাবর্তনস্থল হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। তারা সেখানে অবস্থান করবে যুগ যুগ ধরে। অনেক মুফাসসিরের মতে, حقب হলো আশি বছর।

যখন তারা জাহান্নামে আসবে, ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا﴾ **সেখানে তারা কোন শীতলতা আস্বাদন করবে না এবং না কোন পানীয়:** অর্থাৎ তারা এমন কিছু আস্বাদন করবে না যা তাদের চামড়াকে ঠান্ডা করতে পারে, এবং তাদের তৃষ্ণাকে নিবারণ করতে পারে।

﴿ إِلَّا حَمِيمًا ﴾ **ফুটন্ত পানি ছাড়াঃ** অর্থাৎ অত্যন্ত গরম পানি ছাড়া, যা তাদের মুখমণ্ডলকে দগ্ধ করে দিবে এবং নাড়ি ভুড়ি ছিন্ন ভিন্ন করে দিবে।

﴿وَغَسَّاقًا﴾ **আর পুঁজ ছাড়াঃ** এটি হলো জাহান্নামীদের পুঁজ, যেটি হবে খুবই দুর্গন্ধযুক্ত এবং খুবই নোংরা স্বাদের। তারা এই ধরনের ভয়ংকর শাস্তির উপযুক্ত হয়েছে। কারণ তারা যেই আমলগুলো করেছে, তার জন্য এটিই হলো তাদের উপযুক্ত প্রতিদান। আল্লাহ তাআলা তাদের ওপর জুলুম করেননি, বরং তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর জুলুম করেছে। একারণে আল্লাহ তাআলা তাদের আমলসমূহের বর্ণনা দিচ্ছেন, যেই কারণে তারা এই ধরনের আযাবের উপযুক্ত হয়েছে। তিনি বলেন, ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ﴾ **নিশ্চয় তারা কখনো হিসেবের আশা করতো নাঃ** অর্থাৎ তারা মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়ার বিষয়ে ঈমান আনেনি এবং এটাও বিশ্বাস করেনি যে, আল্লাহ তাআলা সৃষ্টির ভালো ও মন্দ কাজের প্রতিদান দিবেন। যার ফলে তারা আখিরাতের জন্য আমল করাকে উপেক্ষা করেছে।

﴿وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا﴾ **আর তারা আমাদের আয়াতসমূহকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেছিলঃ** অর্থাৎ সেই আয়াতসমূহকে তারা স্পষ্টভাবে অস্বীকার করেছে এবং তাদের নিকটে যেই প্রমাণসমূহ এসেছে সেগুলোর অবাধ্যতা করেছে।

﴿وَكُلَّ شَيْءٍ ﴾ **আর সবকিছুইঃ** কম হোক আর বেশি হোক, ভালো হোক আর মন্দই হোক সবকিছুই ﴿أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ﴾ **আমরা সংরক্ষণ করেছি লিখিতভাবেঃ** অর্থাৎ লাওহে মাহফুজে তা লিপিবদ্ধ করেছি। সুতরাং অপরাধীরা যেন এটি না ভাবে যে, আমরা যেই পাপের কারণে তাদেরকে আযাব দিচ্ছি, সেগুলো তারা করেনি। আর তারা যেন এটিও না ভাবে যে, তাদের কৃত আমলসমূহের কোন কিছু হয়তো হারিয়ে গেছে অথবা সামান্য পরিমাণ ভুলে যাওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَاوَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾

আর আমলনামা উপস্থাপিত করা হবে, তখন তাতে যা লিপিবদ্ধ আছে তার কারণে আপনি অপরাধীদেরকে দেখবেন আতংকগ্রস্ত এবং তারা বলবে, হায়, দুর্ভাগ্য আমাদের! এটা কেমন গ্রন্থ! এটা তো ছোট বড় কিছু বাদ না দিয়ে সব কিছুই হিসেব করে রেখেছে। আর তারা যা আমল করেছে তা সামনে উপস্থিত পাবে। আর আপনার রব তো কারো প্রতি জুলুম করেন না (সূরা আল কাহাফ: ৪৯)।

﴿فَذُوقُوا﴾ **সুতরাং তোমরা স্বাদ গ্রহণ করোঃ** হে মিথ্যারোপকারীরা! সুতরাং তোমরা এই যন্ত্রণাদায়ক আযাবে ও স্থায়ী লাঞ্ছনার স্বাদ আস্বাদন করো।

﴿ فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا﴾ **আর আমি তো কেবল তোমাদের আযাবই বৃদ্ধি করবোঃ** সর্বদাই তাদের আযাব বাড়তেই থাকবে। জাহান্নামীদের কঠিন আযাব সম্পর্কে এই আয়াত হলো সবচেয়ে শক্ত আয়াত। আল্লাহ তাআলা যেন আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করুন। তারপর আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا (٣١) حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا (٣٢) وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا (٣٣) وَكَأْسًا دِهَاقًا (٣٤) لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا (٣٥) جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا (٣٦)﴾

৭৮:৩১- নিশ্চয় মুত্তাকীদের জন্য আছে সাফল্য,

৭৮:৩২- উদ্যানসমূহ, আঙ্গুরসমূহ,

৭৮:৩৩- আর সমবয়স্কা নব্য যৌবনা তরুণীগণ

৭৮:৩৪- এবং পরিপূর্ণ পানপাত্র।

৭৮:৩৫- সেখানে তারা কোন অসার ও মিথ্যা বাক্য শুনবে না

৭৮:৩৬- আপনার রবের পক্ষ থেকে পুরস্কার, যথোচিত দানস্বরূপ

ব্যাখ্যাঃ

আল্লাহ তাআলা অপরাধীদের অবস্থা বর্ণনা করার পরে মুত্তাকীদের শুভ পরিণামের কথা বর্ণনা করছেন। তিনি বলেন, ﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴾ **নিশ্চয় মুত্তাকীদের জন্য আছে সাফল্যঃ** অর্থাৎ যারা আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের ওপর অটল থাকে এবং আল্লাহ যা অপছন্দ করেন সেগুলো থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখার মাধ্যমে আল্লাহ অসন্তুষ্টি থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখে, তাদের জন্য রয়েছে সফলতা ও জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি। এই সফলতার মধ্যে রয়েছে, তাদের জন্য থাকবে, ﴿حَدَائِقَ﴾ **উদ্যানসমূহঃ** অর্থাৎ এমন বাগানসমূহ, যাতে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের সুন্দর সুন্দর গাছের সমাহার ও ফলমূলের সমাহার, যেগুলোর মাঝ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত হবে। এখানে বিশেষভাবে আঙ্গুরের কথা বর্ণনা করার কারণ হলো, এর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা ও এই বাগানগুলোতে আঙ্গুরের অনেক আধিক্য থাকা।

আর সেখানে তাদের জন্য রয়েছে অন্তরের চাহিদা মোতাবেক স্ত্রীগণ। ﴿وَكَوَاعِبَ﴾ **আর নব্য যৌবনা তরুণীগণ:** অর্থাৎ এমন সুন্দরীগণ, যাদের যৌবনা, শক্তি ও সৌন্দর্যতার কারণে তাদের স্তনসমূহ ঝুলে পড়েনি।

﴿أَتْرَابًا﴾ **সমবয়স্কা:** যারা সকলেই হবে প্রায় একই বয়সের। আর সমবয়স্কাদের বৈশিষ্ট্য হলো, তারা পরস্পরকে ভালোবাসে এবং পরস্পর মিশে। আর সেই বয়সটি হবে তেত্রিশ বছর, যেটি হবে যৌবনের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ বয়স।

﴿ وَكَأْسًا دِهَاقًا ﴾ **আর পরিপূর্ণ পানপাত্র:** বিশুদ্ধ পানি দিয়ে যা পরিপূর্ণ করা থাকবে, আর পানকারীদের জন্য হবে অত্যন্ত সুস্বাদু।

﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا ﴾ **সেখানে তারা কোন অসার কথা শুনবে না:** অর্থাৎ এমন কথা যাকে কোন উপকার নেই।

﴿وَلَا كِذَّابًا﴾ **আর মিথ্যা বাক্য শুনবে না:** অর্থাৎ পাপের কথা। যেমনটি আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন,

﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا (٢٥) إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا (٢٦)﴾

সেখানে তারা শুনবে না কোন আসার অথবা পাপবাক্য। 'সালাম' আর 'সালাম' বাণী ছাড়া (সূরা আল ওয়াকিয়া: ২৫-২৬)।

আল্লাহ তাআলা একমাত্র তার অনুগ্রহে ও তার ইহসানের কারণেই তাদেরকে এই অঢেল প্রতিদান দিয়েছেন।

﴿جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا ﴾ **আপনার রবের পক্ষ থেকে পুরস্কার, যথোচিত দানস্বরূপ:** অর্থাৎ এই পুরস্কার দিয়েছেন তাদের আমলসমূহের কারণে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে যেই আমলের তাওফীক দিয়েছিলেন, আর এগুলোকে তিনি তার জান্নাতের ও নিয়ামতের মূল্য বানিয়েছেন। তারপর আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا (٣٧) يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا (٣٨) ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا (٣٩) إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَالَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا (٤٠) ﴾

৭৮:৩৭- যিনি আসমানসমূহ, জমিন ও এতদোভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর রব, পরম করুণাময়। তারা তাঁর সামনে কথা বলার সামর্থ্য রাখবে না।

৭৮:৩৮- সেদিন রূহ ও ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে, সেদিন কেউ কথা বলবে না, তবে 'রহমান' যাকে অনুমতি দেবেন সে ছাড়া, এবং সে সঠিক কথা বলবে।

৭৮:৩৯- এ দিনটি সত্য; অতএব যার ইচ্ছে সে তার রবের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করুক।

৭৮:৪০- নিশ্চয় আমরা তোমাদেরকে আসন্ন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করলাম; যেদিন মানুষ তার কৃতকর্ম দেখতে পাবে এবং কাফির বলবে, হায়! আমি যদি মাটি হতাম।

ব্যাখ্যা:

অর্থাৎ যেই সত্তা তাদেরকে এই প্রতিদান দিয়েছেন, তিনিই হলেন, তাদের রব, ﴿رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ **যিনি আসমানসমূহ, জমিনের রবঃ** যিনি সেগুলোকে সৃষ্টি করেছেন এবং সেগুলোকে পরিচালনা করেন।

﴿الرَّحْمَنِ﴾ **পরম করুণাময়ঃ** যার রহমত সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছে। তিনিই তাদেরকে লালিত পালিত করেন, তাদের ওপর রহম করেন, তাদের ওপর অনুগ্রহ করেন, এমনকি এর ফলে তারা যা চাওয়ার তা পেয়েছে। তারপর আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিনে তার বড়ত্ব ও মহান রাজত্বের বর্ণনা দিচ্ছেন। আর সেদিন সৃষ্টির সকলেই চুপ থাকবে, কেউ কথা বলবে না।

﴿لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا﴾ **তারা তাঁর সামনে কথা বলার সামর্থ্য রাখবে নাঃ** তবে দয়াময় আল্লাহ যাকে অনুমতি দিবেন, সেই শুধু কথা বলবে, আর সে সঠিক কথাই বলবে। সুতরাং দু'টি শর্ত ছাড়া কেউ কোন কথা বলতে পারবে না। সেগুলো হলো কথা বলার জন্য আল্লাহ তাআলার অনুমতি থাকা, এবং যা বলবে সেটি সঠিক হওয়া। কেননা,

﴿ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ﴾ **সেই দিনটি সত্যঃ** যেখানে বাতিল ছড়িয়ে পড়বে না এবং সেই দিনে মিথ্যা কোন উপকারে আসবে না।

﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ﴾ **সেদিন রূহ দাঁড়াবেঃ** রূহ হলেন জিবরাঈল আলাইহিস সালাম, যিনি হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ ফেরেশতা।

﴿وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا﴾ **আর ফেরেশতাগণও সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবেঃ** আল্লাহ তাআলার সামনে বিনীত হয়ে তারা দাঁড়াবে।

﴿لَا يَتَكَلَّمُونَ﴾ **সেদিন কেউ কথা বলবে না:** আল্লাহ তাআলা যাকে অনুমতি দিবেন, সেই ছাড়া। আল্লাহ তাআলা আশান্বিত ও ভীতিপ্রদর্শন করার পরে এবং সুসংবাদ দিয়ে ও সতর্ক করার পরে বলছেন, ﴿فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا﴾ **অতএব যার ইচ্ছে সে তার রবের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করুক:** অর্থাৎ এমন আমল করুক, যা কিয়ামতের দিন তার কাছে ফিরে আসবে।

﴿إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا﴾ **নিশ্চয় আমরা তোমাদেরকে আসন্ন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করলাম:** কেননা তা সামনে আসছে। আর প্রত্যেক যেটি সামনে আসবে, সেটি নিকটবর্তীই।

﴿يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ﴾ **যেদিন মানুষ তার কৃতকর্ম দেখতে পাবে:** এটিই তার নিকটে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে এবং তারই আশ্রয় নিবে। সুতরাং সে যেন এই দুনিয়াতেই এই আমলের দিকে লক্ষ্য করে। যেমনটি আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন,

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো এবং প্রত্যেকের উচিত চিন্তা করে দেখা আগামী কালের জন্য সে কী অগ্রিম পাঠিয়েছে। আর তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো, তোমরা যা কর নিশ্চয় আল্লাহ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত (সূরা আল হাশর: ১৮)।

সেই আমলে যদি ভালো কিছু পায়, তাহলে সে যেন আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করে, আর যদি ভালো কিছু না পায়, তাহলে সে যেন শুধু নিজেকেই তিরস্কার করে। এজন্য কাফিররা সেদিন অত্যন্ত অনুতপ্ত হয়ে মৃত্যুর আকাংখা করবে। আমরা আল্লাহ তাআলার নিকটে কুফরী ও সকল ধরনের অনিষ্ট থেকে আল্লাহ তাআলার নিকট নিরাপত্তা চাই। নিশ্চয় তিনি মহাদাতা ও দয়ালু।

٧٩. سورة النّازعات وَهِيَ مَكِّيَّةٌ

৭৯. সূরা আন নাযিআত (মাক্কী, আয়াত ৪৬)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

﴿وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا (١) وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا (٢) وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا (٣) فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا (٤) فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا (٥) يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ (٦) تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ (٧) قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ (٨) أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ (٩) يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ (١٠) أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً (١١) قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ (١٢) فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ (١٣) فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ (١٤)﴾

৭৯:১- শপথ নির্মমভাবে (কাফিরদের রূহ) উৎপাটনকারীদের।

৭৯:২- আর শপথ মৃদুভাবে বন্ধনমুক্তকারীদের

৭৯:৩- আর শপথ তীব্র গতিতে সন্তরণকারীদের

৭৯:৪- আর দ্রুতবেগে অগ্রসরমানদের

৭৯:৫- অতঃপর সব কাজ নির্বাহকারীদের।

৭৯:৬- সেদিন প্রকম্পিতকারী প্রকম্পিত করবে,

৭৯:৭- তাকে অনুসরণ করবে পরবর্তী কম্পনকারী

৭৯:৮- অনেক হৃদয় সেদিন ভীত সন্ত্রস্ত হবে

৭৯:৯- তাদের দৃষ্টিসমূহ নত হবে।

৭৯:১০- তারা বলে, আমরা কি আগের অবস্থায় ফিরে যাবই

৭৯:১১- যখন আমরা চূর্ণ-বিচূর্ণ হাড় হয়ে যাব'?

৭৯:১২- তারা বলে, তাই যদি হয় তবে তো এটা এক ক্ষতিকর প্রত্যাবর্তন।

৭৯:১৩- এ তো শুধু এক বিকট আওয়াজ

৭৯:১৪- তখনই ময়দানে তাদের আবির্ভাব হবে।



ব্যাখ্যা:

এখানে সম্মানিত ফেরেশতাগণ এবং তাদের কাজসমূহের কসম করা হয়েছে, যেগুলো প্রমাণ করে যে, তারা আল্লাহ তাআলার আদেশের সামনে পরিপূর্ণ নত। তারা আল্লাহ তাআলার আদেশ বাস্তবায়নে অতি দ্রুত অগ্রসর হয়। এখানে সম্ভবত মৃত্যুর পরে পুনরায় জীবিত হওয়া ও প্রতিদান দেওয়ার ওপর কসম করা হয়েছে। এর দলীল হলো, এই কসমগুলোর পরেই কিয়ামতের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। আবার হতে পারে কসমকৃত বিষয় ও যার ওপর কসম করা হয়েছে উভয়টি একই। অর্থাৎ এখানে আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাগণের বিষয়েই কসম করা হয়েছে। কেননা ফেরেশতাগণের ওপর ঈমান আনা হলো, ঈমানের ছয়টি রুকনের অন্যতম রুকন। আর তাদের কাজসমূহের বর্ণনাতে প্রতিদানের বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, মৃত্যুর সময়, তার আগে ও পরে যার দায়িত্ব পালন করে ফেরেশতাগণই।

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا﴾ শপথ **নির্মমভাবে (কাফিরদের রূহ) উৎপাটনকারীদের:** তারা হলেন ফেরেশতাগণ, যারা অত্যন্ত শক্তভাবে রুহগুলোকে টেনে আনে, রূহ বের করার জন্য তারা ডুব দেয়। ফলে রূহ বের হয়ে আসে, তারপর তার আমলের প্রতিদান দেওয়া হবে।

﴿وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا﴾ **আর শপথ মৃদুভাবে বন্ধনমুক্তকারীদের:** তারাও হলেন ফেরেশতাগণ, যারা রূহসমূহকে বের করে আনেন শক্তভাবে আবার মৃদুভাবে। অথবা মুমিনদের রূহ বের করে আনেন মৃদুভাবে, আর কাফিরদের রূহ বের করে আনেন শক্তভাবে।

﴿وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا﴾ **আর শপথ তীব্র গতিতে সন্তরণকারীদের:** আসমানে উঠা ও নামার সময় যারা বাতাসে চলাফেরা করে।

﴿فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا﴾ **আর দ্রুতবেগে অগ্রসরমানদের:** তারা আল্লাহর আদেশ পালনের জন্য দ্রুত অগ্রসর হয় এবং আল্লাহর রসূলগণের নিকটে ওহী পৌঁছানোর জন্য শয়তানের আগে যান, যাতে করে শয়তানরা সেখান থেকে গোপনে কোন কিছু নিতে না পারে।

﴿فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا﴾ **অতঃপর সব কাজ নির্বাহকারীদের:** তারাও হলেন ফেরেশতাগণ, যাদেরকে আল্লাহ তাআলা উর্ধ্বজগত ও নিম্নজগতের অনেক কিছু পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছেন। যেমন, বৃষ্টি, উদ্ভিদ, গাছপালা, বাতাস, সাগর, জরায়ু, বিভিন্ন প্রাণী, জান্নাত ও জাহান্নামসহ আরো বিভিন্ন জিনিস পরিচালনা করা।

﴿ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ﴾ **সেদিন প্রকম্পিতকারী প্রকম্পিত করবে:** সেটি হলো, কিয়ামত অনুষ্ঠিত হওয়া।

﴿تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ﴾ **তাকে অনুসরণ করবে পরবর্তী কম্পনকারী:** অর্থাৎ আরেকটি কম্পনকারী, যেটি তারপরেই আসবে।

﴿قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ﴾ **অনেক হৃদয় সেদিন ভীত সন্ত্রস্ত হবে:** অর্থাৎ যেই ভয়াবহ দৃশ্য দেখবে ও শুনবে সেই কারণে অনেক হৃদয় হবে ভীত ও সন্ত্রস্ত।

﴿ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ﴾ **তাদের দৃষ্টিসমূহ নত হবে:** অর্থাৎ লাঞ্ছিত ও অবনত হবে। তাদের অন্তরে ভয় প্রাধান্য বিস্তার করবে, ভয়ে তাদের অন্তরসমূহ উদাসীন হয়ে যাবে, আর আফসোস ও অনুতাপ তাদের ওপর চেপে বসবে।

আর কাফিররা মিথ্যারোপ করার জন্য দুনিয়াতে বলে,

﴿يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ (١٠) أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً ﴾

আমরা কি আগের অবস্থায় ফিরে যাবই। যখন আমরা চূর্ণ-বিচূর্ণ হাড় হয়ে যাবো: অর্থাৎ যখন আমাদের হাড় ক্ষয় হয়ে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে তখনো কি আমরা আগের অবস্থাতে ফিরে যাবো?

﴿قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ﴾ **তারা বলে, তাই যদি হয় তবে তো এটা এক ক্ষতিকর প্রত্যাবর্তন:** আল্লাহ তাআলা তাদেরকে পুনরায় জীবিত করবেন এবং তারা চূর্ণ বিচূর্ণ হাড়ে পরিণত হওয়ার পর তাদেরকে আবার পুনরায় সেই অবস্থাতে ফিরিয়ে আনবেন এটিকে তারা অসম্ভব মনে করে। এটি তারা করে আল্লাহ তাআলার ক্ষমতা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার কারণে এবং আল্লাহর অবাধ্য হওয়ার কারণে।

অথচ এটি আল্লাহ তাআলার নিকটে অত্যন্ত সহজ ব্যাপার। এর বর্ণনা করে আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ﴾ **এ তো শুধু এক বিকট আওয়াজ:** সেদিন সিংগাতে ফুঁক দেওয়া হবে।

আর তখনই সৃষ্টির সবাই, ﴿فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ﴾ **ময়দানে তাদের আবির্ভাব হবে:** অর্থাৎ জমিনের ওপরে, তারা দাঁড়িয়ে থাকবে। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে একত্রিত করবেন, তাদের মাঝে তিনি ন্যায়সংগত বিচার করবেন এবং তাদেরকে প্রতিদান দিবেন।

তারপর আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى (١٥) إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى (١٦) اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى (١٧) فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى (١٨) وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى (١٩) فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى (٢٠) فَكَذَّبَ وَعَصَى (٢١) ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى (٢٢) فَحَشَرَ فَنَادَى (٢٣) فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى (٢٤) فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى (٢٥) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى (٢٦)﴾

৭৯:১৫. আপনার কাছে মূসার বৃত্তান্ত পৌঁছেছে কি?

৭৯:১৬. যখন তাঁর রব পবিত্র তুওয়া উপত্যকাতে তাকে ডেকে বলেছিলেন,

৭৯:১৭. ফির'আউনের কাছে যান, সে তো সীমালঙ্ঘন করেছে,

৭৯:১৮. অতঃপর বলুন, তোমার কি আগ্রহ আছে যে, তুমি পবিত্র হবে?

৭৯:১৯. আর আমি তোমাকে তোমার রবের দিকে পথপ্রদর্শন করি, যাতে তুমি তাঁকে ভয় কর?

৭৯:২০- অতঃপর তিনি তাকে মহা নিদর্শন দেখালেন।

৭৯:২১- কিন্তু সে মিথ্যারোপ করলো এবং অবাধ্য হলো।

৭৯:২২- তারপর সে পিছনে ফিরে প্রতিবিধানে সচেষ্ট হলো।

৭৯:২৩- অতঃপর সে সকলকে সমবেত করে ঘোষণা দিল,

৭৯:২৪- অতঃপর বললো, আমিই তোমাদের সর্বোচ্চ রব।

৭৯:২৫- অতঃপর আল্লাহ তাকে আখেরাতে ও দুনিয়ায় কঠিন শাস্তিতে পাকড়াও করলেন।

৭৯:২৬- নিশ্চয় যে ভয় করে তার জন্য তো এতে শিক্ষা রয়েছে।

ব্যাখ্যা:

আল্লাহ তাআলা তার নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন, ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى﴾ **আপনার কাছে মূসার বৃত্তান্ত পৌঁছেছে কি:** এই প্রশ্ন হলো, সেই মহান বিষয় নিশ্চিতভাবে ঘটেছে তার বলার জন্য। অর্থাৎ আপনার নিকটে তার বৃত্তান্ত এসেছে কি?

﴿إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى﴾ **যখন তাঁর রব পবিত্র তুওয়া উপত্যকাতে তাকে ডেকে বলেছিলেন:** এটিই হলো সেই স্থান, যেখানে আল্লাহ তাআলা মূসা আলাইহিস সালামের সাথে কথা বলেছেন, তাকে রিসালাত দেওয়ার মাধ্যমে তার ওপর অনুগ্রহ করেছেন, ওহী প্রদান করার জন্য বিশেষভাবে তাকে নির্বাচিত করেছেন। রিসালাত দেওয়ার পরে আল্লাহ তাআলা তাকে বললেন, ﴿اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى﴾ **ফির'আউনের কাছে যান, সে তো সীমালঙ্ঘন করেছে:** তাকে নরম কথাতে ও নম্র ভাষাতে তার সীমালঙ্ঘন, শিরক ও অবাধ্যতা থেকে নিষেধ করেন। সম্ভবত সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় করবে।

﴿فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى﴾ **অতঃপর বলুন, তোমার কি আগ্রহ আছে যে, তুমি পবিত্র হবে:** অর্থাৎ তোমার কি প্রসংশনীয় গুণাবলি ও কাজ গ্রহণ করাতে আগ্রহ আছে, যেগুলোতে জ্ঞানীগণ প্রতিযোগিতা করে? সেটি হলো, তুমি নিজেকে পরিশুদ্ধ করবে, কুফরী ও সীমালঙ্ঘনের নোংরামি থেকে নিজেকে পবিত্র করবে এবং ঈমান ও সৎ আমলের দিকে ফিরে আসবে।

﴿وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ﴾ **আর আমি তোমাকে তোমার রবের দিকে পথপ্রদর্শন করি:** অর্থাৎ সেদিকে তোমাকে পথ নির্দেশ করি ও তোমার রবের অসন্তুষ্টির স্থান বাদ দিয়ে সন্তুষ্টির স্থানের সন্ধান দিই।

﴿فَتَخْشَى﴾ **যাতে তুমি তাঁকে ভয় কর:** অর্থাৎ যাতে তুমি সিরাতে মুস্তাকিম চিনার পরে আল্লাহ তাআলাকে ভয় করতে পারো। কিন্তু মুসা আলাইহিস সালাম তাকে যেই দিকে আহ্বান করেছিল ফিরআউন তা থেকে বিরত থাকলো।

﴿فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى﴾ **অতঃপর তিনি তাকে মহা নিদর্শন দেখালেন:** এখানে মহা নিদর্শন হলো জিনস বা শ্রেণি, যা অনেকগুলো নিদর্শন দেখানোর বিরোধী নয়। যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ (١٠٧) وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ﴾

অতঃপর মূসা তার হাতের লাঠি নিক্ষেপ করলেন এবং সাথে সাথেই তা এক অজগর সাপে পরিণত হলো। এবং তিনি তার হাত বের করলেন আর সাথে সাথেই তা দর্শকদের কাছে শুভ্র উজ্জ্বল দেখাতে লাগলো (সূরা আল আরাফ: ১০৭- ১০৮)।

﴿فَكَذَّبَ﴾ **কিন্তু সে মিথ্যারোপ** করলো: অর্থাৎ হককে মিথ্যারোপ করলো, ﴿وَعَصَى﴾ **এবং অবাধ্য** হলো: অর্থাৎ আদেশের অবাধ্য হলো।

﴿ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى﴾ **তারপর সে পিছনে ফিরে প্রতিবিধানে সচেষ্ট হলো:** অর্থাৎ সে হকের বিরোধিতা ও প্রতিবিধান করতে প্রচেষ্টা চালালো।

﴿فَحَشَرَ فَنَادَى (٢٣) فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى﴾ **অতঃপর সে সকলকে সমবেত করে ঘোষণা দিল। অতঃপর** বললো, **আমিই তোমাদের সর্বোচ্চ রব:** তাদেরকে বোকা বানানোর পরে তারা তার বাতিলের সামনে অনুগত হলো ও তা মেনে নিলো।

﴿فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى﴾ **অতঃপর আল্লাহ তাকে আখেরাতে ও দুনিয়ায় কঠিন শাস্তিতে পাকড়াও করলেন:** অর্থাৎ তার সেই শাস্তি দলীল ও ভীতি প্রদর্শনে পরিণত হলো এবং সেটি দুনিয়া ও আখিরাতের শাস্তিকে স্পষ্ট করলো।

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى﴾ **নিশ্চয় যে ভয় করে তার জন্য তো এতে শিক্ষা রয়েছে:** কেননা যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে, একমাত্র সে ব্যক্তিই এই আয়াতগুলো ও শিক্ষণীয় বিষয়গুলো থেকে উপকৃত হয়। যখন সে ফিরআউনের শাস্তি দেখবে, তখন সে জানবে যে, যে ব্যক্তিই অহংকার করবে ও অবাধ্য হবে এবং রাজাধিরাজ আল্লাহ তাআলার বিরোধিতা করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে দুনিয়া ও আখিরাতে শাস্তি প্রদান করবেন। আর যে ব্যক্তির অন্তর থেকে আল্লাহর ভয় উঠে যাবে, তার নিকটে সকল নিদর্শন আসলেও সে তাতে ঈমান আনবে না। তারপর আল্লাহ তাআলা বলেন,



﴿ أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا (٢٧) رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا (٢٨) وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا (٢٩) وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا (٣٠) أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا (٣١) وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا (٣٢) مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ (٣٣)﴾



৭৯:২৭- তোমাদেরকে সৃষ্টি করা কঠিন, না আসমান সৃষ্টি? তিনিই তা নির্মাণ করেছেন

৭৯:২৮- তিনি এর ছাদকে সুউচ্চ করেছেন ও সুবিন্যস্ত করেছেন।

৭৯:২৯- আর তিনি এর রাতকে করেছেন অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং এর সূর্যালোক প্রকাশ করেছেন

৭৯:৩০- আর তিনি জমিনকে এর পর বিস্তৃত করেছেন।

৭৯:৩১- তিনি তা থেকে বের করেছেন তার পানি ও তৃণভূমি,

৭৯:৩২- আর পর্বতকে তিনি দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করেছেন

৭৯:৩৩- এসব তোমাদের ও তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুগুলোর ভোগের জন্য।



ব্যাখ্যা:

যারা পুনরায় জীবিত হওয়াকে অস্বীকার করে ও আল্লাহ তাআলা পুনরায় যে শরীর তৈরি করবেন সেটিকে যারা অসম্ভব মনে করে, তাদের সামনে আল্লাহ তাআলা দলীলসমূহ স্পষ্ট করে বলেন,

﴿أَأَنْتُمْ﴾ **তোমাদেরকে:** হে মানুষ! ﴿أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ﴾ **সৃষ্টি করা কঠিন, না আসমান সৃষ্টি:** যেই আসমান হলো, বিশাল, অনেক শক্তিশালী ও অনেক উঁচুতে।

﴿بَنَاهَا (٢٧) رَفَعَ سَمْكَهَا﴾ **তিনিই তা নির্মাণ করেছে। তিনি এর ছাদকে সুউচ্চ করেছেন:** এর আকার আকৃতিকে তিনি সুউচ্চ করেছেন।

﴿فَسَوَّاهَا﴾ **আর সুবিন্যস্ত করেছেন:** এটিকে সুদৃঢ় ও শক্তিশালী করার মাধ্যমে, যেখানে বিবেক বুদ্ধি হতবাক হয়ে যায়।

﴿وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا﴾ **আর তিনি এর রাতকে করেছেন অন্ধকারাচ্ছন্ন:** আসমানের সকল স্থানে এর অন্ধকারকে ছড়িয়ে দেন। ফলে জমিনের দিকটাও অন্ধকার হয়ে যায়।

﴿وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا﴾ **এবং এর সূর্যালোক প্রকাশ করেছেন:** অর্থাৎ যখন তিনি সূর্য উদিত করেন, তখন বিশাল আলো নিয়ে আসেন। ফলে মানুষজন তাদের দীন ও দুনিয়ার কল্যাণ অর্জনে ছড়িয়ে পড়ে।

﴿وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ﴾ **আর তিনি জমিনকে এর পর:** অর্থাৎ আসমান সৃষ্টির পরে, ﴿دَحَاهَا﴾ **বিস্তৃত করেছেন:** এতে বিভিন্ন উপকারসমূহ জমা করেছেন। এর ব্যাখ্যাতে তিনি বলেন,

﴿أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا (٣١) وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا﴾

তিনি তা থেকে বের করেছেন তার পানি ও তৃণভূমি। আর পর্বতকে তিনি দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করেছেন: অর্থাৎ জমিনে দৃঢ়ভাবে স্থাপন করেছেন। সুতরাং আসমান সৃষ্টির পরে জমিনকে বিস্তৃত করা হয়েছে, যেমনটি পবিত্র আয়াতগুলোতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। কিন্তু আসমান সৃষ্টি করার আগেই জমিনকে সৃষ্টি করা হয়েছে। যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

﴿ قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ (٩) وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ (١٠) ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ (١١)﴾

বলুন, তোমরা কি তাঁর সাথেই কুফারী করবে। যিনি জমিন সৃষ্টি করেছেন দু'দিনে এবং তোমরা কি তাঁর সমকক্ষ তৈরী করছো? তিনি সৃষ্টিকুলের রব। আর তিনি ভূপৃষ্ঠে স্থাপন করেছেন অটল পর্বতমালা এবং তাতে দিয়েছেন বরকত এবং চার দিনের মধ্যে এতে খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন সমভাবে যাচঞ্চাকারীদের জন্য। তারপর তিনি আসমানের প্রতি ইচ্ছে করলেন, যা (পূর্বে) ছিল ধোঁয়া। অতঃপর তিনি ওটাকে (আসমান) ও জমিনকে বললেন, তোমরা উভয়ে আসো ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়। তারা বললো, আমরা আসলাম অনুগত হয়ে (সূরা ফুসসিলাত: ৯-১১)।

যেই সত্তা এই বিশাল আসমানসমূহ, এগুলোতে থাকা আলো ও বিভিন্ন গ্রহ নক্ষত্র, ধুলাময় পুরু জমিন এবং সৃষ্টিদের জন্য জরুরী ও উপকারী বিষয়সমূহ সৃষ্টি করলেন, তিনি অবশ্যই সৃষ্টিদের আবার পুনরায় জীবিত করবেন। তারপর তিনি তাদের আমল অনুযায়ী প্রতিদান দিবেন। যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, তার জন্য রয়েছে জান্নাত। আর যে মন্দ কাজ করবে, সে যেন একমাত্র নিজেকেই তিরস্কার করে। এজন্য আল্লাহ তাআলা এর পরে প্রতিদানের কথা বর্ণনা করছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى (٣٤) يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى (٣٥) وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى (٣٦) فَأَمَّا مَنْ طَغَى (٣٧) وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (٣٨) فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى (٣٩) وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى (٤٠) فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى (٤١) ﴾

৭৯:৩৪- অতঃপর যখন মহাসংকট উপস্থিত হবে

৭৯:৩৫- মানুষ যা করেছে তা সে সেদিন স্মরণ করবে,

৭৯:৩৬- আর জাহান্নামকে প্রকাশ করা হবে দর্শকদের জন্য

৭৯:৩৭- সুতরাং যে সীমালঙ্ঘন করে,

৭৯:৩৮- এবং দুনিয়ার জীবনকে অগ্রাধিকার দেয়।

৭৯:৩৯- জাহান্নামই হবে তার আবাস।

৭৯:৪০- আর যে স্বীয় রবের সামনে দাঁড়ানোকে ভয় করে এবং কুপ্রবৃত্তি থেকে নিজেকে বিরত রাখে

৭৯:৪১- জান্নাতই হবে তার আবাস।



ব্যাখ্যা:

অর্থাৎ যখন বড় কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে ও মহাসংকট উপস্থিত হবে, যার সামনে সকল ধরনের সংকটই হালকা হয়ে যাবে, তখন পিতা তার সন্তানের কথা ভুলে যাবে, এক সাথী অন্য সাথীর কথা ভুলে যাবে এবং প্রত্যেকেই তার ভালোবাসার মানুষের কথা ভুলে যাবে।

আর ﴿ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى ﴾ **মানুষ যা করেছে তা সে সেদিন স্মরণ করবে:** অর্থাৎ দুনিয়াতে ভালো মন্দ যা করেছে তা স্মরণ করবে। আর সে তখন তার নেকীর পরিমাণ এক সরিষা পরিমাণ বাড়ার জন্যও আকাংখা করবে, এবং পাপের পরিমাণ এক সরিষা পরিমাণ বাড়ার বিষয়েও সে চিন্তিত হবে। আর তখন সে জানতে পারবে যে, তার লাভবান হওয়া বা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণ হলো, দুনিয়াতে যা করেছে সেটিই। শুধু আমলসমূহ ছাড়া দুনিয়ার সকল মাধ্যম ছিন্ন হয়ে যাবে।

﴿وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى ﴾ **আর জাহান্নামকে প্রকাশ করা হবে দর্শকদের জন্য:** অর্থাৎ সকলের জন্য প্রকাশ করা হবে। জাহান্নামীদের জন্য সে বের হবে, তাদেরকে ধরার জন্য সে প্রস্তুত হবে এবং তার রবের আদেশের অপেক্ষাতে থাকবে।

﴿فَأَمَّا مَنْ طَغَى﴾ **সুতরাং যে সীমালঙ্ঘন করে:** অর্থাৎ যে ব্যক্তি বড় বড় পাপ কাজ করার দুঃসাহসিকতা দেখায় এবং আল্লাহর দেওয়া সীমার মধ্যে থাকে না, বরং সীমালঙ্ঘন করে, ﴿وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴾ **আর দুনিয়ার জীবনকে অগ্রাধিকার দেয়:** অর্থাৎ আখিরাতের ওপর দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দেয়, যার ফলে তার প্রচেষ্টাই হয় দুনিয়ার জন্য, তার সব সময় ব্যয় হয় দুনিয়ার কাম্য বস্তু লাভ করার জন্য এবং সে আখিরাতকে ভুলে থাকে ও তার জন্য আমল করাকে বর্জন করে ﴿فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى ﴾ **জাহান্নামই হবে তার আবাস:** অর্থাৎ যার অবস্থা এমন, তার জন্য জাহান্নামই হলো বাসস্থান।

﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ﴾ **আর যে স্বীয় রবের সামনে দাঁড়ানোকে ভয় করে:** অর্থাৎ আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোকে এবং তার ন্যায়সংগত প্রতিদানকে ভয় করে, আর এই ভয় তার অন্তরে প্রভাব বিস্তার করে, যার ফলে সে নিজের কুপ্রবৃত্তি থেকে বাধা দেয়, যেই

কুপ্রবৃত্তি তাকে আল্লাহর আনুগত্য থেকে বাধা দেয়, আর তার প্রবৃত্তি হয়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন তার অনুগামী, আর সে প্রবৃত্তি ও যেই বাসনা কল্যাণ থেকে বাধা দেয় সেগুলোর সাথে জিহাদ করে

﴿فَإِنَّ الْجَنَّةَ﴾ **জান্নাতই হবেঃ** যেই জান্নাতে থাকবে সকল ধরনের কল্যাণ, আরাম ও নিয়ামত।

﴿هِيَ الْمَأْوَى﴾ **তার আবাসঃ** যে ব্যক্তির এমন বৈশিষ্ট্য হবে, তার জন্য আবাস।

তারপর আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا (٤٢) فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا (٤٣) إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا (٤٤) إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا (٤٥) كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا (٤٦)﴾

৭৯:৪২- তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে, কিয়ামত সম্পর্কে, তা কখন ঘটবে?

৭৯:৪৩- তা আলোচনার জ্ঞান কি আপনার আছে?

৭৯:৪৪- এর প্রকৃত জ্ঞান আপনার রবেরই কাছে

৭৯:৪৫- যে এটার ভয় রাখে আপনি শুধু তার সতর্ককারী।

৭৯:৪৬- যেদিন তারা তা দেখতে পাবে সেদিন তাদের মনে হবে যেন তারা দুনিয়ায় মাত্র এক সন্ধ্যা অথবা এক প্রভাত অবস্থান করেছে!

ব্যাখ্যাঃ

অর্থাৎ একগুয়েমি ও পুনরুত্থানকে অস্বীকারকারীরা আপনাকে জিজ্ঞেস করে

﴿عَنِ السَّاعَةِ﴾ **কিয়ামত সম্পর্কেঃ** কখন সেই কিয়ামত সংঘটিত হবে? আল্লাহ তাআলা তাদের উত্তরে বলেন, ﴿فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا﴾ **তা আলোচনার জ্ঞান কি আপনার আছেঃ** অর্থাৎ কিয়ামত কখন হবে তা জানা ও বর্ণনা করার পিছনে আপনার ও তাদের উপকার কী? এতে তো কোন ভালো ফলাফল নেই। এজন্য কিয়ামত সম্পর্কে বান্দাদের জানাতে তাদের দীন ও দুনিয়ার কোন কল্যাণ নেই। বরং তাদের থেকে কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার

সময় গোপন রাখাতেই তাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে। তাই সকল সৃষ্টি থেকে সেই জ্ঞানকে গোপন করা হয়েছে, সেই জ্ঞান রয়েছে একমাত্র আল্লাহ তাআলার নিকটে। তিনি বলেন, ﴿ إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا﴾ **এর প্রকৃত জ্ঞান আপনার রবেরই কাছেঃ** অর্থাৎ এর চূড়ান্ত জ্ঞান রয়েছে আপনার রবের নিকটেই। আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন,

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾

তারা আপনাকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে (বলে) তা কখন ঘটবে? বলুন, এ বিষয়ের জ্ঞান শুধু আমার রবেরই নিকট। শুধু তিনিই যথাসময়ে সেটার প্রকাশ ঘটাবেন; আসমানসমূহ ও জমিনে সেটা ভারী বিষয়। হঠাৎ করেই তা তোমাদের ওপর আসবে। আপনি এ বিষয়ে সবিশেষ জ্ঞানী মনে করে তারা আপনাকে প্রশ্ন করে। বলুন, এ বিষয়ের জ্ঞান শুধু আল্লাহরই নিকট, কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না (সূরা আল আরাফ: ১৮৭)।

﴿ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا ﴾ **যে এটার ভয় রাখে আপনি শুধু তার সতর্ককারীঃ** আপনার সতর্ক দ্বারা শুধু সেই উপকৃত হবে, যে ব্যক্তি কিয়ামতের আগমনকে ভয় করে ও তার সামনে কিয়ামত সংঘটিত হওয়াকে ভয় করে। যার ফলে তাদের শুধু চিন্তা হলো কিয়ামতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা ও তার জন্য আমল করা। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এর ওপর ঈমান আনে না, সে এগুলোর পরোয়াই করে না, বরং সে একগুয়েমী করে। কেননা তার একগুয়েমীতার ভিত্তি হলো অবাধ্যতা ও মিথ্যারোপ করা। যার অবস্থা এই পর্যায়ে পৌঁছেছে, তার উত্তর দেওয়া হলো অনর্থক। আর হিকমতওয়ালা আল্লাহ তাআলা এ থেকে পবিত্র।

٨٠. سورة عبس وَهِيَ مَكِّيَّةٌ

৮০. সূরা আবাসা (মাক্কী, আয়াত ৪২)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى (١) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى (٢) وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى (٣) أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى (٤) أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى (٥) فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى (٦) وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى (٧) وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى (٨) وَهُوَ يَخْشَى (٩) فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى (١٠)﴾

৮০:১- তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন

৮০:২- কারণ তার কাছে অন্ধ লোকটি আসলো।

৮০:৩- আর কিসে আপনাকে জানাবে যে, সে হয়ত পরিশুদ্ধ হতো,

৮০:৪- অথবা উপদেশ গ্রহণ করতো, ফলে সে উপদেশ তার উপকারে আসত।

৮০:৫- আর যে বেপরোয়া হয়েছে

৮০:৬- আপনি তার প্রতি মনোযোগ দিয়েছেন।

৮০:৭- অথচ সে নিজে পরিশুদ্ধ না হলে আপনার কোন দায়িত্ব নেই,

৮০:৮- অপরদিকে যে আপনার কাছে ছুটে এলো

৮০:৯- আর সে ভয়ও করে

৮০:১০- আপনি তার থেকে উদাসীন হলেন;

ব্যাখ্যা:

এই পবিত্র আয়াতগুলো নাযিলের কারণ হলো, এক অন্ধ মুমিন ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে এসে জানার জন্য প্রশ্ন করলো। আর সেই সময়ে একজন ধনী মানুষও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে এসেছিল। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সৃষ্টির হিদায়াতের জন্য খুবই আগ্রহী ছিলেন। ফলে তিনি সেই ধনী ব্যক্তির দিকে একটু ঝুঁকে পড়লেন এবং দরিদ্র অন্ধ সাহাবী থেকে একটু বিমুখ হলেন, এই

আশায় যেন সেই ধনী ব্যক্তিটি হিদায়াত লাভ করে এবং সে পরিশুদ্ধ হয়। কিন্তু এই কারণে আল্লাহ তাআলা তাকে নম্রভাবে তিরস্কার করলেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿عَبَسَ﴾ **তিনি ভ্রকুঞ্চিত করলেন:** অর্থাৎ তার মুখমণ্ডল ভ্রুকুঞ্চিত করলেন, ﴿وَتَوَلَّى﴾ **এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন:** তার নিকটে অন্ধ সাহাবী আসার কারণে। তারপর তার দিকে মনোযোগ দেওয়ার ফায়দা বর্ণনা করে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ﴾ **আর কিসে আপনাকে জানাবে যে, সে হয়ত:** অর্থাৎ অন্ধ সাহাবী, ﴿يَزَّكَّى﴾ **পরিশুদ্ধ** হতো: অর্থাৎ খারাপ গুণাবলি থেকে নিজেকে পবিত্র করতো ও প্রশংসনীয় গুণাবলি দিয়ে নিজেকে গুণান্বিত করতো।

﴿أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى﴾ **অথবা উপদেশ গ্রহণ করতো, ফলে সে উপদেশ তার উপকারে আসত:** এমন উপদেশ গ্রহণ করতো, যা তার উপকারে আসতো। ফলে সে সেই উপদেশ অনুযায়ী আমল করতো।

এটি একটি বিরাট উপকারী বিষয়। আর এটিই হলো রসূলগণ প্রেরণ করার উদ্দেশ্য, এবং উপদেশদাতার উপদেশের উদ্দেশ্য। যে ব্যক্তি খুব প্রয়োজন মনে করে নিজেই আপনার নিকটে আসে, তার দিকেই মনোযোগ দেওয়া বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও বেশি উপযুক্ত। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অমুখাপেক্ষী হয়, কল্যাণের প্রতি তার আগ্রহ না থাকার কারণে যে ব্যক্তি জিজ্ঞেস করে না এবং জানতেও চায় না, এর চেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তিদেরকে বাদ দিয়ে এমন ব্যক্তির পিছনে পড়ে থাকা আপনার জন্য উচিত হবে না। কেননা তাকে পরিশুদ্ধ করার দায়িত্ব আপনার ওপর নেই। যদি সে পরিশুদ্ধ না হয়, তাহলে সে যে মন্দ কাজগুলো করে, তার জন্য আপনাকে হিসাব দিতে হবে না।

এটি একটি প্রসিদ্ধ মূলনীতিকে প্রমাণ করে। সেটি হলো, অনিশ্চিত বিষয়ের জন্য নিশ্চিত বিষয়কে পরিত্যাগ করা যাবে না। অনুরূপভাবে অনিশ্চিত কল্যাণের জন্য নিশ্চিত কল্যাণকে পরিত্যাগ করা যাবে না। সুতরাং অন্যদের তুলনাতে ছাত্রদেরকে এর দিকে বেশি মনোযোগ দেওয়া উচিত ও আগ্রহী হওয়া উচিত। তারপর আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ (١١) فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ (١٢) فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ (١٣) مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ (١٤) بِأَيْدِي سَفَرَةٍ (١٥) كِرَامٍ بَرَرَةٍ (١٦) قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ (١٧) مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ (١٨) مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ (١٩) ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ (٢٠) ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ (٢١) ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ (٢٢) كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ (٢٣) فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ

إِلَى طَعَامِهِ (٢٤) أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا (٢٥) ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا (٢٦) فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا (٢٧) وَعِنَبًا وَقَضْبًا (٢٨) وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا (٢٩) وَحَدَائِقَ غُلْبًا (٣٠) وَفَاكِهَةً وَأَبًّا (٣١) مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ (٣٢)﴾



৮০:১১- কখনো নয়, এটা তো উপদেশ বাণী

৮০:১২- কাজেই যে ইচ্ছে করবে। সে এটা স্মরণ রাখবে,

৮০:১৩- এটা আছে মর্যাদা সম্পন্ন লিপিসমূহে

৮০:১৪- যা উন্নত, পবিত্র

৮০:১৫- লেখক বা দূতদের হাতে

৮০:১৬- (যারা) মহাসম্মানিত ও নেককার।

৮০:১৭- মানুষ ধ্বংস হোক! সে কত অকৃতজ্ঞ!

৮০:১৮- তিনি তাকে কোন বস্তু থেকে সৃষ্টি করেছেন?

৮০:১৯- শুক্র বিন্দু থেকে তিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাকে সুগঠিত করেছেন

৮০:২০- তারপর তিনি তার পথ সহজ করে দিয়েছেন

৮০:২১- তারপর তিনি তাকে মৃত্যু দেন এবং তাকে কবরস্থ করেন

৮০:২২- এরপর যখন ইচ্ছে তিনি তাকে পুনর্জীবিত করবেন।

৮০:২৩- কখনো নয়, তিনি তাকে যা আদেশ করেছেন, সে তা পূর্ণ করেনি।

৮০:২৪- অতঃপর মানুষ যেন তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করে!

৮০:২৫- নিশ্চয় আমরা প্রচুর পরিমাণে পানি বর্ষণ করি

৮০:২৬- তারপর আমরা জমিনকে যথাযথভাবে বিদীর্ণ করি

৮০:২৭- অতঃপর তাতে আমরা উৎপন্ন করি শস্য

৮০:২৮- আঙ্গুর, শাক-সবজি,

৮০:২৯- যায়তুন, খেজুরগাছ

৮০:৩০- অনেক গাছবিশিষ্ট উদ্যানসমূহ,

৮০:৩১- ফল এবং গবাদি খাদ্য

৮০:৩২- এগুলো তোমাদের ও তোমাদের চতুস্পদ জন্তুদের ভোগের জন্য।



ব্যাখ্যা:

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ﴾ **কখনো নয়, এটা তো উপদেশ বাণী:** এটি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে উপদেশ, এর মাধ্যমে তিনি তার বান্দাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেন, তাদের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো তাদের জন্য তিনি তার কিতাবে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, ভ্রষ্টতা থেকে সঠিক পথকে স্পষ্ট করেন। সুতরাং যখন এটি স্পষ্ট হলো,

﴿فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ﴾ **তখন যে ইচ্ছে করবে, সে এটা স্মরণ রাখবে:** অর্থাৎ এই অনুযায়ী আমল করবে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾ আর বলুন, সত্য তোমাদের রবের কাছ থেকে আসে। কাজেই যার ইচ্ছে ঈমান আনুক আর যার ইচ্ছে কুফরী করুক (সূরা আল কাহাফ: ২৯)।

তারপর আল্লাহ তাআলা এই উপদেশের স্থান, তার বড়ত্ব ও উচ্চ মর্যাদার কথা বর্ণনা করছেন। তিনি বলেন, ﴿فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ (١٣) مَرْفُوعَةٍ﴾ **এটা আছে মর্যাদা সম্পন্ন লিপিসমূহে, যা উন্নত:** অর্থাৎ এর মর্যাদা ও স্তর অনেক উন্নত।

﴿مُطَهَّرَةٍ﴾ **পবিত্র:** অর্থাৎ ত্রুটি থেকে পবিত্র এবং শয়তানদের হাতের নাগাল পাওয়া থেকে অথবা তা থেকে কিছু গোপনে নেওয়া থেকে এটি পবিত্র। বরং এটি রয়েছে, ﴿بِأَيْدِي سَفَرَةٍ﴾ **লেখক বা দূতদের হাতে:** তারা হলেন, ফেরেশতাগণ, যারা হলেন, আল্লাহর মাঝে ও তার বান্দাদের মাঝে দূত।

﴿كِرَامٍ﴾ **(যারা) মহাসম্মানিত:** অর্থাৎ অনেক কল্যাণ ও বরকতের অধিকারী ﴿بَرَرَةٍ﴾ **নেককার:** তাদের অন্তর ও আমলসমূহ সৎ।

এই সবগুলো হলো, আল্লাহর পক্ষ থেকে তার কিতাবের হিফাযত করার অন্তর্ভুক্ত। সেটি হলো, তিনি তার রাসূলগণের নিকটে দূত বানিয়েছেন সম্মানিত ও শক্তিশালী ফেরেশতাগণকে, সেখানে শয়তানের কোন রাস্তা রাখেননি। এই বিষয়গুলো এই কিতাবের ওপর ঈমান আনা ও এটিকে গ্রহণ করাকে আবশ্যক করে। কিন্তু এরপরেও মানুষ এটিকে অস্বীকার করে। এজন্য আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ﴾ **মানুষ ধ্বংস হোক! সে কত অকৃতজ্ঞ:** অর্থাৎ আল্লাহর নেয়ামতের কতই না সে অকৃতজ্ঞ এবং হক স্পষ্ট হওয়ার পরেও কতই সে হকের অবাধ্যতাকারী! অথচ সে আসলে কে? সে আসলে অত্যন্ত

দুর্বল সৃষ্টি, যাকে আল্লাহ তাআলা তুচ্ছ পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তাকে পরিমিত করে, তার সৃষ্টিকে সুগঠিত করেছেন এবং তাকে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণভাবে শক্তিশালী করেছেন।

﴿ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ﴾ **তারপর তিনি তার পথ সহজ করে দিয়েছেন:** অর্থাৎ তারপর তিনি তার জন্য দীন ও দুনিয়ার মাধ্যমকে সহজ করে দিয়েছেন। আর তাকে সঠিক পথের দিক নির্দেশনা দিয়েছেন, তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন এবং তাকে আদেশ ও নিষেধের মাধ্যমে পরীক্ষা করেছেন।

﴿ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ﴾ **তারপর তিনি তাকে মৃত্যু দেন এবং তাকে কবরস্থ করেন:** অর্থাৎ তাকে দাফন করার মাধ্যমে সম্মানীত করেন। তাকে অন্যান্য প্রাণীদের মতো করেননি, যাদের মৃতদেহ জমিনের ওপরেই থাকে।

﴿ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ ﴾ **এরপর যখন ইচ্ছে তিনি তাকে পুনর্জীবিত করবেন:** অর্থাৎ মৃত্যুর পরে প্রতিদান দেওয়ার জন্য আবার তাকে জীবিত করবেন। একমাত্র আল্লাহ তাআলাই মানুষদেরকে পরিচালনা করেন ও এই সকল কাজগুলো করেন। এতে তার সাথে কোন শরীক নেই। কিন্তু মানুষ এরপরেও আল্লাহ তাআলা তাকে যা আদেশ করে তা পালন করে না এবং আল্লাহ তার ওপর যা ফরয করে তা পূরণ করে না। বরং সে সর্বদা ঘাটতিকারী হিসেবেই থেকে যায়।

তারপর আল্লাহ তাআলা মানুষকে তার খাবারের দিকে দৃষ্টি দিতে ও তা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা, কীভাবে বিভিন্ন স্তর পার করে তা তার নিকটে আসে এবং আল্লাহ তাআলা তার জন্য তা সহজ করে দেন এগুলো নিয়ে চিন্তা ভাবনা করার কথা বলছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ (٢٤) أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا﴾ **অতঃপর মানুষ যেন তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করে। নিশ্চয় আমরা প্রচুর পরিমাণে পানি বর্ষণ করি:** অর্থাৎ জমিনের ওপরে আমরা প্রচুর বৃষ্টিপাত করি।

﴿ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا﴾ **তারপর আমরা জমিনকে যথাযথভাবে বিদীর্ণ করি:** উদ্ভিদ উৎপন্ন করার জন্য।

﴿فَأَنْبَتْنَا فِيهَا﴾ **অতঃপর তাতে আমরা উৎপন্ন করি:** বিভিন্ন ধরনের সুস্বাদু ও মজাদার খাবার। ﴿حَبًّا﴾ **শস্য:** যত ধরনের শস্য রয়েছে তার সবগুলোই এর অন্তর্ভুক্ত।

﴿ وَعِنَبًا وَقَضْبًا (٢٨) وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا﴾ **আর আঙ্গুর, শাক-সবজি। যায়তুন, খেজুরগাছ:** নির্দিষ্টভাবে এই চার ধরনের খাবারের কথা বলার কারণ হলো, এগুলোর উপকারিতা অনেক বেশি।

﴿ وَحَدَائِقَ غُلْبًا ﴾ **অনেক গাছবিশিষ্ট উদ্যানসমূহ:** অর্থাৎ এমন বাগানসমূহ, যাতে রয়েছে ঘন অনেক গাছ।

﴿وَفَاكِهَةً وَأَبًّا ﴾ **আর ফল এবং গবাদি খাদ্য:** فاكهة হলো যেসব ফল মানুষ খায়। যেমন, তীন ফল, আঙ্গুর, আপেল, বেদানা ইত্যাদি। আর أَبًّا হলো, যা গবাদিপশু খাবার হিসেবে খায়। এজন্য আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ﴾ **এগুলো তোমাদের ও তোমাদের চতুস্পদ জন্তুদের ভোগের জন্য:** যেগুলো আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন। যে ব্যক্তি এই নিয়ামতগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করবে, সে অবশ্যই তার রবের শুকরিয়া আদায় করতে বাধ্য হবে এবং তার রবের অভিমুখী হতে, তার আনুগত্যের প্রতি মনোযোগী হতে প্রচেষ্টা চালাবে ও তার দেওয়া সংবাদগুলোকে সত্যায়ন করবে।

﴿فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ (٣٣) يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ (٣٤) وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ (٣٥) وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ (٣٦) لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ (٣٧) وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ (٣٨) ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ (٣٩) وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ (٤٠) تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ (٤١) أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ (٤٢) ﴾

৮০:৩৩- অতঃপর যখন বিকট আওয়াজ আসবে

৮০:৩৪- সেদিন মানুষ পালিয়ে যাবে তার ভাইয়ের কাছ থেকে

৮০:৩৫- তার মা ও তার বাবা থেকে

৮০:৩৬- তার স্ত্রী ও তার সন্তান-সন্ততি থেকে

৮০:৩৭- সেদিন তাদের প্রত্যেকেরই একটি গুরুতর অবস্থা থাকবে, যা তাকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখবে।

৮০:৩৮- সেদিন অনেক চেহারা হবে উজ্জ্বল

৮০:৩৯- সহাস্য ও প্রফুল্ল,

৮০:৪০- আর সেদিন অনেক চেহারা হবে ধূলিধূসর।

৮০:৪১- কালিমা সেগুলোকে আচ্ছন্ন করবে

৮০:৪২- তারাই কাফির, পাপাচারী।



ব্যাখ্যা:

অর্থাৎ কিয়ামতের বিকট আওয়াজ আসবে, তখন মানুষজন ভয়াবহ অবস্থান দেখে তাদের অন্তরসমূহ ভয়ে প্রকম্পিত হয়ে যাবে। আর তারা দেখবে যে, তখন পূর্বের কৃত আমলের অনেক প্রয়োজন। সেই সময়ে,

﴿يَفِرُّ الْمَرْءُ﴾ **মানুষ পালিয়ে যাবে:** যে ব্যক্তি তার নিকটে সবচেয়ে প্রিয় এবং যাকে সে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে তার নিকট থেকেও সে পালিয়ে যাবে।

﴿مِنْ أَخِيهِ (٣٤) وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ (٣٥) وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ﴾ **তার ভাইয়ের কাছ থেকে। তার মা ও তার বাবা থেকে। তার স্ত্রী ও তার সন্তান-সন্ততি থেকে:** এটি এজন্য হবে যে,

﴿ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ﴾

সেদিন তাদের প্রত্যেকেরই একটি গুরুতর অবস্থা থাকবে, যা তাকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখবে: অর্থাৎ নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকবে, শুধু নিজের মুক্তি নিয়েই চিন্তা করবে, অন্য কারো দিকে সে তাকাবে না। সেই সময়ে মানুষ দুই দলে বিভক্ত হয়ে যাবে। তারা হলো, সৌভাগ্যবান ও দুর্ভাগা। সেদিন সৌভাগ্যবানদের মুখমণ্ডল হবে, ﴿مُسْفِرَةٌ﴾ **উজ্জ্বল:** তাদের চেহারাতে ফুটে উঠবে আনন্দ ও উজ্জ্বলতা। কেননা তারা তাদের মুক্তি ও নিয়ামত পাওয়ার কথা জানতে পেরেছে। তারা হবে সহাস্য ও প্রফুল্ল।

﴿ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ﴾ **আর সেদিন অনেক চেহারা হবে ধূলিধূসর:** হতভাগাদের চেহারা হবে এমন।

﴿تَرْهَقُهَا﴾ **সেগুলোকে আচ্ছন্ন করবে:** অর্থাৎ সেগুলোকে ঢেকে দিবে ﴿قَتَرَةٌ﴾ **কালিমা:** সেটি হলো, কালো অন্ধকার। তারা সকল ধরনের কল্যাণ পাওয়া থেকে নিরাশ হয়ে যাবে এবং তাদের দুর্ভাগ্যতা ও ধ্বংস সম্পর্কে জানতে পারবে।

﴿أُولَئِكَ﴾ **তারাই:** অর্থাৎ এসব বৈশিষ্ট্য যাদের হবে, তারাই হলো ﴿ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ﴾ **কাফির, পাপাচারী:** যারা আল্লাহ তাআলার নিয়ামতসমূহকে অস্বীকার করেছেন, তার আয়াতগুলোকে মিথ্যারোপ করেছে এবং তার হারাম বিষয়গুলোর ওপরে দুঃসাহসিকতা দেখিয়েছে। আমরা আল্লাহ তাআলার নিকটে ক্ষমা ও নিরাপত্তা চাই। নিশ্চয় তিনি মহাদাতা ও দয়ালু। আর সকল প্রশংসা বিশ্বজগতের রব আল্লাহর জন্য।

٨١. سورة التّكوير وَهِيَ مَكِّيَّةٌ

৮১. সূরা আত তাকবীর (মাক্কী, আয়াত ২৯)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ (١) وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ (٢) وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ (٣) وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ (٤) وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ (٥) وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ (٦) وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ (٧) وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (٨) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ (٩) وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ (١٠) وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ (١١) وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ (١٢) وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ (١٣) عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ (١٤)﴾

৮১:১- যখন সূর্যকে গুটিয়ে নেয়া হবে

৮১:২- আর যখন নক্ষত্ররাজি খসে পড়বে

৮১:৩- আর পর্বতসমূহকে যখন চলমান করা হবে

৮১:৪- আর যখন দশমাসের গর্ভবতী উষ্ট্রীগুলো উপেক্ষিত হবে

৮১:৫- আর যখন বন্য পশুগুলো একত্র করা হবে

৮১:৬- আর যখন সাগরকে অগ্নি-উত্তাল করা হবে

৮১:৭- আর যখন আত্মাগুলোকে সমগোত্রীয়দের সাথে মিলিয়ে দেয়া হবে

৮১:৮- আর যখন জীবন্ত কবরস্থ কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে

৮১:৯- কী অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল

৮১:১০- আর যখন আমলনামাগুলো প্রকাশ করে দেয়া হবে।

৮১:১১- আর যখন আসমানকে আবরণ মুক্ত করা হবে

৮১:১২- আর যখন জাহান্নামকে প্রজ্বলিত করা হবে,

৮১:১৩- আর যখন জান্নাত নিকটবর্তী করা হবে

৮১:১৪- তখন প্রত্যেক ব্যক্তিই জানবে সে কী উপস্থিত করেছে?



ব্যাখ্যা:

অর্থাৎ যখন এই ভয়াবহ ঘটনাগুলো ঘটবে, সৃষ্টিদেরকে পৃথক করা হবে, তখন প্রত্যেকেই তার আখিরাতের জন্য ভালো মন্দ কী প্রেরণ করেছে তা জানতে পারবে। যখন কিয়ামতের দিন আসবে, তখন সূর্যকে গুটিয়ে নেওয়া হবে অর্থাৎ সেটিকে একত্রিত করে জড়ানো হবে, চন্দ্র খসে পড়বে। তারপর সূর্য ও চন্দ্রকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

﴿وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ﴾ **আর যখন নক্ষত্ররাজি খসে পড়বে:** অর্থাৎ সেগুলো পরিবর্তন হয়ে যাবে এবং সেগুলোর কক্ষপথ থেকে ঝরে পড়বে।

﴿وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ﴾ **আর পর্বতসমূহকে যখন চলমান করা হবে:** অর্থাৎ প্রবাহিত বালিতে পরিণত হবে। তারপর তা ধুনিত পশমের মতো হবে। তারপর তা পরিবর্তন হয়ে বিক্ষিপ্ত ধূলিকনাতে পরিণত হবে এবং সেগুলো স্বস্থান থেকে চলমান হবে।

﴿وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ﴾ **আর যখন দশমাসের গর্ভবতী উষ্ট্রীগুলো উপেক্ষিত হবে:** সেই সময়ে মানুষজন তাদের মূল্যবান সম্পদকে উপেক্ষা করবে, যেই সম্পদগুলোকে তারা খুবই গুরুত্ব দিতো এবং সবসময়ই সেগুলোর যত্ন নিতো। কিন্তু তাদের নিকটে এমন কিছু ঘটবে, যা তাদেরকে সেগুলো থেকে অমনোযোগী করে রাখবে। এখানে দশমাসের গর্ভবতী উষ্ট্রীর কথা বলা হয়েছে। কারণ এই সময়েই উষ্ট্রী তার বাচ্চা প্রসব করে, আর এমন উষ্ট্রী হলো তখনকার সময়ে আরবদের নিকটে সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। এখানে প্রতিটি মূল্যবান সম্পদের অর্থকে বুঝানো হয়েছে।

﴿وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ﴾ **আর যখন বন্য পশুগুলো একত্র করা হবে:** কিয়ামতের দিনের জন্য সেগুলোকে জমা করা হবে, যাতে করে আল্লাহ তাআলা তাদের এক পশুর থেকে আরেক পশুর কিসাস গ্রহণ করিয়ে দেন। আর বান্দারা আল্লাহ তাআলার ন্যায়পরায়ণতা দেখতে পাবে। এমনকি শিংওয়ালা পশুর থেকে শিংবিহীন পশুর কিসাস গ্রহণ করাবেন, তারপর তিনি তাদেরকে বলবেন যে, তোমরা মাটি হয়ে যাও।

﴿وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ﴾ **আর যখন সাগরকে অগ্নি উত্তাল করা হবে:** অর্থাৎ সাগরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হবে। ফলে সেটি বিশাল আকারের হওয়ার পরেও তা আগুনে পরিণত হয়ে জ্বলতে থাকবে।

﴿وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ﴾ **আর যখন আত্মাগুলোকে সমগোত্রীয়দের সাথে মিলিয়ে দেয়া হবে:** প্রত্যেক আমলকারীকে তার মতো অনুরূপ আরেকজনের সাথে মিলিয়ে দেওয়া হবে।

সুতরাং নেককার ব্যক্তিদেরকে নেককারদের সাথে মিলানো হবে আর পাপাচারদেরকে পাপাচারদের সাথেই মিলানো হবে। আর মুমিনদেরকে সুন্দর চক্ষুধারী হুরদের সাথে মিলানো হবে। আর কাফিরদেরকে শয়তানদের সাথে মিলানো হবে। যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا ﴾

আর কাফিরদেরকে জাহান্নামের দিকে দলে দলে হাকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে (সূরা আয যুমার: ৭১)। তিনি আরো বলেন,

﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ﴾

আর যারা তাদের রবের তাকওয়া অবলম্বন করেছে তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে (সূরা আয যুমার: ৭৩)। তিনি আরো বলেন,

﴿ احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ ﴾

(ফেরেশতাদেরকে বলা হবে,) একত্র করো জালিম ও তাদের সহচরদেরকে (সুরা আস সাফফাত: ২২)।

﴿ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ﴾ **আর যখন জীবন্ত কবরস্থ কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে:** জাহেলী যুগে অজ্ঞ মানুষজন একমাত্র দারিদ্রতার ভয় বাদে অন্য কোন কারণ ছাড়াই মেয়েদেরকে জীবন্ত কবর দিতো।

কিয়ামতের দিনে সেই মেয়েকে জিজ্ঞেস করা হবে ﴿بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ﴾ **কী অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল:** আর এটি সুবিদিত যে, সেই মেয়ের কোন পাপ নেই। এর মাধ্যমে মূলত হত্যাকারীকে তিরস্কার ও অপমান করা হবে।

﴿ وَإِذَا الصُّحُفُ﴾ **আর যখন আমলনামাগুলো:** যেগুলোতে আমলকারীরা ভালো মন্দ যা করেছে সবই থাকবে, সেগুলো ﴿نُشِرَتْ﴾ **প্রকাশ করে দেয়া হবে:** আমলকারীর নিকটে দিয়ে দেওয়া হবে। কেউ কেউ তার আমলনামা পাবে তার ডানহাতে। আবার কেউ কেউ বাম হাতে বা পিছন দিকে থেকে পাবে।

﴿وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ﴾ **আর যখন আসমানকে আবরণ মুক্ত করা হবে:** অর্থাৎ তার আবরণ দূর করা হবে। যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ ﴾

আর সেদিন মেঘমালা দ্বারা আকাশ বিদীর্ণ হবে (সূরা আল ফুরকান: ২৫)।

তিনি আরো বলেন,

﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ﴾

সেদিন আমরা আসমানসমূহকে গুটিয়ে ফেলব, যেভাবে গুটানো হয় লিখিত দফতর (সূরা আল আম্বিয়া: ১০৪)। তিনি আরো বলেন,

﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ﴾

আর তারা আল্লাহকে যথোচিত সম্মান করেনি অথচ কিয়ামতের দিন সমস্ত জমিন থাকবে তাঁর হাতের মুঠিতে এবং আসমানসমূহ থাকবে ভাজ করা অবস্থায় তাঁর ডান হাতে (সূরা আয যুমার: ৬৭)।

﴿ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ ﴾ **আর যখন জাহান্নামকে প্রজ্বলিত করা হবে:** অর্থাৎ জাহান্নামকে প্রজ্বলিত করা বে এবং সেটি এমনভাবে জ্বলতে থাকবে যা আগে কখনো এভাবে জ্বলেনি।

﴿ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ ﴾ **আর যখন জান্নাত নিকটবর্তী করা হবে:** মুত্তাকীদের জন্য নিকটবর্তী করা হবে।

﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ﴾ **তখন প্রত্যেক ব্যক্তিই জানবে:** এখানে প্রত্যেক ব্যক্তিই উদ্দেশ্য। কেননা শর্তমূলক বাক্যে এমনটি বলা হয়েছে।

﴿مَا أَحْضَرَتْ ﴾ **সে কী উপস্থিত করেছে:** তার জন্য সে কী আমল প্রেরণ করেছে। যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ﴾

তারা যা আমল করেছে তা উপস্থিত পাবে (সূরা আল কাহাফ: ৪৯)।

আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিনের যেই বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করলেন, সেগুলো এমন বৈশিষ্ট্য, যার কারণে অন্তরসমূহ ভয়ে ভীত হয়ে যায়, দুঃখ কষ্ট প্রচণ্ড আকার ধারণ করে, শিরাসমূহ প্রকম্পিত হয় এবং ভয়ভীতি ছড়িয়ে পড়ে। আর এগুলো সেই দিনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে জ্ঞানীদেরকে উৎসাহিত করে এবং তিরস্কারকে আবশ্যক করে এমন সকল বিষয় থেকে তাদেরকে সতর্ক করে। এজন্য সালাফদের কেউ কেউ বলেছেন, কেউ যদি স্বচক্ষে কিয়ামতের দিনকে দেখতে চায়, তাহলে সে যেন সূরা আত তাকবীর নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করে। তারপর আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ (١٥) الْجَوَارِ الْكُنَّسِ (١٦) وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ (١٧) وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ (١٨) إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (١٩) ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ (٢٠) مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ (٢١) وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ (٢٢) وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ (٢٣) وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ (٢٤) وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ (٢٥) فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ (٢٦) إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ (٢٧) لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ (٢٨) وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (٢٩) ﴾

৮১:১৫- সুতরাং আমি শপথ করছি পশ্চাদপসরণকারী নক্ষত্রের,

৮১:১৬- যা চলমান, অদৃশ্য

৮১:১৭- শপথ রাতের যখন তা শেষ হয়

৮১:১৮- শপথ প্রভাতের যখন তার আবির্ভাব হয়

৮১:১৯- নিশ্চয়ই এ কুরআন সম্মানিত রাসূলের আনীত বাণী

৮১:২০- যে শক্তিশালী, আরশের মালিকের নিকট মর্যাদাসম্পন্ন

৮১:২১- মান্যবর, সেখানে সে বিশ্বস্ত

৮১:২২- আর তোমাদের সাথী পাগল নন

৮১:২৩- তিনি তো তাকে স্পষ্ট দিগন্তে দেখেছেন

৮১:২৪- তিনি গায়েবী বিষয় সম্পর্কে কৃপণ নয়

৮১:২৫- আর এটা কোন অভিশপ্ত শয়তানের বাক্য নয়।

৮১:২৬- কাজেই তোমরা কোথায় যাচ্ছ?

৮১:২৭- এ তো শুধু সৃষ্টিকুলের জন্য উপদেশ

৮১:২৮- তোমাদের মধ্যে যে সরল পথে চলতে চায়, তার জন্য।

৮১:২৯- আর তোমরা ইচ্ছে করতে পার না, যদি না সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ ইচ্ছে করেন।

ব্যাখ্যা:

আল্লাহ তাআলা সেই নক্ষত্রসমূহের শপথ করছেন, যেগুলো পূর্বদিকে নক্ষত্রসমূহের স্বাভাবিক চলা থেকে পিছনে পড়ে। সেই চলাচলকারী নক্ষত্রগুলো হলো সাতটি: সূর্য, চন্দ্র, শুক্র, বৃহস্পতি, মঙ্গল, শনি ও বুধ। এই নক্ষত্রগুলোর দুই ধরনের চলন রয়েছে। এক ধরনের চলন হলো, অন্যান্য নক্ষত্রের মতো পশ্চিম দিকে চলন। আর আরেক ধরনের চলন হলো এর সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থাৎ পূর্ব দিকে চলন।

আল্লাহ তাআলা এগুলো পশ্চাদপসরণের অবস্থা দিয়ে, এগুলোর চলাচল করা ও দিনের মাধ্যমে এগুলোর আলোকিত হওয়া দিয়ে এগুলোর শপথ করছেন। আবার এটি দিয়ে চলাচলকারী নক্ষত্রসহ অন্যান্য সকল নক্ষত্র উদ্দেশ্য হতে পারে।

﴿وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ﴾ **শপথ রাতের যখন তা শেষ হয়:** অর্থাৎ যখন তা চলে যায়। আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, যখন রাতের আগমন ঘটে।

﴿وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ﴾ **আর শপথ প্রভাতের যখন তার আবির্ভাব হয়:** অর্থাৎ যখন দিনের আলামত স্পষ্ট হয় এবং একটু একটু করে আলো বের হতে থাকে, এমনকি তা পরিপূর্ণভাবে বের হয় এবং সূর্য উদিত হয়। এগুলো বিরাট নিদর্শনসমূহ। আল্লাহ তাআলা এগুলোর শপথ করে কুরআনের মর্যাদা ও বড়ত্ব বর্ণনা করছেন। আর এটিকে তিনি বিতাড়িত শয়তান থেকে হিফাযত করেছেন। তিনি বলেন,

﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ **নিশ্চয়ই এ কুরআন সম্মানিত রাসূলের আনীত বাণী:** সেই রাসূল হলেন জিবরাইল আলাইহিস সালাম, যিনি আল্লাহর নিকট থেকে এটি নিয়ে এসেছেন, যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

﴿وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٩٢) نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ (١٩٣) عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ (١٩٤)﴾

আর নিশ্চয় এটা (আল-কুরআন) সৃষ্টিকুলের রব হতে নাযিলকৃত। বিশ্বস্ত রূহ (জিবরীল) তা নিয়ে নাযিল হয়েছেন। আপনার হৃদয়ে, যাতে আপনি সতর্ককারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন (সূরা আশ শুআরা: ১৯১-১৯৪)।

এখানে সেই রাসূলকে সম্মানিত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ তার রয়েছে অনেক মহৎ গুণাবলি ও প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ। আর তিনি হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ ফেরেশতা, আর আল্লাহ তাআলার নিকটে তার রয়েছে অন্য সকল ফেরেশতাদের চেয়ে উচ্চ মর্যাদা।

﴿ذِي قُوَّةٍ﴾ **যে শক্তিশালী:** আল্লাহ তাআলা তাকে যে আদেশ দেন সেই সব কাজে তিনি শক্তিশালী। তার শক্তির উদাহরণ হলো, তিনি লূত আলাইহিস সালামের জাতিকে তাদেরকেসহ তাদের ঘরবাড়ি উল্টিয়ে দিয়ে তাদেরকে ধ্বংস করেছিলেন।

﴿ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ ﴾ **আরশের মালিকের নিকট:** জিবরাইল আলাইহিস সালাম হলেন আল্লাহর নৈকট্যশীল ফেরেশতা, আল্লাহ তাআলার নিকটে তার উচ্চ মর্যাদা রয়েছে, যেগুলো আল্লাহ তাআলা একমাত্র তাকেই দান করেছেন।

﴿مَكِينٍ﴾ **মর্যাদাসম্পন্ন:** সকল ফেরেশতাদের মর্যাদার ওপরে রয়েছে তার মর্যাদার স্তর।

﴿مُطَاعٍ ثَمَّ﴾ **মান্যবর, সেখানে:** জিবরাইল আলাইহিস সালাম হলেন উর্ধ্বজগতে মান্যবর। তার নিকটে নৈকট্যশীল ফেরেশতাদের বাহিনী রয়েছে। তার আদেশ তারা কার্যকর করেও তার মতকে তারা মান্য করে।

﴿أَمِينٍ﴾ **বিশ্বস্ত:** অর্থাৎ তিনি আমানতদার ও তাকে যা আদেশ করা হয় তাই তিনি পালন করেন, কোন বাড়তিও করেন না, আবার কোন কমতিও করেন না এবং তাকে দেওয়া সীমা তিনি লংঘন করেন না। এই সবগুলোই আল্লাহ তাআলার নিকটে কুরআনের মর্যাদাকে প্রমাণ করে। কেননা কুরআন দিয়ে তিনি এই সম্মানিত ফেরেশতাকে পাঠিয়েছেন, যেই ফেরেশতার রয়েছে এমন পরিপূর্ণ গুণাবলি। আর স্বভাবত রাজা বাদশাহরা সম্মানিত মানুষকে প্রেরণ করেন একমাত্র অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজে ও গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিয়েই।

﴿ وَمَا صَاحِبُكُمْ﴾ **আর তোমাদের সাথী:** অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

﴿بِمَجْنُونٍ﴾ **পাগল নন:** যেমনটি বলে থাকে তার রিসালাতকে অস্বীকারকারী শত্রুরা। তারা তার সম্পর্কে এমন কথা বলে, যেগুলোর মাধ্যমে তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন সেগুলোকে নিভিয়ে দিতে চায়। অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন সবচেয়ে বিবেকবান মানুষ, সবচেয়ে উত্তম মতের অধিকারী ও সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সত্যভাষী মানুষ।

﴿وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ ﴾ **আর তিনি তো তাকে স্পষ্ট দিগন্তে দেখেছেন:** অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিবরাইল আলাইহিস সালামকে স্পষ্ট দিগন্তে দেখেছেন, যেটি হলো উচ্চ দিগন্তে, যাতে স্পষ্টভাবে দেখা যায়।

﴿وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ﴾ **তিনি গায়েবী বিষয় সম্পর্কে কৃপণ নয়:** অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তার ওপর যে অহী করেছেন সেগুলোর বিষয়ে তিনি অভিযুক্ত নন যে, তিনি তাতে কিছু বাড়িয়ে দিয়েছেন বা কিছু কমিয়ে দিয়েছেন বা কিছু গোপন করেছেন। বরং তিনি হলেন আসমানবাসী ও জমিনবাসীর দিকে বিশ্বস্ত, যিনি তার রবের রিসালাত পরিপূর্ণভাবে পৌঁছে দিয়েছেন, তিনি তাতে কোন কৃপণতা করেননি। ধনী-গরিব, রাজা প্রজা, পুরুষ নারী, শহরবাসী বেদুঈন কারো মাঝেই তিনি সেগুলো পৌঁছাতে কোন কৃপণতা করেননি। এজন্যই আল্লাহ তাআলা তাকে পাঠিয়েছিলেন নিরক্ষর ও অজ্ঞ সম্প্রদায়ের নিকটে, কিন্তু

তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুবরণ করার সময়ে তারাই পরিণত হয়েছিলেন রব্বানী আলেমে এবং বিজ্ঞ জ্ঞানী ব্যক্তিতে। তাদের নিকটেই ছিল সর্বোচ্চ জ্ঞান এবং সূক্ষ জ্ঞান ও বুঝ একমাত্র তাদের থেকেই এসেছিল। আরা তারাই হলেন শিক্ষক, আর তারা ব্যতীত অন্যান্যরা হলো তাদেরই ছাত্র।

﴿وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ﴾ **আর এটা কোন অভিশপ্ত শয়তানের বাক্য নয়:** আল্লাহ তাআলা এই দুই রাসূলের কথা বর্ণনা করে তার কিতাবের শ্রেষ্ঠত্ব ও ফযীলত বর্ণনা করলেন, যেই দুই রাসূলের মাধ্যমে এই কিতাব মানুষের কাছে পৌঁছেছে, আর আল্লাহ তাআলা তাদের প্রশংসা করলেন। তারপর এখানে তিনি তার কিতাবের সত্যতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে এমন সকল ত্রুটি ও কমতিকে প্রতিহত করছেন।

তিনি বলেন, ﴿ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ﴾ **কাজেই তোমরা কোথায় যাচ্ছ:** কীভাবে এগুলো তোমাদের অন্তরে আসে এবং সত্যটা তোমাদের স্মরণশক্তি থেকে কোথায় চলে যায় যে, তোমরা সবচেয়ে উচ্চ স্তরের সত্য কিতাবকে মিথ্যাতে পরিণত করছো, যেটি হলো সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও সবচেয়ে বাতিলের স্তরের? এটি তো শুধু বাস্তবতাকে উল্টিয়ে দেওয়া।

﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴾ **এ তো শুধু সৃষ্টিকুলের জন্য উপদেশ:** যা দিয়ে তারা তাদের রব, তাঁর যে পরিপূর্ণ গুণাবলি রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে জানতে পারে, আর সকল ধরনের ত্রুটি, কমতি ও দৃষ্টান্ত পেশ করা থেকে তাদের রবকে মুক্ত করতে পারে, আর এর মাধ্যমে আদেশ নিষেধ ও তার বিধান সম্পর্কে জানতে পারে, আর সৃষ্টিগত ও শরীআতগত বিধান সম্পর্কে জানতে পারে। মোটকথা, যাতে এর মাধ্যমে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ সম্পর্কে জানতে পারে এবং সেই অনুযায়ী আমল করার মাধ্যমে উভয় জগতের সৌভাগ্য অর্জন করতে পারে।

﴿لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ ﴾ **তোমাদের মধ্যে যে সরল পথে চলতে চায়, তার জন্য:** অর্থাৎ ভ্রষ্টতা থেকে সঠিক পথ ও গোমরাহী থেকে হিদায়াত স্পষ্ট হওয়ার পরে যে সরল পথে চলতে চায় তার জন্য।

﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ **আর তোমরা ইচ্ছে করতে পার না, যদি না সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ ইচ্ছে করেন:** আল্লাহ তাআলার ইচ্ছাই কার্যকর হবে। তার বিরোধিতা করা অথবা তাতে বাধা দেওয়া সম্ভব নয়। এই আয়াতসহ অনুরূপ আয়াতগুলোতে কাদারিয়া ও জাবরিয়া এই দুই দলেই প্রতিউত্তর রয়েছে, যেমনটি এমন আলোচনা পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। আর আল্লাহ তাআলাই অধিক অবগত। আর সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য।

٨٢. سورة الانفطار وَهِيَ مَكِّيَّةٌ

৮২. সূরা আল ইনফিতার (মাক্কী, আয়াত ১৯)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ (١) وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ (٢) وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ (٣) وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ (٤) عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ (٥)﴾

৮২:১- যখন আসমান বিদীর্ণ হবে

৮২:২- আর যখন নক্ষত্রমণ্ডলী বিক্ষিপ্তভাবে ঝরে পড়বে,

৮২:৩- আর যখন সাগরগুলো বিস্ফোরিত করা হবে,

৮২:৪- আর যখন কবরসমূহ উন্মোচিত হবে

৮২:৫- তখন প্রত্যেকে জানবে, সে কী আগে পাঠিয়েছে ও কী পিছনে রেখে গিয়েছে।

ব্যাখ্যা:

যখন আসমান বিদীর্ণ হয়ে ভেঙ্গে যাবে, নক্ষত্রমণ্ডলী বিক্ষিপ্তভাবে ঝরে পড়বে ও তার সৌন্দর্য শেষ হয়ে যাবে, সাগরগুলো বিস্ফোরিত হয়ে একটি সাগরে পরিণত হবে, আর কবরসমূহ উন্মোচিত হবে যে, তার মাঝে যেসব মৃতরা আছে তাদেরকে সে বের করে দিবে, তারপর তাদের আমলসমূহের প্রতিদান দেওয়ার জন্য তাদেরকে আল্লাহ তাআলার সামনে একত্রিত করা হবে, তখন পর্দা সরে যাবে এবং যেগুলো গোপন ছিল তা আর গোপন থাকবে না। আর তখন প্রত্যেকেই জানতে পারবে, তার কাছে যেই উপকারিতা ও ক্ষতি রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে। আর তখন জালিমরা তাদের বাতিল আমলগুলো দেখে এবং তাদের নেকীর পাল্লা হালকা হওয়া, জুলুমসমূহের পরিমাণ ভারী হওয়া এবং তার নিকটে তার খারাপ কাজসমূহ হাযির হওয়া দেখে তারা তাদের হাত কামড়াবে। আর তারা তখন তাদের ওপর স্থায়ী দুর্ভাগ্যতা ও চিরস্থায়ী আযাব আসা সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাসী হয়ে যাবে। আর মুত্তাকীরা, যারা সৎ আমল পাঠিয়েছে, তারা সফলকাম হবে, তারা স্থায়ী নিয়ামত লাভ করবে ও জাহান্নামের শাস্তি থেকে নিরাপদে থাকবে।

তারপর আল্লাহ তাআলা বলেন,



﴿يَاأَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ (٦) الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ (٧) فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ (٨) كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ (٩) وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ (١٠) كِرَامًا كَاتِبِينَ (١١) يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ (١٢)﴾



৮২:৬- হে মানুষ! কিসে তোমাকে তোমার মহান রব সম্পর্কে বিভ্রান্ত করলো?

৮২:৭- যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাকে সুঠাম করেছেন এবং সুসামঞ্জস্য করেছেন

৮২:৮- যে আকৃতিতে চেয়েছেন, তিনি তোমাকে গঠন করেছেন।

৮২:৯- কখনো নয়, তোমরা তো প্রতিদান দিবসে মিথ্যারোপ করে থাক

৮২:১০- আর নিশ্চয় তোমাদের ওপর সংরক্ষকগণ রয়েছে।

৮২:১১- সম্মানিত লেখকবৃন্দ

৮২:১২- তারা জানে তোমরা যা কর।



ব্যাখ্যা:

যেসব মানুষ তার রবের হক আদায়ে কমতি করে এবং তার অসন্তুষ্টির কাজে দুঃসাহসিকতা দেখায় তাদেরকে তিরস্কার করে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يَاأَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾ **হে মানুষ! কিসে তোমাকে তোমার মহান রব সম্পর্কে বিভ্রান্ত** করলো: এর কারণ কি তার হক আদায়ে তোমার অবহেলা করা, নাকি তার আযাবকে হেয়জ্ঞান করা নাকি তার প্রতিদান দেওয়াতে তোমার ঈমান না থাকা?

তিনি কি সেই সত্তা নয়, ﴿الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ﴾ **যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাকে সুঠাম করেছেন:** অর্থাৎ সর্বোত্তম আকৃতিতে তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।

﴿فَعَدَلَكَ﴾ **এবং সুসামঞ্জস্য করেছেন:** অর্থাৎ সুনিপুনভাবে তিনি তোমাকে সর্বোত্তম আকৃতিতে গঠন করেছেন। সুতরাং সেই নিয়ামতদাতার নিয়ামতকে অস্বীকার করা অথবা সেই ইহসানকারীর ইহসানকে অস্বীকার করা কি তোমার জন্য শোভা পায়? এটি তো শুধু

তোমার অজ্ঞতা, জুলুম, অবাধ্যতা এবং অন্যায়কেই প্রমাণ করে। তুমি আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করো যে, তিনি তোমাকে কুকুর অথবা গাধা অথবা অন্য কোন প্রাণীর আকৃতিতে সৃষ্টি করেননি। এজন্য আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ﴾ **যে আকৃতিতে চেয়েছেন, তিনি তোমাকে গঠন করেছেন।** তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ﴾ **কখনো নয়, তোমরা তো প্রতিদান দিবসে মিথ্যারোপ করে থাক:** অর্থাৎ এই উপদেশ দেওয়ার পরেও তোমরা সর্বদাই প্রতিদান দেওয়াকে মিথ্যারোপ করে থাক। অথচ তোমরা যা আমল কর সেগুলোর অবশ্যই নিসাব নেওয়া হবে। আর আল্লাহ তাআলা তোমাদের নিকটে সম্মানিত ফেরেশতাদেরকে নিযুক্ত রেখেছেন, যারা তোমাদের কথা ও কাজকে লিপিবদ্ধ করেন এবং তোমরা যা কর, তার সবই তারা জানেন। এতে অন্তরের আমল ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আমল উভয়ই অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তোমাদের উচিত হলো, তাদেরকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করা। তারপর আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ (١٣) وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ (١٤) يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ (١٥) وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ (١٦) وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ (١٧) ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ (١٨) يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ (١٩)﴾

৮২:১৩- পুণ্যবানগণ তো থাকবে পরম স্বাচ্ছন্দ্যে

৮২:১৪- আর নিশ্চয় পাপাচারীরা থাকবে প্রজ্জ্বলিত আগুনে।

৮২:১৫- তারা সেখানে প্রবেশ করবে প্রতিদান দিবসে।

৮২:১৬- আর তারা সেখান থেকে অনুপস্থিত থাকতে পারবে না।

৮২:১৭- আর কিসে আপনাকে জানাবে প্রতিদান দিবস কী?

৮২:১৮- তারপর বলি, কিসে আপনাকে জানাবে প্রতিদান দিবস কী?

৮২:১৯- সেদিন কোন মানুষ অন্য মানুষের জন্য কোন কিছুর ক্ষমতা রাখবে না। আর সেদিন সকল বিষয় হবে আল্লাহর কর্তৃত্বে।

ব্যাখ্যা:

﴿الْأَبْرَارَ﴾ পূণ্যবান দিয়ে উদ্দেশ্য হলো, যারা আল্লাহর হকও আদায় করে আবার বান্দাদের হকও আদায় করে এবং সর্বদাই অন্তরের আমলসমূহ ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আমলসমূহসহ নেকীর কাজ করে। এই সকল ব্যক্তিদের প্রতিদান হলো, দুনিয়ার জগত, বারযাখী জগত ও স্থায়ী আখিরাতের জগতে অন্তর, রূহ ও শরীরে নিয়ামত প্রাপ্তি।

﴿وَإِنَّ الْفُجَّارَ﴾ **আর পাপাচারীরাঃ** যারা আল্লাহর হক ও বান্দাদের হক আদায় করাতে ঘাটতি করেছে, যাদের অন্তর ও আমলসমূহ খারাপ হয়ে গেছে, তারা ﴿لَفِي جَحِيمٍ﴾ **থাকবে প্রজ্জ্বলিত আগুনেঃ** অর্থাৎ দুনিয়ার জগতে, বারযাখী জগতে ও স্থায়ী আখিরাতের জগতে তারা থাকবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিতে।

﴿يَصْلَوْنَهَا﴾ **তারা সেখানে প্রবেশ করবেঃ** এবং তাদের সেখানে কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে ﴿يَوْمَ الدِّينِ﴾ **প্রতিদান দিবসেঃ** অর্থাৎ যেদিন আমলসমূহের প্রতিদান দেওয়া হবে সেদিনে।

﴿وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ﴾ **আর তারা সেখান থেকে অনুপস্থিত থাকতে পারবে নাঃ** বরং তারা সেখানেই থাকবে, সেখান থেকে বের হয়ে যেতে পারবে না।

﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ (١٧) ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ﴾ **আর কিসে আপনাকে জানাবে প্রতিদান দিবস কী? তারপর বলি, কিসে আপনাকে জানাবে প্রতিদান দিবস কীঃ** এতে সেই দিনের ভয়াবহ অবস্থা প্রমাণিত হয়, যাতে মানুষের মন দিশেহারা হয়ে যাবে।

﴿يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا﴾ **সেদিন কোন মানুষ অন্য মানুষের জন্য কোন কিছুর ক্ষমতা রাখবে নাঃ** যদিও সে তার নিকটাত্মীয় অথবা খুবই ভালোবাসার মানুষ হোক না কেন। বরং প্রত্যেকেই শুধু নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। সে অন্যের মুক্তির জন্য কোন আবেদন করবে না।

﴿وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ﴾ **আর সেদিন সকল বিষয় হবে আল্লাহর কর্তৃত্বেঃ** আল্লাহ তাআলাই বান্দাদের মাঝে ফায়সালা করবেন এবং জালিমের থেকে মাযলুমের হক ফিরিয়ে দিবেন। আর আল্লাহ তাআলাই অধিক অবগত।

٨٣. سورة المطفّفين وَهِيَ مَكِّيَّةٌ

৮৩. সূরা আল মুতাফফিফীন (মাক্কী, আয়াত ৩৬)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ (١) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (٣) أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ (٤) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (٥) يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (٦)﴾

৮৩:১- দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা মাপে কম দেয়

৮৩:২- যারা লোকদের কাছ থেকে মেপে নেয়ার সময় পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে,

৮৩:৩- আর যখন তাদেরকে মেপে দেয় অথবা ওজন করে দেয়, তখন কম দেয়।

৮৩:৪- তারা কি বিশ্বাস করে না যে, তারা পুনরুত্থিত হবে।

৮৩:৫- এক মহা দিবসে

৮৩:৬- যেদিন মানুষ সৃষ্টিকুলের রবের সামনে দাঁড়াবে।

ব্যাখ্যা:

وَيْلٌ শব্দটি আযাব ও হুমকি দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়। **মুতাফফিফীন বা মাপে কম দানকারীদের জন্য:** তারপর আল্লাহ তাআলা মুতাফফিফীনের ব্যাখ্যাতে বলেন,

﴿ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ﴾ **যারা লোকদের কাছ থেকে মেপে নেয়ার সময়:** মানুষের নিকটে তাদের যেই হক থাকে সেটি মানুষদের নিকট থেকে যখন তারা গ্রহণ করে, তখন ﴿يَسْتَوْفُونَ﴾ **পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে:** কোন ধরনের কমতি ছাড়াই পূর্ণ পরিমাণে গ্রহণ করে।

﴿ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ﴾ **আর যখন তাদেরকে মেপে দেয় অথবা ওজন করে দেয়ঃ** তাদের নিকটে মানুষদের যেই হক রয়েছে সেটি যখন তাদেরকে মেপে দেয় অথবা ওজন করে দেয়, ﴿يُخْسِرُونَ﴾ **তখন তারা কম দেয়ঃ** অর্থাৎ তারা মাপ ও ওজন যন্ত্র দিয়ে কম করে দেয় অথবা মাপ ও ওজন যন্ত্র পূর্ণ করে না। এটি হলো মানুষদের সম্পদ চুরি করার ও তাদের সাথে ইনসাফ না করা।

যারা মাপ ও ওজনে কম দেওয়ার মাধ্যমে মানুষদের ক্ষতিগ্রস্ত করে, তাদের জন্য যদি এমন হুমকি দেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে মাপ ও ওজনে কম দানকারীর চেয়ে যারা মানুষের সম্পদ জোরপূর্বক গ্রহণ করে অথবা চুরি করে, তাদের জন্য এমন হুমকি দেওয়া তো আরো বেশি যুক্তিযুক্ত।

এই পবিত্র আয়াত প্রমাণ করে যে, মানুষ যেমন নিজের হক অন্য মানুষের নিকট থেকে গ্রহণ করে, ঠিক তেমনই তার নিকটে অন্য মানুষের যেসব সম্পদ ও লেনদেন রয়েছে, সেগুলো তাদেরকে দিতে হবে। আবার এতে প্রমাণ ও বক্তব্যও অন্তর্ভুক্ত হবে অর্থাৎ সাধারণভাবে বাদী ও বিবাদী প্রত্যেকেই যেমন দলীল প্রমাণ দেওয়ার মাধ্যমে নিজের সম্পদ নেওয়ার প্রতি আগ্রহী হয়, ঠিক তেমনই তার জন্য আবশ্যক হলো, বিবাদীর দলীলসমূহও স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা, যা সে জানে না। আর তার জন্য আবশ্যক হলো, সে যেমন নিজের দলীলগুলো পর্যবেক্ষণ করে, তেমনভাবে সে যেন বিবাদীর দলীলসমূহও পর্যবেক্ষণ করে। আর এমন স্থানেই কোন মানুষের তার পক্ষপাতিত্ব ও জুলুম থেকে তার ইনসাফ সম্পর্কে জানা যায়, তার অহংকার থেকে বিনয় ও নির্বুদ্ধিতা থেকে তার বিবেক সম্পর্কে জানা যায়। আমরা আল্লাহ তাআলার নিকটে সকল ধরনের কল্যাণের তাওফীক চাচ্ছি।

তারপর আল্লাহ তাআলা মাপ ও ওজনে কম দানকারীদেরকে হুমকি দিচ্ছেন এবং তাদের অবস্থা ও তারা সেই অবস্থাতে অবস্থান করছে তা নিয়ে আশ্চর্য হয়ে বলেন,

﴿أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ (٤) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (٥) يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

তারা কি বিশ্বাস করে না যে, তারা পুনরুত্থিত হবে। এক মহা দিবসে। যেদিন মানুষ সৃষ্টিকুলের রবের সামনে দাঁড়াবেঃ মাপে ও ওজনে কম দেওয়ার দুঃসাহকিতা তারা দেখায় আখিরাতের ওপর তাদের ঈমান না থাকার কারণে। অন্যথায় তারা যদি আখিরাতের ওপর ঈমান রাখতো এবং তারা যদি জানতো যে, তারা আল্লাহ তাআলার সামনে দন্ডায়মান হবে, সেখানে তাদের কম বেশি সকল কাজের হিসাব নেওয়া হবে, তাহলে তারা অবশ্যই এমন কাজ পরিত্যাগ করতো ও তা থেকে তাওবা করতো। তারপর আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ (٧) وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ (٨) كِتَابٌ مَرْقُومٌ (٩) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (١٠) الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ (١١) وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ (١٢) إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (١٣) كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (١٤) كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ (١٥) ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ (١٦) ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ (١٧) ﴾

৮৩:৭- কখনো না, পাপাচারীদের আমলনামা তো সিজ্জীনে আছে।

৮৩:৮- আর কিসে আপনাকে জানাবে সিজ্জীন কী?

৮৩:৯- লিখিত কিতাব।

৮৩:১০- সেদিন দুর্ভোগ হবে মিথ্যারোপকারীদের,

৮৩:১১- যারা প্রতিদান দিবসে মিথ্যারোপ করে

৮৩:১২- আর শুধু প্রত্যেক পাপিষ্ঠ সীমালঙ্ঘনকারীই এতে মিথ্যারোপ করে

৮৩:১৩- যখন তার কাছে আমাদের আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করা হয় তখন সে বলে, পূর্ববর্তীদের উপকথা।

৮৩:১৪- কখনো নয়; বরং তারা যা অর্জন করেছে তা-ই তাদের হৃদয়ে জঙ ধরিয়ে দিয়েছে।

৮৩:১৫- কখনো নয়; নিশ্চয় সেদিন তারা তাদের রব হতে অন্তরিত থাকবে

৮৩:১৬- তারপর নিশ্চয় তারা জাহান্নামে দগ্ধ হবে

৮৩:১৭- তারপর বলা হবে, এটাই তা যাতে তোমরা মিথ্যারোপ করতে।

ব্যাখ্যা:

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ﴾ **কখনো না, পাপাচারীদের আমলনামা:** সকল ধরনের কাফির, মুনাফিক ও ফাসিকসহ সকল পাপাচারীরাই এর অন্তর্ভুক্ত।

﴿ لَفِي سِجِّينٍ﴾ **সিজ্জীনে রয়েছে:** তারপর এর ব্যাখ্যাতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ (٨) كِتَابٌ مَرْقُومٌ﴾ **আর কিসে আপনাকে জানাবে সিজ্জীন কী? তা লিখিত কিতাব:** অর্থাৎ এমন কিতাব, যাতে তাদের খারাপ আমলসমূহ উল্লিখিত রয়েছে। আর সিজ্জীন হলো সংকটপূর্ণ ও সংকীর্ণ স্থান। আর সিজ্জীন হলো ইল্লিয়ীন এর বিপরীত। আর ইল্লিয়ীন হলো পূণ্যবানদের কিতাব, যেমনটি সামনেই এর আলোচনা আসছে।

কেউ কেউ বলেছেন যে, সিজ্জীন হলো সাত জমিনের নিচে অবস্থিত স্থান, যেটি হলো পাপচারীদের বাসস্থান ও প্রত্যাবর্তনস্থল।

﴿وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ **সেদিন দুর্ভোগ হবে মিথ্যারোপকারীদের:** তারপর মিথ্যারোপকারীদেরকে স্পষ্ট করে আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ﴾ **যারা প্রতিদান দিবসে মিথ্যারোপ করে:** এখানে ইয়াওমুদ দীন এর অর্থ হলো, প্রতিদান দেওয়ার দিন, যেদিন আল্লাহ তাআলা মানুষদেরকে তাদের আমল অনুযায়ী প্রতিদান দিবেন।

﴿وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ﴾ **আর এতে মিথ্যারোপ করে শুধু প্রত্যেক** সীমালঙ্ঘন**কারী:** যারা আল্লাহর হারাম করা বিষয়গুলোতে সীমালঙ্ঘন করে, হালাল থেকে হারামের দিকে গিয়ে সীমালঙ্ঘন করে।

﴿أَثِيمٍ﴾ **আর যারা পাপিষ্ঠ:** অর্থাৎ যারা অনেক বেশি পাপ করে। এমন ব্যক্তিকেই তার সীমালঙ্ঘন তাকে মিথ্যারোপ করার দিকে নিয়ে যায়, এবং তার অহংকার হককে প্রত্যাখ্যান করাকে তার জন্য আবশ্যক করে। একারণে,

﴿إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا﴾ **যখন তার কাছে আমাদের আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করা হয়:** যেই আয়াতসমূহ হককে প্রমাণ করে ও রসূলগণ যা নিয়ে এসেছেন সেগুলোর সত্যতাকে প্রমাণ করে, তখনই তারা মিথ্যারোপ করে ও তার অবাধ্যতা করে। আর বলে, এগুলো তো ﴿أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ **পূর্ববর্তীদের উপকথা:** অর্থাৎ তারা অহংকার ও অবাধ্যতাবশত বলে, এগুলো পূর্ববর্তীদের ও অতীত জাতিসমূহের মিথ্যা উপকথা, এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত নয়।

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ইনসাফ করে ও স্পষ্ট হক পাওয়াই যার উদ্দেশ্য থাকে, সে কখনোই প্রতিদান দিবসকে মিথ্যারোপ করতে পারে না। কেননা প্রতিদান দিবসের পক্ষে আল্লাহ তাআলা এমনসব অকাট্য দলীল স্থাপন করেছেন, যেগুলো এটিকে দৃঢ় বিশ্বাসের বিষয়ে পরিণত করেছে এবং এটি চক্ষুষ্মানদের নিকটে তাদের অন্তরে সূর্যের মতো স্পষ্ট বিষয়ে পরিণত হয়েছে। কিন্তু যে ব্যক্তির পাপ ও অবাধ্যতার কারণে তার অন্তরে পর্দা পড়েছে এবং মরিচা ধরেছে তার অবস্থা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। কেননা সে হক থেকে বাধাগ্রস্থ। সে

যেমন দুনিয়াতে আল্লাহ তাআলার আয়াত থেকে নিজের অন্তরকে পর্দাবৃত করে রেখেছে, তাই এর প্রতিদান হিসেবে সে আল্লাহ তাআলা থেকেও পর্দাবৃত থাকবে।

﴿ ثُمَّ إِنَّهُمْ ﴾ **তারপর নিশ্চয় তারা:** এই ভয়ংকর শাস্তির সাথে সাথে ﴿لَصَالُو الْجَحِيمِ ﴾ **জাহান্নামে দগ্ধ হবে:** তারপর তাদেরকে তিরস্কার ও লাঞ্ছনা দেওয়ার জন্য বলা হবে, ﴿هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ﴾ **এটাই তা যাতে তোমরা মিথ্যারোপ করতে:** এখানে আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য তিন ধরনের শাস্তির কথা বর্ণনা করলেন। সেগুলো হলো, জাহান্নামের আগুনের শাস্তি, লাঞ্ছনা ও তিরস্কার করার শাস্তি এবং বিশ্বজগতের রব আল্লাহ তাআলা থেকে পর্দাবৃত করার শাস্তি, যেই পর্দাবৃত করাতে রয়েছে তাদের ওপর আল্লাহ তাআলার ক্রোধ ও অসন্তুষ্টি। আর এটি হবে তাদের জন্য জাহান্নামের আগুনের শাস্তির চেয়ে বেশি কষ্টকর। এই আয়াতের মাফহূম থেকে বুঝা যায় যে, মুমিনরা কিয়ামতের দিনে ও জান্নাতে তাদের রবকে দেখতে পাবে। অন্য সকল নিয়ামতের চেয়ে এই নিয়ামতকে তারা সবচেয়ে বেশি উপভোগ করবে। আল্লাহ তাআলার সম্বোধনে ও তার নিকটবর্তী হওয়াতে তারা অত্যন্ত আনন্দিত হবে, যেমনটি আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনের কয়েকটি আয়াতে বর্ণনা করেছেন এবং এই বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বর্ণনা মুতাওয়াতির পর্যায়ের।

এই আয়াতগুলোতে পাপকাজ থেকে সতর্ক করা হয়েছে। কেননা পাপকাজ অন্তরে জঙ ধরিয়ে দেয় এবং একটু একটু করে অন্তরে পর্দা পড়ে যায়, এমনকি শেষ পর্যন্ত অন্তরের নূর নিভে যায় ও তার দূরদর্শিতার মৃত্যু ঘটে। যার ফলে তার কাছে বাস্তবতা উল্টে যায়। তাই সে বাতিলকে হক হিসেবে দেখে এবং হককে বাতিল হিসেবে দেখে। আর এটি হলো পাপের শাস্তিগুলোর একটি। তারপর আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ (١٨) وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ (١٩) كِتَابٌ مَرْقُومٌ (٢٠) يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ (٢١) إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ (٢٢) عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ (٢٣) تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ (٢٤) يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ (٢٥) خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ (٢٦) وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ (٢٧) عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ (٢٨)﴾

৮৩:১৮- কখনো নয়, নিশ্চয় পূণ্যবানদের আমলনামা থাকবে ইল্লিয়্যীনে

৮৩:১৯- আর কিসে আপনাকে জানাবে ইল্লিয়্যীন কী?

৮৩:২০- লিখিত কিতাব।

৮৩:২১- (আল্লাহর) সান্নিধ্যপ্রাপ্তরাই তা অবলোকন করে।

৮৩:২২- নিশ্চয় পুণ্যবানগণ থাকবে পরম স্বাচ্ছন্দ্যে,

৮৩:২৩- সুসজ্জিত আসনে বসে তারা দেখতে থাকবে।

৮৩:২৪- আপনি তাদের মুখমণ্ডলে স্বাচ্ছন্দ্যের দীপ্তি দেখতে পাবেন,

৮৩:২৫- তাদেরকে মোহর করা বিশুদ্ধ পানীয় হতে পান করানো হবে;

৮৩:২৬- যার মোহর হবে মিসকের, আর এ বিষয়ে প্রতিযোগীরা প্রতিযোগিতা করুক।

৮৩:২৭- আর তার মিশ্রণ হবে তাসনীমের

৮৩:২৮- তা এক প্রস্রবণ, যা থেকে নৈকট্যপ্রাপ্তরা পান করবে।



ব্যাখ্যা:

পূর্বে আল্লাহ তাআলা বর্ণনা করলেন যে, পাপাচারীদের কিতাব থাকবে সর্বনিম্ন ও সংকীর্ণ স্থানে। এখানে আল্লাহ তাআলা বর্ণনা করছেন যে, পূণ্যবানদের কিতাব থাকবে উচ্চ ও প্রশস্ত স্থানে। আর তাদের কিতাব লিপিবদ্ধ থাকবে, যেটি ﴿يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ﴾ **অবলোকন করে (আল্লাহর) সান্নিধ্যপ্রাপ্তরাই:** অর্থাৎ সম্মানিত ফেরেশতাগণ, নবীগণ, সিদ্দীক ও শহীদগণের রূহ। আল্লাহ তাআলা তাদের সম্পর্কে বিশেষভাবে বর্ণনা করলেন যে, তারা থাকবে উচ্চ স্থানে। ইল্লিয়ীন হলো উচ্চ জান্নাতের নাম। আল্লাহ তাআলা তাদের কিতাবের কথা বর্ণনা করার পরে তারা যে নিয়ামতে থাকবে তার বর্ণনা করছেন। نعيم শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ, যাতে অন্তর, রূহ ও শরীরের নিয়ামত অন্তর্ভুক্ত হয়।

﴿عَلَى الْأَرَائِكِ﴾ **সুসজ্জিত আসনে:** অর্থাৎ সুন্দর সুন্দর কাপড় দিয়ে সুসজ্জিত করা বিছানাতে বসে ﴿يَنْظُرُونَ﴾ **তারা দেখতে থাকবে:** আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য যেসব নিয়ামত প্রস্তুত করে রেখেছেন সেগুলো তারা দেখতে থাকবে এবং তারা তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে।

﴿تَعْرِفُ﴾ **আপনি দেখতে পাবেন:** যারা তাদেরকে দেখবে তারা দেখতে পাবে যে,

﴿فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ﴾ **তাদের মুখমণ্ডলে স্বাচ্ছন্দ্যের দীপ্তি:** অর্থাৎ নেয়ামতের উজ্জ্বলতা ও সজীবতা। কেননা ধারাবাহিকভাবে আনন্দ ও উপভোগের জিনিস আসতে থাকার কারণে মুখমণ্ডল আলোকিত, উজ্জ্বল ও সুন্দর হয়ে উঠে।

﴿يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ﴾ **তাদেরকে পান করানো হবে বিশুদ্ধ পানীয় হতেঃ** সেটি হলো সবচেয়ে উৎকৃষ্টতর ও সুস্বাদু পানীয়। যা হবে ﴿مَخْتُومٍ﴾ **মোহর করা।** আর এই পানীয় এর ﴿ خِتَامُهُ مِسْكٌ﴾ **মোহর হবে মিসকেরঃ** হতে পারে এটি দিয়ে উদ্দেশ্য হলো, এই পানীয়তে এমন কিছু প্রবেশ করা থেকে মোহর করা থাকবে, যেগুলো এর স্বাদকে কমিয়ে দেয় অথবা তার স্বাদকে নষ্ট করে দেয়। আর এই মোহরটা হবে মিসকের। আবার হতে পারে এটি দিয়ে উদ্দেশ্য হলো, তারা যেই পাত্রে এই পানীয় পান করবে সেই পাত্রের নিচের দিকে থাকবে মিসক, যেটি হলো পাত্রে থাকার ময়লার মত, যেটি সাধারণত দুনিয়াতে এগুলো ফেলে দেওয়া হয়। কিন্তু জান্নাতে সেগুলো হবে এমন উচ্চ পর্যায়ের। ﴿وَفِي ذَلِكَ﴾ **আর এ বিষয়েঃ** অর্থাৎ এই স্থায়ী নিয়ামত পাওয়ার বিষয়ে, যার সৌন্দর্যতা ও পরিমাণ আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর কেউ জানে না।

﴿فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ﴾ **প্রতিযোগীরা প্রতিযোগিতা করুকঃ** সেগুলো পাওয়ার জন্য আমল করার মাধ্যমে প্রতিযোগিতা করুক। এগুলোর জন্য জীবনের মূল্যবান জিনিস ব্যয় করা অতি উপযুক্ত এবং যেগুলো পাওয়ার জন্য পুরুষদের পুরুষত্ব প্রতিযোগিতা করে, সেগুলোর চেয়ে এই নিয়ামত পাওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা করাই বেশি যুক্তিযুক্ত।

আর এই পানীয় এর মিশ্রণ হবে তাসনীমের। সেটি একটি ঝর্ণা, ﴿يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ﴾ **যা থেকে নৈকট্যপ্রাপ্তরা পান করবেঃ** সেটি হলো সাধারণত জান্নাতের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ পানীয়। এজন্য এটি শুধুমাত্র নৈকট্যপ্রাপ্তদের জন্যই থাকবে, যারা হবে সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। আর ডান দিকের লোকদের জন্য (অর্থাৎ অন্যান্য সৎকর্মশীলদের জন্য) থাকবে মিশ্রণ করা পানীয়, অর্থাৎ তাতে মধুসহ অন্যান্য সুস্বাদু পানীয় এর মিশ্রণ থাকবে।

তারপর আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ (٢٩) وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ (٣٠) وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ (٣١) وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ (٣٢) وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ (٣٣) فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ (٣٤) عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ (٣٥) هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (٣٦) ﴾

৮৩:২৯- নিশ্চয় যারা অপরাধ করেছে তারা মুমিনদেরকে উপহাস করতো

৮৩:৩০- আর যখন তারা মুমিনদের পাশ দিয়ে যেত তখন তারা তাদেরকে নিয়ে চোখ টিপে বিদ্রূপ করতো

৮৩:৩১- আর যখন তারা পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে আসত তখন তারা উৎফুল্ল হয়ে ফিরে আসত।

৮৩:৩২- আর যখন মুমিনদেরকে দেখত তখন বলত, নিশ্চয় এরা পথভ্রষ্ট।

৮৩:৩৩- অথচ তাদেরকে মুমিনদের তত্ত্বাবধায়ক করে পাঠানো হয়নি।

৮৩:৩৪- অতএব আজ মুমিনগণ কাফিরদেরকে উপহাস করবে

৮৩:৩৫- সুসজ্জিত আসনে বসে তারা দেখতে থাকবে।

৮৩:৩৬- কাফিরদেরকে তাদের কৃতকর্মের প্রতিদান দেয়া হলো তো?



ব্যাখ্যা:

আল্লাহ তাআলা অপরাধীদের ও মুমিনদের প্রতিদান বর্ণনা করার পরে, এখানে তাদের মাঝে যে বিস্তর ব্যবধান রয়েছে তার বর্ণনা করছেন। তিনি বর্ণনা করছেন যে, অপরাধীরা মুমিনদেরকে নিয়ে দুনিয়াতে ঠাট্টা বিদ্রুপ করতো, তাদেরকে নিয়ে হাসাহাসি করতো এবং তাদেরকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে তাদেরকে নিয়ে চোখ টিপে বিদ্রূপ করতো। এগুলো করার পরেও তাদেরকে আপনি দেখতে পাবেন যে, তারা প্রশান্ত, তাদের এই অবস্থা নিয়ে তারা কোন ভয় করে না।

﴿وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمُ﴾ **আর যখন তারা পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে আসতঃ** সকাল ও সন্ধ্যাতে, ﴿انْقَلَبُوا فَكِهِينَ﴾ **তখন তারা উৎফুল্ল হয়ে ফিরে আসতঃ** অর্থাৎ আনন্দিত ও উৎফুল্ল হয়ে ফিরতো। আর এটি হলো তাদের সবচেয়ে বড় প্রবঞ্চনা। তারা খারাপ কাজ করে, আবার নিজেদেরকে দুনিয়াতে নিরাপদও মনে করে। এমনকি মনে হয় যে, তাদের নিকটে যেন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে কিতাব ও ওয়াদা এসেছে যে, তারাই হলো সৌভাগ্যবান। আর তারা নিজেদের ব্যাপারে ফায়সালা দেয় যে, তারা হিদায়াতের ওপর আছে, মুমিনরা পথভ্রষ্ট। তারা এমন ফায়সালা দেয় আল্লাহ তাআলার ওপর মিথ্যারোপ করে এবং তার সম্পর্কে বিনা ইলমে কথা বলার দুঃসাহসিকতা দেখিয়ে।

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ﴾ **অথচ তাদেরকে মুমিনদের তত্ত্বাবধায়ক করে পাঠানো হয়নিঃ** অর্থাৎ তাদেরকে মুমিনদের ওপর তত্ত্বাবধায়ক এবং মুমিনদের আমলসমূহ হিফাযতকারী হিসেবে পাঠানো হয়নি যে, তারা মুমিনদেরকে গোমরাহ বলবে। একমাত্র একগুয়েমি, অবাধ্যতা ও খেলতামাশা করার কারণে তাদের

থেকে এমন কাজ হয়। এই বিষয়ে তাদের নিকটে কোন দলীল প্রমাণ নেই। তাই তাদের কাজ যেমন ছিল আখিরাতেও তাদেরকে তেমনই প্রতিদান দেওয়া হবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿فَالْيَوْمَ﴾ **অতএব আজ:** কিয়ামতের দিনে,

﴿ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ﴾ **মুমিনগণ কাফিরদেরকে উপহাস করবে :** যখন মুমিনগণ তাদেরকে আযাবের মধ্যে ঘুরপাক খেতে দেখবে, তখন তারা তাদেরকে নিয়ে উপহাস করবে। আর সেই অপরাধীরা যে মিথ্যারোপ করেছিল তা তাদের থেকে হারিয়ে যাবে। আর মুমিনরা থাকবে অত্যন্ত আরাম ও প্রশান্তির মাঝে।

﴿عَلَى الْأَرَائِكِ﴾ **সুসজ্জিত আসনে বসে:** অর্থাৎ সৌন্দর্যমন্ডিত বিছানাতে বসে ﴿يَنْظُرُونَ﴾ **তারা দেখতে থাকবে:** আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য যেসব নিয়ামত প্রস্তুত করে রেখেছেন সেগুলো তারা দেখতে থাকবে এবং তারা তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে।

﴿ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ **কাফিরদেরকে তাদের কৃতকর্মের প্রতিদান দেয়া হলো তো:** অর্থাৎ তাদের কাজ অনুযায়ী প্রতিদান দেওয়া হলো তো?

দুনিয়াতে যেমন তারা মুমিনদেরকে নিয়ে হাসাহাসি করেছে এবং তাদেরকে গোমরাহ বলেছে, আখিরাতে মুমিনরাও তাদেরকে নিয়ে হাসাহাসি করবে এবং মুমিনরা তাদেরকে আযাব ও শাস্তির মাঝে দেখতে পাবে, যেটি হবে তাদের গোমরাহী ও ভ্রষ্টতার শাস্তি।

হ্যাঁ, তারা যেই আমল করেছে তার প্রতিদান দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ন্যায়পরায়ণতা ও হিকমত অনুযায়ী এমন প্রতিদান দেওয়া হয়েছে। আর আল্লাহ তাআলা হলেন মহাজ্ঞানী ও হিকমতওয়ালা।

٨٤. سورة الانشقاق وَهِيَ مَكِّيَّةٌ

৮৪. সূরা আল ইনশিকাক (মাক্কী, আয়াত ২৫)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।



﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (١) وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ (٢) وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ (٣) وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ (٤) وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ (٥) يَاأَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ (٦) فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ (٧) فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا (٨) وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا (٩) وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ (١٠) فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا (١١) وَيَصْلَى سَعِيرًا (١٢) إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا (١٣) إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ (١٤) بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا (١٥)﴾

৮৪:১- যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে

৮৪:২- আর তার রবের আদেশ পালন করবে এবং এটাই তার করণীয়।

৮৪:৩- আর যখন জমিনকে সম্প্রসারিত করা হবে।

৮৪:৪- আর জমিন তার অভ্যন্তরে যা আছে তা বাইরে নিক্ষেপ করবে ও খালি হয়ে যাবে।

৮৪:৫- এবং তার রবের আদেশ পালন করবে এটাই তার করণীয়।

৮৪:৬- হে মানুষ! তুমি তোমার রবের কাছে পৌঁছা পর্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করতে হবে, অতঃপর তুমি তাঁর সাক্ষাত লাভ করবে।

৮৪:৭- অতঃপর যাকে তার আমলনামা তার ডান হাতে দেয়া হবে।

৮৪:৮- সহজভাবেই তার হিসাব-নিকাশ করা হবে।

৮৪:৯- এবং সে তার স্বজনদের কাছে প্রফুল্লচিত্তে ফিরে যাবে;

৮৪:১০- আর যাকে তার আমলনামা তার পিঠের পিছনদিক থেকে দেয়া হবে,

৮৪:১১- সে অবশ্যই তার ধ্বংস ডাকবে

৮৪:১২- আর সে জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে।

৮৪:১৩- নিশ্চয় সে তার পরিবার-পরিজনদের মধ্যে আনন্দে ছিল।

৮৪:১৪- নিশ্চয় সে মনে করতো যে, সে কখনো ফিরে যাবে না।

৮৪:১৫- হ্যাঁ, নিশ্চয় তার রব তার ওপর সম্যক দৃষ্টি দানকারী।



ব্যাখ্যা:

কিয়ামতের দিনে বিশাল আকৃতির আসমান পরিবর্তন হওয়া সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনা করে আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾ **যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে:** সেটি ভেঙ্গে যাবে, তার এক অংশ আরেক অংশ থেকে পৃথক হয়ে যাবে, নক্ষত্রসমূহ বিক্ষিপ্ত হয়ে ঝরে পড়বে এবং সূর্য ও চন্দ্র একে অন্যের সাথে লেগে খসে পড়বে।

﴿وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا﴾ **আর সে তার রবের আদেশ পালন করবে:** অর্থাৎ তার রবের আদেশ মনোযোগ দিয়ে শুনবে এবং এটাই তার করণীয়। কেননা সে মহান বাদশাহ আল্লাহ তাআলার নির্দেশের অধীন ও তার আদেশেই পরিচালিত হয়, সে তার আদেশ অমান্য করে না এবং তার বিধানের বিপরীত কোন কাজ করে না।

﴿وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ﴾ **আর যখন জমিনকে সম্প্রসারিত করা হবে:** অর্থাৎ জমিনকে কাপিয়ে তোলা হবে, পাহাড়গুলো চুর্ণ বিচুর্ণ করা হবে এবং জমিনের ওপর যে ভবন ও অট্টালিকা রয়েছে সেগুলোকে ভেঙ্গে এই জমিনকে সমতল করা হবে। আর আল্লাহ তাআলা এর উপরিভাগকে সম্প্রসারিত করবেন, এমনকি সেটি এক অনেক প্রশস্ত হয়ে যাবে। ফলে এটি সমতল ভূমিতে পরিণত হবে, যাতে কোন উঁচু নিচু থাকবে না।

﴿وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا﴾ **আর জমিন তার অভ্যন্তরে যা আছে তা বাইরে নিক্ষেপ করবে:** অর্থাৎ যেসব মৃতরা ও সঞ্চিত ধন রয়েছে সেগুলোকে সে বের করে দিবে।

﴿وَتَخَلَّتْ﴾ **ও খালি হয়ে যাবে:** অর্থাৎ সেগুলো থেকে সে খালি হবে। যখন সিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে, তখন মৃতরা তাদের কবর থেকে জমিনের উপরিভাগে বের হয়ে আসবে, আর জমিন তার মধ্যে থাকা সঞ্চিত ধন বের করে দিবে, এমনকি সেগুলো বিশাল স্তম্ভের আকার ধারণ করবে। মানুষজন সেগুলো দেখবে আর তারা যেগুলো নিয়ে প্রতিযোগিতা করতো তার কারণে আফসোস করবে।

﴿وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ (٥) يَاأَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ﴾ **আর সে তার রবের আদেশ পালন করবে, এটাই তার করণীয়। হে মানুষ! তুমি তোমার রবের**

কাছে পৌঁছা পর্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করতে হবে, অতঃপর তুমি তাঁর সাক্ষাত লাভ করবেঃ অর্থাৎ তুমি আল্লাহর দিকেই ধাবিত হচ্ছো, তাদের আদেশ নিষেধ অনুযায়ীই কাজ করছো, ভালো অথবা মন্দ কাজের মাধ্যমে তার কাছে যাচ্ছো। তারপর কিয়ামতের দিনে আল্লাহ তাআলার সামনে তোমার সাক্ষাত হবে। তারপর তুমি সৌভাগ্যবান হলে তোমাকে অনুগ্রহের সাথে প্রতিদান দেওয়া হবে, আর হতভাগা হলে ইনসাফের সাথে প্রতিদান দেওয়া হবে। এজন্য আল্লাহ তাআলা প্রতিদানের বিষয়টি ব্যাখ্যা করে বলেন,

﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ﴾ **অতঃপর যাকে তার আমলনামা তার ডান হাতে দেয়া হবেঃ** তারা হলো সৌভাগ্যবান।

﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾ **সহজভাবেই তার হিসাব-নিকাশ করা হবেঃ** তাকে আল্লাহ তাআলার সামনে পেশ করা হবেমাত্র। তারপর আল্লাহ তাআলা তাকে তার পাপগুলো স্বীকার করাবেন, এমনকি সে যখন নিজে ধ্বংস হয়ে যাবে বলে মনে করবে, তখন আল্লাহ তাআলা তাকে বলবেন, দুনিয়া এগুলো আমি গোপন রেখেছিলাম। আজকেও আমি তোমার জন্য সেগুলো গোপন রাখবো।

﴿وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ﴾ **আর সে তার স্বজনদের কাছে ফিরে যাবেঃ** অর্থাৎ জান্নাতে তার স্বজনদের কাছে ফিরে যাবে।

﴿مَسْرُورًا﴾ **প্রফুল্লচিত্তেঃ** কেননা সে আযাব থেকে মুক্তি পেয়ে গেছে এবং প্রতিদান পেয়ে সফলতা লাভ করেছে।

﴿وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ﴾ **আর যাকে তার আমলনামা তার পিঠের পিছনদিক থেকে দেয়া হবেঃ** অর্থাৎ পিছন দিক থেকে বাম হাতে দেওয়া হবে।

﴿فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا﴾ **সে অবশ্যই তার ধ্বংস ডাকবেঃ** লাঞ্ছনা ও অপমানের কারণে সে তখন নিজের ধ্বংস কামনা করতে থাকবে। আর সে তার আমলনামাতে অগ্রে পাঠানো কোন ভালো আমল পাবে না এবং সে সেই খারাপ কাজ থেকে তাওবাও করেনি।

﴿وَيَصْلَى سَعِيرًا﴾ **আর সে জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবেঃ** অর্থাৎ জাহান্নামের আগুন চতুর্দিক থেকে তাকে ঘিরে ধরবে। আর সেই আযাবের মধ্যে তাকে উলট পালট করা হবে। এমন আযাবের কারণ হলো, সে দুনিয়াতে ﴿كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا﴾ **তার পরিবার-পরিজনদের মধ্যে আনন্দে ছিলঃ** সে মৃত্যুর পরে পুনরায় জীবিত হওয়ার কথা মনে করতো না, তাই সে মন্দ কাজ করতো। আর সে বিশ্বাসই করতো না যে, সে তার রবের নিকটে ফিরে যাবে, তাকে তার রবের সামনে দাঁড় করানো হবে।

﴿ بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا﴾ **হ্যাঁ, নিশ্চয় তার রব তার ওপর সম্যক দৃষ্টি দানকারী:** সুতরাং কোন আদেশ নিষেধ, প্রতিদান ও শাস্তি না দিয়ে এমনিই তাকে ছেড়ে দেওয়া তার জন্য মানায় না। তারপর আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ (١٦) وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ (١٧) وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ (١٨) لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ (١٩) فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (٢٠) وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ ۩ (٢١) بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ (٢٢) وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ (٢٣) فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٢٤) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (٢٥) ﴾

৮৪:১৬- অতঃপর আমি শপথ করছি পশ্চিম আকাশের লালিমার,

৮৪:১৭- আর শপথ রাতের এবং তা যা কিছুর সমাবেশ ঘটায় তার,

৮৪:১৮- এবং শপথ চাঁদের, যখন তা পূর্ণ হয়

৮৪:১৯- অবশ্যই তোমরা এক স্তর থেকে অন্য স্তরে আরোহণ করবে।

৮৪:২০- অতঃপর তাদের কি হলো যে, তারা ঈমান আনে না?

৮৪:২১- আর যখন তাদের কাছে কুরআন তিলাওয়াত করা হয় তখন তারা সিজদা করে না। [সাজদাহ।

৮৪:২২- বরং কাফিররা মিথ্যারোপ করে।

৮৪:২৩- আর তারা যা পোষণ করে আল্লাহ্ তা সবিশেষ অবগত।

৮৪:২৪- কাজেই আপনি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দিন

৮৪:২৫- কিন্তু যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে তাদের জন্য রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।

ব্যাখ্যা:

এখানে আল্লাহ তাআলা রাতের নিদর্শনগুলো দিয়ে শপথ করছেন। তারপর পশ্চিম আকাশের লাল আভার শপথ করছেন, যেটি হলো, দিনের শেষে, রাতের শুরুতে সূর্যের অবশিষ্ট আলো থাকার সময়।

﴿وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ﴾ **আর শপথ রাতের এবং তা যা কিছুর সমাবেশ ঘটায় তার:** অর্থাৎ রাতে যেসব প্রাণীসহ অন্যান্য কিছুর সমাবেশ ঘটে তার শপথ।

﴿وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ﴾ **এবং শপথ চাঁদের, যখন তা পূর্ণ হয়:** অর্থাৎ পূর্নিমার রাতে যখন চাঁদ পূর্ণ হয়। আর তখন চাঁদ সবচেয়ে সুন্দর হয় ও তখন তা থেকে সবচেয়ে বেশি উপকার পাওয়া যায়।

যেই বিষয়ের ওপর কসম করা হচ্ছে, তাহলো, ﴿لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ﴾ **অবশ্যই তোমরা এক স্তর থেকে অন্য স্তরে আরোহণ করবে:** অর্থাৎ স্তরগুলো ও অবস্থাগুলো অনেক। সেগুলো তোমাদেরকে পার করতে হবে। সেগুলো হলো, শুক্র থেকে রক্ত পিন্ড, তারপর গোস্তপিন্ড, তারপর তাতে রূহ ফুঁকে দেওয়া, তারপর তা ছোট শিশুতে পরিণত হওয়া, তারপর ভালো মন্দ পার্থক্য করার পর্যায়ে আসা, তারপর তার ওপর শরীআতের দায়িত্ব, আদেশ নিষেধ অর্পিত হয়, তারপর সে মৃত্যুবরণ করে, তারপর কাকে পুনরায় আবার জীবিত করা হবে এবং তার আমল অনুযায়ী তাকে প্রতিদান দেয়া হবে। বান্দাদের ওপর এই বিভিন্ন পর্যায় আসে, যেগুলো প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তাআলা হলেন একমাত্র মাবুদ, তিনি এক, তিনি তার রহমত ও হিকমত অনুযায়ী তার বান্দাদেরকে পরিচালনা করেন। আর বান্দা হলো অক্ষম, মুখাপেক্ষী ও পরাক্রমশালী দয়ালু আল্লাহর পরিচালনার অধীন। কিন্তু এর পরেও অনেক মানুষ ঈমান আনে না।

﴿وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ﴾ **আর যখন তাদের কাছে কুরআন তিলাওয়াত করা হয় তখন তারা সিজদা করে না:** কুরআনের প্রতি বিনত হয় না, তার আদেশ ও নিষেধসমূহের প্রতি অনুগত হয় না।

﴿بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ﴾ **বরং কাফিররা মিথ্যারোপ করে:** অর্থাৎ হক স্পষ্ট হওয়ার পরে তার অবাধ্য হয়। সুতরাং কুরআনের প্রতি তাদের ঈমান না আনাতে ও অনুগত না হওয়াতে আশ্চর্যের কিছু নেই। কেননা হককে মিথ্যারোপকারী তো মিথ্যারোপ করে অহংকারবশত।

﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ﴾ **আর তারা যা পোষণ করে আল্লাহ্ তা সবিশেষ অবগত:** অর্থাৎ তারা যা করে ও গোপনে যা সংকল্প করে সবই আল্লাহ তাআলা জানেন। আল্লাহ তাআলা তাদের গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছুই জানেন এবং তাদের আমলসমূহের তিনি যথাযথ প্রতিদান দিবেন। এজন্য তিনি বলেন, ﴿فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ **কাজেই আপনি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দিন:** بشارة শব্দটিকে এমন নামকরণ করার কারণ হলো, এতে আনন্দ অথবা দুশ্চিন্তাতে মানুষের ত্বকে প্রভাব পড়ে।

অধিকাংশ মানুষের অবস্থা হলো এমন। তারা কুরআনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তার ওপর ঈমান আনে না। আর মানুষের মধ্যে একদল মানুষকে আল্লাহ তাআলা হিদায়াত দান করেন। যার ফলে তারা আল্লাহর ওপর ঈমান আনে, রসূলগণ যা নিয়ে এসেছেন সেগুলো তারা গ্রহণ করে ও তার ওপর ঈমান আনে এবং তারা সৎ কাজ করে। তাদের জন্য রয়েছে নিরবচ্ছিন পুরস্কার। বরং তাদের জন্য রয়েছে সার্বক্ষণিক এমন পুরস্কার, যা কোন চোখ দেখেনি, কোন কান শুনেনি, এবং কোন মানুষের অন্তর তা কল্পনাও করতে পারে না।

٨٥. سورة البروج وَهِيَ مَكِّيَّةٌ

৮৫. সূরা আল বুরূজ (মাক্কী, আয়াত ২২)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ (١) وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ (٢) وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ (٣) قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ (٤) النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ (٥) إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ (٦) وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ (٧) وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (٨) الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (٩) إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ (١٠) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ (١١) إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ (١٢) إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ (١٣) وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ (١٤) ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ (١٥) فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ (١٦) هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ (١٧) فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ (١٨) بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ (١٩) وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ (٢٠) بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ (٢١) فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ (٢٢) ﴾

৮৫:১- শপথ বুরূজবিশিষ্ট আসমানের,

৮৫:২- আর প্রতিশ্রুত দিনের,

৮৫:৩- আর কসম সাক্ষ্যদাতার এবং যার ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়া হবে তার

৮৫:৪- ধ্বংস হয়েছে গর্তের অধিপতিরা

৮৫:৫- (যাতে ছিল) ইন্ধনপূর্ণ আগুন

৮৫:৬- যখন তারা এর পাশে উপবিষ্ট ছিল;

৮৫:৭- এবং তারা মুমিনদের সাথে যা করছিল তা প্রত্যক্ষ করছিল।

৮৫:৮- আর তারা তাদেরকে নির্যাতন করেছিল শুধুমাত্র এ কারণে যে, তারা মহাপরাক্রমশালী প্রশংসিত আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিল

৮৫:৯- আসমানসমূহ ও জমিনের রাজত্ব যার। আর আল্লাহ প্রতিটি বিষয়ের প্রত্যক্ষদর্শী

৮৫:১০- নিশ্চয় যারা মুমিন নরনারীকে বিপদাপন্ন করেছে তারপর তাওবা করেনি, তাদের জন্য আছে জাহান্নামের যন্ত্রণা।

৮৫:১১- নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; এটাই মহাসাফল্য।

৮৫:১২- নিশ্চয় আপনার রবের পাকড়াও বড়ই কঠিন।

৮৫:১৩- নিশ্চয় তিনি সৃষ্টির সূচনা করেন এবং তিনিই পুনরায় সৃষ্টি করবেন

৮৫:১৪- আর তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, প্রেমময়

৮৫:১৫- আরশের অধিকারী ও সম্মানিত।

৮৫:১৬- তিনি যা ইচ্ছে তা-ই করেন।

৮৫:১৭- আপনার কাছে কি পৌঁছেছে সৈন্যবাহিনীর বৃত্তান্ত

৮৫:১৮- ফিরআউন ও সামুদের?

৮৫:১৯- তবু কাফিররা মিথ্যারোপ করায় রত

৮৫:২০- আর আল্লাহ্ সবদিক থেকে তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রয়েছেন।

৮৫:২১- বস্তুত এটা সম্মানিত কুরআন

৮৫:২২- সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ।

ব্যাখ্যা:

﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ﴾ **শপথ বুরূজবিশিষ্ট আসমানের:** অর্থাৎ কক্ষপথবিশিষ্ট আসমানের শপথ, যাতে রয়েছে সূর্য, চন্দ্র ও বিভিন্ন নক্ষত্রের চলার পথ। আর সেগুলো হলো সবচেয়ে উত্তমভাবে শৃঙ্খলিত ও বিন্যস্ত করা। এগুলো আল্লাহ তাআলার পরিপূর্ণ ক্ষমতা, রহমত ও তার বিশাল জ্ঞান ও হিকমতকে প্রমাণ করে।

﴿وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ﴾ **আর শপথ প্রতিশ্রুত দিনের:** তা হলো, কিয়ামতের দিন, আল্লাহ তাআলা যেই দিনের ওয়াদা করেছেন যে, তিনি সেই দিনে সৃষ্টিদেরকে একত্রিত করবেন, এবং পূর্ববর্তী- পরবর্তী, দূরের কাছের সবাইকে তিনি হাযির করবেন। আর এই ওয়াদার কোন পরিবর্তন হবে না।। কেননা আল্লাহ তাআলা তার ওয়াদার খেলাফ করেন না।

﴿ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ﴾ **আর কসম সাক্ষ্যদাতার এবং যার ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়া হবে তার:** এই বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন সবকিছুই এর অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ যে দেখে, যা কিছু দেখা হয়, যে উপস্থিত, যা উপস্থিত করা হয় সবই এই কসমের অন্তর্ভুক্ত।

এই কসমে আল্লাহ তাআলার যেই সুন্দর নিদর্শনাবলী, হিকমতসমূহ ও বিরাট রহমত রয়েছে সেগুলোর ওপরই এখানে কসম করা হয়েছে।

আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী, ﴿قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ ﴾ **ধ্বংস হয়েছে গর্তের অধিপতিরা'** এই বাণীর ওপর কসম করা হয়েছে। আর এটি হলো তাদের ধ্বংসের জন্য দুআ করা।

أخدود হলো, জমিনে খনন করা গর্ত।

গর্তওয়ালা এই সম্প্রদায় কাফির ছিল। আর তাদের মাঝে কিছু মুমিন ব্যক্তি ছিলো। এই কাফিররা মুমিনদেরকে তাদের কুফরী দীনের মধ্যে নিয়ে আসার জন্য বলতে লাগলো। কিন্তু মুমিনগণ তাদের কুফরী দীনে ফিরে যেতে অস্বীকার করলেন। যার কারণে কাফিররা জমিনে গর্ত খনন করলো এবং তাতে আগুন জ্বালালো। আর তারা সেই গর্তের পাশে বসে মুমিনদেরকে বিপদাপন্ন করলো। তারা মুমিনদেরকে সেই গর্তের সামনে নিয়ে এসে তাদের কুফরী দীনে ফিরে আসার জন্য বললো। তারপর যারা তাদের কথা মেনে নিলো, তাদেরকে তারা ছেড়ে দিলো। আর যারা তাদের ইমানের ওপর অটল থাকলো, তাদেরকে তারা আগুনে নিক্ষেপ করলো। এটি হলো আল্লাহ ও তার দল মুমিনদের সাথে সর্বোচ্চ বিরোধিতা করা। এজন্য আল্লাহ তাআলা তাদেরকে লানত করেছেন, তাদেরকে ধ্বংস করেছেন। তাদেরকে হুমকি দিয়ে তিনি বলেন, ﴿قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ ﴾ **ধ্বংস হয়েছে গর্তের অধিপতিরা:** তারপর গর্তের অধিপতিদের সম্পর্কে ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন,

﴿النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ (٥) إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ (٦) وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ﴾

(যাতে ছিল) ইন্ধনপূর্ণ আগুন। যখন তারা এর পাশে উপবিষ্ট ছিল। এবং তারা মুমিনদের সাথে যা করছিল তা প্রত্যক্ষ করছিল: এটি হলো সর্বোচ্চ পর্যায়ের স্বেচ্ছাচারিতা ও অন্তর কঠিন হয়ে যাওয়া। কেননা একদিকে তারা আল্লাহ তাআলার আয়াতের সাথে কুফরী করেছে ও তার অবাধ্যতা করেছে এং সাথে সাথে তারা মুমিনদের বিরোধিতা করেছে এবং তাদেরকে এই ধরনের ভয়াবহ শাস্তি দিয়েছে, যেই শাস্তির কথা শুনলে অন্তর বিদীর্ণ হয়ে যায়। আবার এর সাথে সাথে মুমিনদেরকে সেই আগুনে নিক্ষেপ করার সময়ে তারা সেখানেই উপস্থিত ছিল।

কিন্তু আসলে তারা মুমিনদেরকে নির্যাতন করেছিল এমন একটি গুণের কারণে, যেটির জন্য আসলে তারা প্রশংসিত হয়েছে এবং এর মাধ্যমেই তারা সফলকাম হয়েছে। আর সেই গুণ হলো, তারা পরাক্রমশালী ও প্রসংশিত আল্লাহ তাআলার ওপর ঈমান এনেছিল, যেই সত্তার রয়েছে সকল ক্ষমতা, যার মাধ্যমে তিনি সকল কিছুর ওপর বিজয়ী। আবার তিনি তার কথা, কাজ ও গুনাবলিতে প্রসংশিত।

﴿الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ **আসমানসমূহ ও জমিনের রাজত্ব যার:** সেগুলো সৃষ্টি করা ও বশীভূত করার দিক থেকে রাজত্ব তারই। সেগুলোতে তিনি তাতে যা ইচ্ছা তা করেন।

﴿ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ **আর আল্লাহ প্রতিটি বিষয়ের প্রত্যক্ষদর্শী:** অর্থাৎ শোনা, জানা ও দেখার দিক থেকে তিনি প্রতিটি বিষয়ের প্রত্যক্ষদর্শী। আল্লাহ তাআলার অবাধ্যরা কি ভয় করবে না যে, মহাপরাক্রমশালী ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলা তাদেরকে পাকড়াও করবেন অথবা তারা কি এটি জানেনি যে, তারা সকলেই আল্লাহর রাজত্বের মধ্যে রয়েছে। মালিক আল্লাহ তাআলার অনুমতি ছাড়া তাদের কারো ওপর কারো কোন ক্ষমতা নেই। অথবা তাদের কাছে কি এই বিষয়টি অস্পষ্ট রয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা তাদের আমলগুলোকে পরিবেষ্টন করে আছেন, তাদের আমল অনুযায়ী তাদেরকে প্রতিদান দিবেন? কখনোই নয়, বরং কাফিররা প্রতারণার মধ্যে রয়েছে। আর জালিমরা অজ্ঞতার মধ্যে ও সঠিক পথ ছেড়ে গোমরাহীতে রয়েছে।

তারপর আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ওয়াদা দিচ্ছেন, ভয় প্রদর্শন করছেন এবং তাদেরকে তাওবা করার আহ্বান করে বলেন,

﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ﴾

নিশ্চয় যারা মুমিন নরনারীকে বিপদাপন্ন করেছে তারপর তাওবা করেনি, তাদের জন্য আছে জাহান্নামের যন্ত্রণা: অর্থাৎ দগ্ধকারী কঠিন শাস্তি রয়েছে।

হাসান বাসরী (রহি) বলেন, তোমরা আল্লাহ তাআলার দয়া ও অনুগ্রহের কথা খেয়াল করো। তারা আল্লাহর বন্ধুদেরকে ও সৎকর্মশীল মানুষদেরকে হত্যা করলো। অথচ আল্লাহ তাআলা তাদেরকে তাওবা করার জন্য তাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছেন।

আল্লাহ তাআলা জালিমদের শাস্তির কথা বর্ণনা করার পরে মুমিনদের প্রতিদানের কথা বর্ণনা করছেন। তিনি বলেন, ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ **নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে:** তাদের অন্তর দিয়ে, ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ **এবং সৎকাজ করেছে:** তাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়ে, ﴿لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ﴾ **তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; এটাই মহাসাফল্য:** যাতে তারা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ও সম্মানিত গৃহ পেয়ে তারা সফলতা লাভ করবে।

﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ﴾ **নিশ্চয় আপনার রবের পাকড়াও বড়ই কঠিন:** অর্থাৎ অপরাধী ও বড় পাপকারীদের জন্য তার শাস্তি খুবই কঠিন। আর তিনি জালিমদের জন্য প্রতীক্ষা করে আছেন। যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴾

এরূপই আপনার রবের পাকড়াও! যখন তিনি পাকড়াও করেন অত্যাচারী জনপদসমূহকে নিশ্চয় তার পাকড়াও যন্ত্রণাদায়ক, কঠিন (সূরা হূদ: ১০২)।

﴿إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ﴾ **নিশ্চয় তিনি সৃষ্টির সূচনা করেন এবং তিনিই পুনরায় সৃষ্টি করবেন:** একমাত্র তিনিই সৃষ্টির সূচনা করেছেন ও তিনিই আবার সৃষ্টি করবেন। এই কাজে কেউ তার সাথে শরীক নেই

﴿وَهُوَ الْغَفُورُ﴾ **আর তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল:** যিনি তাওবাকারীর সকল পাপ ক্ষমা করে দেন এবং যে ব্যক্তি ইস্তিগফার করে ও তার অভিমুখী হয় তিনি তার পাপ মোচন করে দেন।

﴿الْوَدُودُ﴾ **প্রেমময়:** তার প্রিয়জনরা তাকে এমন ভালোবাসে, যার সাথে কোন কিছু তুলনীয় নয়। আল্লাহ তাআলার সম্মানিত সিফাত, তার সৌন্দর্য, সেগুলোর অর্থ ও তার কাজসমূহ যেমন অন্য কিছুর সাথে তুলনীয় নয়, তেমনই তার এই ভালোবাসাও অন্য কিছুর সাথে তুলনীয় নয়। তার ভালোবাসা রয়েছে তার বিশেষ কিছু সৃষ্টির অন্তরে, যেটির সাথে অন্য কোন ধরনের ভালোবাসা তুলনীয় নয়। এজন্যই তার ভালোবাসা থাকাটা হলো ইবাদতের মূল। আর এই ভালোবাসাকেই সকল ধরনের ভালোবাসার ওপর অগ্রাধিকার

দিতে হবে। যদি অন্যান্য ভালোবাসা এই ভালোবাসার অধীন না হয়, তাহলে সেটি সেই ব্যক্তির জন্য আযাবে পরিণত হবে। আল্লাহ তাআলা হলেন প্রেমময়, তিনি তার প্রিয়জনদেরকে ভালোবাসেন। যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾ তিনি তাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তারাও তাকে ভালোবাসবে (সূরা আল মায়িদা: ৫৪)।

আর এই ভালোবাসাটা হলো নির্ভেজাল ও খালেস ভালোবাসা। এই আয়াতে একটি সূক্ষ্ম বিষয় রয়েছে। সেটি হলো এখানে وَدُودُ এর সাথে غفور শব্দ বলা হয়েছে। এটি প্রমাণ করে যে, কোন পাপী ব্যক্তি যদি তার পাপ থেকে আল্লাহ তাআলার নিকটে তাওবা করে এবং একমাত্র তারই অভিমুখী হয়, তাহলে আল্লাহ তাআলা তার পাপসমূহ ক্ষমা করে দেন এবং তাকে ভালোবাসেন। এমনটি বলা যাবে না যে, আল্লাহ তাআলা শুধু তাকে ক্ষমা করে দেন, কিন্তু তাকে ভালোবাসেন না, যেমনটি কিছু পথভ্রষ্ট লোকজন বলে থাকে। বরং বান্দা যখন তাওবা করে, তখন তার তাওবাতে আল্লাহ তাআলা সেই ব্যক্তির চেয়েও বেশি আনন্দিত হন, যে ব্যক্তির একটি বাহন ছিল, আর তার ওপরেই তার খাবার পানীয় ছিল। সেই বাহনটি কোন এক মরুভূমিতে হারিয়ে যায়। সে তার বাহন পাওয়ার বিষয়ে নিরাশ হয়ে এক গাছের ছায়ায় শুয়ে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। এমন সময় তার বাহন তার মাথার নিকট উপস্থিত হয়। তখন সে তার বাহনের লাগাম ধরে নেয়। এই ব্যক্তি তার বাহন পেয়ে যেমন খুশি হয়, আল্লাহ তাআলা তার বান্দার তাওবা করাতে এর চেয়েও বেশি আনন্দিত হন।

সুতরাং একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্যই প্রশংসা, গুনগান ও খালেস ভালোবাসা। কতই না তার অনুগ্রহ! কতই না তার কল্যাণ! কতই না তার ইহসান ও কত বেশিই না তার নিয়ামত!

﴿ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ﴾ **আরশের অধিকারী ও সম্মানিত:** অর্থাৎ তিনি বিশাল আরশের অধিপতি। সেই আরশ এতোই বিশাল যে, সেটি আসমান, জমিন ও কুরসীকে পরিবেষ্টন করে আছে। সেগুলো আরশের তুলনাতে হলো, বিশাল মরু প্রান্তরে ফেলে রাখা বালার মতো। আল্লাহ তাআলা বিশেষভাবে আরশের কথা বর্ণনা করলেন তার বড়ত্ব প্রমানের জন্য। কেননা সেটি হলো, একান্ত আল্লাহর তাআলার নিকটের সৃষ্টি। এখানে مجيد শব্দটির শেষে যের দিয়ে পড়লে এটি হবে আরশের গুণ। আর পেশ দিয়ে পড়লে হবে আল্লাহ তাআলা গুণ। অনেক বেশি গুণাবলি ও বড়ত্ব বুঝানোর জন্য مجد শব্দ ব্যবহৃত হয়।

﴿فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ ﴾ **তিনি যা ইচ্ছে তা-ই করেন:** তিনি যেটিই ইচ্ছা করেন, তাই তিনি করেন। যখন কোন কিছু করার ইচ্ছা করেন, তখন শুধু বলেন হও, আর সেটি হয়ে যায়। একমাত্র আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর কেউ যাই ইচ্ছা তা করতে পারে না।

সৃষ্টিদের কেউ যদি কোন কিছু করার ইচ্ছা করে, তাহলে তার সেই ইচ্ছা পূরণের পথে অবশ্যই সাহায্যকারী থাকে, আবার বিরোধিতাকারীও থাকে। কিন্তু আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা পূরণে কোন সাহায্যকারীও প্রয়োজন নেই, আবার কেউ তার ইচ্ছা পূরণের বিরোধিতাও করতে পারবে না। তারপর আল্লাহ তাআলা তার কাজের কথা বর্ণনা করছেন, যেটি প্রমাণ করে যে, রাসূলগণ যা নিয়ে এসেছিলেন তা সত্য।

তিনি বলেন, ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ (١٧) فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ﴾ **আপনার কাছে কি পৌঁছেছে সৈন্যবাহিনীর বৃত্তান্ত? ফিরআউন ও সামুদের:** তারা কীভাবে রাসূলগণকে মিথ্যারোপ করেছে! ফলে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন।

﴿بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ﴾ **তবু কাফিররা মিথ্যারোপ করায় রত:** অর্থাৎ তারা সর্বদাই মিথ্যারোপ করাতে ও অবাধ্যতা করাতে লিপ্ত। তাদের নিকটে নিদর্শনসমূহ কোন উপকারে আসে না, আর উপদেশ তাদের কোন কাজে আসে না।

﴿وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ﴾ **আর আল্লাহ্ সবদিক থেকে তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রয়েছেন:** অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তার জ্ঞান ও ক্ষমতার দিক থেকে তাদেরকে চারিদিক থেকে পরিবেষ্টন করে আছেন। যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ﴾

নিশ্চয় আপনার রব সতর্ক দৃষ্টি রাখেন (সূরা আল ফাজর: ১৪)।

এতে কাফিরদের জন্য ভয়ংকর হুমকি রয়েছে। কেননা তারা তো আল্লাহ তাআলার কবজাতেই রয়েছে এবং তারা তারই পরিচালনার অধীনে রয়েছে।

﴿بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ﴾ **বস্তুত এটা সম্মানিত কুরআন:** যেটি হলো বিশাল অর্থবোধক, মহান কিতাব, যাতে রয়েছে অনেক কল্যাণ ও জ্ঞান।

﴿فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ﴾ **সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ:** কোন ধরনের পরিবর্তন হওয়া, বাড়তি ও কমতি হওয়া থেকে এটি সংরক্ষিত। আবার শয়তানদের থেকেও এটি সংরক্ষিত। আর লাওহে মাহফূজে আল্লাহ তাআলা সকল কিছু সংরক্ষণ করে রেখেছেন। এটি কুরআনের সম্মান, মর্যাদা ও আল্লাহ তাআলার নিকটে কুরআনের উচ্চ মর্যাদাকে প্রমাণ করে। আর আল্লাহ তাআলাই অধিক অবগত।

٨٦. سورة الطّارق وَهِيَ مَكِّيَّةٌ

৮৬. সূরা আত তারিক (মাক্কী, আয়াত ১৭)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

﴿وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ (١) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ (٢) النَّجْمُ الثَّاقِبُ (٣) إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ (٤) فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ (٥) خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ (٦) يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ (٧) إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ (٨) يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ (٩) فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ (١٠) وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ (١١) وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ (١٢) إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ (١٣) وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ (١٤) إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا (١٥) وَأَكِيدُ كَيْدًا (١٦) فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا (١٧)﴾

৮৬:১- শপথ আসমানের এবং রাতে যা আবির্ভূত হয় তার

৮৬:২- আর কিসে আপনাকে জানাবে রাতে যা আবির্ভূত হয় তা কী?

৮৬:৩- উজ্জ্বল নক্ষত্র।

৮৬:৪- প্রত্যেক জীবের ওপরই সংরক্ষক রয়েছে

৮৬:৫- অতএব মানুষ যেন চিন্তা করে দেখে তাকে কী থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

৮৬:৬- তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে দ্রুতবেগে নির্গত পানি থেকে

৮৬:৭- এটা নির্গত হয় মেরুদণ্ড ও পঞ্জরাস্থির মধ্য থেকে।

৮৬:৮- নিশ্চয় তিনি তাকে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম।

৮৬:৯- যে দিন গোপন বিষয়সমূহ পরীক্ষা করা হবে

৮৬:১০- সেদিন তার কোন শক্তিও থাকবে না, এবং কোন সাহায্যকারীও থাকবে না।

৮৬:১১- বৃষ্টিসম্পন্ন আসমানের কসম

৮৬:১২- কসম বিদীর্ণ জমিনের

৮৬:১৩- নিশ্চয় এটা ফায়সালাকারী বাণী

৮৬:১৪- আর তা অনর্থক নয়

৮৬:১৫- নিশ্চয় তারা ভীষণ ষড়যন্ত্র করে।

৮৬:১৬- এবং আমিও ভীষণ কৌশল করি।

৮৬:১৭- অতএব কাফিরদেরকে অবকাশ দিন; তাদেরকে অবকাশ দিন কিছু কালের জন্য।



ব্যাখ্যা:

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ﴾ **শপথ আসমানের এবং রাতে যা আবির্ভূত হয় তার:** তারপর তিনি তারিক বা রাতে যা আবির্ভূত হয় এর ব্যাখ্যা করে বলেন, ﴿النَّجْمُ الثَّاقِبُ﴾ **উজ্জ্বল নক্ষত্র:** আলোকিত নক্ষত্র, যার আলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে তা আসমান ভেদ করে জমিনে আসে, এমনকি এর কারণে জমিনে যা আছে তা দেখা যায়। সঠিক কথা হলো, এখানে النَّجْمُ শব্দটি ইসমে জিনস, যাতে সকল নক্ষত্ররাজিই এর অন্তর্ভুক্ত। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এটি দিয়ে শনি গ্রহ উদ্দেশ্য, যার আলো সাত আসমান ভেদ করে আসে, এমনটি জমিন থেকে দেখা যায়। একে তারিক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ এটি রাতে আগমন করে।

যেই বিষয়ের ওপরে কসম করা হয়েছে তাহলো, ﴿إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ﴾ **প্রত্যেক জীবের ওপরই সংরক্ষক রয়েছে:** যেই সংরক্ষক তাদের ভালো মন্দ সকল আমল সংরক্ষণ করে আর এই সংরক্ষিত আমল অনুযায়ীই তাকে যথাযথ প্রতিদান দেওয়া হবে।

﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ﴾ **অতএব মানুষ যেন চিন্তা করে দেখে তাকে কী থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে:** অর্থাৎ মানুষ যেন তার সৃষ্টি ও সূচনা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে। তাকে তো সৃষ্টি করা হয়েছে ﴿مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ﴾ **দ্রুতবেগে নির্গত পানি থেকে:** সেটি হলো মনী থেকে, যেটি, ﴿يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ﴾ **নির্গত হয় মেরুদণ্ড ও পঞ্জরাস্থির মধ্য থেকে:** হতে পারে এটি দিয়ে উদ্দেশ্য হলো, এই পানি বের হয় পুরুষের মেরুদণ্ড থেকে আর মহিলার পঞ্জরাস্থি বা দুই স্তনের মাঝখান থেকে। আবার হতে পারে এটি দিয়ে উদ্দেশ্য হলো, স্ববেগে নির্গত এই পানি হলো পুরুষের থেকে নির্গত মনী। আর সেটি বের হয় মেরুদণ্ড ও পঞ্জরাস্থির মাঝ থেকে। আর সম্ভবত এটি বেশি প্রাধান্যযোগ্য মত। কেননা এখানে আল্লাহ তাআলা এই পানির বর্ণনা দিলেন যে, এটি স্ববেগে নির্গত হয়। আর সকলেই উপলব্ধি ও প্রত্যক্ষ করে যে, স্ববেগে নির্গত হয় পুরুষের মনি। অনুরূপভাবে

تَّرَائِبِ শব্দটি পুরুষদের জন্যই ব্যবহার করা হয়। আর পুরুষদের জন্য تَّرَائِبِ হলো মহিলাদের স্তনের স্থলাভিষিক্ত। এখানে যদি মহিলাদেরকে উদ্দেশ্য করা হতো, তাহলে এভাবে বলা হতো যে, من بين الصلب والشديين অথবা অনুরূপ কিছু। আর আল্লাহ তাআলাই অধিক অবগত।

যেই সত্তা মানুষকে স্ববেগে নির্গত পানি থেকে সৃষ্টি করলেন, যেই পানি এমন দুর্গম স্থান থেকে বের হয়, সেই সত্তাই আখিরাতে সবাইকে একত্রিত করার জন্য ও প্রতিদান দেওয়ার জন্য আবার তাকে ফিরিয়ে আনতে ও পুনরায় জীবিত করতে সক্ষম। আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, এই আয়াতের অর্থ হলো, আল্লাহ তাআলা এই স্ববেগে নির্গত হওয়া পানিকে আবার মেরুদণ্ডে ফিরিয়ে দিতে সক্ষম। এই অর্থটি সঠিক হলেও, আসলে এই আয়াতে এমনটি উদ্দেশ্য নয়। কেননা এর পরে আল্লাহ তাআলা বলছেন, ﴿ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ ﴾ **যে দিন গোপন বিষয়সমূহ পরীক্ষা করা হবে:** অর্থাৎ অন্তরের গোপন বিষয়াদি পরীক্ষা করা হবে এবং অন্তরে যে ভালো মন্দ ছিল তা প্রকাশ করে দেওয়া হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ ﴾ সেদিন অনেক মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে, আর অনেক মুখমণ্ডল হবে কালো (সূরা আলে ইমরান: ১০৬)।

দুনিয়াতে অনেক বিষয় গোপন থাকে, মানুষের কাছে তা প্রকাশিত হয় না। কিন্তু কিয়ামতের দিনে সৎকর্মশীলদের সৎকাজ ও পাপীদের পাপকাজ প্রকাশ হয়ে যাবে, কোন কিছুই সেদিন গোপন থাকবে না।

﴿فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ ﴾ **সেদিন তার কোন শক্তিও থাকবে না:** যা দিয়ে সে নিজেকে প্রতিহত করতে পারে।

﴿وَلَا نَاصِرٍ﴾ **এবং কোন সাহায্যকারীও থাকবে না:** যার থেকে সে সাহায্য পেতে পারে। এই কসম হলো আমলকারীদের আমল করা ও প্রতিদান দেওয়ার ক্ষেত্রে কসম করা।

তারপর আল্লাহ তাআলা কুরআনের সঠিকতার বিষয়ে দ্বিতীয় আরেকটি কসম করছেন। তিনি বলেন, ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ (١١) وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ﴾ **বৃষ্টিসম্পন্ন আসমানের কসম। কসম বিদীর্ণ জমিনের:** অর্থাৎ প্রতি বছর আসমান বৃষ্টি ধারণ করে, আর উদ্ভিদ উৎপন্ন হওয়ার জন্য জমিন ফেটে যায়। এর মাধ্যমে মানুষ ও পশু পাখি জীবনধারণ করে। আবার সর্বদাই আসমানে আল্লাহ তাআলার নির্ধারণ ও বিষয়সমূহ আসে এবং সর্বদাই মৃতদের জন্য জমিন বিদীর্ণ হয়।

﴿إِنَّهُ﴾ **নিশ্চয় এটা:** অর্থাৎ কুরআন ﴿لَقَوْلٌ فَصْلٌ ﴾ **ফায়সালাকারী বাণী:** স্পষ্ট হক ও সত্য বাণী।

﴿ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ﴾ **আর তা অনর্থক নয়:** বরং সেটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বাণী। এই বাণী বিভিন্ন দলের মাঝে এবং বিভিন্ন কথার মাঝে ফায়সালা করে এবং এর মাধ্যমে বিবাদ দূর হয়ে যায়।

﴿إِنَّهُمْ﴾ **নিশ্চয় তারা:** যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও কুরআনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তারা ﴿ يَكِيدُونَ كَيْدًا ﴾ **ভীষণ ষড়যন্ত্র করে:** যাতে করে তারা তাদের ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে হককে প্রতিহত করতে পারে এবং তাদের বাতিলকে সাহায্য করতে পারে।

﴿وَأَكِيدُ كَيْدًا﴾ **এবং আমিও ভীষণ কৌশল করি: অর্থাৎ** আমিও কৌশল করি হককে প্রকাশ করে দেওয়ার জন্য, যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে এবং তারা যে বাতিল কিছু নিয়ে এসেছে সেটিকে প্রতিহত করার জন্য। আর আল্লাহ তাআলা তার কৌশলে তিনি বিজয়ী। কেননা আদম সন্তান কখনোই শক্তিশালী ও মহাজ্ঞানী আল্লাহর কৌশলের সাথে বিজয়ী হতে পারবে না। এটা থেকে আদম সন্তান অনেক দুর্বল ও তুচ্ছ।

﴿فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا﴾ **অতএব কাফিরদেরকে অবকাশ দিন; তাদেরকে অবকাশ দিন কিছু কালের জন্য:** অর্থাৎ তাদেরকে কিছু সময়ের জন্য অবকাশ দিন। অচিরেই তারা তাদের কাজের পরিণাম জানতে পারবে, যখন তাদের কাছে আযাব চলে আসবে।

সূরা আত তরিকের তাফসীর শেষ। সকল প্রশংসা বিশ্বজগতের রব আল্লাহ তাআলার জন্য।

٨٧. سورة الأعلى وَهِيَ مَكِّيَّةٌ

৮৭. সূরা আল আলা (মাক্কী, আয়াত ১৯)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (١) الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى (٢) وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى (٣) وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى (٤) فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى (٥) سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى (٦) إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى (٧) وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى (٨) فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى (٩) سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى (١٠) وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى (١١) الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى (١٢) ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى (١٣) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (١٤) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (١٥)﴾

৮৭:১- আপনি আপনার সুমহান রবের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন

৮৭:২- যিনি সৃষ্টি করেন অতঃপর সুঠাম করেন।

৮৭:৩- আর যিনি নির্ধারণ করেন অতঃপর পথনির্দেশ করেন,

৮৭:৪- আর যিনি তৃণাদি উৎপন্ন করেন

৮৭:৫- পরে তা ধূসর আবর্জনায় পরিণত করেন।

৮৭:৬- শীঘ্রই আমরা আপনাকে পাঠ করাব, ফলে আপনি ভুলবেন না,

৮৭:৭- আল্লাহ যা ইচ্ছে করেন তা ছাড়া। নিশ্চয় তিনি জানেন যা প্রকাশ্য ও যা গোপনীয়।

৮৭:৮- আর আমরা আপনার জন্য সুগম করে দেব সহজ পথ।

৮৭:৯- অতঃপর উপদেশ দিন; যদি উপদেশ ফলপ্রসূ হয়

৮৭:১০- সে-ই উপদেশ গ্রহণ করে, যে ভয় করে

৮৭:১১- আর তা উপেক্ষা করবে যে নিতান্ত হতভাগ্য,

৮৭:১২- যে ভয়াবহ আগুনে প্রবেশ করবে

৮৭:১৩- তারপর সে সেখানে মরবেও না এবং বাঁচবেও না

৮৭:১৪- অবশ্যই সাফল্য লাভ করবে যে পরিশুদ্ধ হয়।

৮৭:১৫- আর তার রবের নাম স্মরণ করবে, অতঃপর সালাত আদায় করবে

৮৭:১৬- বরং তোমরা দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দাও,

৮৭:১৭- অথচ আখিরাতই উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী।

৮৭:১৮- নিশ্চয় এটা আছে পূর্ববর্তী সহীফাসমূহে

৮৭:১৯- ইবরাহীম ও মূসার সহীফাসমূহে।



ব্যাখ্যা:

আল্লাহ তাআলা তার তাসবীহ করার আদেশ করছেন, যাতে রয়েছে তার যিকির, তার ইবাদত, তার বড়ত্ব ও মহেত্বর সামনে নত এবং অনুগত হওয়া। আর এই তাসবীহটা হবে যেমন আল্লাহ তাআলার জন্য মানায়। সেটি হলো, আল্লাহ তাআলার সুন্দর সুন্দর গুণবাচক নামসমূহ বর্ণনা করা, যেই প্রতিটি নামের রয়েছে অত্যন্ত সুন্দর অর্থ এবং এর সাথে তার কাজসমূহও বর্ণনা করা। তার কাজগুলোর একটি হলো, তিনি সকল সৃষ্টিকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর সুঠাম করেছেন অর্থাৎ সেগুলোকে সুদৃঢ় করেছেন ও সর্বোত্তমভাবে সৃষ্টি করেছেন।

﴿وَالَّذِي قَدَّرَ﴾ **আর যিনি নির্ধারণ করেন:** সকল ধরনের নির্ধারণই এর অন্তর্ভুক্ত।

﴿فَهَدَى﴾ **অতঃপর পথনির্দেশ করেন:** অর্থাৎ সকল সৃষ্টিদেরকেই পথনির্দেশ দেন। এটি হলো ব্যাপক অর্থে হিদায়াত বা পথনির্দেশ করা। যার অর্থ হলো, তিনি সকল সৃষ্টিকেই তার কল্যাণের দিকে পথনির্দেশ করেন।

আবার এখানে তার দুনিয়াবী নিয়ামতসমূহও বর্ণনা করা হয়েছে। এজন্য আল্লাহ তাআলা এখানে বলেন, ﴿وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى﴾ **আর যিনি তৃণাদি উৎপন্ন করেন:** আল্লাহ তাআলা আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, এর মাধ্যমে তিনি বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ ও অনেক তৃণলতা উৎপন্ন করেন। সেগুলো থেকে মানুষ ও সকল প্রাণী আহার করে। তারপর সেগুলো পরিপূর্ণ হওয়ার পরে আবার সেগুলো শুষ্ক হয়ে যায়।

﴿فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى﴾ **পরে তা ধূসর আবর্জনায় পরিণত করেন:** অর্থাৎ সেগুলোকে কালো ও শুষ্ক খড়কুটাতে পরিণত করেন।

আবার এখানে আল্লাহ তাআলার দীনী নিয়ামতের কথাও বর্ণনা করা হয়েছে। এই দীনী নিয়ামতের মূল হলো কুরআন। এই কুরআনের কথা বর্ণনা করে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى﴾ **শীঘ্রই আমরা আপনাকে পাঠ করাবো, ফলে আপনি ভুলবেন নাঃ** অর্থাৎ আমরা কিতাব থেকে আপনার নিকটে যা ওহী করি সেগুলো আমরাই হিফাযত করবো এবং আপনার অন্তরে সংরক্ষণ করবো। যার ফলে আপনি সেগুলোর কোন কিছুই ভুলে যাবেন না। এটি হলো আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তার বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য বিরাট সুসংবাদ যে, আল্লাহ তাআলা তাকে এমন ইলম শিক্ষা দিবেন যা তিনি ভুলে যাবেন না।

﴿إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ **আল্লাহ যা ইচ্ছে করেন তা ছাড়াঃ** আল্লাহ তাআলার হিকমাতের দাবি অনুযায়ী কোন বিশেষ মাসলাহাতের কারণে যেটি তিনি আপনাকে ভুলিয়ে দিবেন তা ছাড়া।

﴿إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى﴾ **নিশ্চয় তিনি জানেন যা প্রকাশ্য ও যা গোপনীয়ঃ** এর অন্তর্ভুক্ত হলো, আল্লাহ তাআলা জানেন যে কীসে বান্দাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে। এজন্যই তিনি তার ইচ্ছা অনুযায়ী বিধান দেন ও যা ইচ্ছা তা হুকুম করেন।

﴿ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى ﴾ **আর আমরা আপনার জন্য সুগম করে দেব সহজ পথঃ** এটিও আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বিরাট একটি সুসংবাদ যে, তিনি তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য সকল বিষয়ে সহজ বিষয়টি সহজ করে দিবেন এবং তার শরীআত ও দীনকে সহজ বানাবেন।

﴿فَذَكِّرْ﴾ **অতঃপর উপদেশ দিনঃ** আল্লাহ তাআলার বিধান ও আয়াতগুলো দিয়ে।

﴿ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى﴾ **যদি উপদেশ ফলপ্রসু হয়ঃ** অর্থাৎ যতক্ষণ উপদেশ গ্রহণযোগ্য হয় এবং মানুষজন তা শোনে, সেই উপদেশের মাধ্যমে পুরো উদ্দেশ্য অর্জিত হোক অথবা কিছু উদ্দেশ্য অর্জিত হোক না কেন।

এই আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, যদি উপদেশ উপকারে না আসে, যেমন উপদেশ দেওয়ার ফলে অকল্যাণ আরো বেড়ে যাচ্ছে অথবা কল্যাণ কমে যাচ্ছে, তাহলে এমন ক্ষেত্রে উপদেশ দেওয়ার আদেশ করা হয়নি। বরং তখন উপদেশ দেওয়া নিষিদ্ধ।

উপদেশের ক্ষেত্রে মানুষ দুই শ্রেণিতে বিভক্তঃ যারা উপদেশ থেকে উপকৃত হয়, আর যারা উপকৃত হয় না।

যারা উপদেশের মাধ্যমে উপকৃত হয়, তাদের কথা বর্ণনা করে আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى﴾ **সে-ই উপদেশ গ্রহণ করে, যে ভয় করেঃ** অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে সেই শুধু উপদেশ গ্রহণ করে। কেননা আল্লাহ তাআলার ভয় এবং

এটি জানা যে, আল্লাহ তাআলা তার আমলগুলোর যথাযথ প্রতিদান দিবেন এগুলো বান্দাকে পাপকাজ পরিত্যাগ করতে ও কল্যাণের দিকে প্রচেষ্টা চালানোকে আবশ্যক করে।

আর যারা উপদেশ থেকে উপকৃত হয় না তাদের কথা বর্ণনা করে আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى (١١) الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى﴾ **আর তা উপেক্ষা করবে যে নিতান্ত হতভাগ্য। যে ভয়াবহ আগুনে প্রবেশ করবে:** সেটি এমন জ্বলন্ত আগুন, যা অন্তর পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।

﴿لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى﴾ **তারপর সে সেখানে মরবেও না এবং বাঁচবেও না:** অর্থাৎ সর্বদাই তাকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব দেওয়া হবে, তাতে সে কোন আরাম ও শান্তি পাবে না, এমনকি সে মৃত্যু কামনা করবে, কিন্তু তাদের মৃত্যু হবে না। যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

﴿لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا﴾

তাদের ওপর ফায়সালা দেয়া হবে না যে, তারা মারবে এবং তাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তিও লাঘব করা হবে না (সূরা ফাতির: ৩৬)।

﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾ **অবশ্যই সাফল্য লাভ করবে যে পরিশুদ্ধ হয়:** অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজেকে শিরক, জুলুম ও খারাপ চরিত্র থেকে পরিষ্কার ও পরিশুদ্ধ করবে, সেই সফলতা লাভ করবে।

﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ **আর তার রবের নাম স্মরণ করবে, অতঃপর সালাত আদায় করবে:** অর্থাৎ সে ব্যক্তির গুণাবলির একটি হলো, আল্লাহকে স্মরণ করা ও তার অন্তর তাতে নিমজ্জিত হওয়া। এটির মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা যাতে সন্তুষ্ট হন সেই অনুযায়ী আমল করাকে আবশ্যক করে, বিশেষভাবে সালাত আদায় করা, যেটি হলো ইমানের মানদন্ড। এটি হলো এই পবিত্র আয়াতের অর্থ। আর কেউ কেউ এই আয়াতদু'টির তাফসীরে বলেছেন যে, تَزَكَّى বা পরিশুদ্ধ করে এর অর্থ হলো, যাকাতুল ফিতর বের করা। আর তার রবের নাম স্মরণ করবে অতঃপর সালাত আদায় করবে' অর্থাৎ ঈদের সালাত আদায় করবে। এই তাফসীরটি এই শব্দের অন্তর্ভুক্ত হলেও এবং এর একটি অংশ হলেও এটিই একক অর্থ নয়। তারপর আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (١٦) وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى (١٧) إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى (١٨) صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى (١٩)﴾

৮৭:১৬- বরং তোমরা দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দাও,

৮৭:১৭- অথচ আখিরাতই উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী।

৮৭:১৮- নিশ্চয় এটা আছে পূর্ববর্তী সহীফাসমূহে

৮৭:১৯- ইবরাহীম ও মূসার সহীফাসমূহে।



ব্যাখ্যা:

﴿بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ **বরং তোমরা দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দাও:** অর্থাৎ তোমরা আখিরাতের ওপরে দুনিয়াকে প্রাধান্য দিয়ে থাক এবং দুনিয়ার অস্থায়ী ও নিম্নমানের নিয়ামতকে আখিরাতের নিয়ামতের ওপরে পছন্দ করে থাক।

﴿وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ **অথচ আখিরাতই উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী:** আখিরাত সর্বদিক থেকেই উত্তম ও স্থায়ী। কেননা সেটি হলো চিরস্থায়ী আবাস, আর দুনিয়া হলো অস্থায়ী আবাস। আর একজন বিবেকবান কখনোই উৎকৃষ্টের চেয়ে নিকৃষ্ট জিনিসকে পছন্দ করতে পারে না, ক্ষণিকের আনন্দের জন্য স্থায়ী দুঃখকে মেনে নিতে পারে না। সুতরাং দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা ও আখিরাতের ওপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দেওয়া হলো সকল পাপের মূল।

﴿إِنَّ هَذَا﴾ **নিশ্চয় এটা:** অর্থাৎ তোমাদের জন্য এই বরকতময় সূরাতে উত্তম আদেশ ও উৎকৃষ্ট সংবাদসহ অন্যান্য বর্ণিত বিষয়গুলো,

﴿لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى (١٨) صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى﴾ **আছে পূর্ববর্তী সহীফাসমূহে। ইবরাহীম ও মূসার সহীফাসমূহে:** ইবরাহীম ও মূসা আলাইহিমাস সালাম হলেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল।

এই আদেশগুলো প্রতিটি শরীআতেই ছিল। কেননা এগুলো হলো উভয় জগতের জন্যই কল্যাণকর। আর সেগুলো সকল যুগ ও স্থানে কল্যাণকর।

সূরা আল আলার তাফসীর শেষ। সকল প্রশংসা বিশ্বজগতের রব আল্লাহ তাআলার জন্য।

٨٨. سورة الغاشية وَهِيَ مَكِّيَّةٌ

৮৮. সূরা আল গশিয়াহ (মাক্কী, আয়াত ২৬)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ (١) وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ (٢) عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ (٣) تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً (٤) تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ (٥) لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ (٦) لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ (٧) وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ (٨) لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ (٩) فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ (١٠) لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً (١١) فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ (١٢) فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ (١٣) وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ (١٤) وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ (١٥) وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ (١٦)﴾

৮৮:১- আপনার কাছে কি আচ্ছন্নকারীর (কিয়ামতের) সংবাদ এসেছে?

৮৮:২- সেদিন অনেক চেহারা হবে অবনত

৮৮:৩- কর্মক্লান্ত, পরিশ্রান্ত

৮৮:৪- তারা প্রবেশ করবে জ্বলন্ত আগুনে

৮৮:৫- তাদের পান করানো হবে ফুটন্ত ঝর্ণা থেকে

৮৮:৬- তাদের জন্য কাঁটাযুক্ত গুল্ম ছাড়া আর কোন খাদ্য থাকবে না

৮৮:৭- যা তাদেরকে পুষ্ট করবে না এবং তাদের ক্ষুধা নিবৃত্ত করবে না।

৮৮:৮- অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে আনন্দোজ্জ্বল,

৮৮:৯- নিজেদের কাজের সাফল্যে পরিতৃপ্ত

৮৮:১০- সুউচ্চ জান্নাতে

৮৮:১১- সেখানে তারা অসার বাক্য শুনবে না

৮৮:১২- সেখানে থাকবে প্রবাহমান ঝর্ণাধারা

৮৮:১৩- সেখানে থাকবে সুউচ্চ আসনসমূহ

৮৮:১৪- আর প্রস্তুত থাকবে পানপাত্র,

৮৮:১৫- আর সারি সারি বালিশসমূহ

৮৮:১৬- আর বিস্তৃত বিছানো কার্পেটরাজি



ব্যাখ্যা:

আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের অবস্থা ও তাতে যেসব ভয়াবহ ঘটনা ঘটবে তার বর্ণনা দিচ্ছেন। আর কিয়ামতের এই সংকট সকল সৃষ্টিকেই আচ্ছন্ন করবে। তারপর বান্দাদেরকে তাদের আমল অনুযায়ী প্রতিদান দেওয়া হবে। আর সেদিন মানুষজন দুই শ্রেণিতে ভাগ হয়ে যাবে। একদল হবে জান্নাতের অধিবাসী আর আরেকদল হবে জাহান্নামের অধিবাসী। এখানে আল্লাহ তাআলা উভয় দলেরই বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করছেন। জাহান্নামীদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনাতে তিনি বলেন,

﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ﴾ **সেদিন অনেক চেহারা হবে:** অর্থাৎ কিয়ামতের দিনে, ﴿خَاشِعَةٌ﴾ **অবনত:** লাঞ্ছনা ও অপমানের কারণে।

﴿عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ﴾ **কর্মক্লান্ত, পরিশ্রান্ত:** আযাবে পরিশ্রান্ত হবে, তাদেরকে মুখের ভরে টানতে টানতে নেওয়া হবে এবং জাহান্নামের আগুন তাদেরকে আচ্ছন্ন করে নিবে। আবার হতে পারে আল্লাহ তা'আলার বাণী, ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ (٢) عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ﴾ **সেদিন অনেক চেহারা হবে অবনত। কর্মক্লান্ত, পরিশ্রান্ত:** অর্থাৎ দুনিয়াতে তারা আমল করতে করতে পরিশ্রান্ত। কেননা দুনিয়াতে তারা অনেক ইবাদতগুজার ছিল। কিন্তু যেহেতু আমল কবূলের শর্ত ছিল না অর্থাৎ তারা ঈমানদার ছিল না, তাই সেগুলো কিয়ামতের দিনে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণাতে পরিণত হবে। এই ব্যাখ্যাটি অর্থের দিক থেকে সঠিক হলেও, আলোচনার প্রসঙ্গ এমনটি প্রমাণ করে না। বরং প্রথম ব্যাখ্যাটিই হলো সঠিক। কেননা যরফের সাথে শর্তযুক্ত করা হয়েছে, সেটি হলো কিয়ামতের দিন। আর এখানে ব্যাপকভাবে জাহান্নামীদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য। কিন্তু পরের ব্যাখ্যাটিতে জাহান্নামীদের খুবই কম অংশকেই বর্ণনা করে। আবার এখানে আচ্ছন্নকারীর আচ্ছন্ন করা অর্থাৎ কিয়ামত অনুষ্ঠিত হওয়ার সময়ে মানুষদের অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে। ফলে এখানে দুনিয়াতে তাদের অবস্থা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য হয় না।

﴿تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً﴾ **তারা প্রবেশ করবে জ্বলন্ত আগুনে:** অর্থাৎ অত্যন্ত গরম আগুনে, যা তাদেরকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ধরবে।

﴿تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ﴾ **তাদের পান করানো হবে ফুটন্ত ঝর্ণা থেকে:** অর্থাৎ অত্যন্ত গরম পানি থেকে। আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন,

﴿ وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ﴾ তারা পানীয় চাইলে তাদেরকে দেয়া হবে গলিত ধাতুর ন্যায় পানীয়, যা তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে (সূরা আল কাহাফ: ২৯)। এটি হবে তাদের পানীয়। আর তাদের খাবার হলো,

﴿لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ (٦) لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ﴾ **তাদের জন্য কাঁটাযুক্ত গুল্ম ছাড়া আর কোন খাদ্য থাকবে না। যা তাদেরকে পুষ্ট করবে না এবং তাদের ক্ষুধা নিবৃত্ত করবে না:** সাধারণত খাবারের উদ্দেশ্য দু'টির একটি হবে। হয় সেটি ক্ষুধা নিবৃত্ত করবে ও ক্ষুধার কষ্ট দূর করে দিবে অথবা সেটি শরীরের দুর্বলতাকে দূর করবে। কিন্তু জাহান্নামীদের এই খাবারের এই দু'টির কোন বৈশিষ্ট্যই থাকবে না। বরং সেই খাবার হবে অত্যন্ত তিক্ত, দুর্গন্ধযুক্ত ও নিকৃষ্ট। আমরা আল্লাহ তাআলার নিকটে নিরাপত্তা কামনা করছি।

পক্ষান্তরে কিয়ামতের দিনে জান্নাতীদের মুখমণ্ডল হবে ﴿نَاعِمَةٌ﴾ **আনন্দোজ্জ্বল:** অর্থাৎ তাদের মধ্যে নিয়ামতের উজ্জ্বলতা প্রকাশ পাবে। যার ফলে তাদের শরীরগুলো আলোকিত হবে এবং তাদের মুখমণ্ডলও উজ্জ্বল হবে। আর তারা অত্যন্ত আনন্দিত হবে।

﴿لِسَعْيِهَا﴾ **নিজেদের কাজের সাফল্যে:** দুনিয়াতে থেকে সে যে সৎ আমলগুলো ও আল্লাহর বান্দাদের প্রতি ইহসান করার আমলসমূহ প্রেরণ করেছে তার জন্য সে হবে ﴿رَاضِيَةٌ﴾ **পরিতৃপ্ত:** যখন সে সেখানে সংরক্ষিত ও অনেক বেশি প্রতিদান পাবে, তখন তার এই পরিণাম প্রশংসিত হবে এবং সে যা কামনা করবে তাই সে পাবে। এর কারণ হলে, সে থাকবে ﴿فِي جَنَّةٍ﴾ **জান্নাতে:** যাতে রয়েছে সকল ধরনের ও সর্বপ্রকার নিয়ামত।

﴿عَالِيَةٍ﴾ **সুউচ্চ:** তার স্থান ও মর্যাদার স্তর হবে অনেক উচ্চ। তার স্থান হবে সর্বোচ্চ ইল্লিয়ীনে, তার বাসস্থান হবে অনেক উঁচু। তাতে থাকবে বহু প্রাসাদ ও তার ওপরে আরো বহু প্রাসাদ। আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য যেসব সম্মান প্রস্তুত করে রেখেছেন তা তারা দেখতে থাকবে।

জান্নাতের ফলসমূহ খুবই নিকটবর্তী থাকবে। অর্থাৎ সেখানে বহু সুস্বাদু ফলমূল থাকবে, যেগুলো অত্যন্ত সুন্দর ও সেখানে গ্রহণ করাও খুবই সহজ হবে। এমনকি তারা যে অবস্থাতে থাকবে সেই অবস্থাতেই সেই ফলমূল গ্রহণ করতে পারবে। ফল গ্রহণ করার জন্য গাছে উঠার প্রয়োজন হবে না এবং কোন ফল তাদের নিকটে নিয়ে আসা কঠিনও হবে না।

﴿لَا تَسْمَعُ فِيهَا﴾ **সেখানে তারা শুনবে না:** অর্থাৎ জান্নাতে, ﴿لَاغِيَةً﴾ **অসার বাক্য:** হারাম কথা তো দূরের কথা, সেখানে তারা অসার ও বাতিল কথাও শুনবে না। বরং তাদের সকল কথা হবে সুন্দর ও উপকারী, যাতে থাকবে আল্লাহ তাআলার যিকির, সার্বক্ষণিক তাদেরকে

দেওয়া আল্লাহর নিয়ামতের স্মরণ, এবং একে অপরের সাথে উত্তম আচরণ, যেটি অন্তরকে আনন্দিত করবে ও যাতে বক্ষ প্রসারিত হবে।

﴿فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ﴾ **সেখানে থাকবে প্রবাহমান ঝর্ণাধারা:** এটি ইসমে জিনস, অর্থাৎ সেখানে প্রবাহিত ঝর্ণাগুলো তারা যেখানে ইচ্ছা সেখানে প্রবাহিত করবে।

﴿فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ﴾ **সেখানে থাকবে সুউচ্চ আসনসমূহ:** শব্দটি শব্দের বহুবচন। সেটি হলো, বসার উঁচু স্থান, আর তার ওপর থাকবে নরম বিছানা।

﴿وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ﴾ **আর প্রস্তুত থাকবে পানপাত্র:** অর্থাৎ এমন পাত্র, যেগুলো বিভিন্ন ধরনের সুস্বাদু পানীয় দিয়ে পূর্ণ করা থাকবে। আর সেগুলো তাদের সামনেই রাখা থাকবে ও তাদের জন্যই প্রস্তুত করা থাকবে। আর তাদের ইচ্ছা ও আদেশ মোতাবেকই সেগুলো তাদের নিকট আসতে থাকবে। সেগুলো তাদের সামনে চির কিশোররা ঘোরাফেরা করবে।

﴿وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ﴾ **আর সারি সারি বালিশসমূহ:** মোটা রেশম ও চিকন রেশমসহ আরো অন্যান্য কিছুর বালিশ থাকবে, যা আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর কেউ জানে না। সেগুলোতে বসা ও হেলান দেওয়ার জন্য সেগুলো সারিবদ্ধ করা থাকবে। সেই বালিশগুলোকে সেই স্থানে স্থাপন করতে ও নিজেদের মাধ্যমে সারিবদ্ধ করতে তাদেরকে কোন কষ্ট করা লাগবে না। বরং সেগুলো সারিবদ্ধ করাই থাকবে।

﴿وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ﴾ **আর বিস্তৃত বিছানো কার্পেটরাজি:** সেই কার্পেটগুলো হবে অত্যন্ত সুন্দর। আর সকল দিক থেকে সেগুলো দিয়ে তাদের মাজলিশ পরিপূর্ণ করা থাকবে।

তারপর আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ (١٧) وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ (١٨) وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ (١٩) وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ (٢٠) فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ (٢١) لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ (٢٢) ﴾

৮৮:১৭- তবে কি তারা উটের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না, কীভাবে তা সৃষ্টি করা হয়েছে

৮৮:১৮- এবং আসমানের দিকে, কীভাবে তা ঊর্ধ্বে স্থাপন করা হয়েছে?

৮৮:১৯- আর পর্বতমালার দিকে, কীভাবে তা স্থাপন করা হয়েছে

৮৮:২০- আর জমিনের দিকে, কীভাবে তা বিস্তৃত করা হয়েছে

৮৮:২১- অতএব আপনি উপদেশ দিন; আপনি তো কেবল একজন উপদেশদাতা

৮৮:২২- আপনি তাদের ওপর শক্তি প্রয়োগকারী নন।

৮৮:২৩- তবে কেউ মুখ ফিরিয়ে নিলে ও কুফরী করলে

৮৮:২৪- আল্লাহ তাদেরকে মহাশাস্তি দেবেন।

৮৮:২৫- নিশ্চয় তাদের ফিরে আসা আমাদেরই কাছে;

৮৮:২৬- তারপর তাদের হিসেব-নিকেশ আমাদেরই কাজ।



ব্যাখ্যা:

যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্য মনে করে না তাদেরকেসহ অন্যান্য মানুষদেরকে আল্লাহ তাআলার সৃষ্টিগুলো নিয়ে চিন্তাভাবনা করার প্রতি উৎসাহিত করছেন। আল্লাহ তাআলার সৃষ্টিগুলো তার একত্বকে প্রমাণ করে। তিনি বলেন,

﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ﴾ **তবে কি তারা উটের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না, কীভাবে তা সৃষ্টি করা হয়েছে:** অর্থাৎ তারা কি এই উটের অপূর্ব সৃষ্টির দিকে লক্ষ্য করে না। কীভাবে আল্লাহ তাআলা উটকে বান্দাদের জন্য বশীভূত করেছেন, বান্দাদের জন্য অতি আবশ্যক অনেক উপকারী কাজের জন্য সেগুলোকে তাদের অধীন করে দিয়েছেন।

﴿وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ﴾ **আর পর্বতমালার দিকে, কীভাবে তা স্থাপন করা হয়েছে:** এর মাধ্যমে জমিন স্থির থাকে, এবং নড়াচড়া করে না। এবং পাহাড়ে আল্লাহ তাআলা অনেক উপকার নিহিত রেখেছেন।

﴿وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ﴾ **আর জমিনের দিকে, কীভাবে তা বিস্তৃত করা হয়েছে:** অর্থাৎ অনেক প্রশস্ত করা হয়েছে এবং অনেক সহজ করা হয়েছে, যাতে করে সৃষ্টিরা এর ওপর চলাফেরা করতে পারে এবং তাতে চাষাবাদ, প্রাসাদ নির্মান ও বিভিন্ন উদ্দেশ্য পূরণ করার জন্য বিভিন্ন রাস্তা দিয়ে চলতে পারে।

জেনে রেখো যে, জমিনকে বিস্তৃত করাটা সেটি গোলাকার হওয়ার বিপরীত নয়। সেটির সকল দিক থেকে বিভিন্ন কক্ষপথ ঘিরে আছে, যেমনটি কুরআন ও হাদীসের বর্ণনা, বিবেক, এবং বাহ্যিক অনুভবের মাধ্যমেও জানা যায়। আর এমনটি অধিকাংশ মানুষের নিকট সুপরিচিত, বিশেষ করে এই যুগের মানুষদের নিকটে। কেননা এখন মানুষজন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত সম্পর্কে জানতে পেরেছে। কারণ দূরের জিনিসকে দেখার জন্য বিভিন্ন মাধ্যম আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দান করেছেন। আর বিস্তৃত হওয়াটা ছোট

আকৃতির গোলাকার বস্তুর বিপরীত হবে। কেননা ছোট আকৃতির গোলাকার বস্তুকে বিস্তৃত করলে সেটি আর সেই আকৃতিতে থাকবে না।

কিন্তু জমিনের আকৃতিটি হলো বিশাল প্রশস্ত। ফলে তার আকৃতি হলো বিস্তৃত গোলাকার। এই দুইয়ের মাঝে কোন বৈপরিত্য নেই। আর জ্ঞানী ব্যক্তিরাই এই বিষয়টি বুঝতে পারে।

﴿فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ﴾ **অতএব আপনি উপদেশ দিন; আপনি তো কেবল একজন উপদেশদাতা:** মানুষদেরকে উপদেশ দিন ও স্মরণ করিয়ে দেন, তাদেরকে সতর্ক করুন ও সুসংবাদ দিন। কেননা সৃষ্টিকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করা ও তাদেরকে উপদেশ দেওয়ার জন্যই আপনাকে প্রেরণ করা হয়েছে। তাদের ওপর শক্তি প্রয়োগকারী, তাদের আমলসমূহের কর্মবিধায়ক হিসেবে আপনাকে প্রেরণ করা হয়নি। সুতরাং আপনার দায়িত্ব যদি আপনি পালন করেন, তাহলে এর পরে আপনি আর তিরস্কৃত হবেন না। আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন,

﴿وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ﴾

আর আপনি তাদের ওপর জবরদস্তি কারী নন, কাজেই যে আমার শাস্তিকে ভয় করে তাকে উপদেশ দান করুন কুরআনের সাহায্যে (সূরা কাফ: ৪৫)।

﴿إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ﴾ **তবে কেউ মুখ ফিরিয়ে নিলে ও কুফরী করলে:** কিন্তু কেউ যদি আনুগত্য না করে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও আল্লাহ তাআলার সাথে কুফরী করে।

﴿فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ﴾ **আল্লাহ তাদেরকে মহাশাস্তি দেবেন:** অর্থাৎ ভয়াবহ ও স্থায়ী আযাব দিবেন।

﴿ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ﴾ **নিশ্চয় তাদের ফিরে আসা আমাদেরই কাছে:** অর্থাৎ সৃষ্টিদের ফিরে আসা ও কিয়ামতের দিনে একত্রিত হওয়া হবে আমাদেরই কাছে।

﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ﴾ **তারপর তাদের হিসেব-নিকেশ আমাদেরই কাজ:** তারপর তারা যে ভালো মন্দ আমল করেছে সেগুলোর হিসাব আমরাই নেবো।

সূরা আল গাশিয়াহ এর তাফসীর শেষ। সকল প্রশংসা বিশ্বজগতের রব আল্লাহ তাআলার জন্য।

٨٩. سورة الفجر وَهِيَ مَكِّيَّةٌ

৮৯. সূরা আল ফাজর (মাক্কী, আয়াত ৩০)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।



﴿وَالْفَجْرِ (١) وَلَيَالٍ عَشْرٍ (٢) وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ (٣) وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ (٤) هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ (٥)﴾

৮৯:১- শপথ ফজরের

৮৯:২- শপথ দশ রাতের

৮৯:৩- শপথ জোড় ও বেজোড়ের

৮৯:৪- শপথ রাতের যখন তা গত হয়ে থাকে

৮৯:৫- নিশ্চয়ই এর মধ্যে শপথ রয়েছে বোধসম্পন্ন ব্যক্তির জন্য।



ব্যাখ্যা:

সঠিক কথা হলো, এখানে যা দিয়ে কসম করা হয়েছে তার ওপরই কসম করা হয়েছে। আর এমনটি করা জায়েয ও এমনটি ব্যবহৃত হয়, যখন সেই বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে। আর এই স্থানে সেই বিষয়টি তেমনই।

আল্লাহ তাআলা ফজরের কসম করছেন। ফজর হলো, রাতের শেষাংশ ও দিনের প্রথমভাগ। রাত চলে যাওয়া ও দিনের আগমন ঘটার মধ্যে অনেক নিদর্শন রয়েছে, যেগুলো প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তাআলা পরিপূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী। আর একমাত্র তিনিই সকল কিছুর পরিচালনা করেন। সুতরাং সকল ধরনের ইবাদত একমাত্র তার জন্যই করা উচিত। আবার ফজরের সময়ে বিরাট ফযীলতপূর্ণ সালাত আদায় করা হয়ে থাকে, যার জন্য আল্লাহ তাআলার ফজরের কসম করা উপযুক্ত হয়েছে। এজন্য আল্লাহ তাআলা এরপরে দশ রাতের কসম করছেন। আর সঠিক মতে, এই দশ রাত হলো, রমাযানের দশ রাত অথবা জিলহাজ্জ মাসের দশ রাত। কেননা এই দশ রাত অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ। এই দশ রাতে এমন ইবাদত হয়ে থাকে, যা অন্য কোন সময়ে হয় না।

রমজানের শেষ দশ রাতে রয়েছে লাইলাতুল কাদর, যেটি হলো এক হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। আবার দিনের বেলাতে রমজানের সিয়াম পালন করা হয়ে থাকে, যেটি হলো ইসলামের অন্যতম একটি রুকন। আর জিলহাজ্জ মাসের প্রথম দশদিনের মধ্যে রয়েছে আরাফার দিন, যেই দিনে আল্লাহ তাআলা তার বান্দাদেরকে এত পরিমাণে ক্ষমা করেন যে, শয়তান চিন্তিত হয়ে পড়ে। আরাফার দিনের মতো অন্য কোন দিনে শয়তানকে এতো অবনত ও তুচ্ছ হিসেবে দেখা যায় না। কেননা সে সেই দিনে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তার বান্দাদের প্রতি অনেক রহমত ও অনুগ্রহ নাযিল হতে দেখে। তাছাড়া এই দশ দিনে হাজ্জ ও উমরাহ এর অনেক কার্যাবলি হয়ে থাকে। এই বিষয়গুলো অনেক উচ্চ পর্যায়ের, তাই এগুলো দিয়ে আল্লাহ তাআলার কসম করা উপযুক্ত হয়েছে।

﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ﴾ **শপথ রাতের যখন তা গত হয়ে থাকে:** অর্থাৎ যখন রাত চলে ও বান্দাদের ওপর তার অন্ধকার দিয়ে ঢেকে দেয়। ফলে বান্দারা তাদের বাসস্থানে আশ্রয় নেয় এবং সেখানে আরাম করে প্রশান্ত হয়। এগুলো হলো আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে রহমত ও তার হিকমত।

﴿قَسَمٌ لِذِي ﴿هَلْ فِي ذَلِكَ﴾ **এর মধ্যে কি রয়েছে:** অর্থাৎ পূর্বে বর্ণিত বিষয়গুলোর মধ্যে حِجْرٍ﴾ **বোধসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য শপথ:** অর্থাৎ যেসব মানুষের বিবেক রয়েছে তাদের জন্য কি এগুলোর শপথ রয়েছে? হ্যাঁ, যে ব্যক্তির অন্তর রয়েছে অথবা মনোযোগ দিয়ে শোনে তার জন্য এগুলোর কিছু শপথই যথেষ্ট। তারপর আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ (٦) إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ (٧) الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ (٨) وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ (٩) وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ (١٠) الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ (١١) فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ (١٢) فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ (١٣) إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ (١٤) ﴾

৮৯:৬- আপনি দেখেননি আপনার রব কী (আচরণ) করেছিলেন আদ বংশের সাথে?

৮৯:৭- ইরাম গোত্রের প্রতি, যারা সুউচ্চ প্রাসাদের অধিকারী ছিল?

৮৯:৮- যার সমতুল্য কোন দেশে সৃষ্টি করা হয়নি

৮৯:৯- এবং সামূদের প্রতি? যারা উপত্যকায় পাথর কেটে ঘর নির্মাণ করেছিল;

৮৯:১০- এবং কীলকওয়ালা ফিরআউনের প্রতি?

৮৯:১১- যারা দেশে সীমালঙ্ঘন করেছিল

৮৯:১২- অতঃপর সেখানে অশান্তি বৃদ্ধি করেছিল।

৮৯:১৩- ফলে আপনার রব তাদের ওপর শাস্তির কষাঘাত হানলেন।

৮৯:১৪- নিশ্চয় আপনার রব সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।



ব্যাখ্যা:

﴿أَلَمْ تَرَ﴾ **আপনি দেখেননি:** অর্থাৎ আপনি কি আপনার অন্তর ও দূরদৃষ্টি দিয়ে দেখেননি যে, এই সীমালঙ্ঘনকারী উম্মতগুলোর সাথে আল্লাহ কেমন করেছিলেন?

﴿إِرَمَ﴾ **ইরাম:** ইরাম হলো প্রসিদ্ধ একটি গোত্রের নাম। ﴿ذَاتِ الْعِمَادِ﴾ **যারা সুউচ্চ প্রাসাদের অধিকারী ছিল:** অর্থাৎ অত্যন্ত শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী ছিল।

﴿الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا﴾ **যার সমতুল্য সৃষ্টি করা হয়নি:** অর্থাৎ আদ জাতির মতো,

﴿فِي الْبِلَادِ﴾ **কোন দেশে:** অর্থাৎ শক্তি ও ক্ষমতার দিক থেকে অন্য কোন দেশেই তাদের মতো সৃষ্টি হয়নি, যেমনটি তাদেরকে তাদের নবী বলেছিলেন,

﴿وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

আর তোমরা স্মরণ করো যে, আল্লাহ তোমাদেরকে নুহের সম্প্রদায়ের পরে তোমাদেরকে (তোমাদের আগের লোকদের) স্থলাভিষিক্ত করেছেন এবং সৃষ্টিতে দৈহিক গঠন ও শক্তিতে সমৃদ্ধ করেছেন। কাজেই তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহসমূহ স্মরণ করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার (সূরা আল আরাফ: ৬৯)।

﴿وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ﴾ **আর সামূদের প্রতি? যারা উপত্যকায় পাথর কেটে ঘর নির্মাণ করেছিল:** অর্থাৎ তাদেরকে এমন শক্তি দেওয়া হয়েছিল যে, তারা সেই জনপদের উপত্যকতাতে পাথর কেটে তাতে তাদের বাসস্থান নির্মান করতো।

﴿وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ﴾ **এবং কীলকওয়ালা ফিরআউনের প্রতি:** অর্থাৎ অনেক সৈন্যবাহিনীওয়ালা ফিরআউনের প্রতি, যেই সৈন্যবাহিনীরা তার রাজত্বকে টিকিয়ে রেখেছিল, যেমনভাবে যা আটকে রাখতে চাওয়া হয়, সেটিকে কীলকের মাধ্যমে আটকে রাখা হয়।

﴿ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ ﴾ **যারা দেশে** সীমালঙ্ঘন **করেছিল:** এই বৈশিষ্ট্যটি আদ, সামূদ, ফিরআউন ও তাদের অনুসারী সকলের জন্যই প্রযোজ্য। কেননা তারা আল্লাহর জমিনে সীমালঙ্ঘন করেছিল এবং আল্লাহর বান্দাদের দীন ও দুনিয়ার ক্ষেত্রে তাদেরকে কষ্ট দিয়েছিল। এজন্য আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ﴾ **অতঃপর সেখানে তারা অশান্তি বৃদ্ধি করেছিল:** এখানে ফাসাদ হলো কুফরীসহ সকল ধরনের পাপাচার করা। তারা কুফরী করাসহ সকল ধরনের পাপাচারে লিপ্ত হয়েছিল, রসূলগণের বিরোধিতা করা ও আল্লাহ তাআলার পথ থেকে মানুষদেরকে বিরত রাখার জন্য প্রচেষ্টা করেছিল। যখন তারা সীমালঙ্ঘনের এমন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল, যা তাদের ধ্বংসকে আবশ্যক করে, তখন আল্লাহ তাআলা তাদের ওপর তার আযাবের কষাঘাত করলেন।

﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ﴾ **নিশ্চয় আপনার রব সতর্ক দৃষ্টি রাখেন:** অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতা করে, আল্লাহ তাকে কিছু সময়ের জন্য অবকাশ দেন, তারপর তাকে অত্যন্ত শক্তভাবে পাকড়াও করেন। তারপর আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ (١٥) وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ (١٦) كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ (١٧) وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (١٨) وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا (١٩) وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا (٢٠) ﴾

৮৯:১৫. আর মানুষ তো এমন যে, যখন তার রব তাকে পরীক্ষা করেন, অতঃপর তাকে সম্মান দান করেন এবং অনুগ্রহ প্রদান করেন, তখন সে বলে, 'আমার রব আমাকে সম্মানিত করেছেন।

৮৯:১৬. আর যখন তিনি তাকে পরীক্ষা করেন এবং তার ওপর তার রিযককে সঙ্কুচিত করে দেন, তখন সে বলে, 'আমার রব আমাকে অপমানিত করেছেন'

৮৯:১৭. কখনো নয়। বরং তোমরা ইয়াতীমকে সম্মান কর না,

৮৯:১৮. এবং তোমরা মিসকীনকে খাদ্যদানে পরস্পরকে উৎসাহিত কর না

৮৯:১৯. আর তোমরা উত্তরাধিকারের সম্পত্তি সম্পূর্ণরূপে ভক্ষণ কর

৮৯:২০. আর তোমরা ধন-সম্পদ খুবই ভালোবাস



ব্যাখ্যা:

এখানে আল্লাহ তাআলা মানুষের স্বভাবের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, সে কেমন! সে হলো অজ্ঞ ও জালিম। শেষ পরিণতির বিষয়ে তার কোন জ্ঞান নেই। সে মনে করে যে, সে যেই অবস্থাতে আছে সেটিই স্থায়ী থাকবে, তা শেষ হবে না। আর সে মনে করে যে, দুনিয়াতে আল্লাহ তাআলা তাকে যে সম্মান ও নিয়ামত দিয়েছেন তা প্রমাণ করে, সে আল্লাহ তাআলার নিকটেও সম্মানিত ও তার নিকটবর্তী। পক্ষান্তরে যখন আল্লাহ তাআলা তার রিযিককে সংকুচিত করেন, যার ফলে তারা রিযিকে উদ্ধৃত কোন কিছু থাকে না, তখন সে মনে করে যে, আল্লাহ তাআলা তাকে অপমানিত করেছেন। আল্লাহ তাআলা তার এই ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করে বলেন, ﴿كَلَّا﴾ **কখনো নয়:** অর্থাৎ যাদেরকেই দুনিয়াতে নিয়ামত দেওয়া হয়েছে তারা সকলেই আমার নিকটে সম্মানিত নয় এবং যাদের রিযিক আমি সংকুচিত করেছি, তারা সকলেই আমার নিকটে অপমানিত নয়। দরিদ্রতা-স্বচ্ছলতা, রিযিক প্রসারিত করা-সংকুচিত করা, এগুলো হলো আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তার বান্দাদের জন্য পরীক্ষা, যার মাধ্যমে তিনি বান্দাদেরকে পরীক্ষা করেন, যাতে তিনি এটি প্রকাশ করে দেন যে, কে তার শুকরিয়া আদায় করে ও কে ধৈর্যধারণ করে। যার ফলে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে অঢেল সওয়াব দান করেন। পক্ষান্তরে যারা এমনটি করবে না, আল্লাহ তাআলা তাকে কঠিন আযাব দেন।

শুধু নিজেকে নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা বান্দার নীচু চিন্তাধারার প্রমাণ। তাই অভাবী মানুষদের অবস্থার দিকে গুরুত্ব না দেওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলা তাদের তিরস্কার করে বলেন, ﴿بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ﴾ **বরং তোমরা ইয়াতীমকে সম্মান কর না:** ইয়াতীম হলো, যে তার বাবা ও উপার্জনকারীকে হারিয়েছে এবং তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার ও তার প্রতি ইহসান করার সে মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে। কিন্তু তোমরা সেই ইয়াতীমকে সম্মান কর না, বরং অপমান কর। এটি প্রমাণ করে যে, তোমাদের অন্তরে রহমত নেই এবং কল্যাণের প্রতি আগ্রহও নেই।

﴿ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ﴾ **এবং তোমরা মিসকীনকে খাদ্যদানে পরস্পরকে উৎসাহিত কর না:** অর্থাৎ ফকীর মিসকীনসহ প্রয়োজনগ্রস্থ লোকদেরকে খাবার দানে তোমরা একে অন্যকে উৎসাহিত কর না। এর কারণ হলো, দুনিয়ার প্রতি তোমাদের প্রচণ্ড ভালোবাসা ও লোভ থাকা। এজন্য আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا﴾ **আর তোমরা উত্তরাধিকারের সম্পত্তি সম্পূর্ণরূপে ভক্ষণ করঃ** অর্থাৎ এমনভাবে দ্রুত তোমরা ভক্ষণ কর, যার ফলে তোমরা সেই সম্পত্তির কোন কিছুই অবশিষ্ট রাখ না।

﴿وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا﴾ **আর তোমরা ধন-সম্পদ খুবই ভালোবাস:** অর্থাৎ প্রচণ্ড ভালোবাসো। যেমনটি আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন,

﴿ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (١٦) وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى (١٧) ﴾ কিন্তু তোমরা দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দাও। অথচ আখিরাতই উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী (সূরা আল আলা: ১৬-১৭)।

আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন, ﴿كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ (٢٠) وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ (٢١)﴾ কখনো না, বরং তোমরা দুনিয়ার জীবনকে ভালোবাস। আর তোমরা আখেরাতকে উপেক্ষা কর (সূরা আল কিয়ামাহ: ২০-২১)। তারপর আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا (٢١) وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا (٢٢) وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى (٢٣) يَقُولُ يَالَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي (٢٤) فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ (٢٥) وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ (٢٦) يَاأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (٢٧) ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً (٢٨) فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (٢٩) وَادْخُلِي جَنَّتِي (٣٠) ﴾

৮৯:২১- কখনো নয়। যখন জমিনকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হবে

৮৯:২২- আর যখন আপনার রব আগমন করবেন ও সারিবদ্ধভাবে ফেরেশতাগণও

৮৯:২৩- আর যেদিন জাহান্নামকে আনা হবে সেদিন মানুষ স্মরণ করবে, তখন এ স্মরণ তার কি কাজে আসবে?

৮৯:২৪- সে বলবে, হায়! আমার এ জীবনের জন্য আমি যদি কিছু অগ্রিম পাঠাতাম?

৮৯:২৫- অতঃপর সেদিন তাঁর আযাবের মত আযাব কেউ দিতে পারবে না

৮৯:২৬- আর কেউ তাঁর বাঁধার মত বাঁধতে পারবে না

৮৯:২৭- হে প্রশান্ত আত্মা!

৮৯:২৮- তুমি তোমার রবের কাছে ফিরে আস সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে

৮৯:২৯- অতঃপর আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও

৮৯:৩০- আর আমার জান্নাতে প্রবেশ করো।



ব্যাখ্যা:

﴿كَلَّا﴾ **কখনো নয়:** অর্থাৎ যেই ধনসম্পদ তোমরা ভালোবাসছো এবং যেই ভোগসম্ভারের জন্য তোমরা পরস্পর প্রতিযোগিতা করছো, সেগুলো স্থায়ী নয়। বরং তোমাদের সামনে রয়েছে মহান একটি দিন, যেদিনে অত্যন্ত ভয়বহ ঘটনা ঘটবে। সেদিনে জমিন ও পাহাড়সমূহ চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে একেবারে সমতল ভূমিতে পরিণত হবে, যাতে থাকবে না কোন উঁচু নিচু।

বান্দাদের মাঝে ফায়সালা করার জন্য আল্লাহ তাআলা মেঘের ছায়ায় আসবেন। আর সম্মানিত ফেরেশতাগণও আসবেন। আসমানবাসীগণ সকলেই সারিবদ্ধভাবে অর্থাৎ এক সারির পরে আরেক সারিতে দাঁড়িয়ে যাবে। প্রত্যেক আসমানের ফেরেশতাগণ এসে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে। তারা সৃষ্টিদেরকে পরিবেষ্টন করে নিবে। এই সারিগুলো হলো, প্রতাপশালী মালিক আল্লাহ তাআলার সামনে বিনয় ও নত হওয়ার সারি।

﴿وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ﴾ **আর যেদিন জাহান্নামকে আনা হবে:** ফেরেশতাগণ শিকলে করে সেটিকে নিয়ে আসবেন। এই ঘটনাগুলো যখন ঘটবে, ﴿يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ﴾ **সেদিন মানুষ স্মরণ করবে:** যে,সে কী ভালো-মন্দ জিনিস প্রেরণ করেছে? ﴿وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى﴾ **তখন এ স্মরণ তার কি কাজে আসবে:** কেননা তার সময় তো শেষ হয়ে গেছে। আল্লাহ তাআলার ক্ষেত্রে সে যে অবহেলা করেছে তার জন্য সে আফসোস করে বলবে, ﴿يَالَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي﴾ **হায়! আমার এ জীবনের জন্য আমি যদি কিছু অগ্রিম পাঠাতাম:** অর্থাৎ এই স্থায়ী জীবনের জন্য সৎ আমল প্রেরণ করতাম! যেমনটি আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন,

﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَالَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا (٢٧) يَاوَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا (٢٨)﴾

জালিম ব্যক্তি সেদিন নিজের দু'হাত দংশন করতে করতে বলবে, হায়, আমি যদি রাসূলের সাথে কোন পথ অবলম্বন করতাম। হায়, দুর্ভোগ আমার, আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম (সূরা আল ফুরকান:২৭-২৮)।

এই আয়াত প্রমাণ করে যে, যেই জীবন অর্জন করা, পূর্ণতা নিয়ে আসা ও তার ভোগসম্ভার পূর্ণ করার জন্য প্রচেষ্টা করা উচিত, সেটি হলো, পরকালের স্থায়ী আবাসের জীবনের জন্য। কেননা সেটিই হলো চিরস্থায়ী আবাস।

﴿فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ﴾ **অতঃপর সেদিন তাঁর আযাবের মত আযাব কেউ দিতে পারবে নাঃ** অর্থাৎ যে ব্যক্তি সেই দিনকে উপেক্ষা করবে ও সেই দিনের জন্য আমল করাকে ভুলে যাবে তাকে,

﴿وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ﴾ **আর কেউ তাঁর বাঁধার মত বাঁধতে পারবে নাঃ** কেননা তাদেরকে জাহান্নামের আগুনের শিকল দিয়ে বাঁধা হবে এবং মুখের ভরে টানতে টানতে জলন্ত আগুণে নিয়ে যাওয়া হবে, তারপর তাদেরকে জাহান্নামের আগুনে পোড়ানো হবে। এটিই হলো অপরাধীদের প্রতিদান। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলাকে পেয়ে প্রশান্ত, তার ওপর ঈমান আনে, তার রসূলগণকে সত্যায়ন করে, তাকে বলা হবে, ﴿يَاأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ﴾ **হে প্রশান্ত আত্মাঃ** অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার স্মরণে যে আত্মা প্রশান্ত, তার ভালোবাসাতে শান্ত এবং আল্লাহতেই যার চক্ষুর স্থির,

﴿ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ﴾ **তুমি তোমার রবের কাছে ফিরে আসোঃ** যেই তোমাকে তার নিয়ামত দিয়ে লালিতপালিত করেছেন এবং তোমার ওপর তার অনুগ্রহ ঢেলে দিয়েছেন, যা ফলে তুমি তার বন্ধু ও প্রিয় বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হতে পেরেছো, ﴿رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً﴾ **সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়েঃ** অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার ওপর সন্তুষ্ট হয়ে এবং আল্লাহ তাকে যেই প্রতিদান দিয়ে সম্মানিত করেছেন তার ওপর সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে আসো, আর আল্লাহ তাআলাও তার ওপর সন্তুষ্ট।

﴿فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (٢٩) وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾ **অতঃপর আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও। আর আমার জান্নাতে প্রবেশ করোঃ** এমনটি কিয়ামতের দিনেও এই আত্মাকে সম্বোধন করে বলা হবে এবং মৃত্যুর সময় তাকে সম্বোধন করে বলা হবে।

٩٠. سورة البلد وَهِيَ مَكِّيَّةٌ

৯০. সূরা আল বালাদ (মাক্কী, আয়াত ২০)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

﴿لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ (١) وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ (٢) وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ (٣) لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ (٤) أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ (٥) يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا (٦) أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ (٧) أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ (٨) وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ (٩) وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ (١٠) فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ (١١) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ (١٢) فَكُّ رَقَبَةٍ (١٣) أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (١٤) يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ (١٥) أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ (١٦) ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ (١٧) أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ (١٨) وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ (١٩) عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ (٢٠)﴾

৯০:১- আমি শপথ করছি এ নগরের

৯০:২- আর আপনি এ নগরের অধিবাসী

৯০:৩- শপথ জন্মদাতার ও যা সে জন্ম দিয়েছে।

৯০:৪- নিঃসন্দেহে আমরা মানুষকে সৃষ্টি করেছি কষ্ট-ক্লেশের মধ্যে।

৯০:৫- সে কি মনে করে যে, কখনো তার ওপর কেউ ক্ষমতাবান হবে না?

৯০:৬- সে বলে, 'আমি প্রচুর ধন-সম্পদ নিঃশেষ করেছি

৯০:৭- সে কি মনে করে যে, তাকে কেউ দেখেনি?

৯০:৮- আমরা কি তার জন্য দুচোখ সৃষ্টি করিনি?

৯০:৯- আর জিহ্বা ও দুই ঠোঁট?

৯০:১০- আর আমরা তাকে দেখিয়েছি দু'টি পথ।

৯০:১১- তবে সে তো দুর্গম গিরিপথে প্রবেশ করেনি।

৯০:১২- আর কিসে আপনাকে জানাবে দুর্গম গিরিপথ কী?

৯০:১৩- এটা হচ্ছে দাসমুক্তি

৯০:১৪- অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে খাদ্যদান

৯০:১৫- ইয়াতীম আত্মীয়কে

৯০:১৬- অথবা ধূলি-মলিন মিসকীনকে

৯০:১৭- তদুপরি সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় যারা ঈমান এনেছে এবং পরস্পরকে উপদেশ দিয়েছে ধৈর্যধারণের, আর পরস্পর উপদেশ দিয়েছে দয়া অনুগ্রহের

৯০:১৮- তারাই সৌভাগ্যবান।

৯০:১৯- আর যারা আমাদের আয়াতসমূহে কুফরী করেছে, তারাই হতভাগা।

৯০:২০- তারা পরিবেষ্টিত হবে অবরুদ্ধ আগুনে।



ব্যাখ্যা:

আল্লাহ তাআলা এই নিরাপদ নগরীর শপথ করছেন। সেই শহরটি হলো, পবিত্র মক্কা শহর, যেটি সাধারণভাবে সর্বোত্তম শহর, বিশেষ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই শহরের অধিবাসী হওয়ার কারণে।

﴿وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ﴾ **আর শপথ জন্মদাতার ও যা সে জন্ম দিয়েছে:** অর্থাৎ আদম আলাইহিস সালাম ও তার বংশধরের শপথ। যার ওপর শপথ করা হচ্ছে সেটি হলো,

﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ﴾ **নিঃসন্দেহে আমরা মানুষকে সৃষ্টি করেছি কষ্ট-ক্লেশের মধ্যে:** হতে পারে এটি দিয়ে উদ্দেশ্য হলো, মানুষ দুনিয়াতে অনেক কষ্ট ভোগ করে এবং এই কষ্টের মধ্য দিয়ে সে বারযাখী জীবন এবং কিয়ামত, যেদিন সাক্ষীগণ দাঁড়াবে সেদিনও পৌঁছে যাবে। সুতরাং মানুষের উচিত হবে, এমন আমল করার জন্য প্রচেষ্টা চালানো, যা তাকে এই কষ্ট থেকে আরাম দিবে, তাকে আনন্দিত করবে ও স্থায়ীভাবে আরাম দিবে। আর যদি সে এটি না করে, তাহলে সে চিরকাল কঠিন শাস্তির মধ্যে থাকবে।

আবার হতে পারে এটি দিয়ে উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি মানুষকে সর্বোত্তম আকৃতিতে ও গঠনে সৃষ্টি করেছি এবং তাকে বিভিন্ন ধরনের কঠিন কাজ করার সক্ষমতা দান করেছি। কিন্তু তারপরেও সে এই বিশাল নিয়ামতের জন্য আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করেনি। বরং সে অহংকার করেছে এবং তার স্রষ্টার সাথে উদ্ধ্যত হয়েছে। আর সে তার অজ্ঞতা ও জুলুমের কারণে ধারণা করেছে যে, তার এই অবস্থা চলতেই

থাকবে এবং তার এমন কাজ করার ক্ষমতা কখনোই শেষ হবে না। এজন্য আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ﴾ **সে কি মনে করে যে, কখনো তার ওপর কেউ ক্ষমতাবান হবে নাঃ** যেকারণে সে উদ্ধত হয় এবং নিজের চাহিদা অনুযায়ী যেই সম্পদ ব্যয় করে তার জন্য অহংকার করে। আর সে বলেন, ﴿أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا﴾ **'আমি প্রচুর ধন-সম্পদ নিঃশেষ করেছিঃ** অর্থাৎ একের পর এক অনেক সম্পদ ব্যয় করেছি।

এখানে আল্লাহ তাআলা নিজের প্রবৃত্তি ও পাপাচারের জন্য সম্পদ খরচ করাকে ধ্বংস করা বলে অভিহিত করেছেন। কারণ খরচকারী যা খরচ করে তা থেকে সে নিজেও উপকৃত হয় না এবং সেই খরচ করা সম্পদ আর তার কাছে ফিরেও আসে না। বরং শুধু থাকে অনুতাপ, ক্ষতিগ্রস্ততা ও কষ্ট। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য কল্যাণের পথে ব্যয় করে তার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা সে আল্লাহ তাআলার সাথে ব্যবসা করে এবং সে যা খরচ করেছে তার চেয়ে বহু বেশি লাভবান হয়েছে। যে ব্যক্তি নিজের প্রবৃত্তি অনুযায়ী সম্পদ খরচ করে অহংকার করে আল্লাহ তাআলা তাকে হুমকি দিচ্ছেন।

﴿أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ﴾ **সে কি মনে করে যে, তাকে কেউ দেখেনিঃ** অর্থাৎ সে কি তার কাজে মনে করে যে, আল্লাহ তাআলা তাকে দেখেননি এবং তার ছোট বড় সকল কাজের হিসাব নিবেন না। বরং আল্লাহ তাআলা তাকে দেখেন, তার আমলসমূহ সংরক্ষণ করে রাখেন এবং সে যে ভালো মন্দ কাজ করে তার জন্য তিনি সম্মানিত লেখকগণকে রেখেছেন।

তারপর আল্লাহ তাআলা তার নিয়ামতসমূহ স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। তিনি বলেন, ﴿أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ (٨) وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ﴾ **আমরা কি তার জন্য দুচোখ সৃষ্টি করিনি? আর জিহ্বা ও দুই ঠোঁটঃ** সৌন্দর্য, দেখার জন্য এবং কথা বলাসহ আরো জরুরী প্রয়োজনগুলো পূরণ করার জন্য? এগুলো হলো দুনিয়ার নিয়ামতসমূহ। তারপর আল্লাহ তাআলা দীনের নিয়ামতের কথা বলছেন, তিনি বলেন, ﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾ **আর আমরা তাকে দেখিয়েছি দু'টি পথঃ** অর্থাৎ ভালো পথ ও মন্দ পথ। আমরা তার জন্য ভ্রষ্টতা থেকে হিদায়াতকে স্পষ্ট করে দিয়েছি এবং বাকা পথ থেকে সঠিক পথকে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি।

এগুলো হলো বিরাট নিয়ামত, যেগুলোর জন্য বান্দার কর্তব্য হলো আল্লাহ তাআলার হকসমূহ আদায় করা, আল্লাহর দেওয়া নিয়ামতগুলোর জন্য তার শুকরিয়া আদায় করা এবং এগুলো পাপাচারের কাজে ব্যবহার না করা। কিন্তু মানুষ এমন কাজ করে না।

﴿فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ﴾ **তবে সে তো দুর্গম গিরিপথে প্রবেশ করেনিঃ** অর্থাৎ সে প্রবেশ করেনি এবং সেখান থেকে শিক্ষা নেয়নি। কেননা সে শুধু নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে।

আর এই দুর্গম গিরিপথ বড়ই কঠিন। তারপর এই দুর্গম গিরিপথের ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, ﴿ فَكُّ رَقَبَةٍ ﴾ **এটা হচ্ছে দাসমুক্তি:** অর্থাৎ দাস মুক্ত করা অথবা দাস মুক্ত করণে মুকাতাব দাসকে সহযোগিতা করা। এর চেয়েও অধিক উপযুক্ত হলো, কাফিরদের থেকে মুসলিম বন্দিদেরকে মুক্ত করা।

﴿أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ﴾ **অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে খাদ্যদান:** অর্থাৎ প্রচণ্ড ক্ষুধার দিনে খাদ্যদান করা। কেননা প্রচণ্ড ক্ষুধার দিনে মানুষের খাবারের অনেক প্রয়োজন থাকে।

﴿يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ﴾ **ইয়াতীম আত্মীয়কে:** অর্থাৎ এমন ইয়াতীম, যে ইয়াতীম হওয়ার সাথে সাথে দরিদ্র নিকটাত্মীয়।

﴿أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ﴾ **অথবা ধূলি-মলিন মিসকীনকে:** অর্থাৎ অভাব ও জরুরী প্রয়োজনের জন্য যার কাছে ধুলা লেগেই থাকে।

﴿ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ **তদুপরি সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় যারা ঈমান এনেছে:** অর্থাৎ যেগুলোর ওপর ঈমান আনা ওয়াজিব সেগুলোর ওপর তারা অন্তর দিয়ে ঈমান এনেছে, এবং তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দিয়ে সকল ধরনের ওয়াজিব ও মুস্তাহাব কথা ও কাজ করার মাধ্যমে সৎ আমল করেছে।

﴿وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴾ **এবং পরস্পরকে উপদেশ দিয়েছে ধৈর্যধারণের:** অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার আনুগত্যে, তার অবাধ্যতা থেকে দূরে থাকতে এবং আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে কষ্টদায়ক নির্ধারণের ওপর তারা একে অন্যকে ধৈর্যধারণের প্রতি উৎসাহিত করে, এবং তারা সেগুলো প্রশস্ত ও প্রশান্ত অন্তর নিয়ে পরিপূর্ণভাবে পালন করে।

﴿وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ﴾ **আর পরস্পর উপদেশ দিয়েছে দয়া অনুগ্রহের:** অর্থাৎ সৃষ্টির ওপর দয়া প্রদর্শনের উপদেশ দেয়। যেমন, তাদের প্রয়োজনীয় জিনিস দেওয়া, অজ্ঞদেরকে শিক্ষা দেওয়া, সর্বদিক থেকে তাদের প্রয়োজন পূরণ করা এবং তাদের দীন ও দুনিয়াবী কল্যাণ পূরণে তাদেরকে সহযোগিতা করা। তাছাড়াও নিজের জন্য যেটি ভালোবাসবে সেটি তাদের জন্যও ভালোবাসবে, নিজের জন্য যেটি অপছন্দ করবে, সেটি তাদের জন্যও অপছন্দ করবে। তারাই এই গুণাবলির অধিকারী হবে, যাদেরকে আল্লাহ তাআলা এই দুর্গম গিরিপথ পার হওয়ার তাওফীক দিবেন।

﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ﴾ **তারাই সৌভাগ্যবান:** কেননা আল্লাহ তাআলা তাদেরকে তার হকসমূহ ও তার বান্দাদের হকগুলোর যেগুলো পালন করতে আদেশ করেছেন সেগুলো তারা পালন করেছে এবং যেই বিষয়গুলো থেকে তাদেরকে নিষেধ করেছেন সেগুলো থেকে তারা বিরত থেকেছে। আর এটিই হলো সফলতা ও সৌভাগ্যের নিদর্শন।

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا﴾ **আর যারা আমাদের আয়াতসমূহে কুফরী করেছেঃ** যে, তারা এই বিষয়গুলোকে তাদের পিছনে নিক্ষেপ করেছে, তারা আল্লাহ তাআলাকে সত্যায়ন করেনি, তার ওপর ঈমান আনেনি, সৎ কাজও করেনি এবং আল্লাহর বান্দাদের ওপর অনুগ্রহও করেনি, ﴿هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ (١٩) عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ﴾ **তারাই হতভাগা। তারা পরিবেষ্টিত হবে অবরুদ্ধ আগুনেঃ** দীর্ঘায়িত স্তম্ভসমূহে পিছন দিক থেকে বাধা থাকবে, যাতে করে তার দরজাগুলো খুলে না যায়, এমনকি তারা থাকবে অনেক সংকীর্ণতার ও অনেক কষ্টের মধ্যে।

٩١. سورة الشمس وَهِيَ مَكِّيَّةٌ

৯১. সূরা আশ শামস (মাক্কী, আয়াত ১৫)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا (١) وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا (٢) وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا (٣) وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا (٤) وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا (٥) وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا (٦) وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (٧) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (٨) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (٩) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا (١٠) كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا (١١) إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا (١٢) فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا (١٣) فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا (١٤) وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا (١٥)﴾

৯১:১- শপথ সূর্যের এবং তার কিরণের

৯১:২- শপথ চাঁদের, যখন তা সূর্যের পর আবির্ভূত হয়

৯১:৩- শপথ দিনের, যখন সে সূর্যকে প্রকাশ করে

৯১:৪- শপথ রাতের, যখন সে সূর্যকে আচ্ছাদিত করে

৯১:৫- শপথ আসমানের এবং যিনি তা নির্মাণ করেছেন তাঁর

৯১:৬- শপথ জমিনের এবং যিনি তা বিস্তৃত করেছেন তার

৯১:৭- শপথ নফসের এবং যিনি তা সুবিন্যস্ত করেছেন তার

৯১:৮- অতঃপর তিনি তাকে অবহিত করেছেন তার পাপসমূহ ও তার তাকওয়া সম্পর্কে

৯১:৯- সে-ই সফলকাম হয়েছে, যে নিজেকে পবিত্র করেছে।

৯১:১০- আর সে-ই ব্যর্থ হয়েছে, যে নিজেকে কলুষিত করেছে।

৯১:১১- সামূদ সম্প্রদায় অবাধ্যতাবশত মিথ্যারোপ করেছিল।

৯১:১২- তাদের মধ্যে যে সর্বাধিক হতভাগ্য, সে যখন তৎপর হয়ে উঠল,

৯১:১৩- তখন আল্লাহর রাসূল তাদেরকে বললেন, আল্লাহর উষ্ট্রী ও তাকে পানি পান করানোর বিষয়ে সাবধান হও।

৯১:১৪- কিন্তু তারা তার প্রতি মিথ্যারোপ করলো এবং উষ্ট্রীকে জবাই করলো। ফলে তাদের পাপের জন্য তাদের রব তাদেরকে সমুলে ধ্বংস করে একাকার করে দিলেন।

৯১:১৫- আর তিনি এর পরিণামকে ভয় করেন না।



ব্যাখ্যা:

আল্লাহ তাআলা সফল আত্মা ও পাপী আত্মার বিষয়ে এই মহান নিদর্শনগুলো দিয়ে শপথ করছেন। তিনি বলেন, ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾ **শপথ সূর্যের এবং তার কিরণের:** অর্থাৎ তার আলোর ও তা থেকে যে উপকার আসে তার।

﴿وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا﴾ **শপথ চাঁদের, যখন তা সূর্যের পর আবির্ভূত হয়:** স্থান ও আলোতে সূর্যের অনুসরণ করে।

﴿وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا﴾ **শপথ দিনের, যখন সে প্রকাশ করে:** অর্থাৎ যখন সে জমিনের উপরিভাগকে প্রকাশ করে ও স্পষ্ট করে।

﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا﴾ **শপথ রাতের, যখন সে আচ্ছাদিত করে:** অর্থাৎ জমিনের উপরিভাগকে আচ্ছাদিত করে, ফলে জমিনের উপরিভাগ অন্ধকার হয়ে যায়। এই বিশ্বজগতে অন্ধকার ও আলো ও সূর্য ও চন্দ্র সুনির্দিষ্ট নিয়মে এবং বান্দাদের কল্যাণের জন্য একের পর এক আসে, যেটি সবচেয়ে বড় প্রমাণ যে, আল্লাহ তাআলা সবকিছু সম্পর্কে মহাজ্ঞানী এবং সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান। আর তিনিই একমাত্র সত্য মাবুদ, তিনি ব্যতীত যত মাবুদ রয়েছে সবই বাতিল।

﴿وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا﴾ **শপথ আসমানের এবং যিনি তা নির্মাণ করেছেন তাঁরঃ** হতে পারে এখানে ما শব্দটি মাওসূলাহ। সেক্ষেত্রে কসমটি হলো, আসমানের ও যিনি তা নির্মান করেছেন তার অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার। আবার হতে পারে এখানে ما শব্দটি মাসদারিয়াহ, সেক্ষেত্রে কসমটি হলো, আসমানের ও তার নির্মানের, যেই আসমানকে সুগঠিত ও শক্তিশালী করে নির্মান করা হয়েছে। অনুরূপভাবে আল্লাহ তাআলার পরের বাণীটিও এমন যে, ﴿وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا﴾ **শপথ জমিনের এবং যিনি তা বিস্তৃত করেছেন তারঃ** অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা জমিনকে বিস্তৃত ও প্রশস্ত করেছেন। যার ফলে সৃষ্টিরা সেখান থেকে সকল প্রকার উপকার পেতে পারে।

﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا﴾ **শপথ নফসের এবং যিনি তা সুবিন্যস্ত করেছেন তারঃ** হতে পারে এখানে নফস দিয়ে অন্য সকল প্রাণীর নফস উদ্দেশ্য, যেমনটি আম অর্থ এটিকে সমর্থন করে। আবার হতে পারে, এখানে শরীআতের দায়িত্বপ্রাপ্ত মানুষদের নফসের কসম করা হয়েছে। এর দলীল হলো পরবর্তী কথাগুলো।

যাহোক, নফস হলো বিরাট একটি নিদর্শন, যা দিয়ে কসম করার উপযুক্ত। কারণ এটি হলো খুবই কোমল, হালকা, খুব দ্রুত পরিবর্তনশীল ও এতে দ্রুত প্রভাব পড়ে। এছাড়াও এতে চিন্তা ভাবনা, ইচ্ছা, ভালোবাসা ও ঘৃণা করাসহ অনেক কাজ সম্পন্ন হয়। নফস যদি না থাকতো, তাহলে শরীর শুধুমাত্র মূর্তির মতো হতো, যাতে কোন উপকার নেই। আর নফসকে এভাবে সুবিন্যস্ত করা হলো আল্লাহ তাআলার বিরাট নিয়ামতের অন্তর্ভুক্ত।

﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا﴾ **সে-ই সফলকাম হয়েছে, যে নিজেকে পবিত্র করেছেঃ** অর্থাৎ পাপ থেকে নিজেকে পবিত্র করেছেন ও দোষ ত্রুটি থেকে নিজেকে পরিচ্ছন্ন করেছে, আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করার মাধ্যমে নিজেকে উন্নত করেছে এবং উপকারী জ্ঞান ও সৎ আমলের মাধ্যমে উচ্চ মর্যাদা পেয়েছে।

﴿وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾ **আর সে-ই ব্যর্থ হয়েছে, যে নিজেকে কলুষিত করেছেঃ** অর্থাৎ নিজের সম্মানিত আত্মাকে গোপন করেছে, যেটি কলুষতা, নোংরামি, দোষ ত্রুটি দিয়ে, পাপকাজ করার মাধ্যমে, নফসকে পরিপূর্ণতা দান করে ও তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে এমন কিছুকে পরিত্যাগ করার মাধ্যমে এবং নফসকে কলুষিত করে ও ত্রটিযুক্ত করে এমন বিষয়গুলো করার মাধ্যমে নফসকে গোপন করা তার জন্য উচিত নয়।

﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا﴾ **সামূদ সম্প্রদায় মিথ্যারোপ করেছিল অবাধ্যতাবশতঃ** অর্থাৎ তারা তাদের সীমালঙ্ঘন, হক থেকে অহংকার করা এবং আল্লাহর রসূলগণের সাথে বাড়াবাড়ি করার কারণে তারা মিথ্যারোপ করেছিল।

﴿إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا﴾ **তাদের মধ্যে যে সর্বাধিক হতভাগ্য, সে যখন তৎপর হয়ে উঠল:** অর্থাৎ সেই গোত্রের মধ্যে সবচেয়ে হতভাগ্য ব্যক্তি, যার নাম হরো কুদার ইবনু সালিফ। যখন তারা উষ্ট্রীকে জবাই করার বিষয়ে একমত হয়েছিল এবং তারা তাকে আদেশ করেছিল। ফলে সেই ব্যক্তি উষ্ট্রীকে জবাই করেছিল।

﴿فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ﴾ **তখন আল্লাহর রাসূল তাদেরকে বললেন:** অর্থাৎ সলিহ আলাইহিস সালাম তাদেরকে সতর্ক করে বললেন, ﴿نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا﴾ **আল্লাহর উষ্ট্রী ও তাকে পানি পান করানোর বিষয়ে সাবধান হও:** তোমরা আল্লাহ তাআলার এই উষ্ট্রীকে হত্যা করা থেকে সতর্ক থাকো, যেই উষ্ট্রীকে আল্লাহ তাআলা বিরাট নির্দশন বানিয়েছেন। এই উষ্ট্রীর দুধ পান করার নিয়ামতের বিনিময়ে তোমরা তাকে হত্যা করো না। কিন্তু তারা তাদের নবী সলিহ আলাইহিস সালামকে মিথ্যারোপ করলো।

﴿فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا﴾ **তারা উষ্ট্রীকে জবাই** করলো। **ফলে তাদের পাপের জন্য তাদের রব তাদেরকে সমুলে ধ্বংস করে একাকার করে দিলেন:** অর্থাৎ তাদেরকে ধ্বংস করে দিলেন এবং তাদের ওপর ব্যাপকভাবে আযাব নাযিল করলেন, ওপর থেকে তাদের ওপর বিকট আওয়াজ পাঠালেন এবং নিচের দিক থেকে ভূমিকম্প পাঠালেন। ফলে তারা সবাই উপুড় হয়ে পড়ে থাকলো। আপনি তাদের মধ্যে কাউকে আহ্বানকারী ও সাড়াদানকারী পাবেন না।

﴿وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا﴾ **আর তিনি এর পরিণামকে ভয় করেন না:** অর্থাৎ এর পরে যা হবে তাকে তিনি ভয় করেন না। যিনি পরাক্রমশালী তিনি কীভাবে তাকে ভয় করবেন, যে তার শক্তি ও কর্তৃত্ব থেকে বের হতে পারে না, যিনি তার প্রতিটি নির্ধারণ ও বিধি বিধাণ প্রণয়ণে হিকমতওয়ালা।

٩٢. سورة الليل وَهِيَ مَكِّيَّةٌ

৯২. সূরা আল লাইল (মাক্কী, আয়াত২১)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى (١) وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى (٢) وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى (٣) إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى (٤) فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (٥) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (٦) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى (٧) وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى (٨) وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى (٩) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى (١٠) وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى (١١) إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى (١٢) وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى (١٣) فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى (١٤) لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى (١٥) الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى (١٦) وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى (١٧) الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى (١٨) وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى (١٩) إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى (٢٠) وَلَسَوْفَ يَرْضَى (٢١) ﴾

৯২:১- শপথ রাতের, যখন সে আচ্ছন্ন করে,

৯২:২- শপথ দিনের, যখন তা উদ্ভাসিত হয়

৯২:৩- শপথ তাঁর, যিনি নর ও নারী সৃষ্টি করেছেন

৯২:৪- নিশ্চয় তোমাদের কর্মপ্রচেষ্টা বিভিন্ন প্রকৃতির

৯২:৫- কাজেই কেউ দান করলে, তাকওয়া অবলম্বন করলে,

৯২:৬- আর উত্তমকে সত্য বলে বিশ্বাস করলে

৯২:৭- আমরা তার জন্য সুগম করে দেব সহজ পথ।

৯২:৮- আর কেউ কার্পণ্য করলে এবং নিজেরা অমুখাপেক্ষী মনে করলে,

৯২:৯- আর যা উত্তম তাতে মিথ্যারোপ করলে,

৯২:১০- তার জন্য আমরা সুগম করে দেব কঠোর পথ।

৯২:১১- আর তার সম্পদ তার কোন কাজে আসবে না, যখন সে ধ্বংস হবে।

৯২:১২- নিশ্চয় আমাদের কাজ শুধু পথনির্দেশ করা

৯২:১৩- আর আমরাই তো মালিক আখেরাতের ও ইহকালের।

৯২:১৪- অতঃপর আমি তোমাদেরকে লেলিহান আগুন সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছি।

৯২:১৫- তাতে প্রবেশ করবে সে-ই, যে নিতান্ত হতভাগ্য,

৯২:১৬- যে মিথ্যারোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়।

৯২:১৭- আর তা থেকে দূরে রাখা হবে পরম মুত্তাকীকে,

৯২:১৮- যে স্বীয় সম্পদ দান করে আত্মশুদ্ধির জন্য

৯২:১৯- এবং তার প্রতি কারও এমন কোন অনুগ্রহ নেই যার প্রতিদান দিতে হবে

৯২:২০- শুধু তার মহান রবের সন্তুষ্টির প্রত্যাশায়

৯২:২১- আর অচিরেই সে সন্তুষ্ট হবে।



ব্যাখ্যা:

এটি হলো সময় নিয়ে আল্লাহ তাআলার কসম করা, যেই সময়ে বিভিন্ন অবস্থা অনুযায়ী বান্দাদের কাজকর্ম সংঘটিত হয়ে থাকে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾ **শপথ রাতের, যখন সে আচ্ছন্ন করে:** অর্থাৎ রাত তার অন্ধকার দিয়ে পুরো সৃষ্টিকেই আচ্ছন্ন করে। ফলে তারা সকলেই তাদের আবাসস্থানে আশ্রয় নেয় এবং কষ্ট ও ক্লান্তি থেকে বান্দারা বিশ্রাম নেয়।

﴿ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى﴾ **শপথ দিনের, যখন তা উদ্ভাসিত হয়:** অর্থাৎ সৃষ্টিদের জন্য উদ্ভাসিত হয়। দিনের আলোতে তারা আলোকিত হয় এবং তাদের কল্যাণে তারা ছড়িয়ে পড়ে।

﴿وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى﴾ **শপথ তাঁর, যিনি নর ও নারী সৃষ্টি করেছেন:** এখানে ما শব্দটি যদি মাওসূলাহ হয়, তাহলে সেই কসম হবে স্বয়ং আল্লাহ তাআলার সম্মানিত গুণাবলীর যে, তিনিই পুরুষ ও নারীর স্রষ্টা। আর ما শব্দটি মাসদার হয়, তাহলে সেই কসম হবে তারই সৃষ্টি পুরুষ ও নারীর। আল্লাহ তাআলার পরিপূর্ণ হিকমাতের অন্তর্ভুক্ত হলো, তিনি যেইসব পশু প্রাণীকে অবশিষ্ট রাখতে চেয়েছেন সেগুলোর প্রতিটির মধ্যে পুরুষ ও নারী বানিয়েছেন, যাতে করে সেই প্রাণী অবশিষ্ট থাকতে, নিঃশেষ না হয়ে যায়। পুরুষ ও নারীর প্রত্যেকেই নিজেদের কামনা বাসনার মাধ্যমে তারা এটি অবশিষ্ট রাখে। আর আল্লাহ তাআলা পুরুষ ও নারীর প্রত্যেককেই একে অপরের উপযোগী করে বানিয়েছেন। সুতরাং সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ তাআলা কতই না বরকতময়।

আল্লাহ তা'আলার বাণী, ﴿ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى ﴾ **নিশ্চয় তোমাদের কর্মপ্রচেষ্টা বিভিন্ন প্রকৃতির:** এই বিষয়ের ওপরই এখানে কসম করা হয়েছে। অর্থাৎ হে শরীআতের দায়িত্বপ্রাপ্তরা! তোমাদের প্রচেষ্টা বহু পর্যায়ের। আর এই পর্যায় হয়, আমল, তার পরিমাণ এবং আমল করার উদ্দীপনার ওপর ভিত্তি করে এবং এই আমলগুলোর উদ্দেশ্যের ওপর ভিত্তি করে যে, সেগুলো একমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য হচ্ছে কিনা, যিনি হলেন সুমহান এবং যিনি সর্বদাই থাকবেন। এমনটি হলে তার প্রচেষ্টা অবশিষ্ট থাকবে এবং এটি দিয়ে সে নিজে উপকৃত হবে। আর যদি তার উদ্দেশ্য হয় এই অস্থায়ী ও ধ্বংসশীল দুনিয়ার জন্য, তাহলে তার প্রচেষ্টা বাতিল হয়ে যাবে এবং তা নিঃশেষ হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে যেই আমলই করা হবে, সবগুলোই এমন হবে। এজন্য আল্লাহ তাআলা আমলকারীদের ও তাদের আমলগুলোর বৈশিষ্ট্য বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করছেন। তিনি বলেন, ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى﴾ **কাজেই কেউ দান করলে:** অর্থাৎ যেসব আর্থিক ইবাদত পালন করার জন্য আদেশ করা হয়েছে যেমন যাকাত, কাফফারা, দান সাদাকাহ করা এবং কল্যাণকর পথে ব্যয় করা এগুলো যদি পালন করে, এর সাথে সাথে শারীরিক ইবাদত যেমন সালাত, সিয়াম ইত্যাদি পালন করলে, এবং শারীরিক ও আর্থিক উভয় ইবাদতই যেমন হাজ্জ, উমরাহ ইত্যাদি পালন করলে, ﴿وَاتَّقَى﴾ **তাকওয়া অবলম্বন করলে:** অর্থাৎ যেসব বিভিন্ন ধরনের পাপাচার ও হারাম কাজ থেকে নিষেধ করা হয়েছে সেগুলো থেকে বিরত থাকলে, ﴿وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى﴾ **আর উত্তমকে সত্য বলে বিশ্বাস করলে:** অর্থাৎ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কে সত্যায়ন করলে, এবং এর দাবি দীনী সকল আকীদার বিষয়কে সত্যায়ন করলে এবং এর জন্য আখিরাতে যেই প্রতিদানের কথা বলা হয়েছে সেটিকে সত্যায়ন করলে,

﴿فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى﴾ **আমরা তার জন্য সুগম করে দেব সহজ পথ:** অর্থাৎ তার বিষয়গুলোকে আমরা সহজ করে দিবো। সকল ধরনের কল্যাণের পথকে তার জন্য সহজ করে দিবো এবং সকল ধরনের অকল্যাণের পথ ত্যাগ করাকে তার জন্য সহজ করে দিবো। কেননা সে সহজ করার মাধ্যমগুলোকে গ্রহণ করেছে, তাই আল্লাহ তাআলা তার জন্য সহজ করে দিবেন।

﴿وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ﴾ **আর কেউ কার্পণ্য করলে:** অর্থাৎ যা আদেশ করা হয়েছে তা যদি পালন না করে, বরং তারা যদি ফরয ও মুস্তাহাব দানগুলো না করে এবং আল্লাহ তাআলা যা তাদের ওপর ওয়াজিব করেছেন সেটি পালন করতে যদি তাদের মন সায় না দেয়, ﴿وَاسْتَغْنَى﴾ **এবং নিজেরা অমুখাপেক্ষী মনে করলে:** অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার থেকে অমুখাপেক্ষী মনে করলে, সে আল্লাহ তাআলার ইবাদত ছেড়ে দেয়, কিন্তু তারপরও সে নিজেকে তার রবের একান্ত মুখাপেক্ষী হিসেবে মনেই করে না, যেই রব ছাড়া তার কোন

মুক্তি নেই, কোন সফলতা নেই, যদি না তার রবই তার নিকট সবচেয়ে প্রিয় হয় এবং তার একমাত্র মাবুদ হয়, একমাত্র তাকেই উদ্দেশ্য করা হবে এবং তারই অভিমুখী হতে হবে।

﴿وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى﴾ **আর যা উত্তম তাতে মিথ্যারোপ করলে:** অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তার বান্দাদের ওপর যেসব বিশ্বাসের বিষয়সমূহকে সত্যায়ন করা ফরয করেছেন সেগুলো যদি মিথ্যারোপ করে,

﴿فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى﴾ **তাহলে তার জন্য আমরা সুগম করে দেব কঠোর পথ:** অর্থাৎ কঠিন অবস্থা ও মন্দ বৈশিষ্ট্যগুলো তার জন্য সহজ করে দিবো। সে যেখানেই থাকুক না কেন মন্দ কাজ তার জন্য সহজ হয়ে যাবে, পাপের কাজেই তাকে নিযুক্ত রাখা হবে। আমরা আল্লাহ তাআলার নিকটে এ থেকে নিরাপত্তা চাই।

﴿وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ﴾ **আর তার সম্পদ তার কোন কাজে আসবে না:** অর্থাৎ যেই সম্পদের জন্য সে সীমালঙ্ঘন করেছে, নিজেকে অমুখাপেক্ষী মনে করেছে এবং কৃপণতা করেছে, যখন সে ধ্বংস হবে ও মৃত্যুবরণ করবে, এগুলো তার কোন কাজে আসবে না। কেননা তখন সৎ আমল ছাড়া তার সাথে আর কিছুই থাকবে না।

আর সম্পদের যেই অংশ দেওয়া ওয়াজিব সেটি যদি দেওয়া না হয়, তাহলে সে সেই মালিকের জন্য আযাবের কারণ হবে, যদি সে তার আখিরাতের জন্য কিছু প্রেরণ না করে।

﴿إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى﴾ **নিশ্চয় আমাদের কাজ শুধু পথনির্দেশ করা:** অর্থাৎ সঠিক হিদায়াত হলো আল্লাহর পথ, যেটি আল্লাহর দিকে নিয়ে যায় এবং তার সন্তুষ্টির নিকটবর্তী করে দেয়। পক্ষান্তরে ভ্রষ্টতার পথগুলো আল্লাহ তাআলার থেকে বন্ধ। সেই পথগুলো একমাত্র কঠিন শাস্তির দিকেই নিয়ে যায়।

﴿وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى﴾ **আর আমরাই তো মালিক আখেরাতের ও ইহকালের:** অর্থাৎ মালিকানা ও স্বাধীনভাবে কাজ করার দিক থেকে ইহকাল ও পরকাল আমাদেরই, সেগুলোতে কোন শরীক নেই। সুতরাং তার কাছেই আবেদন করার জন্য যেমন আগ্রহীরা আগ্রহ প্রকাশ করে এবং সৃষ্টিদের থেকে তাদের আশাকে ছিন্ন করে।

﴿فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى﴾ **অতঃপর আমি তোমাদেরকে লেলিহান আগুন সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছি:** অর্থাৎ জলন্ত ও প্রজ্জলিত আগুন থেকে সতর্ক করে দিয়েছি।

﴿لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى (١٥) الَّذِي كَذَّبَ﴾ **তাতে প্রবেশ করবে সে-ই, যে নিতান্ত হতভাগ্য। যে মিথ্যারোপ করে:** অর্থাৎ ভালোকে মিথ্যারোপ করে ﴿وَتَوَلَّى﴾ **ও মুখ ফিরিয়ে নেয়:** অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার আদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

﴿وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى (١٧) الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى﴾ **আর তা থেকে দূরে রাখা হবে পরম মুত্তাকীকে। যে স্বীয় সম্পদ দান করে আত্মশুদ্ধির জন্যঃ** অর্থাৎ তার উদ্দেশ্য হলো, নিজেকে পরিশুদ্ধ করা, পাপ ও ত্রুটি থেকে নিজেকে পবিত্র করা। আর এতে সে একমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি কামনা করে। এই আয়াত প্রমাণ করে যে, কোন মুস্তাহাব দানের কারণে যদি কোন ওয়াজিব দান ছুটে যায়, যেমন ঋণ পরিশোধ করাসহ অন্যান্য ওয়াজিব দান, তাহলে সেটি শরীআতসম্মত নয়। বরং অধিকাংশ আলেমের নিকটে, সেটি মুস্তাহাব দান পরিত্যাজ্য হবে। কেননা ফরয কাজ ছেড়ে মুস্তাহাব কাজ করার মাধ্যমে সে নিজেকে পরিশুদ্ধ করতে পারবে না।

﴿وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى﴾ **এবং তার প্রতি কারও এমন কোন অনুগ্রহ নেই যার প্রতিদান দিতে হবেঃ** অর্থাৎ এই পরম মুত্তাকীর ওপর সৃষ্টির কারো কোন নিয়ামত নেই যে, সে তার প্রতিদান দিবে। বরং অন্যান্য মানুষের ওপর তারই রয়েছে অনুগ্রহ ও উপকার। আর সে একমাত্র আল্লাহ তাআলারই দাস হয়েছে। কেননা সে তো দাস, অনুগ্রহ একমাত্র আল্লাহ তাআলারই। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তির ওপর মানুষের অনুগ্রহ রয়েছে, যেটির সে প্রতিদান ও বদলা দেয়নি, তাকে অবশ্যই মানুষের জন্য কিছু ত্যাগ করতে হবে এবং সে তাদের জন্য এমন কিছু করবে, যাতে তার ইখলাসে কমতি হয়ে যাবে।

এই আয়াতটি যদিও আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে অন্তর্ভুক্ত করে, বরং বলা হয়েছে যে, এই আয়াতটি তার কারণেই নাযিল হয়েছে। কেননা আবূ বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর ওপর কারো কোন অনুগ্রহ ছিল না যে, তার প্রতিদান দিতে হবে। এমনকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরও না। তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি অনুগ্রহ ছিল যার প্রতিদান দেওয়া সম্ভব নয়। সেটি হলো, দীন ইসলামের দিকে দাওয়াত দেওয়া, হিদায়াত ও সত্য দীন শিক্ষা দেওয়ার নিয়ামত। কেননা সকলের ওপরই আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই নিয়ামত রয়েছে, যার বদলা বা প্রতিদান দেওয়া সম্ভব নয়। যাহোক যার মধ্যেই এই সুন্দর গুণ থাকবে, তার ওপর সৃষ্টির কারো কোন অনুগ্রহ থাকবে না যে, তার প্রতিদান দিবে। বরং তার আমলসমূহ একমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য হবে, সে ব্যক্তিই এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হবে।

এজন্য আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى (٢٠) وَلَسَوْفَ يَرْضَى﴾ **শুধু তার মহান রবের সন্তুষ্টির প্রত্যাশায়। আর অচিরেই সে সন্তুষ্ট হবেঃ** অর্থাৎ এই পরম মুত্তাকী ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা যে বিভিন্ন প্রকার সম্মান ও প্রতিদান দিবেন তাতে সে সন্তুষ্ট হয়ে যাবে।

সকল প্রশংসা বিশ্বজগতের রব আল্লাহ তাআলার জন্য।

٩٣. سورة الضّحى وَهِيَ مَكِّيَّةٌ

৯৩. সূরা আদ দুহা (মাক্কী, আয়াত ১১)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

﴿وَالضُّحَى (١) وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى (٢) مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى (٣) وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى (٤) وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى (٥) أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى (٦) وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى (٧) وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى (٨) فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ (٩) وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ (١٠) وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ (١١)﴾

৯৩:১- শপথ পূর্বাহ্নের,

৯৩:২- শপথ রাতের যখন তা হয় নিঝুম

৯৩:৩- আপনার রব আপনাকে পরিত্যাগ করেননি এবং শত্রুতাও করেননি।

৯৩:৪- আর অবশ্যই আপনার জন্য পরবর্তী সময় পূর্ববর্তী সময়ের চেয়ে শ্রেয়।

৯৩:৫- আর অচিরেই আপনার রব আপনাকে অনুগ্রহ দান করবেন, ফলে আপনি সন্তুষ্ট হবেন।

৯৩:৬- তিনি কি আপনাকে ইয়াতীম অবস্থায় পাননি? অতঃপর তিনি আশ্রয় দিয়েছেন

৯৩:৭- আর তিনি আপনাকে পেলেন পথ সম্পর্কে অনবহিত, অতঃপর তিনি পথের নির্দেশ দিলেন।

৯৩:৮- আর তিনি আপনাকে পেলেন নিঃস্ব অবস্থায়, অতঃপর অভাবমুক্ত করলেন

৯৩:৯- কাজেই আপনি ইয়াতীমের প্রতি কঠোর হবেন না।

৯৩:১০- এবং ভিক্ষুককে ধমক দিবেন না।

৯৩:১১- আর আপনি আপনার রবের অনুগ্রহের কথা বর্ণনা করুন।

ব্যাখ্যা:

আল্লাহ তাআলা যে তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেখাশুনা করেন বা যত্ন নেন এই বিষয়ের জন্য তিনি দিনের কসম করছেন, যখন তার আলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং রাতের, যখন সে তার গাঢ় অন্ধকার দিয়ে সবকিছুকে আচ্ছাদিত করে ফেলে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ﴾ **আপনার রব আপনাকে পরিত্যাগ করেননিঃ** অর্থাৎ আপনার দেখাশোনা করার পর থেকে তিনি আপনাকে পরিত্যাগ করেননি, আপনাকে লালনপালন করা ও যত্ন নেওয়ার পর থেকে আপনাকে উপেক্ষা করেননি, বরং তিনি সর্বদাই আপনাকে সর্বোত্তমভাবে লালনপালন করেন এবং আপনার একের পর এক মর্যাদার স্তর বৃদ্ধি করেন।

﴿ وَمَا قَلَى ﴾ **এবং শত্রুতাও করেননিঃ** অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা আপনাকে ভালোবাসার পর থেকে তিনি আপনাকে ঘৃণা করেননি। কোন কিছুকে নাকোচ করাটা তার বিপরীতটাকে সাব্যস্ত করার প্রমাণ। কেননা শুধু নাকচ করাটা কোন প্রশংসনীয় নয়, যতক্ষণ না তার বিপরীত পরিপূর্ণতাকে সাব্যস্ত করা হয়। এটি হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্বের ও বর্তমান অবস্থা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থা হলো সর্বোত্তম অবস্থা। আল্লাহ তাআলা তাকে ভালোবেসেছেন। আর এই ভালোবাসা সর্বদাই চলমান, তার পরিপূর্ণতার স্তরকে উচ্চ করতেই আছেন এবং সর্বদাই আল্লাহ তাআলা তাকে দেখাশোনা করছেন।

আর ভবিষ্যতের অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى ﴾ **আর অবশ্যই আপনার জন্য পরবর্তী সময় পূর্ববর্তী সময়ের চেয়ে শ্রেয়ঃ** অর্থাৎ আপনার এই অবস্থার চেয়ে পরে যেই অবস্থাগুলো আসবে সেগুলো পূর্বের চেয়ে মর্যাদাবান হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদাই উচ্চ মর্যাদাতে উন্নীত হতেই আছেন, আল্লাহ তাআলা তাকে দীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন, শত্রুদের ওপর তাকে সাহায্য করেছেন এবং তার মৃত্যু পর্যন্ত তার অবস্থাকে সংশোধন করে দিয়েছেন। তিনি ফযীলত ও চক্ষু শীতলকারী ও অন্তরকে আনন্দিত করে এমন নিয়ামতের স্তরে পৌঁছেছেন, যেখানে পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের কেউ পৌঁছাতে পারবে না।

এরপরে তার জন্য আখিরাতে বিভিন্ন ধরনের নিয়ামত ও মর্যাদার স্তরের বিষয়ে জিজ্ঞেস করো না। এজন্য আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴾ **আর অচিরেই আপনার রব আপনাকে অনুগ্রহ দান করবেন, ফলে আপনি সন্তুষ্ট হবেনঃ** এই ধরনের ব্যাপক অর্থবোধক বাক্য ছাড়া সেই বিষয়টি বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

তারপর আল্লাহ তাআলা সেই বিষয় বর্ণনা করছেন, যেখানে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর অনুগ্রহ করেছেন, যা তিনি নিজেই জানেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى﴾ **তিনি কি আপনাকে ইয়াতীম অবস্থায় পাননি? অতঃপর তিনি আশ্রয় দিয়েছেন:** অর্থাৎ আপনাকে তিনি এমন অবস্থায় পেয়েছেন যে, আপনার বাবাও ছিল না, মাও ছিল না। বরং বাবা মা উভয়ই মারা গিয়েছিলেন, আর তিনি নিজেই নিজের তত্ত্বাবধান করতে পারেননি। বরং আল্লাহ তাআলা তাকে আশ্রয় দিয়েছেন। তার দাদা আব্দুল মুত্তালিবকে এর দায়িত্ব দিয়েছিলেন। তারপর তার দাদা মারা গেলে আল্লাহ তাআলা এই দায়িত্ব দিয়েছিলেন তার চাচা আবূ তালিবকে, এমনকি আল্লাহ তাআলা তার মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ও মুসলিমদেরকে সাহায্য করেছেন।

﴿وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى﴾ **আর তিনি আপনাকে পেলেন পথ সম্পর্কে অনবহিত, অতঃপর তিনি পথের নির্দেশ দিলেন:** অর্থাৎ আপনাকে তিনি এমন অবস্থাতে পেয়েছেন যে, আপনি জানতেন না কিতাব , ঈমান কী? আর তিনি আপনাকে শিখিয়েছেন, যা আপনি জানতেন না এবং তিনি আপনাকে সর্বোত্তম আমল ও আখলাকের তাওফীক দিয়েছেন।

﴿وَوَجَدَكَ عَائِلًا﴾ **আর তিনি আপনাকে পেলেন নিঃস্ব অবস্থায়:** অর্থাৎ দরিদ্র অবস্থাতে, ﴿فَأَغْنَى﴾ **অতঃপর অভাবমুক্ত করলেন:** আল্লাহ তাআলা আপনাকে বিভিন্ন দেশ বিজয় দেওয়ার মাধ্যমে আপনাকে অভাবমুক্ত করেন। সেখান থেকে ধনসম্পদ ও কর খাজনা আসতে থাকে। যেই সত্তা আপনার থেকে এই কমতিগুলো দূর করেছেন, সেই সত্তাই আপনার থেকে সকল ধরনের কমতিই দূর করে দিবেন। যেই সত্তা আপনাকে অভাবমুক্ত করেছেন, আপনাকে আশ্রয় দিয়েছেন, সাহায্য করেছেন এবং হিদায়াত দান করেছেন, সেই সত্তার দেওয়া নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করুন।

এজন্য আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ﴾ **কাজেই আপনি ইয়াতীমের প্রতি কঠোর হবেন না:** অর্থাৎ ইয়াতীমের সাথে খারাপ ব্যবহার করবে না, তাকে দেখে যেন আপনার বক্ষ সংকুচিত হয়ে না যায় এবং তাকে ধমক দিবেন না। বরং তাকে সম্মান করুন, যথাসম্ভব তাকে কিছু দিন। আপনার পরে আপনার সন্তানের সাথে যেমন আচরণ করাকে আপনি পছন্দ করুন ইয়াতীমের সাথে তেমন আচরণই করুন।

﴿وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ﴾ **এবং ভিক্ষুককে ধমক দিবেন না:** অর্থাৎ আপনার থেকে যেন এমন কথা বের না হয়, যা তাকে তার উদ্দেশ্য থেকে ফিরিয়ে দিবে, যেমন ধমক দেওয়া, রূঢ় আচরণ করা ইত্যাদি। বরং যতটা সম্ভব হয় তাকে দিন অথবা ভালোভাবে ইহসানের সাথে তাকে বিদায় করুন।

এতে ধনসম্পদ যাঞ্চাকারী ও ইলম সম্পর্কে জিজ্ঞেসকারী উভয়ই অন্তর্ভুক্ত হবে। এজন্য শিক্ষককে আদেশ করা হয়েছে, তিনি যেন শিক্ষার্থীদের সাথে উত্তম আচরণ করেন। তাদের সাথে সম্মান ও সহানুভূতিশীল হয়ে কথাবার্তা বলেন। কেননা এতে তার উদ্দেশ্য

পূরণে সহায়ক হবে এবং যারা দেশ ও বান্দাদের উপকার করার প্রচেষ্টা করে তাদেরকে সম্মান করা হবে।

﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ﴾ **আর আপনি আপনার রবের অনুগ্রহের কথা:** এতে দীনি নিয়ামত ও দুনিয়াবী নিয়ামত উভয়েই অন্তর্ভুক্ত হবে।

﴿فَحَدِّثْ﴾ **বর্ণনা করুন:** অর্থাৎ এগুলোর জন্য আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করুন, আর যদি কোন কল্যাণ থাকে তাহলে এগুলো বিশেষভাবে বর্ণনা করুন। আর কল্যাণ না থাকলে সাধারণভাবে আল্লাহ তাআলার নিয়ামতের কথা বর্ণনা করুন। কেননা আল্লাহ তাআলার নিয়ামতের বর্ণনা করার মাধ্যমে সেগুলোর শুকরিয়া আদায় করা যাবে, এবং যেই সত্তা এই নিয়ামতগুলো দান করেছেন অন্তরে তার প্রতি ভালোবাসা তৈরি হবে। কেননা যে ইহসান করে তাকে ভালোবাসার ওপরই অন্তরসমূহকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

٩٤. سورة الشرح وَهِيَ مَكِّيَّةٌ

৯৪. সূরা আল ইনশিরাহ (মাক্কী, আয়াত ৮)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ (١) وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ (٢) الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ (٣) وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ (٤) فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٥) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٦) فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ (٧) وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ (٨)﴾

৯৪:১- আমরা কি আপনার জন্য আপনার বক্ষ প্রশস্ত করিনি?

৯৪:২- আর আমরা আপনার থেকে আপনার বোঝা নামিয়ে দিয়েছি

৯৪:৩- যা আপনার পিঠ ভেঙ্গে দিচ্ছিল।

৯৪:৪- আর আমরা আপনার (মর্যাদা বৃদ্ধির) জন্য আপনার স্মরণকে সমুন্নত করেছি

৯৪:৫- সুতরাং কষ্টের সাথেই তো স্বস্তি আছে

৯৪:৬- নিশ্চয় কষ্টের সাথেই স্বস্তি আছে।

৯৪:৭- অতএব আপনি যখনই অবসর পান তখনই কঠোর ইবাদাতে রত হোন।

৯৪:৮- আর আপনার রবের প্রতি গভীর মনোযোগী হোন।



ব্যাখ্যা:

আল্লাহ তাআলা তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর যে অনুগ্রহ করেছেন সেই কথা বর্ণনা করে বলেন, ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾ **আমরা কি আপনার জন্য আপনার বক্ষ প্রশস্ত করিনি:** অর্থাৎ আমরা কি দীনের বিধি-বিধান, আল্লাহর দিকে দাওয়াত, উত্তম চরিত্রে চরিত্রবান হওয়া, আখিরাতমুখী হওয়া এবং কল্যাণের কাজগুলোকে সহজ করার জন্য আপনার বক্ষকে প্রশস্ত করিনি? যার ফলে আপনার বক্ষ সংকুচিত হয়নি, যা কল্যাণের সামনে নত হয় না এবং যাতে কোন প্রফুল্লতা থাকে না।

﴿ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ﴾ **আর আমরা আপনার থেকে আপনার বোঝা নামিয়ে দিয়েছি:** অর্থাৎ আপনার পাপ মিটিয়ে দিয়েছি।

﴿الَّذِي أَنْقَضَ﴾ **যা ভেঙ্গে দিচ্ছিল:** অর্থাৎ খুবই ভারী হচ্ছিল, ﴿ظَهْرَكَ﴾ **আপনার পিঠ:** যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ ﴾

যেন আল্লাহ আপনার অতীত ও ভবিষ্যত ত্রুটিসমূহ মার্জনা করেন এবং আপনার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন (সূরা আল ফাতহ: ২)।

﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴾ **আর আমরা আপনার (মর্যাদা বৃদ্ধির) জন্য আপনার স্মরণকে সমুন্নত করেছি:** অর্থাৎ আপনার মর্যাদাকে অনেক উঁচু করেছি এবং আপনার জন্য উত্তম প্রশংসার ব্যবস্থা করেছি, যেখানে সৃষ্টির কেউই পৌঁছতে পারেনি। আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করা হলে, তার সাথেই তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও স্মরণ করা হয়। এমনটি করা হয় ইসলামে প্রবেশ করার সময়, আযানের সময়, ইকামতের সময়, খুতবাতে, এছাড়াও অনেক স্থানে, যার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তার রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদাকে সমুন্নত করেছেন।

তাছাড়াও আল্লাহ তাআলার পরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য তার উম্মতের অন্তরে যেই ভালোবাসা, সম্মান ও মর্যাদা রয়েছে, যা অন্য কারো জন্য নেই। আল্লাহ তাআলা অন্য নবীকে তাদের উম্মতের পক্ষ থেকে যেই প্রতিদান দিয়েছেন রাসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার উম্মতের পক্ষ থেকে তাদের চেয়ে অনেক উত্তম প্রতিদান দিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলার বাণী, ﴿ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٥) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴾ **সুতরাং কষ্টের সাথেই তো স্বস্তি আছে। নিশ্চয় কষ্টের সাথেই স্বস্তি আছে:** এখানে বিরাট সুসংবাদ দেওয়া হচ্ছে। সেটি হলো, যখনই কোন কষ্ট ও কঠিনতা আসবে, তার সাথেই রয়েছে স্বস্তি ও সহজতা, এমনকি কঠিনতা যদি সান্ডার গর্তেও প্রবেশ করে, তাহলে সেখানেও সহজতা এসে তাকে বের করে দিবে। যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴾

অবশ্যই আল্লাহ তাআলা কষ্টের পরে স্বস্তি দিবেন (সূরা আত তালাক: ৭)।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আর নিশ্চয় কষ্টের পরেই স্বাচ্ছন্দ আসে। কঠিন অবস্থার পরেই স্বচ্ছলতা আসে (তিরমিযী, হা/২৫১৬)।

এই দুই আয়াতেই الْعُسْر শব্দটি নির্দিষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে, যেটি প্রমাণ করে যে সেটি একটিই। আর يُسْر শব্দটি অনির্দিষ্টভাবে বর্ণনা করাতে প্রমাণ হয় যে, সেটি একের অধিক। সুতরাং একটি কঠিনতা দু'টি সহজতার ওপর জয়লাভ করতে পারে না। الْعُسْر শব্দটিতে আলিফ লাম দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে, যেটি ইস্তেগরাক ও আম অর্থবোধক হওয়াকে প্রমাণ করে। আর এটি প্রমাণ করে যে, প্রত্যেকটি কঠিনতা, সেটি যত কঠিনই হোক না কেন, তার পরেই রয়েছে সহজতা।

তারপর আল্লাহ তাআলা তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মূলত উদ্দেশ্য করে তার দেওয়া নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করতে বলছেন, যেই সম্বোধনে মুমিনরাও এর অনুগামী। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ﴾ **অতএব আপনি যখনই অবসর পান তখনই কঠোর ইবাদাতে রত হোন:** অর্থাৎ যখন আপনি আপনার ব্যস্ততা থেকে অবসর পান এবং আপনার অন্তরকে ব্যস্ত রাখে এমন কিছু যখন থাকবে না, তখন আপনি ইবাদত ও দুআতে পরিশ্রম করুন।

﴿وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ﴾ **আর আপনার রবের প্রতি গভীর মনোযোগী হোন:** অর্থাৎ আপনি আপনার দুআ ও ইবাদত কবুল হওয়ার বিষয়ে অনেক বেশি আকাঙ্খা করেন। আর আপনি তাদের মতো হবেন না, যারা অবসর পেলেই খেল তামাশাতে লিপ্ত হয় এবং তাদের রব ও তাঁর যিকির থেকে বিমুখ হয়। আপনি যদি তাদের মত হন, তাহলে আপনি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।

আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, আল্লাহ তাআলার এই বাণীর অর্থ হলো, যখন আপনি সালাত আদায় শেষ করবেন বা সালাতকে পূর্ণভাবে আদায় করবেন, তারপর আপনি দুআতে মনোযোগী হন। একমাত্র আপনার রবের নিকটেই আপনার প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো চাওয়ার দিকে মনোযোগী হন। যারা বলেন যে, ফরয সালাতের পরে দুআ ও যিকির করা শরীআতসম্মত, তারা এই আয়াত দিয়ে দলীল পেশ করেন। আর আল্লাহ তাআলাই সর্বাধিক অবগত।

٩٥. سورة التّين وَهِيَ مَكِّيَّةٌ

৯৫. সূরা আত তীন (মাক্কী, আয়াত ৮)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

﴿وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ (١) وَطُورِ سِينِينَ (٢) وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ (٣) لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (٤) ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ (٥) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (٦) فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ (٧) أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ (٨) ﴾

৯৫:১- শপথ তীন ও যায়তুন এর,

৯৫:২- কসম 'সিনাই' পর্বতের

৯৫:৩- শপথ এই নিরাপদ নগরীর

৯৫:৪- অবশ্যই আমরা সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে

৯৫:৫- তারপর আমি তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি হীনদের হীনতম রূপে

৯৫:৬- কিন্তু তাদেরকে নয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে; এদের জন্য তো আছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।

৯৫:৭- সুতরাং এরপরও কিসে তোমাকে কর্মফল সম্পর্কে অবিশ্বাসী করে তোলে

৯৫:৮- আল্লাহ কি বিচারকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক নন?



ব্যাখ্যা:

﴿وَالتِّينِ﴾ **শপথ তীন এর:** তীন খুবই প্রসিদ্ধ, অনুরূপভাবে যায়তুনও। আল্লাহ তাআলা এই দুই ধরনের গাছের কসম করলেন। কারণ এই গাছগুলো ও তার ফলগুলোতে রয়েছে অনেক উপকার। আবার শাম অঞ্চলে এগুলোর প্রভাব রয়েছে, যেই শাম হলো ঈসা ইবনু মারইয়াম আলাইহিস সালামের নবুওয়তের এলাকা।

﴿ وَطُورِ سِينِينَ﴾ **কসম 'সিনাই' পর্বতের:** সাইনাহ পর্বত হলো মূসা আলাইহিস সালামের নবুয়তের এলাকা।

﴿وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ﴾ **শপথ এই নিরাপদ নগরীর:** সেটি হলো পবিত্র মক্কা শহর, যেটি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়তের এলাকা। আল্লাহ তাআলা এই পবিত্র স্থানগুলোর কসম করলেন, যেগুলো তিনিই পছন্দ করেছেন এবং এগুলোতে তিনি সর্বোত্তম ও সবচেয়ে মর্যাদাবান নবীগণকে পাঠিয়েছেন।

যেই বিষয়ের ওপর তিনি কসম করলেন, তাহলো,

﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴾ **অবশ্যই আমরা সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে:** অর্থাৎ আমরা মানুষকে পূর্ণ সৃষ্টিরূপে ও যথোপযুক্ত করে সৃষ্টি করেছি। বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণভাবে যেগুলো প্রয়োজন সেগুলোর কোন কিছুই বাদ পড়েনি। এই বিরাট নিয়ামতের জন্য শুকরিয়া আদায় করা উচিত। অথচ এই বিরাট নিয়ামত থাকার পরেও অধিকাংশ মানুষ নিয়ামতদাতা আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করে না। বরং তারা খেল তামাশাতে লিপ্ত থাকে, নিজেদের জন্য নিকৃষ্ট বিষয় ও খারাপ গুণাবলি নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে। ফলে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সর্বনিম্নে অর্থাৎ জাহান্নামের সবচেয়ে নিচে তাদেরকে ফিরিয়ে দিয়েছেন, যেটি হলো পাপী ও আল্লাহ তাআলার অবাধ্যদের স্থান। পক্ষান্তরে আল্লাহ তাআলা যাদেরকে ঈমান আনার, সৎ কাজ করার, ও উত্তম চরিত্রে চরিত্রবান হওয়ার জন্য অনুগ্রহ করেছেন, তাদের জন্য রয়েছে, ﴿أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴾ **নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার:** অর্থাৎ এমন পুরস্কার, যা শেষ হবে না, বরং তাদের জন্য থাকবে অফুরন্ত আনন্দ ও সুখ, এবং বহু নিয়ামত, যা কখনো শেষ হবে না, এবং এমন নিয়ামত থাকবে যা পরিবর্তনও হবে না, বরং তার ফল ফলাদি ও ছায়া সর্বদাই থাকবে।

﴿فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ﴾ **সুতরাং এরপরও কিসে তোমাকে কর্মফল সম্পর্কে অবিশ্বাসী করে তোলে:** অর্থাৎ হে মানুষ! এরপরও আমলসমূহের প্রতিদান দিবস সম্পর্কে তোমাকে কিসে অবিশ্বাসী করে তোলে? অথচ তুমি আল্লাহ তাআলার বহু নিদর্শন দেখেছো,

যেগুলোর কারণে তোমার দৃঢ় বিশ্বাস হওয়া উচিত এবং তোমার নিকটে আল্লাহ তাআলার দেওয়া এমন নিয়ামত রয়েছে, যেগুলোর কারণে তোমার জন্য আবশ্যক হয় যে, আল্লাহ তাআলা তোমাকে যা জানিয়েছেন, সেগুলোর কোন কিছুই তুমি অস্বীকার করবে না।

﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ﴾ **আল্লাহ কি বিচারকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক নন:** সেই আল্লাহর হিকমতের সাথে মানায় কি? যিনি সৃষ্টি করেছেন অথচ তাদেরকে কোন আদেশ, নিষেধ, প্রতিদান ও শাস্তি না দিয়ে এমনিই তাদেরকে ছেড়ে দিবেন? যেই সত্তা মানুষকে স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন, তাদেরকে বহু নিয়ামত দিয়েছেন ও অনুগ্রহ করেছেন, যেগুলো গণনা করা সম্ভব নয় এবং তাদেরকে তিনি সর্বোত্তমভাবে প্রতিপালন করেছেন, সেই সত্তা অবশ্যই তাদেরকে এমন এক জগতে ফিরিয়ে দিবেন, যেটি হলো স্থায়ী জগত, সেই দিকেই তাদেরকে মনস্থ করানো হয় এবং নির্দেশ দেওয়া হয়।

٩٦. سورة العلق وَهِيَ مَكِّيَّةٌ

৯৬. সূরা আল আলাক (মাক্কী, আয়াত ১৯)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (١) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (٢) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (٣) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (٤) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (٥) كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى (٦) أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى (٧) إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى (٨) أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى (٩) عَبْدًا إِذَا صَلَّى (١٠) أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى (١١) أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى (١٢) أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى (١٣) أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى (١٤) كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ (١٥) نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ (١٦) فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ (١٧) سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ (١٨) كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ۩ (١٩)﴾

৯৬:১- পড়ুন আপনার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন

৯৬:২- তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে 'আলাক' থেকে

৯৬:৩- পড়ুন, আর আপনার রব মহিমান্বিত

৯৬:৪- যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন

৯৬:৫- তিনি মানুষকে তা শিক্ষা দিয়েছেন, যা সে জানত না

৯৬:৬- কখনো নয়, নিশ্চয় মানুষ সীমালঙ্ঘন করে থাকে

৯৬:৭- কারণ সে নিজেকে অমুখাপেক্ষী মনে করে

৯৬:৮- নিশ্চয় আপনার রবের কাছেই ফিরে যাওয়া।

৯৬:৯- আপনি কি তাকে দেখেছেন যে নিষেধ করে

৯৬:১০. এক বান্দাকে, যখন তিনি সালাত আদায় করেন।

৯৬:১১- আপনি কি দেখেছেন, যদি তিনি হিদায়াতের ওপর থাকে

৯৬:১২- অথবা তাকওয়ার নির্দেশ দেন;

৯৬:১৩- আপনি লক্ষ্য করেছেন কি, যদি সে মিথ্যা মনে করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়?

৯৬:১৪- সে কি জানে না যে, নিশ্চয় আল্লাহ দেখেন?

৯৬:১৫- কখনো নয়, সে যদি বিরত না হয় তবে আমরা তাকে অবশ্যই হেঁচড়ে নিয়ে যাব, মাথার সামনের চুলের গুচ্ছ ধরে

৯৬:১৬- মিথ্যাচারী, পাপিষ্ঠ সম্মুখ-চুলের-গুচ্ছ।

৯৬:১৭- অতএব সে তার পারিষদবর্গকে ডেকে আনুক!

৯৬:১৮- অচিরেই আমরা ডেকে আনবো জাহান্নামের প্রহরীদেরকে

৯৬:১৯- কখনো নয়! আপনি তার অনুসরণ করবেন না। আর আপনি সিজদা করুন এবং নিকটবর্তী হোন। [সাজদাহ]



ব্যাখ্যা:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর নাযিল হওয়ার দিক থেকে এটি হলো কুরআনের সর্বপ্রথম সূরা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়তের শুরুতেই তার ওপর এই সূরা নাযিল হয়েছে, যখন তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতেন না যে, কিতাব কী? ঈমান কী? জিবরাইল আলাইহিস সালাম তার নিকটে রিসালাত নিয়ে এসে তাকে পড়ার আদেশ করলেন। কিন্তু তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়তে পারলেন না। বরং তিনি বললেন, আমি পড়তে জানি না। এরকম হতেই থাকলো, এমনকি শেষ পর্যন্ত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়তে পারলেন। আল্লাহ তাআলা তার ওপর

নাযিল করলেন, ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ **পড়ুন আপনার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন:** সকল সৃষ্টিকে তিনিই সৃষ্টি করেছেন। আর বিশেষভাবে মানুষকে তিনিই সৃষ্টি করেছেন। আর মানুষ সৃষ্টির সূচনা তিনি বর্ণনা করছেন যে, তা হলো, ﴿مِنْ عَلَقٍ﴾ **'আলাক' থেকে:** যেই সত্তা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের পরিচালনার দিকে লক্ষ্য রেখেছেন, সেই সত্তা তাদেরকে অবশ্যই আদেশ ও নিষেধ করবেন। আর সেটি হবে তাদের নিকটে রাসূল প্রেরণ করার মাধ্যমে এবং কিতাব নাযিল করার মাধ্যমে। এজন্য আল্লাহ তাআলা পড়ার আদেশ করে এবং মানুষ সৃষ্টির কথা বর্ণনা করার পরে বলেন, ﴿اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ﴾ **পড়ুন, আর আপনার রব মহিমান্বিত:** অর্থাৎ যেই সত্তার রয়েছে বহু গুণাবলি, অগণিত অনুগ্রহ ও ইহসান, যেই অনুগ্রহের অন্তর্ভুক্ত হলো, তিনি জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন।

﴿ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (٤) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾ **যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি মানুষকে তা শিক্ষা দিয়েছেন, যা সে জানত না:** আল্লাহ তাআলা মানুষকে তার মায়ের পেট থেকে এমন অবস্থাতে বের করেছেন যে, সে কিছুই জানতো না, তারপর আল্লাহ তাআলা তাকে শ্রবণ শক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও অন্তর দান করেছেন এবং জ্ঞানের মাধ্যমগুলোকে তার জন্য সহজ করে দিয়েছেন। তারপর আল্লাহ তাআলা তাকে কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন এবং হিকমতও শিক্ষা দিয়েছেন। আর তাকে শিক্ষা দিয়েছেন কলমের মাধ্যমে, যেটির দ্বারা জ্ঞান ও বিভিন্ন ধরনের হক সংরক্ষিত থাকে এবং তা মানুষের জন্য রসূলগণের মতো হয়, যেটি তার সম্বোধনের স্থলাভিষিক্ত হবে। সুতরাং একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্যই রয়েছে সকল প্রশংসা ও অনুগ্রহ, যেই সত্তা তার বান্দাদের ওপর এই নিয়ামতগুলো দিয়েছেন, যেই নিয়ামতগুলোর প্রতিদান দেওয়া এবং শুকরিয়া আদায় করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তারপর তিনি তাদেরকে অভাবমুক্ত করেছেন এবং প্রচুর রিযিক দান করেছেন। কিন্তু মানুষ তার অজ্ঞতা ও জুলুমের কারণে যখন নিজেকে ধনী হিসেবে দেখে, তখন সে সীমালঙ্ঘন ও বাড়াবাড়ি করে এবং হিদায়াতের ওপর অহংকার করে। আর সে যে তার রবের নিকটে ফিরে যাবে এটি ভুলে যায় ও প্রতিদানের কোন ভয় করে না। এমনকি তার অবস্থা এমনও হয় যে, সে নিজে হিদায়াত পরিত্যাগ করে, সাথে সাথে অন্যকে সেই হিদায়াত পরিত্যাগ করার জন্য আহ্বান করে। ফলে সে অন্যকে সালাত আদায় করতে নিষেধ করে, অথচ সালাত হলো সর্বোত্তম আমল। আল্লাহ তাআলা এই ধরনের অবাধ্যতাকারী ও সীমালঙ্ঘনকারীকে বলেন, ﴿أَرَأَيْتَ﴾ **তুমি কি তাকে দেখেছো:** অর্থাৎ হে নিষেধকারী! যে ব্যক্তি কোন বান্দা সালাত আদায় করলে তাকে নিষেধ করে, ﴿إِنْ﴾ **যদি তিনি:** অর্থাৎ সালাত আদায়কারী বান্দা, ﴿كَانَ عَلَى الْهُدَى﴾ **হিদায়াতের ওপর থাকেন:** অর্থাৎ সঠিক জ্ঞান ও সেই অনুযায়ী আমলের ওপর থাকেন, ﴿ أَوْ أَمَرَ ﴾

অথবা নির্দেশ দেন: অর্থাৎ অন্যকে নির্দেশ দেন, ﴿بِالتَّقْوَى﴾ **তাকওয়ার:** যে ব্যক্তির এমন বৈশিষ্ট্য, তাকে নিষেধ করা কি ভালো কাজ? তাকে নিষেধ করা কি সবচেয়ে বড় আল্লাহ তাআলা ও হকের বিরোধিতা করা নয়? যে ব্যক্তি হিদায়াতের ওপর নেই অথবা অন্যকেও হিদায়াতের ওপর না থাকার জন্য আদেশ করে এই নিষেধটি তাদের ওপরই বর্তাবে। যে ব্যক্তি তাকওয়ার আদেশ করে, তার ওপর নয়।

﴿أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ﴾ **আপনি লক্ষ্য করেছেন কি, যদি সে মিথ্যা মনে করে:** অর্থাৎ সেই নিষেধকারী যদি হককে মিথ্যারোপ করে, ﴿وَتَوَلَّى﴾ **ও মুখ ফিরিয়ে নেয়:** অর্থাৎ আদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। সে কি আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে না ও তার শাস্তিকে ভয় করে না?

﴿ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى ﴾ **সে কি জানে না যে, নিশ্চয় আল্লাহ দেখেন:** সে যা করে সবই। যদি সে এই অবস্থাতে চলতেই থাকে, তাহলে তাকে হুমকি দিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ ﴾**কখনো নয়, সে যদি বিরত না হয়:** অর্থাৎ সে যা বলে ও যেই কাজ করে তা থেকে যদি বিরত না হয়, ﴿لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ﴾ **তবে আমরা তাকে অবশ্যই হেঁচড়ে নিয়ে যাব, মাথার সামনের চুলের গুচ্ছ ধরে:** অর্থাৎ তার মাথার সামনের দিকটা খুবই শক্তভাবে ধরবো। আর এটি হবে প্রকৃত অর্থেই।

﴿ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ﴾ **মিথ্যাচারী, পাপিষ্ঠ সম্মুখ-চুলের-গুচ্ছ:** অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার কথাতে মিথ্যাবাদী ও কাজে পাপিষ্ঠ।

﴿فَلْيَدْعُ﴾ **অতএব সে ডেকে আনুক:** অর্থাৎ যে ব্যক্তি শাস্তির উপযুক্ত হয়ে গেছে সে ডেকে আনুক ﴿نَادِيَهُ﴾ **তার পারিষদবর্গকে:** অর্থাৎ তার মাজলিসের লোকজন, তার সাথী ও তার আশে পাশের লোকদেরকে, যাতে করে তার ওপর যা আপতিত হচ্ছে, তা থেকে তারা তাকে সাহায্য করতে পারে।

﴿سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ﴾ **অচিরেই আমরা ডেকে আনবো জাহান্নামের প্রহরীদেরকে:** তাকে পাকড়াও করার জন্য ও শাস্তি দেওয়ার জন্য। এই দুই দলের মধ্যে কে বেশি শক্তিশালী ও ক্ষমতার অধিকারী তা ভেবে দেখা উচিত। কেননা এটি হলো নিষেধকারীর অবস্থা ও তাকে যে শাস্তির হুমকি দেওয়া হয়েছে তার বর্ণনা। পক্ষান্তরে যাকে নিষেধ করা হয়েছে, তাকে আল্লাহ তাআলা আদেশ করছেন যে, সে যেন এই নিষেধকারীর দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে এবং তার নিষেধে যেন সে কোন কান না দেয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿كَلَّا لَا تُطِعْهُ﴾ **কখনো নয়! আপনি তার অনুসরণ করবেন না:** কেননা সে শুধু তারই আদেশ করবে, যাতে রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ততা।

﴿وَاسْجُدْ﴾ **আর আপনি সিজদা করুন:** অর্থাৎ একমাত্র আপনার রবকে সিজদা করুন।

﴿وَاقْتَرِبْ﴾ **এবং নিকটবর্তী হোন:** অর্থাৎ সিজদাহ করাসহ অন্যান্য আনুগত্য করার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার নিকটবর্তী হোন। কেননা এই আনুগত্যমূলক কাজগুলোর সবই তার সন্তুষ্টির নিকটে নিয়ে যায় এবং তার নিকটবর্তী করে দেয়।

যে ব্যক্তি কল্যাণ থেকে নিষেধ করে এবং যাকে নিষেধ করা হয় সকলের জন্যই এই আয়াত প্রযোজ্য, যদিও আবূ জাহলের একটি ঘটনা সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যখন সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন এবং তাকে বিভিন্ন ধরনের শাস্তি ও কষ্ট দিয়েছে।

٩٧. سورة القدر وَهِيَ مَكِّيَّةٌ

৯৭. সূরা আল কাদর (মাক্কী, আয়াত ৫)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (١) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (٢) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (٣) تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ (٤) سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ (٥)﴾

৯৭:১- নিশ্চয় আমরা কুরআন নাযিল করেছি লাইলাতুল কদরে

৯৭:২- আর আপনাকে কিসে জানাবে লাইলাতুল কদর কী?

৯৭:৩- লাইলাতুল কদর হাজার মাসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

৯৭:৪- সে রাতে ফেরেশতারা ও রূহ (জিবরাইল) তাদের রবের অনুমতিক্রমে সকল সিদ্ধান্ত নিয়ে অবতরণ করে

৯৭:৫- শান্তিময় সেই রাত, ফজরের সূচনা পর্যন্ত



ব্যাখ্যা:

কুরআনের ফযীলত ও তার উচ্চ মর্যাদার কথা বর্ণনা করে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ **নিশ্চয় আমরা কুরআন নাযিল করেছি লাইলাতুল কদরে:** যেমনটি আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন,

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ﴾

নিশ্চয় আমরা এটি নাযিল করেছি এক বরকতময় রাতে (সূরা আদ দুখান: ৩)।

আল্লাহ তাআলা রমজান মাসের লাইলাতুল কাদরে এই কুরআন নাযিলের সূচনা করেন এবং এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তার বান্দাদের ওপর বিরাট অনুগ্রহ করেন, বান্দারা যার শুকরিয়া আদায় করতে সক্ষম হবে না।

এই রাতকে লাইলাতুল কাদর বলে নামকরণ করা হয়েছে। কারণ হলো, আল্লাহ তাআলার নিকটে এর রয়েছে অনেক মর্যাদা ও ফযীলত। আবার এই রাতে সামনের বছরের জন্য সবকিছুর বয়স, রিযিক ও সৃষ্টিগত পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়।

তারপর আল্লাহ তাআলা এই বিষয়টিকে মর্যাদা দিয়ে বলেন, ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ﴾ **আর আপনাকে কিসে জানাবে লাইলাতুল কদর কী:** কেননা এই বিষয়টি অনেক মর্যাদাবান এবং অনেক বড়।

﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ **লাইলাতুল কদর হাজার মাসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ:** অর্থাৎ এটি ফযীলতের দিক থেকে এক হাজার মাসের সমান। এই রাতে আমল করা লাইলাতুল কাদর বিহীন এক হাজার মাসের আমলের চেয়েও উত্তম। এতে মানুষের জ্ঞান দিশেহারা হয়ে যায় এবং তাদের বিবেকসমূহ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। কেননা আল্লাহ তাআলা অনুগ্রহ করে এই দুর্বল উম্মতকে এমন এক রাত দিয়েছে, যেই রাতের আমল এক হাজার মাসের সমান। কোন ব্যক্তি দীর্ঘ জীবন পেলেও তার বয়স সাধারণত হয়ে থাকে আশি বছরের কিছু বেশি।

﴿تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ (٤) سَلَامٌ هِيَ﴾ **সে রাতে ফেরেশতারা ও রূহ (জিবরাইল) তাদের রবের অনুমতিক্রমে সকল সিদ্ধান্ত নিয়ে অবতরণ**

করে। শান্তিময় সেই রাত: অর্থাৎ সেই রাত সকল ধরনের বিপদাপদ ও অকল্যাণ থেকে মুক্ত, আর তাতে রয়েছে বহু কল্যাণ।

﴿حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾ **ফজরের সূচনা পর্যন্ত:** এটি শুরু হয় সূর্য অস্ত যাওয়া থেকে, আর শেষ হয় ফজর উদিত হওয়া পর্যন্ত।

লাইলাতুল কদরের ফযীলত সম্পর্কীত হাদীসগুলো মুতাওয়াতির পর্যায়ের। আর লাইলাতুল কাদর হয় রমজান মাসের শেষ দশকে, বিশেষ করে শেষ দশকের বিজোড় রাতে। আর এটি কিয়ামত পর্যন্ত প্রতি বছরই হবে।

একারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাইলাতুল কাদর পাওয়ার আশায় রমজানের শেষ দশকে ইতিকাফ করতেন এবং বেশি বেশি ইবাদত করতেন। আর আল্লাহ তাআলাই অধিক অবগত।

٩٨. سورة البيّنة وَهِيَ مَدَنِيَّةٌ

৯৮. সূরা আল বায়্যিনাহ (মাদানী, আয়াত ৮)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ (١) رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً (٢) فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ (٣) وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ (٤) وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ (٥) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ (٦) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ (٧) جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ (٨)﴾

৯৮:১- আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে এবং মুশরিকরণ, তারা নিবৃত্ত হবে না যতক্ষণ না তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসবে

৯৮:২- আল্লাহর কাছ থেকে এক রাসূল, যিনি তেলাওয়াত করেন পবিত্র কিতাবসমূহ

৯৮:৩- যাতে আছে সঠিক বিধিবদ্ধ বিধান।

৯৮:৪- আর যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তারা তো বিভক্ত হলো তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পর।

৯৮:৫- আর তাদেরকে কেবল এ নির্দেশই প্রদান করা হয়েছিল যে, তারা যেন আল্লাহর ইবাদত করে তাঁরই জন্য দীনকে একনিষ্ঠ করে এবং সালাত কায়েম করে ও যাকাত প্রদান করে। আর এটাই সঠিক দীন।

৯৮:৬- নিশ্চয় কিতাবীদের মধ্যে যারা কুফরি করেছে তারা এবং মুশরিকরা জাহান্নামের আগুনে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে; তারাই সৃষ্টির অধম।

৯৮:৭- নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তারাই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ।

৯৮:৮- তাদের রবের কাছে আছে তাদের পুরস্কার : স্থায়ী জান্নাত, যার নিচে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও তার প্রতি সন্তুষ্ট। এটি তার জন্য, যে তার রবকে ভয় করে।

ব্যাখ্যা:

﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ **আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে:** অর্থাৎ ইয়াহূদী ও নাসারাদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে, ﴿وَالْمُشْرِكِينَ﴾ **এবং মুশরিকরা:** ইয়াহূদী ও নাসারা ব্যতীত অন্যান্য উম্মতের মধ্যে মুশরিকরা, ﴿مُنْفَكِّينَ﴾ **তারা নিবৃত্ত হবে না:** অর্থাৎ তাদের কুফরী ও তারা যে ভ্রষ্টতার মধ্যে আছে সেখান থেকে নিবৃত্ত হবে না, ﴿حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ﴾ **যতক্ষণ না তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসবে:** তারপর এই সুস্পষ্ট প্রমাণের ব্যাখ্যা দিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ﴾ **আল্লাহর কাছ থেকে এক রাসূল:** আল্লাহ তাআলা তাকে প্রেরণ করেছেন, যিনি মানুষকে হকের দিকে আহ্বান করেন, এবং আল্লাহ তাআলা তার ওপর কিতাব নাযিল করেছেন, যিনি তা তিলাওয়াত করেন, যাতে করে তিনি মানুষকে হিকমত শিক্ষা দেন, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন এবং তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসেন। এজন্য আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً ﴾ **যিনি তেলাওয়াত করেন পবিত্র কিতাবসমূহ:** শয়তানের নিকটবর্তী হওয়া থেকে সেগুলো সংরক্ষিত, পবিত্রগণ ছাড়া কেউ সেগুলো স্পর্শ করে না। কেননা সেগুলো হলো সবচেয়ে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন কথা। এজন্য আল্লাহ তাআলা সেগুলোর সম্পর্কে বলেন, ﴿فِيهَا﴾**যাতে আছে:** অর্থাৎ সেই কিতাবগুলোতে আছে,

﴿كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ﴾ **সঠিক বিধিবদ্ধ বিধান:** সত্য সংবাদ ও ইনসাফপূর্ণ আদেশসমূহ, যেগুলো হক ও সিরাতে মুস্তাকীমের দিকে হিদায়াত দান করে। তারপর যখন এই সুস্পষ্ট প্রমাণসমূহ আসবে, তখন কার উদ্দেশ্য হক তালাশ করা আর কার উদ্দেশ্য হক তালাশ করা নয় তা স্পষ্ট হয়ে যাবে। যাতে যে কেউ ধ্বংস হবে সে যেন সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়ার পর ধ্বংস হয় এবং যে জীবিত থাকবে সে যেন সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়ার পর জীবিত থাকে।

কিন্তু তারপরও আহলে কিতাবরা যদি এই রাসূলের ওপর ঈমান না আনে ও তার অনুগত না হয়, তাহলে এটিই তাদের গোমরাহী ও অবাধ্যতার ক্ষেত্রে নতুন নয়। কেননা তাদের নিকটে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পরেই তারা মতভেদ করেছন, বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং দলে দলে বিভক্ত হয়েছে। অথচ সেই সুস্পষ্ট প্রমাণগুলো তাদেরকে একমত ও একত্রিত হওয়াকে আবশ্যক করে। কিন্তু তাদের হীনতা ও নিকৃষ্টতার কারণে, হিদায়াত বৃদ্ধি না পেয়ে শুধু গোমরাহীই বৃদ্ধি পেয়েছে, দূরদর্শিতা না এসে অন্ধত্বতাই বেড়ে গেছে, অথচ সকল কিতাব একই মূল ও একই দীন নিয়ে এসেছে। সকল শরীআতেই শুধু এই আদেশই করা হয়েছে যে, তারা যেন ﴿لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ **তারা যেন আল্লাহর ইবাদত করে তাঁরই জন্য দীনকে একনিষ্ঠ করে:** অর্থাৎ বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সকল ধরনের ইবাদতই যেন তারা একমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের জন্য ও তার নৈকট্য অর্জনের উদ্দেশ্যে করে।

﴿حُنَفَاءَ﴾ **একনিষ্ঠ হয়ে:** তাওহীদের বিপরীত অন্যান্য সকল দীন থেকে বিমুখ হয়ে তারা যেন একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করে। 'তারা যেন একনিষ্ঠ হয়ে একমাত্র আল্লাহ তাআলারই ইবাদত করে' এই বাক্যের মধ্যে সালাত ও যাকাত অন্তর্ভুক্ত হলেও বিশেষভাবে এই দু'টির কথা বর্ণনা করা হয়েছে, এগুলোর বিরাট ফযীলত ও মর্যাদা থাকার কারণে। সাথে সাথে এটিও কারণ যে, যে ব্যক্তি এই দু'টি ইবাদত করবে, সে দীনের অন্যান্য বিধানগুলোও পালন করবে।

﴿وَذَلِكَ﴾ **আর এটাই:** অর্থাৎ তাওহীদ ও দীনে ইখলাস থাকাই হলো, ﴿دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾ **সঠিক দীন:** অর্থাৎ সঠিক দীন, যেই দীন নিয়ামত ভরা জান্নাতে নিয়ে যায়। এই দীন বাদে অন্যান্য রাস্তাগুলো জাহান্নামের আগুনের দিকে নিয়ে যায়।

সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পরেও যারা কুফরী করে, এবার তাদের প্রতিদানের কথা বর্ণনা করে আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ﴾ **নিশ্চয় কিতাবীদের মধ্যে যারা কুফরি করেছে তারা এবং মুশরিকরা জাহান্নামের আগুনে অবস্থান করবে:** তাদেরকে জাহান্নামের আগুন পরিবেষ্টন করে নিবে, এবং তাদের শাস্তি অনেক কঠিন হবে।

﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ **তারা সেখানে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে:** তাদের থেকে শাস্তি লাঘব করাও হবে না, এবং তারা সেখানে নিরাশ হয়ে পড়বে।

﴿أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ﴾ **তারাই সৃষ্টির অধম:** কেননা তারা হক জানার পরে তা পরিত্যাগ করেছে এবং দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ﴾ **নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তারাই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ:** কেননা তারা একমাত্র আল্লাহ তাআলারই ইবাদত করেছে, তাকে জেনেছে এবং দুনিয়া ও আখিরাতের নিয়ামত পেয়ে তারা সফলকাম হয়েছে।

﴿جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ﴾ **তাদের রবের কাছে আছে তাদের পুরস্কার স্থায়ী জান্নাত:** যেটার কোন পরিবর্তন হবে না ও সেখানে থেকে স্থানান্তরও হবে না। আর তারা সেখানে এর চেয়ে উন্নতমানের কোন কিছু আবেদনও করবে না।

﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ **যার নিচে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও তার প্রতি সন্তুষ্ট:** তারা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টিমূলক কাজ করেছে, সেকারণে আল্লাহ তাআলাও তাদের ওপর সন্তুষ্ট, আর আল্লাহ তাআলা যে তাদের জন্য বিভিন্ন ধরনের সম্মান ও অঢেল প্রতিদান প্রস্তুত করে রেখেছেন, সেজন্য তারাও আল্লাহ তাআলার ওপর সন্তুষ্ট।

﴿ذَلِكَ﴾ **এটি:** অর্থাৎ এই উত্তম প্রতিদান, ﴿لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ﴾ **তার জন্য, যে তার রবকে ভয় করে:** অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে, ফলে সে আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকে এবং সে ওয়াজিব বিধানগুলো পালন করে।

٩٩. سورة الزّلزلة وَهِيَ مَدَنِيَّةٌ

৯৯. সূরা আয যিলযাল (মাদানী, আয়াত ৮)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا (١) وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا (٢) وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا (٣) يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا (٤) بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا (٥) يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ (٦) فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (٨) ﴾

৯৯:১- যখন প্রবল কম্পনে জমিন প্রকম্পিত করা হবে

৯৯:২- আর জমিন তার ভার বের করে দেবে

৯৯:৩- আর মানুষ বলবে, এর কী হলো?

৯৯:৪- সেদিন জমিন তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে

৯৯:৫- কারণ আপনার রব তাকে নির্দেশ দিয়েছেন,

৯৯:৬- সেদিন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন দলে বের হবে, যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো যায়

৯৯:৭- কেউ অণু পরিমাণ সৎকাজ করলে সে তা দেখবে।

৯৯:৮- আর কেউ অণু পরিমাণ অসৎকাজ করলে সে তাও দেখবে।

ব্যাখ্যা:

কিয়ামতের দিনে যা ঘটবে আল্লাহ তাআলা তার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, সেদিন জমিনে ভূমিকম্প হবে ও সেটি প্রকম্পিত হবে, এমনকি এর ওপর যে নির্মান ও নিদর্শন রয়েছে সেগুলো পড়ে যাবে। পাহাড়গুলো ভেঙ্গে মাটি সমান হয়ে যাবে। পরে তা একটি সমতল ভূমিতে পরিণত হবে, যাতে থাকবে না কোন উঁচু নিচু।

﴿وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ﴾ **আর জমিন তার ভার বের করে দেবে:** অর্থাৎ তার অভ্যন্তরে যেসব মৃতরা ও সঞ্চিত ধনসম্পদ রয়েছে সেগুলো সেদিন জমিন বের করে দিবে।

﴿وَقَالَ الْإِنْسَانُ﴾ **আর মানুষ বলবেঃ** এই ভয়াবহ ঘটনা ঘটা দেখে মানুষ বলবে, ﴿مَا لَهَا﴾ **এর কী হলোঃ** অর্থাৎ এতে কী আপতিত হলো?

﴿يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا﴾ **সেদিন** জমিন **তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবেঃ** অর্থাৎ আমলকারীরা এই জমিনের বুকে ভালো মন্দ কী আমল করেছে তা সেই বিষয়ে এই জমিন সাক্ষ্য দিবে। এর কারণ হলো, ﴿بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا﴾ **আপনার রব তাকে নির্দেশ দিয়েছেনঃ** অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তাকে আদেশ করবেন যেন সে তার ওপর যে আমল করা হয়েছে তা বর্ণনা করে। আর সে আল্লাহ তাআলার আদেশের অবাধ্যতা করবে না।

﴿يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ﴾ **সেদিন মানুষ বের হবেঃ** অর্থাৎ যখন আল্লাহ তাআলা তাদের মাঝে ফায়সালা করবেন, তখন তারা কিয়ামতের অবস্থানস্থলে বের হবে, ﴿أَشْتَاتًا﴾ **ভিন্ন ভিন্ন দলেঃ** অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের দলে দলে।

﴿لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ﴾ **যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো যায়ঃ** অর্থাৎ যাতে করে তারা যে ভালো মন্দ আমল করেছে সেগুলো আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দেখান এবং সেগুলোর পুরোপুরি প্রতিদানও তাদেরকে দেখান।

﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ **কেউ অণু পরিমাণ সৎকাজ করলে সে তা দেখবে। আর কেউ অণু পরিমাণ অসৎকাজ করলে সে তাও দেখবেঃ** এতে সকল ধরনের সৎকাজ ও অসৎকাজই অন্তর্ভুক্ত হবে। কেননা যদি অনু পরিমাণ সৎকাজ ও অসৎকাজও দেখতে পায়, যেটি হলো সবচেয়ে ছোট জিনিস, এবং সেগুলোরও যদি প্রতিদান দেওয়া হয়, তাহলে এর চেয়ে বড় সৎকাজ ও অসৎকাজ দেখতে পাওয়া ও তার প্রতিদান দেওয়া তো আরো বেশি যুক্তিযুক্ত। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا﴾

যেদিন প্রত্যেকে সে যা ভালো আমল করেছে এবং সে যা মন্দ কাজ করেছে তা উপস্থিত পাবে, সেদিন সে কামনা করবে, যদি তার এবং এর মধ্যে বিশাল ব্যবধান থাকত (সূরা আলে ইমরানঃ ৩০)। আল্লাহ তাআলা আরো বলেন, ﴿وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا﴾

আর তারা যা আমল করেছে তার সবগুলোই সামনে উপস্থিত পাবে (সূরা আল কাহাফঃ ৪৯)। এই আয়াতে সৎকাজ করতে খুবই উৎসাহিত করা হয়েছে, যদিও সেই কাজ খুবই কম হোক। আবার এই আয়াতে অসৎকাজ থেকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে, যদিও তা ছোট হোক।

١٠٠. سورة العاديات وَهِيَ مَكِّيَّةٌ

১০০. সূরা আল আদিয়াত (মাক্কী, আয়াত ১১)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

﴿وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا (١) فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا (٢) فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا (٣) فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا (٤) فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا (٥) إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ (٦) وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ (٧) وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ (٨) أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ (٩) وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ (١٠) إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ (١١)﴾

১০০:১- শপথ উর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান অশ্বরাজির

১০০:২- অতঃপর যারা ক্ষুরের আঘাতে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত করে

১০০:৩- অতঃপর যারা অভিযান করে প্রভাতকালে

১০০:৪- ফলে তারা তা দ্বারা ধূলি উৎক্ষিপ্ত করে

১০০:৫- অতঃপর তা দ্বারা শত্রু দলের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে।

১০০:৬- নিশ্চয় মানুষ তার রবের প্রতি বড়ই অকৃতজ্ঞ

১০০:৭- আর নিশ্চয় সে এ বিষয়ে সাক্ষী

১০০:৮- আর নিশ্চয় সে ধন-সম্পদের আসক্তিতে প্রবল

১০০:৯- তবে কি সে জানে না যখন কবরে যা আছে তা উত্থিত হবে

১০০:১০- আর অন্তরে যা আছে তা প্রকাশ করা হবে?

১০০:১১- নিশ্চয় তাদের রব সেদিন তাদের ব্যাপারে সবিশেষ অবহিত।

ব্যাখ্যা:

আল্লাহ তাআলা ঘোড়ার কসম করছেন, কারণ তাতে রয়েছে আল্লাহ তাআলার স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ ও নিয়ামত, যা সৃষ্টির নিকট সুপরিচিত। আল্লাহ তাআলা ঘোড়ার এমন অবস্থা দিয়ে কসম করছেন, যাতে অন্য কোন প্রাণীই শরীক নয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا﴾ **শপথ উর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান অশ্বরাজির:** অর্থাৎ শপথ অত্যন্ত শক্তি ও দ্রুতগতিতে ধাবমান ঘোড়ার। শক্তিশালী শত্রুদের সামনে এভাবে চলার সময় তার থেকে এক ধরনের শব্দ হয়।

﴿فَالْمُورِيَاتِ﴾ **অতঃপর যারা ক্ষুরের আঘাতে:** অর্থাৎ চলার সময় ক্ষতের আঘাতে পাথরে, ﴿قَدْحًا﴾ **অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত করে:** অর্থাৎ যখন তারা দৌড়ায়, তখন তাদের ক্ষুরের শক্ত অবস্থা ও শক্তিমত্তার কারণে আগুন বিচ্ছুরিত হয়।

﴿فَالْمُغِيرَاتِ﴾ **অতঃপর যারা অভিযান করে:** অর্থাৎ শত্রুদের বিরুদ্ধে অভিযান করে ﴿صُبْحًا﴾ **প্রভাতকালে:** অধিকাংশ ক্ষেত্রে সকালেই অভিযান হয় বলে এভাবে বলা হয়েছে।

﴿فَأَثَرْنَ بِهِ﴾ **ফলে তারা তা দ্বারা উৎক্ষিপ্ত করে:** তাদের দৌঁড়ানো ও আক্রমণের মাধ্যমে তারা উৎক্ষিপ্ত করে, ﴿نَقْعًا﴾ **ধূলি।**

﴿فَوَسَطْنَ بِهِ﴾ **অতঃপর তা দ্বারা ঢুকে পড়ে:** তাদের ওপর আরোহীদেরকে নিয়ে ﴿جَمْعًا﴾ **শত্রু দলের অভ্যন্তরে:** তাদেরকে নিয়ে তারা শত্রুর দলের মধ্যে ঢুকে পড়ে, যারা তাদের বিরুদ্ধে আক্রমন চালিয়েছে।

যেই বিষয়ের ওপর কসম করা হচ্ছে, তাহলো, ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ﴾ **নিশ্চয় মানুষ তার রবের প্রতি বড়ই অকৃতজ্ঞ:** কল্যাণকর জিনিস দিতে বাধাদানকারী, যেই কল্যাণ তাদের নিকটে তার রবের পক্ষ থেকেই এসেছে। মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতি হলো, তার ওপর যেই হকগুলো রয়েছে সেগুলো পরিপূর্ণভাবে পালনে সে উদার হয় না। বরং তার স্বভাব হলো, তার ওপর যেই আর্থিক ও শারীরিক হক রয়েছে সেগুলো পালনে সে কৃপণতা করে এবং সেগুলো আদায় করে না।

﴿وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ﴾ **আর নিশ্চয় সে এ বিষয়ে সাক্ষী:** অর্থাৎ মানুষের নিজের মধ্যে যে হক আদায় না করার প্রবণতা রয়েছে সেই বিষয়ে সে নিজেই সাক্ষী, সে এটিকে অস্বীকার করতে পারবে না। কেননা এই বিষয়টি একেবারেই স্পষ্ট। আবার হতে পারে, এখানে এই সর্বনাম দিয়ে আল্লাহ তাআলাকেই বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ বান্দা তার রবের প্রতি বড়ই অকৃতজ্ঞ। আর আল্লাহ তাআলা এই বিষয়ে সাক্ষী। এতে যে ব্যক্তি তার রবের অকৃতজ্ঞ হয়, তার বিষয়ে কঠোর সতর্কবাণী ও হুমকি রয়েছে যে, স্বয়ং আল্লাহ তাআলা তার এই বিষয়ে সাক্ষী।

﴿وَإِنَّهُ﴾ **আর নিশ্চয় সে:** অর্থাৎ মানুষ। ﴿لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ﴾ **ধন-সম্পদের আসক্তিতে প্রবল:** অর্থাৎ সে ধনসম্পদকে অত্যন্ত ভালোবাসে। আর এই ভালোবাসাই তাকে তার ওপর যেই ফরয হকসমূহ রয়েছে তা আদায় করা থেকে দূরে থাকতে বাধা দেয়। আর সে তার রবের হকের ওপরে নিজের প্রবৃত্তিকে প্রাধান্য দেয়। এই সবগুলোর কারণ হলো, সে তার দৃষ্টিকে শুধু এই দুনিয়ার জীবনের ওপরই সীমাবদ্ধ করেছে এবং আখিরাত থেকে উদাসীন থেকেছে। এজন্য

আল্লাহ তাআলা সেই ভয়ংকর দিনকে ভয় করার জন্য উৎসাহিত করে বলেন, ﴿أَفَلَا يَعْلَمُ﴾ **তবে কি সে জানে না:** অর্থাৎ এই প্রতারিত ব্যক্তি কি জানে না যে, ﴿إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ﴾ **যখন কবরে যা আছে তা উত্থিত হবে:** অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা মৃতদেরকে হাশরের মাঠে উপস্থিত হওয়ার জন্য তাদেরকে তাদের কবর থেকে বের করবেন।

﴿وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ﴾ **আর অন্তরে যা আছে তা প্রকাশ করা হবে:** অর্থাৎ অন্তরে ভালো মন্দ যা ছিল ও যা কিছু গোপন ছিল সবগুলো সেদিন প্রকাশ পেয়ে যাবে। ফলে সেদিন গোপন জিনিস প্রকাশ্য হয়ে যাবে। আর তাদের আমলের পরিণাম সৃষ্টির স্পষ্ট হয়ে যাবে।

﴿ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ ﴾ **নিশ্চয় তাদের রব সেদিন তাদের ব্যাপারে সবিশেষ অবহিত:** অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তাদের বাহ্যিক- অভ্যন্তরীণ, গোপন – প্রকাশ্য সকল আমল সম্পর্কে অবহিত এবং তাদেরকে তাদের আমলের প্রতিদান দিবেন। আল্লাহ তাআলা শুধু সে দিন সবিশেষ অবহিত বলে বর্ণনা করলেন অথচ তিনি সর্বদাই তাদের সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত। এর কারণ, এখানে উদ্দেশ্য হলো, আমলসমূহের প্রতিদান দেওয়া, যেটি আল্লাহ তাআলার অবহিত হওয়া ও জ্ঞান থেকেই আসে।

١٠١. سورة القارعة وَهِيَ مَكِّيَّةٌ

১০১. সূরা আল কারি'আ (মাক্কী, আয়াত ১১)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

﴿الْقَارِعَةُ (١) مَا الْقَارِعَةُ (٢) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ (٣) يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ (٤) وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ (٥) فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ (٦) فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ (٧) وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ (٨) فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ (٩) وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ (١٠) نَارٌ حَامِيَةٌ (١١)﴾

১০১:১- ভীতিপ্রদ মহা বিপদ

১০১:২- ভীতিপ্রদ মহা বিপদ কী?

১০১:৩- আর ভীতিপ্রদ মহা বিপদ সম্পর্কে আপনাকে কিসে জানাবে?

১০১:৪- সেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মত

১০১:৫- আর পর্বতসমূহ হবে ধুনিত রঙ্গিন পশমের মত।

১০১:৬- অতঃপর যার (নেকীর) পাল্লাসমূহ ভারী হবে

১০১:৭- সে তো থাকবে সন্তোষজনক জীবনে।

১০১:৮- আর যার পাল্লাসমূহ হালকা হবে

১০১:৯- তার স্থান হবে 'হাবিয়াহ'

১০১:১০- আর আপনাকে কিসে জানাবে সেটা কী?

১০১:১১- অত্যন্ত উত্তপ্ত আগুন।



ব্যাখ্যা:

﴿الْقَارِعَةُ﴾**বা ভীতিপ্রদ মহা বিপদ:** এটি হলো কিয়ামতের একটি নাম। এই নামে নামকরণ করার কারণ হলো, এটি মানুষের নিকটে হঠাৎ করেই কড়া নাড়বে এবং তার ভয়াবহতা মানুষকে অস্থির করে তুলবে। এজন্য এই বিষয়ের বড়ত্ব ও মহত্ব বর্ণনা করে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿الْقَارِعَةُ (١) مَا الْقَارِعَةُ (٢) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ (٣) يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ﴾ **ভীতিপ্রদ মহা বিপদ। ভীতিপ্রদ মহা বিপদ কী? আর ভীতিপ্রদ মহা বিপদ সম্পর্কে আপনাকে কিসে জানাবে? সেদিন মানুষ হবে:** প্রচণ্ড ভয়াবহ অবস্থার কারণে, ﴿كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ﴾ **বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মত:** ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা পতঙ্গের মতো, যেগুলো একটি আরেকটির মাঝে দোল খায়। বা পতঙ্গ হলো, যেই প্রাণীগুলো রাতে একটি আরেকটির মাঝে দোল খায়, কোন দিকে যাবে তা সে জানে না। যখন আগুন জ্বালানো হয়, তখন তারা তাদের কম বুদ্ধির কারণে সেই আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এমন হবে বিবেকবান মানুষের অবস্থা। আর অত্যন্ত শক্ত ও দৃঢ় পাহাড়গুলো হবে ﴿كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ﴾ **ধুনিত রঙ্গিন পশমের মত:** অর্থাৎ ধুনিত তুলার মতো, যেটি অত্যন্ত দুর্বল অবস্থাতে থাকে, সামান্য বাতাসেই তা উড়ে যায়।

আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন, ﴿ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ﴾ আর আপনি পর্বতমালা দেখে সেগুলো অচল মনে করছেন, অথচ সেগুলোই সেদিন মেঘপুঞ্জের মতো চলমান হবে (সূরা আন নামাল: ৮৮)।

তারপর সেই পাহাড়গুলো বিক্ষিপ্ত ধুলিকণাতে পরিণত হবে। তারপর সেগুলো হারিয়ে যাবে, সেগুলোর দৃশ্যমান কোন কিছুই আর অবশিষ্ট থাকবে না। সেদিন মীযান বা দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করা হবে। তখন মানুষজন দুই ভাগে ভাগ হয়ে যাবে: সৌভাগ্যবান, আর হতভাগা।

﴿فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ﴾ **অতঃপর যার (নেকীর) পাল্লাসমূহ ভারী হবে:** অর্থাৎ পাপের পাল্লার চেয়ে নেকীর পাল্লা ভারী হবে।

﴿فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ﴾ **সে তো থাকবে সন্তোষজনক জীবনে:** নিয়ামতপূর্ণ জান্নাতের মাঝে।

﴿وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ﴾ **আর যার পাল্লাসমূহ হালকা হবে:** অর্থাৎ যার নেকীর পরিমাণ পাপের সমান হবে (অর্থাৎ নেকীর পরিমাণ পাপের চেয়ে কম হবে)।

﴿فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ﴾ **তার স্থান হবে 'হাবিয়াহ':** অর্থাৎ তার বাসস্থান হবে জাহান্নামের আগুনে, হাবিয়া জাহান্নামেরই একটি নাম। এই হাবিয়া নামক জাহান্নাম হবে তার মায়ের মতো, যে তার সাথেই সর্বক্ষণ থাকবে। আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন, ﴿إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴾ নিশ্চয় জাহান্নামের শাস্তি অবিচ্ছিন্ন (সূরা আল ফুরকান: ৬৫)।

আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, এই আয়াতের অর্থ হলো, তার মগজ জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপিত হবে। অর্থাৎ তাকে তার মাথার ওপর ভর করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ﴾ **আর আপনাকে কিসে জানাবে সেটা কী:** জাহান্নামের ভয়াবহতা বর্ণনা করার জন্য এমনভাবে বলা হচ্ছে। তারপর এর ব্যাখ্যা করে আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿نَارٌ حَامِيَةٌ ﴾ **অত্যন্ত উত্তপ্ত আগুন:** অর্থাৎ সেই আগুন অত্যন্ত উত্তপ্ত, যার উত্তাপ দুনিয়ার আগুনের চেয়ে সত্তর গুণ বেশি। আমরা আল্লাহ তাআলার নিকট জাহান্নামের আগুন থেকে আশ্রয় চাই।

١٠٢. سورة التّكاثر وَهِيَ مَكِّيَّةٌ

১০২. সূরা আত তাকাসুর (মাক্কী, আয়াত ৮)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

﴿أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ (١) حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ (٢) كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (٣) ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (٤) كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ (٥) لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ (٦) ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ (٧) ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ (٨) ﴾

১০২:১- অধিক পাওয়ার প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রাখে

১০২:২- যতক্ষণ না তোমরা কবরে উপনীত হও।

১০২:৩- কখনো নয়, তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে

১০২:৪- তারপর, কখনো নয়, তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে

১০২:৫- কখনো নয়, তোমরা যদি নিশ্চিত জ্ঞানে জানতে

১০২:৬- অবশ্যই তোমরা জাহান্নাম দেখবে;

১০২:৭- তারপর অবশ্যই তোমরা তা দেখবে চাক্ষুষ প্রত্যয়ে

১০২:৮- তারপর অবশ্যই সেদিন তোমাদেরকে নিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে।

ব্যাখ্যা:

আল্লাহ তাআলা তার বান্দাদেরকে একমাত্র তার ইবাদত করা, তার সম্পর্কে জানা, তার অভিমুখী হওয়া ও সকল কিছুর ওপর তার ভালোবাসাকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্যই সৃষ্টি করেছেন। তিনি একক, তার কোন শরীক নেই। কিন্তু বান্দারা সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাদ দিয়ে অন্য কিছুতে ব্যস্ত থাকায় আল্লাহ তাআলা তাদেরকে তিরস্কার করে বলেন,

﴿أَلْهَاكُمُ﴾ **তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন রাখে:** অর্থাৎ পূর্বে বর্ণিত সৃষ্টির উদ্দেশ্য থেকে তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রাখে,

﴿التَّكَاثُرُ﴾ **অধিক পাওয়ার প্রতিযোগিতা:** কিন্তু কোন জিনিস অধিক পাওয়ার প্রতিযোগিতা তা এখানে বলা হয়নি। কারণ অধিক পাওয়ার প্রতিযোগিতাকারীরা যেই জিনিসই অধিক পাওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা করে এবং গর্বকারীরা যা নিয়েই গর্ব করে সবই এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন সম্পদ, সন্তান সন্ততি, সাহায্যকারী, সৈন্যবাহিনী, খাদেম, সম্মানসহ যেগুলোই মানুষ অধিক পাওয়ার জন্য একে অন্যের সাথে প্রতিযোগিতা করে। এখানে আল্লাহ তাআলার ইবাদতে ইখলাস নিয়ে প্রতিযোগিতা করা উদ্দেশ্য নয়। তোমাদের এই উদাসীনতা, ব্যস্ততা, ও আমোদ প্রমোদ চলতেই থাকবে, ﴿حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ﴾ **যতক্ষণ না তোমরা কবরে উপনীত হও:** কবরে উপনীত হলেই তোমাদের থেকে পর্দা সরে যাবে। কিন্তু তখন নতুন করে আমল করার আর কোন সুযোগ থাকবে না।

আল্লাহ তাআলার বাণী, ﴿حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ﴾ **যতক্ষণ না তোমরা কবরে উপনীত হও:** এটি প্রমাণ করে যে, বারযাখী জীবনটি স্থায়ী আখিরাতের জীবনে যাওয়ার একটি মাধ্যম। কেননা আল্লাহ তাআলা এখানে তাদেরক যিয়ারতকারী বলছেন, সেখানে তারা স্থায়ী থাকবে এমনটি বলেননি। সুতরাং এটি আরো প্রমাণ করে যে, স্থায়ী আখিরাতের জীবনে পুনরুত্থিত হতে হবে এবং সেখানে আমলসমূহের প্রতিদান দেওয়া হবে। এজন্য আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করে বলেন,

﴿كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (٣) ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (٤) كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ﴾

কখনো নয়, তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে। তারপর, কখনো নয়, তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে। কখনো নয়, তোমরা যদি নিশ্চিত জ্ঞানে জানতে: অর্থাৎ তোমাদের সামনে যা হবে তা যদি তোমরা এমন জ্ঞানের মাধ্যমে জানতে, যা তোমাদের অন্তরে পৌঁছে, তাহলে অধিক পাওয়ার প্রতিযোগিতা কখনোই তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রাখতে পারতো না, বরং তোমরা সৎ আমল করার দিকে দ্রুত অগ্রসর হতে। কিন্তু প্রকৃত জ্ঞান না থাকার কারণে, তোমরা এমন অবস্থাতে পৌঁছেছো যা তোমরা দেখতেই পাচ্ছো।

﴿لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ﴾ **অবশ্যই তোমরা জাহান্নাম দেখবে:** অর্থাৎ কিয়ামতের দিনে তোমাকে ফিরিয়ে আনা হবে এবং আল্লাহ তাআলা জাহান্নামের কাফিরদের জন্য যেই আযাব প্রস্তুত করে রেখেছেন তা তোমরা দেখতে পাবে।

﴿ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ﴾ **তারপর অবশ্যই তোমরা তা দেখবে চাক্ষুষ প্রত্যয়ে:** অর্থাৎ স্বচক্ষে দেখতে পাবে। আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন,

﴿الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا﴾

আর অপরাধীরা জাহান্নামের আগুন দেখবে, অতঃপর তারা নিশ্চিতরূপে জানতে পারবে যে, নিশ্চয় তারা তাতে নিপতিত হবে এবং তারা তা থেকে বাঁচার কোন পথ খুঁজে পাবে না (সূরা আল কাহাফ: ৫৩)।

﴿ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ﴾ **তারপর অবশ্যই সেদিন তোমাদেরকে নিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে:** অর্থাৎ যেই নিয়ামতের মাঝে তোমরা দুনিয়াতে ছিলে, সেগুলো সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে যে, তোমরা কি সেগুলোর শুকরিয়া আদায় করেছো? সেগুলোর কারণে আল্লাহর হক আদায় করেছো? সেগুলো কি আল্লাহর অবাধ্যতার কাজে লাগাওনি? যদি এগুলো পালন করে থাকো, তাহলে আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে এর চেয়ে অনেক উত্তম ও শ্রেষ্ঠ নিয়ামত দান করবেন।

নাকি তোমরা সেই নিয়ামতগুলো পেয়ে প্রতারিত হয়েছো, সেগুলোর শুকরিয়া আদায় করনি, বরং সেগুলো আল্লাহর অবাধ্যতার কাজে লাগিয়েছো। এমনটি করলে আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে শাস্তি দিবেন। যেমন আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন,

﴿وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ﴾

আর যারা কুফরী করেছে যেদিন তাদেরকে জাহান্নামের সামনে পেশ করা হবে (সেদিন তাদেরকে বলা হবে) তোমরা তোমাদের দুনিয়ার জীবনেই যাবতীয় সুখ-সম্ভার নিয়ে গেছো এবং সেগুলো উপভোগও করেছো। সুতরাং আজ তোমাদেরকে দেয়া হবে অবমাননাকর শাস্তি; কারণ তোমরা জমিনে অন্যায়ভাবে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে এবং তোমরা নাফরমানী করতে (সূরা আল আহকাফ: ২০)।

١٠٣. سورة العصر وَهِيَ مَكِّيَّةٌ

১০৩. সূরা আল আসর (মাক্কী, আয়াত ৩)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

﴿وَالْعَصْرِ (١) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (٢) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (٣)﴾

১০৩:১- সময়ের শপথ

১০৩:২- নিশ্চয় মানুষ ক্ষতির মাঝে নিপতিত

১০৩:৩- কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে আর পরস্পরকে উপদেশ দিয়েছে হকের এবং উপদেশ দিয়েছে ধৈর্যের।

ব্যাখ্যা:

আল্লাহ তাআলা সময়ের কসম করছেন, যেটি হলো দিন রাত, বান্দাদের কাজ কর্মের ক্ষেত্র। সময়ের কসম করে আল্লাহ তাআলা বলছেন যে, প্রত্যেক মানুষই ক্ষতির মধ্যে আছে। লাভবান হওয়ার বিপরীত কথা হলো ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া। ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার বিভিন্ন স্তর রয়েছে। কেউ কেউ পুরোপুরিই ক্ষতিগ্রস্ত। যেমন, যারা দুনিয়া ও আখিরাত উভয় স্থানেই ক্ষতিগ্রস্ত, যাদের নিয়ামতসমূহ হারিয়ে গেছে এবং আযাবের উপযুক্ত হয়েছে তাদের অবস্থা। আবার কেউ কেউ কোন কোন দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত। এজন্য আল্লাহ তাআলা ব্যাপকভাবে বর্ণনা করলেন যে, প্রত্যেক মানুষই ক্ষতির মধ্যে আছে। তবে যাদের চারটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে তারা ক্ষতির মধ্যে নেই। সেগুলো হলো,

(১) আল্লাহ তাআলার আদিষ্ট বিষয়ের ওপর ঈমান আনা (الإيمان بما أمر الله): আল্লাহ তাআলা যেগুলোর ওপর ঈমান আনার আদেশ করেছেন সেগুলোর ওপর ঈমান আনা। আর ইলম বা জ্ঞান ছাড়া ঈমান হতে পারে না। ঈমান হলো জ্ঞানের শাখা, জ্ঞান ছাড়া ঈমান পূর্ণ হতে পারে না।

(২) সৎআমল করা (والعمل الصالح): এতে বাহ্যিক – অভ্যন্তরীণ, আল্লাহর হকের সাথে সম্পৃক্ত ও বান্দার হকের সাথে সম্পৃক্ত, ওয়াজিব ও মুস্তাহাব কাজসহ সকল ধরনের ভালো কাজই এর অন্তর্ভুক্ত।

(৩) পরস্পরকে হকের উপদেশ দেওয়া (والتواصي بالحق): হক হলো ঈমান আনা ও সৎকাজ করা। অর্থাৎ তারা পরস্পরে একে অপরকে এগুলোর উপদেশ দেয়, এগুলো জন্য একে অন্যকে উৎসাহিত করে।

(৪) পরস্পরকে ধৈর্যের উপদেশ দেওয়া (والتواصي بالصبر): অর্থাৎ তারা আল্লাহ তাআলার আনুগত্যে অটল থাকা, আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে দূরে থাকা ও আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নির্ধারিত কষ্টদায়ক বিষয়ে ধৈর্যধারণের জন্য একে অপরকে উপদেশ দেয়।

প্রথম দু'টি (ঈমান ও সৎ আমল) বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে মানুষ নিজেকে পরিপূর্ণ করে, আর পরের দু'টি (পরস্পরকে হকের উপদেশ দেওয়া ও পরস্পরকে ধৈর্যের উপদেশ দেওয়া) বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে মানুষ অন্যকে পরিপূর্ণ করে। আর এই চারটি বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমেই মানুষ ক্ষতি থেকে বাঁচতে পারে এবং অনেক বড় লাভবান হতে পারে।

١٠٤. سورة الهمزة وَهِيَ مَكِّيَّةٌ

১০৪. সূরা আল হুমাযাহ (মাক্কী, আয়াত ৯)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

﴿وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ (١) الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ (٢) يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ (٣) كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ (٤) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ (٥) نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ (٦) الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ (٧) إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ (٨) فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ (٩)﴾

১০৪:১- দুর্ভোগ প্রত্যেকের, যে পিছনে ও সামনে লোকের নিন্দা করে

১০৪:২- যে সম্পদ জমা করে এবং বার বার গণনা করে

১০৪:৩- সে মনে করে তার সম্পদ তাকে চিরজীবি করবে

১০৪:৪- কখনো নয়, অবশ্যই সে নিক্ষিপ্ত হবে হুতামা'য়

১০৪:৫- আর আপনাকে কিসে জানাবে হুতামা কী?

১০৪:৬- এটা আল্লাহর প্রজ্বলিত আগুন

১০৪:৭- যা হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছে যাবে

১০৪:৮- নিশ্চয় এটা তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখবে।

১০৪:৯- দীর্ঘায়িত স্তম্ভসমূহে।



ব্যাখ্যা:

﴿وَيْلٌ﴾ বা দুর্ভোগ: অর্থাৎ সতর্কবাণী, ধ্বংস ও কঠিন আযাব সেসব লোকের জন্য,

﴿لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ﴾ **যে পিছনে ও সামনে লোকের নিন্দা করে:** অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার কাজের মাধ্যমে নিন্দা করে ও তার কথার মাধ্যমে নিন্দা করে। هماز হলো, যে ব্যক্তি ইঙ্গিত ও কাজের মাধ্যমে মানুষের দোষত্রুটি বর্ণনা করে ও তাকে খোঁচা দেয়। لماز হলো, যে ব্যক্তি কথার মাধ্যমে মানুষের দোষত্রুটি বর্ণনা করে। কথা ও কাজের মাধ্যমে দোষত্রুটি বর্ণনাকারীর বৈশিষ্ট্য হলো, ধনসম্পদ জমা করা, তা গণনা করা ও তা নিয়ে গর্ব করাই তার একমাত্র উদ্দেশ্য, কল্যাণকর পথে ও আত্মীতার সম্পর্ক রক্ষা করার জন্য সেগুলো খরচ করার প্রতি তার কোন আগ্রহ নেই।

﴿يَحْسَبُ﴾ **সে মনে করে:** সে তার অজ্ঞতার কারণে মনে করে যে, ﴿أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ﴾ **তার সম্পদ তাকে চিরজীবি করবে:** এই দুনিয়াতে। এজন্য ধনসম্পদ বাড়ানোতেই তার সকল চেষ্টা ও প্রচেষ্টা। আর সে মনে করে যে, এই ধনসম্পদ তার বয়স বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু সে এটা জানে না যে, কৃপণতা বয়সকে কমিয়ে দেয় এবং জনপদকে ধ্বংস করে। পক্ষান্তরে নেকী বয়সকে বাড়িয়ে দেয়।

﴿كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ (٤) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ﴾ **কখনো নয়, অবশ্যই সে নিক্ষিপ্ত হবে হুতামা'য়। আর আপনাকে কিসে জানাবে হুতামা কী:** এই বিষয়ের বড়ত্ব ও ভয়াবহতা বর্ণনা করে এমনভাবে বলা হচ্ছে। তারপর আল্লাহ তাআলা এর ব্যাখ্যা করে বলেন, ﴿نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ﴾ **এটা আল্লাহর প্রজ্বলিত আগুন:** যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর।

﴿الَّتِي﴾ **যা:** অর্থাৎ তার প্রচণ্ড উত্তাপের কারণে তা, ﴿تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ﴾ **হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছে যাবে:** অর্থাৎ তা শরীর থেকে অন্তর পর্যন্ত বিদ্ধ করবে।

এই প্রচণ্ড উত্তাপের সাথে সাথে তাদেরকে সেখানে আবদ্ধ করে রাখা হবে। সেখান থেকে বের হওয়া থেকে তারা নিরাশ হয়ে যাবে। এজন্য আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ﴾ **নিশ্চয় এটা তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখবে:** অর্থাৎ বন্দী করে রাখবে।

﴿فِي عَمَدٍ﴾ **এমন স্তম্ভসমূহে:** অর্থাৎ সেই দরজাগুলোর পিছনে, ﴿مُمَدَّدَةٍ﴾ **যেই স্তম্ভগুলো হবে দীর্ঘায়িত:** যাতে তারা বের হতে না পারে।

আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন, ﴿كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا﴾ যখনই তারা সেখান থেকে বের হতে চাইবে তখনই তাদেরকে সেখানে ফিরিয়ে দেওয়া হবে (সূরা আস সাজদাহ: ২০)।

আমরা আল্লাহ তাআলার নিকটে এখান থেকে আশ্রয় চাই, এবং আমরা তাঁর নিকটে ক্ষমা ও নিরাপত্তা চাই।

١٠٥. سورة الفيل وَهِيَ مَكِّيَّةٌ

১০৫. সূরা আল ফীল (মাক্কী, আয়াত ৫)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ (١) أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ (٢) وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ (٣) تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ (٤) فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ (٥)﴾

১০৫:১- আপনি কি দেখেননি আপনার রব হাতীওয়ালাদের সাথে কী করেছিলেন?

১০৫:২- তিনি কি তাদের কৌশল ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে দেননি?

১০৫:৩- আর তিনি তাদের বিরুদ্ধে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি প্রেরণ করেছিলেন

১০৫:৪- যারা তাদের ওপর শক্ত পোড়ামাটির কঙ্কর নিক্ষেপ করে।

১০৫:৫- অতঃপর তিনি তাদেরকে ভক্ষিত তৃণ-সদৃশ করেন।



ব্যাখ্যা:

আপনি কি দেখেননি আল্লাহ তাআলার ক্ষমতা, তার কাজের বড়ত্ব, বান্দাদের ওপর তার রহমত, তার তাওহীদের দলীলসমূহ ও তার রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্যতা? আল্লাহ তাআলা হাতীওয়ালাদের সাথে কী করেছিলেন! যারা তার পবিত্র ঘর ধ্বংস করতে চেয়েছিল। যার কারণে তারা প্রস্তুত হয়ে বায়তুল্লাহকে ধ্বংস করার জন্য একদল হাতী নিয়ে আসছিল। আর তারা হাবাশা ও ইয়ামেন থেকে এমন সৈন্য নিয়ে আসছিল, যার মোকাবেলা করা আরবদের পক্ষে সম্ভব নয়। যখন তারা মক্কার নিকটবর্তী হলো, আর যেহেতু তাদের মোকাবেলা করা আরবদের পক্ষে সম্ভব নয়, তাই মক্কাবাসীরা নিজেদের জীবনের ভয়ে তারা মক্কা থেকে বেরিয়ে গেল। আল্লাহ তাআলা তাদের পর বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন দলে দলে পাখি প্রেরণ করলেন, যেসব পাখি পোড়ামাটির কঙ্কর বহন করে সেগুলো তাদের ওপর নিক্ষেপ করেছিল, যেই পাথরগুলো সেই বাহিনীর দূরের ও কাছের সকলের নিকটে পৌঁছেছিল, ফলে তারা একেবারে ধ্বংস হয় এবং তারা ভক্ষিত তৃণ সদৃশ হয়। তাদের অনিষ্টের জন্য আল্লাহ তাআলাই যথেষ্ট হলেন, আর তাদের ষড়যন্ত্রকে তাদের মাঝেই ফিরিয়ে দিলেন। তাদের এই ঘটনা খুবই প্রসিদ্ধ। এই বছরই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। ফলে এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াতের নিদর্শন ও তার রিসালাতের দলীলে পরিণত হলো। আল্লাহ তাআলার জন্যই হলো সকল প্রশংসা ও শুকরিয়া।

١٠٦. سورة قريش وَهِيَ مَكِّيَّةٌ

১০৬. সূরা আল কুরাইশ (মাক্কী, আয়াত ৪)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

﴿لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ (١) إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ (٢) فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ (٣) الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ (٤)﴾

১০৬:১- কুরাইশদের আসক্তির কারণে

১০৬:২- তাদের আসক্তি আছে শীত ও গ্রীষ্মে সফরের

১০৬:৩- অতএব, তারা ইবাদত করুক এ ঘরের রবের

১০৬:৪- যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় খাদ্য দিয়েছেন এবং ভীতি থেকে তাদেরকে নিরাপদ করেছেন।

ব্যাখ্যা:

অনেক মুফাসসির বলেছেন যে, এখানে জার মাজরূরের সম্পর্কটি পূর্বের সূরার সাথে সম্পর্কীত। অর্থাৎ আমরা হাতিওয়ালাদের সাথে এমনটি করেছিলাম কুরাইশদের জন্য এবং তাদের নিরাপত্তা, তাদের কল্যাণ অটুট রাখা, শীতের সময় ইয়ামেনে সফর ও গ্রীষ্মের সময় শামে সফর ঠিক রাখার জন্য, এবং ব্যবসা ও উপার্জন করার জন্য।

আল্লাহ তাআলা যাদের মন্দ চেয়েছেন, তাদেরকে তিনি ধ্বংস করেছেন এবং আরবদের অন্তরে তিনি হারাম ও তার অধিবাসীর মর্যাদাকে অনেক বাড়িয়ে দিয়েছেন, এমনকি আরবরা তাদেরকে সম্মান করতো। হারামের অধিবাসীরা যেখানেই সফর করতে চাইতো, কেউ তাদেরকে বাধা দিতো না। এজন্য আল্লাহ তাআলা তাদেরকে এর শুকরিয়া আদায় করার আদেশ করে বলেন, ﴿فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ﴾ **অতএব, তারা ইবাদত করুক এ ঘরের রবের:** অর্থাৎ তারা যেন তার তাওহীদকে বাস্তবায়ন করে এবং একনিষ্ঠভাবে একমাত্র তারই ইবাদত করে।

﴿الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ﴾ **যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় খাদ্য দিয়েছেন এবং ভীতি থেকে তাদেরকে নিরাপদ করেছেন:** রিযিকে স্বচ্ছলতা থাকা ও ভয় ভীতি থেকে নিরাপদ থাকা সবচেয়ে বড় দুনিয়াবী নিয়ামতের অন্তর্ভুক্ত, যাতে আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করা আবশ্যক হয়।

হে আল্লাহ! বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ আপনার দেওয়া নেয়ামতের জন্য সকল প্রশংসা ও শুকরিয়া একমাত্র আপনার জন্যই। আল্লাহ তাআলা বিশেষভাবে এই ঘরের রব বলে উল্লেখ করেছেন। এর কারণ হলো, এই ঘরের ফযীলত ও মর্যাদা বর্ণনা করা। কেননা আল্লাহ তাআলা তো সকল কিছুরই রব।

١٠٧. سورة الماعون وَهِيَ مَكِّيَّةٌ

১০৭. সূরা আল মাউন (মাক্কী)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ (١) فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ (٢) وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (٣) فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (٤) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (٥) الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ (٦) وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (٧)﴾

১০৭:১- আপনি কি দেখেছেন তাকে, যে কর্মফল দিবসকে অস্বীকার করে?

১০৭:২- সে তো সে-ই, যে ইয়াতীমকে কঠোরভাবে তাড়িয়ে দেয়।

১০৭:৩- আর সে মিসকীনদের খাদ্য দানে উদ্বুদ্ধ করে না।

১০৭:৪- অতএব দুর্ভোগ সেই সালাত আদায়কারীদের,

১০৭:৫- যারা তাদের সালাত সম্বন্ধে উদাসীন,

১০৭:৬- যারা লোক দেখানোর জন্য তা করে

১০৭:৭- এবং ছোট-খাট গৃহসামগ্রী দানে নিষেধ করে



ব্যাখ্যা:

যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার হক ও তার বান্দাদের হক আদায় করে না তাকে তিরস্কার করে আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ﴾ **আপনি কি দেখেছেন তাকে, যে কর্মফল দিবসকে অস্বীকার করে:** অর্থাৎ পুনরুত্থিত হওয়া ও প্রতিদান দেওয়াকে অস্বীকার করে। আর রসূলগণ যা নিয়ে এসেছেন সেগুলো সে বিশ্বাস করে না।

﴿فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ﴾ **সে তো সে-ই, যে ইয়াতীমকে কঠোরভাবে তাড়িয়ে দেয়:** অর্থাৎ সে কঠোরভাবে ও রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেয়, আর তার অন্তর কঠিন হয়ে যাওয়ার কারণে সে ইয়াতীমের ওপর দয়া করে না। কারণ সে প্রতিদানের আশা করে না ও আযাবের কোন ভয় করে না।

﴿وَلَا يَحُضُّ﴾ **আর সে উদ্বুদ্ধ করে না:** অর্থাৎ অন্যকে উদ্বুদ্ধ করে না,

﴿عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ﴾ **মিসকীনদের খাদ্য দানে:** যদি অন্যকেই উৎসাহিত না করে, তাহলে তার নিজের পক্ষ থেকে মিসকীনকে খাবার না দেওয়াটা আরো বেশি যুক্তিযুক্ত।

﴿ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴾ **অতএব দুর্ভোগ সেই সালাত আদায়কারীদের:** যারা সালাত কায়েম করাকে বাধ্যতামূলক করেছে, কিন্তু তারা ﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ **তাদের সালাত সম্বন্ধে উদাসীন:** তারা তাদের সালাতকে নষ্ট করে, ওয়াক্ত মোতাবেক সালাত আদায় করে না এবং সালাতের রুকনগুলোর মধ্যে কিছু রুকন আদায় করে না। আল্লাহ তাআলার আদেশের বিষয়ে গুরুত্ব না থাকার কারণেই তাদের পক্ষ থেকে এমনটি হয়ে থাকে যে, তারা সালাতকে নষ্ট করে, যেটি হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আনুগত্য। কোন ব্যক্তি সালাত সম্বন্ধে উদাসীন থাকলে, সে তিরস্কার ও নিন্দার উপযুক্ত হয়ে যায়। আর সালাতের মাঝে ভুলে যাওয়াটা সবার থেকে হতে পারে এমনকি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের থেকেও হয়েছে। এজন্য আল্লাহ তাআলা তাদেরকে লোক দেখানো কাজ, অন্তর শক্ত হয়ে যাওয়া ও রহমত না থাকা এমন বৈশিষ্ট্য দিয়ে তাদেরকে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ﴾ **যারা লোক দেখানোর জন্য তা করে:** অর্থাৎ তারা মানুষজনকে দেখানোর জন্য আমল করে।

﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾ **এবং ছোট-খাট গৃহসামগ্রী দানে নিষেধ করে:** অর্থাৎ ছোট খাটো জিনিস দিতে তারা নিষেধ করে, যেগুলো ধার দিলে বা উপহার দিলে তাতে দাতার কোন

ক্ষতি হবে না, যেমন কোন পাত্র, বালতি, কুড়াল ইত্যাদি, যেগুলো স্বাভাবিকভাবেই মানুষজন অন্যকে দিয়ে থাকে।

কিন্তু এই সকল মানুষদের অত্যন্ত কৃপণতা থাকার কারণে তার এই ছোটখাটো জিনিসি দিতেও নিষেধ করে, তাহলে এর চেয়ে বড় জিনিস দেওয়ার সময় তাদের অবস্থা কেমন হতে পারে!

এই সূরাতে, ইয়াতীম মিসকীনদেরকে সম্মান করা, তাতে অন্যকে উৎসাহিত করা, সালাতের দিকে খেয়াল রাখা ও তার হেফাযত করা, এবং সালাতসহ সকল ইবাদতেই ইখলাস ঠিক রাখার বর্ণনা রয়েছে। এছাড়াও এই সূরাতে ভালো কাজ করা, সামান্য সম্পদ ব্যয় করার প্রতিও উৎসাহিত করা হয়েছে। যেমন, পাত্র, বালতি, কিতাব বা অনুরূপ কিছু ধার দেওয়া। কেননা যারা এমন কাজ করে না, আল্লাহ তাআলা তাদের নিন্দা করেছেন। আর আল্লাহ তাআলাই সঠিক সম্পর্কে বেশি অবগত। সকল প্রশংসা বিশ্বজগতের রব আল্লাহ তাআলার জন্য।

١٠٨. سورة الكوثر وَهِيَ مَكِّيَّةٌ

১০৮. সূরা আল কাউসার (মাক্কী, আয়াত ৩)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।



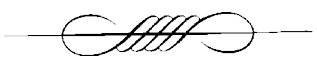
﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (١) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (٢) إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ (٣)﴾



১০৮:১- নিশ্চয় আমরা আপনাকে কাউছার দান করেছি।

১০৮:২- অতএব আপনি আপনার রবের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করুন এবং কুরবানী করুন।

১০৮:৩- নিশ্চয় আপনার প্রতি শত্রুতা পোষণকারীই তো নির্বংশ



ব্যাখ্যা:

আল্লাহ তাআলা তার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর যে অনুগ্রহ করেছেন তার কথা বর্ণনা করে তাকে আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾ **নিশ্চয় আমরা আপনাকে কাউছার দান করেছি:** অর্থাৎ অনেক কল্যাণ ও বিরাট অনুগ্রহ দান করেছি। তারই অন্তর্ভুক্ত হলো, কিয়ামতের দিনে আল্লাহ তাআলা তার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি নাহর বা হাউয দান করবেন যাকে বলা হয় কাওসার, যার দৈর্ঘ্য হলো এক মাসের পথ, প্রস্থও এক মাসের পথ, তার পানি দুধের চেয়েও সাদা ও মধুর চেয়েও মিষ্টি। সংখ্যা ও আলোকিত হওয়ার দিক থেকে তার পাত্রের সংখ্যা হলো আকাশের তারকারাজির মতো। যে ব্যক্তি একবার সেখান থেকে পানি পান করবে, সে তারপর আর কখনোই পিপাসিত হবে না।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহের কথা বর্ণনা করার পরে আল্লাহ তাআলা তাকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সেগুলোর শুকরিয়া আদায় করার আদেশ করছেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ **অতএব আপনি আপনার রবের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করুন এবং কুরবানী করুন:** বিশেষভাবে এই দু'টি ইবাদতের কথা বর্ণনা করা হলো। কারণ এই দু'টি হলো সবচেয়ে উত্তম ইবাদত ও শ্রেষ্ঠ নৈকট্যমূলক কাজ। আবার সালাত রয়েছে একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য অন্তর ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিনয়তা, আর এই সালাত বিভিন্ন ধরনের ইবাদতের দিকে নিয়ে যায়। আর কুরবানীতে, বান্দার নিকটে যে উত্তম পশু ও সম্পদ রয়েছে সেগুলো দেওয়ার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভ করা। আর সম্পদের প্রতি ভালোবাসা ও তার প্রতি আকর্ষণ দিয়েই মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

﴿إِنَّ شَانِئَكَ﴾ **নিশ্চয় তোমার প্রতি শত্রুতা পোষণকারীই:** অর্থাৎ আপনার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারী, নিন্দাকারী ও সম্মান নষ্টকারীরাই ﴿هُوَ الْأَبْتَرُ﴾ **তো নির্বংশ:** সকল ধরনের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত, আমল থেকেও বঞ্চিত, যিকির থেকেও বঞ্চিত। পক্ষান্তরে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই হলো, প্রকৃত অর্থে পরিপূর্ণ, সৃষ্টিতে যার রয়েছে পরিপূর্ণতা। যেমন, তার মর্যাদা উচ্চ হওয়া, অনেক সাহায্যকারী ও অনুসারী থাকা।

١٠٩. سورة الكافرون وَهِيَ مَكِّيَّةٌ

১০৯. সূরা আল কাফিরূন (মাক্কী, আয়াত ৬)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (٢) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٣) وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ (٤) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٥) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (٦) ﴾

১০৯:১- বলুন, হে কাফিররা!

১০৯:২- আমি তার ইবাদত করি না যার ইবাদত তোমরা কর

১০৯:৩- এবং তোমরাও তার ইবাদতকারী নও যার ইবাদত আমি করি

১০৯:৪- 'আর তোমরা যার 'ইবাদত করছ আমি তার 'ইবাদতকারী হব না'

১০৯:৫- এবং তোমরাও তার ইবাদতকারী হবে না যাঁর ইবাদত আমি করি,

১০৯:৬- তোমাদের দীন তোমাদের, আর আমার দীন আমার।

ব্যাখ্যা:

অর্থাৎ (হে নবী) আপনি কাফিরদেরকে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে দিন যে, ﴿لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ﴾ **আমি তার ইবাদত করি না যার ইবাদত তোমরা কর:** অর্থাৎ তারা আল্লাহ তাআলাকে বাদ দিয়ে যাদের ইবাদত করতো, সেগুলো থেকে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণভাবে সম্পর্ক ছিন্ন করুন।

﴿وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ﴾ **এবং তোমরাও তার ইবাদতকারী নও যার ইবাদত আমি করি:** কেননা আল্লাহ তাআলার ইবাদতে তোমাদের কোন ইখলাস নেই। বরং আল্লাহ তাআলার জন্য তোমাদের ইবাদতে রয়েছে শিরক, যাকে ইবাদত বলা যাবে না। তারপর আল্লাহ তাআলা পুনরায় এটি বর্ণনা করছেন, যাতে করে প্রথমটি এমন তার আমল না

থাকাকে (অর্থাৎ মুশরিকরা যাদের ইবাদত করে তারা ইবাদত না করাকে) প্রমাণ করে, আর দ্বিতীয়টি প্রমাণ করে যে, এমনটি তার আবশ্যক গুণে প্রমাণিত হয়েছে।

এজন্য দুই দলকে পৃথক ও স্বতন্ত্র করে আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾ **তোমাদের** দীন **তোমাদের, আর আমার** দীন **আমার:** আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন, বলুন, ﴿قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ﴾ 'প্রত্যেকেই নিজ পদ্ধতি অনুযায়ী আমল করে থাকে (সূরা আল ইসরা: ৮৪)।

আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন, ﴿أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ﴾ আমি যা করি সে বিষয়ে তোমরা দায়মুক্ত এবং তোমরা যা কর সে বিষয়ে আমিও দায়মুক্ত (সূরা ইউনুস: ৪১)।

١١٠. سورة النّصر وَهِيَ مَدَنِيَّةٌ

১১০. সূরা আন নাসর (মাদানী, আয়াত ৩)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (١) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا (٢) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا (٣)﴾

১১০:১- যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে

১১০:২- আর আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহ্‌র দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবেন

১১০:৩- তখন আপনি আপনার রবের প্রশংসাসহ তার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন এবং তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন, নিশ্চয় তিনি তাওবা কবুলকারী।

ব্যাখ্যা:

এই পবিত্র সূরাতে সুসংবাদ রয়েছে, সেই সুসংবাদ দেওয়া বিষয়টি আসলে তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য কিছু আদেশ রয়েছে এবং এই সুসংবাদের বিষয়টি আসলে তার সাথে যেই বিষয়গুলো ঘটবে সেই দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

সেই সুসংবাদটি হলো, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাহায্য করা, মক্কা বিজয় হওয়া এবং মানুষের দলে দলে আল্লাহ তাআলার দীনে প্রবেশ করার সুসংবাদ, এমনকি মানুষজন তার শত্রু থাকার পরে এর মাধ্যমে তার অনুসারী ও সাহায্যকারী মানুষের সংখ্যা অনেক বেশি হবে। আর এই সুসংবাদ দেওয়া বিষয়টি ঘটেছে। আর সাহায্য ও বিজয় আসার পরে আদেশ হলো, আল্লাহ তাআলা তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আদেশ করছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেন এই কারণে তার রবের শুকরিয়া আদায় করে, আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করাসহ তার পবিত্রতা বর্ণনা করে, এবং তারই নিকট ক্ষমা চায়।

আর ইঙ্গিত দেওয়া বিষয়টি হলো, এতে দু'টি ইঙ্গিত রয়েছে। সেগুলো হলো, এই দীনের জন্য সাহায্য অব্যাহত থাকবে, এবং তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে আল্লাহ তাআলার প্রশংসার সাথে তার পবিত্রতা বর্ণনা করা ও আল্লাহ তাআলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করার ফলে সেটি আরো বেড়ে যাবে। আর এটিই হলো সেই নিয়ামতের শুকরিয়ার অন্তর্ভুক্ত।

আর আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ﴾ তোমরা যদি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো, তাহলে অবশ্যই আমি আরো বাড়িয়ে দিবো (সূরা ইবরাহীম: ৭)।

এগুলো এই উম্মতে খোলাফায়ে রাশেদীন এবং তাদের পরবর্তীদের যুগে ঘটেছে। সেসময় আল্লাহ তাআলার সাহায্য অব্যাহত থেকেছে। এমনকি ইসলামে এমন স্থানে পৌঁছেছে, যেখানে অন্য কোন ধর্ম পৌঁছাতে পারেনি এবং ইসলাম এমন স্থানে প্রবেশ করেছে, যেখানে অন্য কোন ধর্ম প্রবেশ করতে পারেনি। তারপর যখন এই উম্মতের মাঝে আল্লাহ তাআলার আদেশের বিপরীত কাজ করা শুরু হয়েছে, তখন আল্লাহ তাআলা তাদের কথার মাঝে মতভেদ ও কাজকর্মে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে দেওয়ার মাধ্যমে তাদেরকে পরীক্ষায় ফেলেছেন। তারপর যা ঘটার তা তো ঘটেছেই।

কিন্তু এরপরেও এই উম্মত ও এই দীনের জন্য আল্লাহ তাআলার যে রহমত ও অনুগ্রহ রয়েছে তা ভাবাও যায় না অথবা কল্পনাতেও আসে না।

আর দ্বিতীয় ইঙ্গিত হলো, এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স শেষ হওয়া ও মৃত্যু নিকটবর্তী হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এর কারণ হলো, তার বয়স হলো অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ বয়স, আল্লাহ তাআলা যার কসম করেছেন। আর তিনি এটি জানিয়েছেন যে, মর্যাদাপূর্ণ বিষয়গুলো ইস্তিগফার দিয়ে শেষ করতে হয়, যেমন সালাত, হাজ্জ ইত্যাদি।

আল্লাহ তাআলা তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই অবস্থাতে তার প্রশংসা করার ও ইস্তিগফার করার আদেশ করছেন, এতেই ইঙ্গিত রয়েছে যে, তার বয়স শেষ, ফলে তিনি যেন তার রবের সাথে সাক্ষাতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন, এবং তিনি যেন তার বয়স সর্বোত্তম বিষয় দিয়ে সমাপ্ত করেন। তার ওপর আল্লাহ তাআলার সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনের ওপর আমল করতেন। আর এটি তিনি তার সালাতে বলতেন। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার রুকু ও সিজদায় বেশি বেশি বলতেন,

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ [رَبَّنَا] وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي.

হে আল্লাহ! আপনার প্রশংসার সাথে পবিত্রতা বর্ণনা করছি। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। (সহীহ বুখারী হা/৭৯৪, ৮১৭, সহীহ মুসলিম হা/৪৮৪।)

١١١. سورة المسد وَهِيَ مَكِّيَّةٌ

১১১. সূরা আল মাসাদ (মাক্কী, আয়াত ৫)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ (١) مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ (٢) سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ (٣) وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ (٤) فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ (٥)﴾

১১১:১- ধ্বংস হোক আবূ লাহাবের দু'হাত এবং সে নিজেও ধ্বংস হোক

১১১:২- তার ধন-সম্পদ ও তার উপার্জন তার কোন কাজে আসেনি।

১১১:৩- অচিরেই সে দগ্ধ হবে লেলিহান আগুনে

১১১:৪- আর তার স্ত্রীও যে ইন্ধন বহন করে

১১১:৫- তার গলায় পাকানো রশি।



ব্যাখ্যা:

আবূ লাহাব হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা। সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে চরম শত্রুতা করতো এবং অনেক কষ্ট দিতো। এতে তার কোন দীনও ছিল না, আবার আত্মীয়তার কোন টানও ছিল না। আল্লাহ তাআলা তাকে ধ্বংস করুন। আল্লাহ তাআলা এখানে তাকে অত্যন্ত শক্ত ভাষায় তার নিন্দা করছেন, যেটি কিয়ামত পর্যন্ত তার ওপর লাঞ্ছনাকে প্রমাণ করে।

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ﴾ **ধ্বংস হোক আবূ লাহাবের দু'হাত:** অর্থাৎ তার দুই হাত ক্ষতিগ্রস্ত হোক ও দুর্ভাগা হোক।

﴿وَتَبَّ﴾ **এবং সে নিজেও ধ্বংস হোক:** ফলে সে সফলকাম হতে পারেনি।

﴿مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ﴾ **তার ধন-সম্পদ তার কোন কাজে আসেনি:** যেই সম্পদ তার কাছে ছিল ও যেগুলো তাকে সীমালঙ্ঘন করিয়েছে, সেগুলো তার কোন কাজে আসেনি, এবং তার উপার্জনও কোন কাজে আসেনি। যখন আল্লাহ তাআলার আযাব নাযিল হয়েছে, তখন সেগুলো তাকে আল্লাহর আযাব থেকে বাচাতে কোন কাজে আসেনি।

﴿سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ﴾ **অচিরেই সে দগ্ধ হবে লেলিহান আগুনে:** চতুর্দিক থেকে তাকে জাহান্নামের আগুন পরিবেষ্টন করে নিবে।

﴿وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ﴾ **আর তার স্ত্রীও যে ইন্ধন বহন করে:** সেই মহিলাও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অত্যন্ত কষ্ট দিতো। সে এবং তার স্বামী আবূ লাহাব একে অপরকে পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে সাহায্য করতো এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যথাসম্ভব কষ্ট দেওয়ার জন্য প্রচেষ্টা চালাতো। পিঠে লাকড়ির বোঝা বহন করার মতো সেই মহিলা তার পিঠে পাপের বোঝা একত্রিত করতো। আর তার গলাতে সে প্রস্তুত করেছিল এমন রশ্মি যা হলো, ﴿مِنْ مَسَدٍ﴾ তন্তু বা আশের রশ্মি। অথবা এটিও হতে পারে যে, সেই মহিলা জাহান্নামের আগুনে তার স্বামীর শাস্তির জন্য ইন্ধন বহন করবে, সেই মহিলার গলাতে পাকানো রশ্মি থাকবে।

যাহোক, এই সূরাতে আল্লাহ তাআলার চমৎকার একটি নিদর্শন রয়েছে। আল্লাহ তাআলা যখন এই সূরা নাযিল করেন, তখনও আবূ লাহাব ও তার স্ত্রী ধ্বংস হয়নি, অথচ আল্লাহ তাআলা আগেই সংবাদ দিচ্ছেন যে, আবূ লাহাব ও তার স্ত্রী উভয়কেই অবশ্যই জাহান্নামের আগুনে শাস্তি দেওয়া হবে। এটিতে আবশ্যক হয় যে, তারা ইসলাম গ্রহণ করবে। দৃশ্য ও অদৃশ্য সম্পর্কে সম্যক অবগত আল্লাহ তাআলা যেমনটি বলেছিলেন, তেমনই ঘটেছিল।

١١٢. سورة الإخلاص وَهِيَ مَكِّيَّةٌ

১১২. সূরা আল ইখলাস (মাক্কী, আয়াত ৪)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١) اللَّهُ الصَّمَدُ (٢) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (٣) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (٤)﴾

১১২:১- বলুন, তিনি আল্লাহ, এক-অদ্বিতীয়

১১২:২- আল্লাহ হলেন অমুখাপেক্ষী।

১১২:৩-তিনি কাউকেও জন্ম দেননি এবং তাকেও জন্ম দেয়া হয়নি

১১২:৪-এবং তার সমতুল্য কেউই নেই।

ব্যাখ্যা:

﴿قُلْ﴾ **বলুন:** অর্থাৎ আপনি বিশ্বাস নিয়ে, তার অর্থ জেনে দৃঢ়ভাবে বলুন,

﴿هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ **তিনি আল্লাহ এক:** একত্ব একমাত্র তার মাঝেই সীমাবদ্ধ। তিনি পরিপূর্ণতায় এক ও অদ্বিতীয়, যার রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম ও পরিপূর্ণ উচ্চ গুণাবলি এবং পবিত্র কাজসমূহ, যার সমকক্ষ ও সমতুল্য কিছুই নেই।

﴿اللَّهُ الصَّمَدُ﴾ **আল্লাহ হলেন অমুখাপেক্ষী:** এখানে সকল প্রয়োজনকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। উর্ধ্বজগত ও নিম্ন জগতের সকলেই তার অত্যন্ত মুখাপেক্ষী, তারা একমাত্র তার নিকটেই তার প্রয়োজনসমূহ চায়, তাদের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে একমাত্র তারই অভিমুখী হয়। কেননা তিনি গুণাবলীর দিক থেকে পরিপূর্ণ। তিনি হলেন আলীম বা মহাজ্ঞানী, যিনি তার জ্ঞানে পরিপূর্ণ। তিনি হলেন হালীম বা পরম ধৈর্যশীল, যিনি তার ধৈর্যের পরিপূর্ণ। তিনি হলেন রহীম বা পরম দয়ালু, যিনি তার দয়াতে পরিপূর্ণ, তার দয়া সকল কিছুকেই পরিবেষ্টন করে আছে।

অনুরূপভাবে তিনি তার সকল গুণাবলিতেই পরিপূর্ণ। তার পরিপূর্ণতার অন্তর্ভুক্ত হলো,

﴿لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ﴾ **তিনি কাউকেও জন্ম দেননি এবং তাকেও জন্ম দেয়া হয়নিঃ** কেননা তিনি পরিপূর্ণভাবে অমুখাপেক্ষী।

﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ **এবং তার সমতুল্য কেউই নেইঃ** অর্থাৎ তার নামসমূহ, তার গুণাবলি, এবং তার কাজসমূহের কোন ক্ষেত্রে তার সমতুল্য কেউ নেই।

এই সূরাতে তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাতকে একত্রিত করা হয়েছে।

١١٣. سورة الفلق وَهِيَ مَكِّيَّةٌ

১১৩. সূরা আল ফালাক (মাক্কী, আয়াত ৫)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (١) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (٢) وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (٣) وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ (٤) وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (٥)﴾

১১৩:১- বলুন, আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি উষার রবের

১১৩:২- তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট হতে

১১৩:৩- আর রাতের অন্ধকারের অনিষ্ট থেকে যখন তা গভীর হয়

১১৩:৪- আর অনিষ্ট হতে সমস্ত নারীদের, যারা গিরায় ফুঁক দেয়

১১৩:৫- আর হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে'

ব্যাখ্যাঃ

﴿قُلْ﴾ **বলুনঃ** অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে বলুন,

﴿أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ **আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি উষার রবের:** অর্থাৎ যিনি বীজ ও আঁটি বিদীর্ণকারী এবং যিনি প্রভাতের উন্মেষ ঘটান।

﴿مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ﴾ **তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট হতে:** আল্লাহ তাআলা যা কিছু সৃষ্টি করেছেন সবই এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন মানুষ, জিন, পশু প্রাণী ইত্যাদি। এগুলোতে যে অনিষ্ট রয়েছে তা থেকে এগুলোর স্রষ্টার নিকটে আশ্রয় চাওয়া হচ্ছে। সাধারণভাবে বর্ণনা করার পরে বিশেষভাবে বর্ণনা করে বলা হচ্ছে,

﴿وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ﴾ **আর রাতের অন্ধকারের অনিষ্ট থেকে যখন তা গভীর হয়:** অর্থাৎ রাতে যা কিছু থাকে সেগুলোর অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাই, যখন রাত মানুষকে ঢেকে নেয় এবং যখন তাতে অনেক অনিষ্টকর আত্মা ও ক্ষতিকর প্রাণী ছড়িয়ে পড়ে।

﴿ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ﴾ **আর অনিষ্ট হতে সমস্ত নারীদের, যারা গিরায় ফুঁক দেয়:** অর্থাৎ সেসব মহিলা জাদুকরের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাই, যারা তাদের জাদু কার্যকর করার প্রচেষ্টা করার সময়ে গিরাতে ফুঁক দেয়।

﴿وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾ **আর হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে:** হিংসুক হলো সেই, সে যার হিংসা করছে তার নিয়ামত যাতে চলে যায় সেটা কামনা করে, আর এজন্য সে যথাসম্ভব মাধ্যম গ্রহণ করে সেই নিয়ামত দূর করার জন্য প্রচেষ্টা চালায়। এই হিংসুকের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাওয়া ও তার ষড়যন্ত্রকে বাতিল করার প্রয়োজন। হিংসুকের মধ্যে, যে ব্যক্তির বদ নজর লাগে সেই ব্যক্তিও অন্তর্ভুক্ত। কেননা খারাপ অন্তর ও স্বভাবের হিংসুক ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো বদনজর লাগে না। এই সূরাতে ব্যাপকভাবে ও নির্দিষ্টভাবে সকল ধরনের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাওয়া হয়েছে। এই সূরাটি আরো প্রমাণ করে যে, জাদুর বাস্তবতা রয়েছে, যার অনিষ্টের আশংকা রয়েছে এবং জাদু ও জাদুকারীর অনিষ্ট থেকে আল্লাহ তাআলার কাছে আশ্রয় চাইতে হবে।

١١٤. سورة النّاس وَهِيَ مَكِّيَّةٌ

১১৪. সূরা আন নাস (মাক্কী, আয়াত ৬)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (١) مَلِكِ النَّاسِ (٢) إِلَهِ النَّاسِ (٣) مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ (٤) الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (٥) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (٦)﴾

১১৪:১- বলুন, আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি মানুষের রবের,

১১৪:২- মানুষের অধিপতির,

১১৪:৩- মানুষের ইলাহের কাছে

১১৪:৪- আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট হতে,

১১৪:৫- যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে,

১১৪:৬- জিনের মধ্য থেকে এবং মানুষের মধ্য থেকে।

ব্যাখ্যা:

এই সূরাতে শয়তান থেকে মানুষের রব, অধিপতি ও ইলাহের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে, যেই শয়তান হলো সকল অকল্যাণের মূল। তার ফিতনা ও অনিষ্টের অন্তর্ভুক্ত হলো, সে মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রনা দেয়। সে মানুষের সামনে খারাপ কাজকে সুন্দর করে তোলে, তাদের সামনে সুন্দর আকৃতিতে সেটা তুলে ধরে এবং সেই কাজটি করার জন্য মানুষের আগ্রহকে তৎপর করে তোলে। আবার সে ভালো বিষয়কে মানুষের সামনে মন্দ করে তুলে ধরে এবং সেখান থেকে তাদেরকে বিরত রাখে। সাথে সাথে ভালো কাজকে তাদের সামনে অন্য আকৃতিতে তুলে ধরে। সে সর্বদাই এমন কুমন্ত্রনা দিতে থাকে। আর সে আত্মগোপন করে। অর্থাৎ যখন বান্দা তার রবকে স্মরণ করে, শয়তানকে প্রতিহত করার জন্য রবের সাহায্য চায়, তখন সেই শয়তান পিছিয়ে যায়।

সুতরাং সকল মানুষের রব যিনি, তার রুবুবিয়্যাতের মাধ্যমে শয়তান থেকে রবের নিকটে আশ্রয় ও সাহায্য চাওয়া উচিত। আর সৃষ্টির সকলেই তার রুবুবিয়্যাত ও রাজত্বের

অন্তর্ভুক্ত। প্রতিটি প্রাণীরই তিনি নিয়ন্ত্রণকারী। তাছাড়া তার উলুহিয়্যাতের মাধ্যমেও তার নিকট আশ্রয় চাওয়া উচিত, যেটির জন্য তিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন।

সুতরাং তাদের সেই শত্রুর অনিষ্ট প্রতিহত করা ছাড়া সেই উলুহিয়্যাত পূর্ণ হবে না, যেই শত্রু তাতে কিছু অংশ নিজের জন্য নেয়, তাদেরকে সেখান থেকে বাধা দেয়। আর সেই শত্রু চায়, তাদেরকে নিজের দলে পরিণত করতে, যাতে তারা জলন্ত আগুনের অধিবাসী হয়। কুমন্ত্রনা যেমন জিনের থেকে হয়, ঠিক তেমনই মানুষের থেকেও হয়। এজন্য আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴾

জিনের মধ্য থেকে এবং মানুষের মধ্য থেকে।

শুরুতে ও শেষে, বাহ্যিকভাবে ও অভ্যন্তরীণভাবে সকল প্রশংসা বিশ্বজগতের রব আল্লাহ তাআলার জন্য। আমরা আল্লাহ তাআলার নিকটে প্রার্থনা করি, তিনি যেন তার নিয়ামতসমূহকে পরিপূর্ণ করেন, আমাদের পাপসমূহকে ক্ষমা করেন, যেই পাপগুলো আমাদের মাঝে ও অনেক বরকতের মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এছাড়াও তিনি যেন সেই পাপ ও কামনা বাসনাকে ক্ষমা করেন, যেগুলোর কারণে তার আয়াত নিয়ে চিন্তা ভাবনা করাটা আমাদের অন্তর থেকে চলে যায়।

আমরা তার নিকট আশা রাখি, যেন তিনি আমাদের মধ্যে যে অকল্যাণ রয়েছে তার জন্য তার নিকট যে কল্যাণ রয়েছে তা থেকে আমাদেরকে বঞ্চিত না করেন। আর একমাত্র কাফির সম্প্রদায় ছাড়া তার অনুগ্রহ থেকে কেউ নিরাশ হয় না এবং পথভ্রষ্ট সম্প্রদায় ছাড়া তার রহমত থেকে কেউ হতাশ হয় না।



সর্বদাই ও নিরবচ্ছিন্নভাবে সালাত ও সালাম নাযিল হোক তার রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর, তার পরিবার পরিজন, তার সকল সাহাবীর ওপর।

লেখক আব্দুর রহমান নাসির ইবনু আব্দিল্লাহ, যিনি পরিচিত হলেন ইবনু সাদী নামে, এই লেখকের হাতে আল্লাহ তাআলার সাহায্য ও উত্তম তাওফীকের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার কিতাবের তাফসীর সমাপ্ত হলো। আল্লাহ তাআলা তাকে, তার পিতামাতাকে এবং সকল মুসলিমকে ক্ষমা করুন। আর এই কাজটি সমাপ্ত হলো ১৩৪৪ হিজরির রবিউল আওয়াল মাসের শুরুতে।

মাকতাবাতুস সুন্নাহ প্রকাশিত কিতাবসমূহ

১. কিতাবুল ঈমান- ড. আব্দুল আযীয ইবনে মুহাম্মাদ আল আব্দুল লতীফ [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

২. শারহুস সুন্নাহ-ইমাম আল বারবাহারী [নির্ধারিত মূল্য : ১২০ টাকা]

৩. কিতাবুত তাওহীদ- মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব ইবনে সুলাইমান তামিমী [নির্ধারিত মূল্য : ২৫০ টাকা]

৪. কিতাবুত তাওহীদ

- ড. সালিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ১৮০ টাকা]

৫. আকীদাতুত তাওহীদ

-ড. সালিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ৩৫০ টাকা]

৬. আল ইরশাদ- সহীহ আকীদার দিশারী (ঈমানের মূলনীতির ব্যাখ্যা)

- ড. সালিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ৪৫০ টাকা]

৭. আল ওয়াসীয়াতুল কুবরা (মহা উপদেশ)

-শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া [নির্ধারিত মূল্য : ১২০ টাকা]

৮. আল আকীদা আল ওয়াসিতীয়া

- শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া [নির্ধারিত মূল্য : ৮০ টাকা]

৯. শারহুল আকীদা আল ওয়াসিতীয়া

-ড. সালিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ৩৫০ টাকা]

১০. শারহু মাসাঈলিল জাহিলিয়্যাহ

- ড. সালিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ২৫০ টাকা]

১১. শারহুল আকীদা আত-তহাবীয়া প্রথম খণ্ড

-ইমাম ইবনে আবীল ইয আল-হানাফী [নির্ধারিত মূল্য : ৫০০ টাকা]

১২. শারহুল আকীদা আত-তহাবীয়া দ্বিতীয় খণ্ড

-ইমাম ইবনে আবীল ইয আল-হানাফী [নির্ধারিত মূল্য : ৫০০ টাকা]

১৩. নবী-রসূলগণের দাওয়াতের মূলনীতি

- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

১৪. হাজ্জ, উমরা ও মদীনা যিয়ারত

- শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে সালিহ আল উসাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

১৫. কিতাবুল ইলম (জ্ঞান)

- শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে সালিহ আল উসাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ৩৫০ টাকা]

১৬. কিয়ামতের সহীহ আলামত- শাইখ ইসাম মূসা হাদী [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

১৭. ফিকহুল খিলাফাত

- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ৬০ টাকা]

১৮. দল/সংগঠন, ইমারত ও বায়আত

-আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী [নির্ধারিত মূল্য : ৬০ টাকা]

১৯. ইসলামী রাজনীতি বিষয়ক ফতোয়া

-শাইখ মুকবিল ইবনে হাদী আল ওয়াদিয়ী [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

২০. ফিকহের মূলনীতি (আল উসূল মিন ইলমিল উসূল)

-শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে সালিহ আল উসাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

২১. হাদীস আকীদা ও ফিকহের স্বতন্ত্র দলীল

- মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন আলবানী রহিমাহুল্লাহ [নির্ধারিত মূল্য: ১৮০ টাকা]

২২. মুখতাসার কিতাবুত তাওহীদ

-ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক ইবনু খুযাইমাহ [নির্ধারিত মূল্য : ৩৫০ টাকা]

২৩. মানহাজ-কর্মপদ্ধতি

- ড. সালিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ৩৫০ টাকা]

২৪. মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে ভ্রান্ত আকীদার নিরসন

- ড. আব্দুল বাসির বিন নওশাদ মাদানী [নির্ধারিত মূল্য : ১৮০ টাকা]

২৫. ইসলাম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ

- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

২৬. ইজতিহাদ ও তাকলীদ

- ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আলী আশ-শাওকানী [নির্ধারিত মূল্য : ১২০ টাকা]

২৭. ফায়সালা ও তাকদীরের প্রতি ঈমান

- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আল-হামাদ [নির্ধারিত মূল্য : ১৮০ টাকা]

২৮. কিতাবুল ফারায়েয-উত্তরাধিকার আইন

- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

২৯. উমদাতুল আহকাম

- ইমাম হাফেয আব্দুল গনী আল-মাকদেসী [নির্ধারিত মূল্য : ৩৫০ টাকা]

৩০. তাওযীহু উসূলিল ফিকহ আলা মানাহাজি আহলিল হাদীস

-যাকারীয়া ইবনে গুলাম কাদীর [নির্ধারিত মূল্য: ৩৫০ টাকা]

৩১. আন নাবযাতুল কাফীয়া ফী আহকামি উসূলিদ দীন-দীনের মূলনীতি

- ইমাম ইবনে হাযম আন্দালুসী [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

৩২. আদ-দুরারুল বাহীয়াহ ফিল মাসাঈলিল ফিকহিয়াহ

- মুহাম্মাদ ইবনে আলী আশ-শাওকানী [নির্ধারিত মূল্য : ১৮০ টাকা]

৩৩. নতুন চাঁদের মাসআলা

-ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আলী আশ-শাওকানী [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

৩৪. ইমাম নব্বীর চল্লিশ হাদীসের ব্যাখ্যা

-ইমাম ইবনে দাকীক ঈদ [নির্ধারিত মূল্য : ১৮০ টাকা]

৩৫. কিতাবুল আরশ

-ইমাম আয-যাহাবী [নির্ধারিত মূল্য : ২৫০ টাকা]

৩৬. সালাসাতুল উসূল এর ব্যাখ্যা (তিনটি মূলনীতি বুঝার সহজ উপায়)

- ড. মানসূর বিন মুহাম্মাদ আল সাকউব [নির্ধারিত মূল্য : ২৫০ টাকা]

৩৭. আল-ফাতওয়া আল-হামাবীয়া আল-কুবরা

- শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া [নির্ধারিত মূল্য : ৭৫০ টাকা]

৩৮. ইসলামে যুদ্ধ ও তার মূলনীতি

- ড. আব্দুস সালাম ইবনে সালেম আস-সুহাইমী [নির্ধারিত মূল্য : ২৫০ টাকা]

৩৯. মুখতাসার ফিক্বহুস সুন্নাহ-আল লুবাব ফি ফিক্বহিস সুন্নাতি ওয়াল কিতাব

- মুহাম্মাদ সুবহী ইবনে হাসান হাল্লাক্ব [নির্ধারিত মূল্য : ১০০০ টাকা]

৪০. তাফসীর আস সা'দী ১০ম খণ্ড (৫৮-১১৪)

-শায়খ আব্দুর রহমান নাসির আস-সা'দী [নির্ধারিত মূল্য : ৫০০ টাকা]

৪১. বেরেলভী মতবাদ

-শায়খ ইহসান ইলাহী যহীর [নির্ধারিত মূল্য : ২৫০ টাকা]

৪২. তাহসীলুল মামূল মিন ইলমিল উসূল

-আল্লামা সিদ্দিক হাসান খাঁন [নির্ধারিত মূল্য: ১৮০ টাকা]

মাকতাবাতুস সুন্নাহ প্রকাশিত দাওয়াতী রিসালাসমূহ

১. কালিমাতুত তাওহীদ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' শর্ত ও তা ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ

- আব্দুল আযীয ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে বায [নির্ধারিত মূল্য : ১৫ টাকা]

২. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আকীদার সংক্ষিপ্ত মূলনীতি

-ড. নাসের ইবনে আব্দুল করীম আল-আকল [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

৩. ইসলামী আকীদা বিষয়ক কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা

- শাইখ মুহাম্মাদ জামীল যাইনু [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

৪. আকীদা আত-তাওহীদ বিষয়ে ১০০ প্রশ্নোত্তর

-আব্দুল আযীয ইবনে মুহাম্মাদ আশ-শাআলান [নির্ধারিত মূল্য: ৪০ টাকা]

৫. আহলুল হাদীসদের আকীদা-আবূ বকর আহমাদ ইবনে ইসমাঈল আল ইসমাঈলী [নির্ধারিত মূল্য: ৩০ টাকা]

৬. উসূলুস সুন্নাহ-ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

৭. লুমআতুল ইতিকদ-আকীদার ঝলক

-ইবনে কুদামা আল-মাকদেসী [নির্ধারিত মূল্য : ৪০ টাকা]

৮. মানব জীবনে তাওহীদ গ্রহণের অপরিহার্যতা

- আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

৯. আল আকীদা আত-তহাবীয়া

- ইমাম আবূ জাফর আহমাদ আত-তহাবী [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

১০. আল ওয়ালা ওয়াল বারা [বন্ধুত্ব ও শত্রুতা]

- ড. সালিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

১১. আমাদের দাওয়াত, আমাদের আকীদা ও ফিতনাহ হতে মুক্তির উপায়

-শাইখ মুকবিল ইবনে হাদী আল ওয়াদিয়ী [নির্ধারিত মূল্য: ৩০ টাকা]

১২. ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা

-আল্লামা মুহাম্মাদ আল আমীন শানকীতী [নির্ধারিত মূল্য : ৪০ টাকা]

১৩. ইসলামে মানবাধিকার

- শাইখ সালিহ ইবনে আব্দুল আযীয আলুশ শাইখ [নির্ধারিত মূল্য : ৪০ টাকা]

১৪. কুরআন ও সুন্নাহ আঁকড়ে ধরা

-সংকলনে ডা. মোঃ মোশাররফ হোসেন [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

১৫. হাদীসের মূলনীতি - মাওলানা মুহাম্মদ আমীন আসারী [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

১৬. এক নজরে সালাত-হাফেয যুবায়ের আলী যাঈ [নির্ধারিত মূল্য : ৪০ টাকা]

১৭. একশত কবীরা গুনাহ

- ড. সালেহ ইবনে আব্দুল্লাহ আস-সাইয়্যাহ [নির্ধারিত মূল্য : ১৫ টাকা]

১৮. যাকাতুল ফিতর

- মুহাম্মাদ ইবনে সালিহ আল উসাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ১৫ টাকা]

১৯. আওয়ায়িলুশ শুহূর আল আরাবিয়া-আরবী মাসের তারিখ নির্ধারণ

-আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ শাকির [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

২০. নতুন চাঁদের বিধান- শায়েখ আদনান ইবনে মুহাম্মাদ আল আরঊর

[নির্ধারিত মূল্য : ১৫ টাকা]

২১. সিয়াম পালনকারীর হিজামার বিধান

শাইখ উবাইদুল্লাহ মুবারকপুরী রহিমাহুল্লাহ। [নির্ধারিত মূল্য : ১৫ টাকা]

২২. বিদআতের মূলনীতি ও উম্মাহর প্রতি তার কুপ্রভাব- আলী ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু নাসির আল-ফাকীহী [নির্ধারিত মূল্য : ৫০ টাকা]